অমৃত পুরুষ যীশু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সাহিত্য-সদন

কলিকাতা-৯

Published by Rev. A. Nath on behalf of the
Bengal Christian Literature Centre (Sahitya Sadan) from
65A Mahatma Gandhi Road, Calcutta 700009

প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।   মার্চ, ১৯৬৪

বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সাহিত্য কেন্দ্র (সাহিত্য সদন)-এর পক্ষে
আচার্য অরিন্দম নাথ কর্তৃক ৬৫এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ থেকে
প্রকাশিত ও শ্রী নবদ্বীপ বসাক কর্তৃক পাবলিসিটি কনসার্ন, ৩ মধু গুপ্ত লেন,
কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

অমৃত
পুরুষ
যীশু

কে যীশু ?

যীশু ঈশ্বরের মৃত্যুহীন উচ্চারণ। যীশু ঈশ্বরের উচ্চারিত শাশ্বত বাক্য। যীশুই ঈশ্বরবাণীর শরীরী রূপ।

জেনেসিস বলছে ঃ 'আদিতে ঈশ্বর আকাশ আর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।' সেই সৃষ্ট জগতের ঊর্ধ্বে আছে আরেক জগৎ, সমস্ত স্থান-কালের অতীত, দৃশ্য-স্পৃশ্যের বাইরে, আরেক সংসার, চিরন্তনতার সংসার। পারহীন পরিধিহীন অনন্ত অমর্তলোক। সে দেশের মানচিত্র জানা নেই অথচ সর্বক্ষণ যার অস্তিত্বে বিশ্বাস জেগে থাকে। ইয়ত্তা করা যায় না, কোটি-কোটি সূর্য-চন্দ্র-তারারও পরপারে, অথচ ঠিকানাটি মনে হয় অন্তরের অনুভবের মধ্যেই লেখা আছে। সে সংসার ঈশ্বরের সংসার, যিনি সৃষ্টির আগে থেকেই বিরাজমান। সেই সংসারের এক ক্ষুদ্র কণা আমাদের পৃথিবী, ঐ আকাশমণ্ডল। আর-সব সংসার সরে যায়, শেষ হয়ে যায়, ঈশ্বরের সংসার অশেষ-অক্ষয় চিরন্তন হয়ে থাকে।

মর্তজীব আমাদের কাছে সেই চিরন্তনতার সংবাদ কে ?

সেই চিরন্তনতার সংবাদ যীশু।

সেন্ট জন বলেছেন, সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্যও ছিলেন। এই বাক্যই ঈশ্বর। এই বাক্যই সৃষ্টিশক্তি। প্রাণময়, প্রাণকর্তা। এই বাক্যেই ঐশ মন, বুদ্ধি ও জ্ঞান নিহিত। এই বাক্যই সত্য আলো—সত্যের আলো। অন্ধকার ভেদ করে এর প্রকাশ, শত অন্ধকারেও অপরাজিত। অম্লান-অনির্বাণ।

আমি সেই আলোকের সাক্ষী হয়ে এসেছি। বলছেন জন দি ব্যাপ্টিস্ট, আমার কথা শোনো, বিশ্বাস করো। সেই ঈশ্বরবাক্য মনুষ্যরূপ ধরে ধূলির ধরণীতে উদ্ভাসিত হবেন। আমার পরে আসছেন বটে কিন্তু তিনি আমার আগে হতেই ছিলেন। সৃষ্টির আদি হতেই ছিলেন। সেই মনুষ্য-রূপ ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত হবে, পরম পিতার একক পুত্ররূপে। অপেক্ষা করো, প্রস্তুত হও। সতৃষ্ণ না হলে দেখবে কী করে? উৎকর্ণ না হলে শুনবে কী করে? প্রস্তুতি ছাড়া স্বীকৃতি কোথায়? শোনো, ঈশ্বরকে কেউ চোখে দেখেনি, তবে যদি তোমরা তাঁকে দেখ তবে বুঝতে পারবে তাঁর পিতা, তাঁর অন্তরঙ্গতম আত্মীয় ঈশ্বর কী রকম।

যীশু যখন ঈশ্বরেই ওতপ্রোত তখন যীশুকে দেখাই ঈশ্বরকে দেখা।

তা হলে ঈশ্বর আমার কত আপন জন, কত আমার হৃদয়ের সব চেয়ে কাছেকার মানুষ, প্রিয় থেকে প্রিয়তর, প্রিয়তর থেকে প্রিয়তম বন্ধু। আর কি ঈশ্বর আমার কাছে দূরদেশী হয়ে থাকে, অজানা-অচেনা, আমার ঘরের বাইরের সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশী? আর কি সে দীন-দরিদ্রের কুটির দেখে ফিরে যায়? আর কি সে আর্ত-অন্ধের কান্নাকে উপেক্ষা করে? মানুষের সামান্য অন্তরস্পর্শকেই কি সে অপার ঐশ্বর্য বলে মনে করে না?

আর তবে আমার ভয় কোথায়, ঔদাসীন্য কোথায়?

জন বললেন, মোজেস আমাদের শাস্ত্রবিধি দিয়েছেন, যীশু দেবেন সত্য আর করুণা।

মোজেস-এর মাধ্যমে ঈশ্বর বিচারক, যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর করুণাময়। ঈশ্বর সত্য, আর করুণাই তাঁর শেষ বিচার।

'কিন্তু তুমি কে?' ইহুদি যাজকের দল জনকে ঘিরে ধরল: 'তুমিই কি সেই পরিত্রাতা?'

'না, না, আমি কেউ নই। আমি শুধু ডাক দিয়ে যাচ্ছি।'

'ডাক দিয়ে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ সবাইকে বলছি চেঁচিয়ে, রাজা আসছেন, তাঁর জন্য রাস্তা পরিষ্কার করো।'

অনেক আগাছা-জঙ্গলে ভরে আছে, সমূলে উপড়ে ফেলে দাও বাইরে। অনেক এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে, সমতল করো, মসৃণ করো।

কত লুকোনো গর্ত-খোদল দেখা যাচ্ছে, সেগুলো ভরাট করে তোলো। শহরে লাট-বেলাট এলে তার অভ্যর্থনায় রাস্তা-ঘাট নানারকম পরিচর্যা করে পরিপাটি করে তুলতে। এ স্বয়ং রাজা আসছেন—রাজার রাজা—তাঁর জন্যে পথ সরল করবে না? নিষ্কন্টক করবে না? কত আবর্জনা জমিয়ে রেখেছ তা দগ্ধ করবে না? এখানে ওখানে কত মালিন্য লেগে রয়েছে তা নির্মল জলে ধুয়ে দেবে না? নিজে সুন্দর হবে না, পবিত্র হবে না?

তাঁব জন্যে পথ তৈরি কবো। নিজে তৈরি হও।

তিনি আসছেন। ঈশ্বব-পুত্র মানব-পুত্রের রূপ ধরে আসছেন।

যিনি এ কথা ঘোষণা করছেন তাঁব পরিচয় কি? তিনি কার পুত্র? তাই যীশুব আগে জন-এব কথা।

জুডিয়া-র রাজা হেবড। সেই রাজত্বে জ্যাকারিয়াস একজন পুরোহিত। তার স্ত্রীর নাম এলিজাবেথ। তারা নিঃসন্তান।

তারা শাস্ত্রেব বিধি-নিষেধ মেনে চলে। সৎপথ থেকে ভ্রষ্ট হয় না।

মন্দিরে সেদিন জ্যাকাবিয়াসের আবতি দেবাব পালা। বেদীতে ধুনো জ্বালিয়েছে, মন্দিবের বাইরে প্রার্থনা করছে জনতা, জ্যাকারিয়াস দেখতে পেল বেদীর দক্ষিণে একজন স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে। স্বর্গদূত দেখে দারুণ ভয় পেল জ্যাকারিয়াস। এ কী অঘটন!

'ভয় পেয়ো না।' বললে স্বর্গদূত, 'ভগবান, তোমার প্রার্থনা শুনেছেন। তোমার স্ত্রী তোমাকে একটি পুত্র-সন্তান উপহার দেবে। তুমি তার নাম রেখো জন। সে ভগবানের বার্তাবহ হয়ে আসবে, রচনা করবে প্রভুর আবির্ভাবের পথ। তাকে নিয়ে তোমাদের আর আনন্দের অবধি থাকবে না।'

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বৃদ্ধ হয়েছে, তাই জ্যাকারিয়াস স্বর্গদূতকে বিশ্বাস করতে চাইল না। বললে, 'আমাদের বুড়ো বয়সে আবার সন্তান কী!'

স্বর্গদূত বললে, 'আমাকে তুমি চেন না। আমার নাম গাব্রিয়েল, আমি ভগবানের কাছে-কাছে থাকি। তোমাকে এই খবর দেবার জন্যেই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।'

সেই অনাগত সন্তান সম্পর্কে গাব্রিয়েল আরো অনেক কথা বললে।

বললে, মাতৃগর্ভেই সে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। ভগবানের সেবায় সে হবে একজন মহামানব। বহু পথভ্রষ্টকে সে ভগবানের কাছে ফিরিয়ে আনবে, বহু অবাধ্যকে জ্ঞানের আলোতে বিনীত করে তুলবে, বুঝিয়ে দেবে পথ প্রস্তুত হলে জীবন প্রস্তুত হলেই প্রভুর আগমন সম্ভব।

তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেই বা কী হবে? তুমি যে তাঁকে দেখবে তোমার সেই চোখ কই? তুমি যে তাঁকে চিনবে তোমার সেই মন কই? তুমি যে তাঁকে বিশ্বাস করবে তোমার সেই সাহস কই?

ভগবানের মন্দিরে নিভৃতে-নির্জনে ভগবানের বাণী ঠিকই শুনেছিল জ্যাকারিয়াস কিন্তু বিশ্বাস করতে পারল না। যেন ভগবানের করুণার কোথাও কোনো সীমা আছে, শর্ত আছে। যেন সেখানে সময়ের বা বয়সের কোনো প্রতাপ খাটে!

'কিন্তু যেহেতু আমাকে তুমি অবিশ্বাস করলে;' গ্যাব্রিয়েল জ্যাকারিয়াসকে শাস্তি দিল : 'তুমি বোবা হয়ে যাবে। আমার কথা যখন ফলবে, যখন জন্মাবে জন, তখনই আবার কথা কইতে পারবে।'

মন্দিরে জ্যাকারিয়াস এত দেরি করছে কেন, বাইরের জনতা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তারপর জ্যাকারিয়াস যখন বাইরে এল সবাই তাকে ব্যস্ত করে তুলল, কী করছিলে এতক্ষণ?

এ কি, জ্যাকারিয়াস বোবা হয়ে গিয়েছে। কথা কইতে পারছে না, হাত নেড়ে ইশারা করে বোঝাতে চাইছে।

সবাই অনুমান করল মন্দিরের মধ্যে জ্যাকারিয়াসের কিছু অলৌকিক দর্শন হয়েছে। কিন্তু সে দর্শন কে বা বোঝায়, কে বা বোঝে।

মন্দিরে পালা শেষ হয়ে গেলে জ্যাকারিয়াস বাড়ি ফিরল।

কালক্রমে এলিজাবেথের গর্ভে সন্তান এল।

'এ কী অলৌকিক!' এলিজাবেথ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললে, 'ভগবান এতদিনে আমার লজ্জামোচন করলেন!'

লজ্জা—সন্তানহীনতার লজ্জা। আর বিস্ময়—কৃপার অপরিমেয়তায় বিস্ময়।

পাঁচমাস এলিজাবেথ লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রইল। ছ-মাস পূর্ণ হবার আগে আরেক ঘটনা ঘটল।

গ্যালিলির নাজারেথ শহরে রাজা ডেভিডের বংশের ছেলে জোসেফের সঙ্গে বিবাহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল মেরী—কুমারী মেরী। তার কাছে এসে দাঁড়াল গ্যাব্রিয়েল। বিনম্র ভাষণে অভিবাদন করল।

'তোমার উপর ভগবানের কৃপা হয়েছে। তোমাকে তিনি আশ্রয় করেছেন।'

মেরী বিমূঢ় হয়ে গেল। ভেবে পেল না এ অভিনন্দন কেন, কোন অর্থে?

'ভয় পেয়ো না, পরম কৃপায় ভগবান তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। তুমি মা হবে। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে একটি পুত্রের জন্ম দেবে। সেই পুত্র পরিচিত হবে ভগবানের পুত্র বলে।'

'তা কী করে সম্ভব? আমি যে কুমারী।' মেরী চমকে উঠল।

'পবিত্র আত্মা তোমাতে অধিষ্ঠিত হবে। ভগবানের অনন্য শক্তি রাখবে তোমাকে আচ্ছাদন করে। তুমি পবিত্রতার শুভ্র শিখা, তুমিই তো ঈশ্বরপুত্রের জননী হবে। তুমি সে পুত্রের নাম রেখো যীশু।'

মেরীর তবুও ঘোর কাটে না।

'ভগবান যীশুকে তার পিতৃপুরুষ ডেভিডের সিংহাসন দেবেন, আর তুমি জান না, যীশুর রাজত্ব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আর সব রাজত্ব ক্ষণিকের সমারোহ, যীশুর রাজত্বই চিরস্থায়ী।'

স্নেহনিবিড় চোখে তাকাল মেরী।

'কি, বিশ্বাস হয় না?' গাব্রিয়েল আরো বললে, 'তোমার জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথের কাছে খোঁজ নাও গে। কত তার বয়েস হয়েছে, সবাই তাকে বন্ধ্যা বলত, এখন দেখ গে ভগবানের কৃপায় সে ছমাস অন্তঃসত্ত্বা। ভগবানের কৃপায় কিছুই অসাধ্য নয়।

সমর্পণের সুস্নিগ্ধ ভঙ্গিতে মেরী বললে, 'আমি ভগবানের সেবিকা, তিনি যা বলবেন তাই আমি মেনে নেব।'

নেব মাথা পেতে। এ আমি বলব না আমার ইচ্ছামত তুমি

তোমার ইচ্ছাকে চালনা করো, আমি শুধু বলব, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনি করেই সার্থক করো আমাকে। তোমার ইচ্ছার বাইরে আমার ইচ্ছা বলে বিন্দু লেশও রেখো না।

সব কাজ ফেলে মেরী ছুটল জুডিয়ার সেই পাহাড়ি শহরে যেখানে জ্যাকারিয়াসের বাড়ি। মেরী এলিজাবেথকে অভিনন্দন করতেই এলিজাবেথের গর্ভস্থ সন্তান আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল। এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় আবিষ্ট হল। বলে উঠল: 'আমার সৌভাগ্যের তুলনা নেই। প্রভুর মা নিজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

মেরী, তোমার শিশু ধন্য, তুমি তার মা তাই তুমিও ধন্য। তুমি আরো ধন্য, তুমি সশ্রদ্ধ ও বিশ্বাসী। ভগবানের কাছ থেকে যে বাণী এসে পৌঁচেছে তা সফল হবেই এ যে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করে সে কৃতকৃতার্থ।'

আমি সুখে থাকি বা দুঃখে থাকি, জলে পড়ি বা কূলে উঠি, এ আর আমার লক্ষ্য নয়। আমি যে প্রভুর কাজে লাগছি, আমাকে দিয়ে প্রভু যে তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন এতেই আমার জীবনের পূর্ণতা।

আমার আর কোনো জিজ্ঞাসা নেই, আমি যে প্রভুর নির্বাচিত আমি যে তাঁর কাজেই নিয়োজিত, এই সিদ্ধান্তেই আমার জীবনের সিদ্ধি।

এলিজাবেথের কথার উত্তরে মেরী যা বললে তা একটি হৃদয়োত্থিত স্তোত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

বললে, 'ভগবান কত মহান, কত বিশাল-বিপুল, কিন্তু করুণায় আমার মত এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রকেও স্পর্শ করেছেন, প্রসন্ন হয়ে তাকিয়েছেন নত হয়ে। যিনি সর্বশক্তিমান, যাঁর নাম পুণ্যপবিত্র, তিনি আমার মধ্য দিয়ে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করলেন আমার এ আনন্দ রাখব কোথায়? মুখরে আমি যা কিছু বলতে চাইছি সব প্রভুরই জয়গান, মৌনে যা কিছু ভাবতে চাইছি সব প্রভুরই তন্ময়তা।'

যারা তাঁকে ভক্তি করে তাকে তিনি কৃপা করেন। যারা অহঙ্কার করে তাদের তিনি লজ্জিত করেন। ক্ষমতাশালীকে তার উত্তুঙ্গ চূড়া থেকে নামিয়ে আনেন। দীন দরিদ্রকে বসান গৌরবাসনে। যারা

ক্ষুধার্ত তাদের তিনি সুস্বাদু আহার্যে পরিতৃপ্ত করেন। যারা ধনী তাদের তিনি বিদায় দেন রিক্ত হাতে।

এলিজাবেথের বাড়িতে মেরী তিন মাস থাকল, তারপর ফিরে গেল নাজারেথে। এই তিন মাস দুজনের মধ্যে শুধু এক কথা, ভগবানের কথা, শুধু এক চিন্তা, ভগবানের চিন্তা। হেব্রন পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি শহরের প্রান্তে একটি সামান্য গৃহে দুটি ভক্ত নারী কোন স্বপ্নের প্রতীক্ষায় তন্ময় হয়ে আছে কর্মব্যস্ত সংসার তা অনুমান করতে পারল না।

কালক্রমে এলিজাবেথের ছেলে হল। একে বৃদ্ধ দম্পতির সন্তান হয়েছে, তায় ছেলে। সবত্র আনন্দের ঢেউ উঠল। ভগবানের করুণায় প্রতিবেশীরা আর সন্দিহান থাকতে পারল না। কিন্তু প্রশ্ন জাগল, শিশুর কী নাম রাখবে?

'এর নাম জন রাখতে হবে।' গম্ভীর মুখে বললে এলিজাবেথ।

'সে কী, আপনাদের আত্মীয়দের মধ্যে এমন কারুর নাম নেই,' প্রতিবেশীরা আপত্তি করল: 'বাপের নাম অনুসারে জ্যাকারিয়াস রাখাই ঠিক হবে।'

কেউ আবার বাপকেই জিজ্ঞেস করল: 'আপনার কি মত?'

জ্যাকারিয়াস মাটিতে লিখে দিল: জন। জন-ই তার একমাত্র নাম।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকারিয়াসের মুখ খুলে গেল। জিভে কথা ফুটল। আর কথা ফুটলে ঈশ্বর-কথা ছাড়া অন্য কথা আর কে বলে?

জ্যাকারিয়াসও মুখে ভাষা পেয়ে ঈশ্বরস্তোত্র শুরু করল।

বললে, 'ইজরায়েলের উপাস্য—ভগবানের জয় হোক। তিনি আসছেন আমাদের মুক্তিদাতারূপে, আসছেন ভক্ত ডেভিডের বংশে, আমাদের শত্রুসঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে। আর আমাদের ভয় নেই।'

তারপর নিজের ছেলেকে উদ্দেশ করে বললে 'তুমি ভগবানের প্রচারক হবে। তুমি অগ্রদূত হয়ে তাঁর চলার পথকে সুগম করে তুলবে। সেই তো ক্ষমার পথ, মুক্তির পথ, করুণার পথ। যারা অন্ধকারে, মৃত্যুর ছায়ার নিচে বাস করছে তারাও এবার শান্তির পথ খুঁজে পাবে। এত দিন ঈশ্বরকে সবাই জানত শাসকসম্রাটরূপে, সব সময়েই শুধু

যাঁর বিচার আর দণ্ডবিধান আর নিগ্রহ। সব সময়েই তাড়না আর তিরস্কার। রাত দিন শুধু ভয়ের মধ্যে বাস করা। কেউ কেউ বা জানত একেবারে বিমুখ-বিরূপ নিরম্বু উপবাসীর ভাবে। একেবারে নির্গুণ নির্বিকার। রক্ত-মাংস তো নেই, কোনো অনুভূতিই নেই, মাত্র একজন নিরাসক্ত সাক্ষী। শুধু হিসেব রাখছেন, পাপ-পুণ্যের যোগবিয়োগ করছেন, পড়ে গেলেও হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন না।

এবার, জন, তুমি নতুন ঈশ্বরকে চিনিয়ে দাও। যে শুধু সহানুভূতিতে, শুধু ভালোবাসায় ভরা। যে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে ব্যবধান রাখে না, ব্যক্তি হয়ে সন্নিহিত হয়, যে তার করুণার পসরায় আরো দুটি নতুন সামগ্রী নিয়ে এসেছে একটি ক্ষমা, আরেকটি শান্তি।

ক্ষমা কি শান্তির থেকে নিকৃতি? তা নয়। শাস্তিকেও ঈশ্বরেরই বদান্য-মধুর স্পর্শ বলে অনুভব। শান্তি কি শুধু যন্ত্রণার নিবৃত্তি? তা নয়। শান্তি হচ্ছে ঈশ্বরবোধে জীবনের আচ্ছাদন।

ঈশ্বর আর দুরস্থ নন। হাত বাড়ালেই তিনি, চোখ তুললেই তিনি, কান পাতলেই তিনি। তিনি সব সময়ে আমাকে সাহায্য করতে উপস্থিত। তাঁকে আর আমার ভয় নেই, কুণ্ঠা নেই। আমি যেমন নিঃসংশয় তেমনি নিঃসঙ্কোচ।

কুমারী মেরী তার নাজারেথের বাড়িতে ফিরে এল।

তিন মাসে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে; সে আর আগের মত নেই, আধ্যাত্মিক সম্পদে সৌন্দর্যে সে জ্যোতিষ্মতী হয়ে উঠেছে। কিন্তু যোসেফ কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

ইহুদি বিবাহের অঙ্গীকার বিবাহের মতই সিদ্ধ। অঙ্গীকারের বলেই দু-পক্ষ স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায়। অঙ্গীকারের এক বছর পরে বিবাহের অনুষ্ঠান করে নিতে হয়। বিবাহের মত অঙ্গীকারও অনতিক্রম্য।

তবে বৈধ কারণে বিবাহের যেমন বিচ্ছেদ হতে পারে, তেমনি ভাবেই, প্রয়োজনে, অঙ্গীকারেরও অন্ত করা যায়। এমনি খুশিমত ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায় না।

মেরীর হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণ কুম্ভ কিন্তু দৃষ্টিতে উদ্বেগ—যোসেফ

না জানি কী ভাববে, কী করবে। আনন্দের পাশাপাশি একটি যন্ত্রণা বহন করছে মেরী, যোসেফ কি তাকে বিশ্বাস করবে না ?

অনেক আলো-আঁধার পার হয়ে সেই চরম মুহূর্ত উপস্থিত হল যখন যোসেফের কাছে ধরা পড়ল মেরী। মেরী তখন বললে তার মধ্যে পবিত্র আত্মার সঞ্চারের কথা। তার গর্ভে ভগবানের পুত্র।

তখন শুরু হল যোসেফের যন্ত্রণা। মেরীকে ছাড়তে হবে এ তার কাছে অসহ্য। কিন্তু চিরকাল ধর্মকে মাথায় রেখে সে ন্যায়ের পথে থেকেছে, সে এই অঘটনই বা মেনে নেয় কী করে ? তাই অঙ্গীকারের বন্ধন ছিন্ন না করে উপায় নেই, তবে মেরীর অপমানের কথা ভেবে ঠিক করল বিচ্ছেদটা যথাসাধ্য গোপনে সম্পন্ন করবে।

তখন ভগবানের দূত বাত্রে স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিলেন। বললেন, 'হে ডেভিডের বংশের সন্তান যোসেফ, মেরীকে তোমার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা কোরোনা, তার জঠরে যে সন্তান সে পবিত্র আত্মার প্রভাবের ফল। তাকে তুমি অবহেলা বা অসম্মান কোরো না, শ্রদ্ধায় ও স্নেহে তার সেবা করো। তার একটি পুত্রসন্তান হবে। তার নাম রাখবে যীশু। সে আপন জাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করবে। যীশু নামের অর্থই হচ্ছে মুক্তি। এ সব ঘটছে ভগবানের দেওয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্যে। যে দিন এক ভবিষ্যদ্বক্তা সাধুর মুখ দিয়ে এই কথাই ধ্বনিত হয়েছিল একটি কুমারী গর্ভধারণ করে একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দেবে। তার নাম রাখা হবে এমানুয়েল। এমানুয়েল-এর অর্থ 'ভগবান আমাদের সঙ্গে আছেন'।'

যন্ত্রণাহত যোসেফের ঘুম ভাঙল। কোথায় আর যন্ত্রণা! চারদিকে আনন্দনির্ঝর! কোথায় আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, চারদিকে শুধু হৃদয়ের জাগরণ! কোথায় আর লোকভয়, চারদিকে শুধু জীবনের জয়ধ্বনি। মেরীকে স্ত্রীরূপে পুরোপুরি স্বীকার ও গ্রহণ করল যোসেফ। কিন্তু মেরী যে কুমারী সেই কুমারীই থেকে গেল।

রোম-সম্রাট সিজার অগস্টাস হুকুম করল সমস্ত সাম্রাজ্যের লোকগণনা করতে হবে। কেউ ঘরের দরজায় এসে শুনে নেবে না,

যে যার নিজের শহরে গিয়ে নাম লেখাবে। যেহেতু যোসেফ ডেভিডের বংশধর তাকে সস্ত্রীক যেতে হবে ডেভিডের জন্মস্থানে বেথলেহেমে। বেথলেহেম জুডিয়ারই এক শহর, যোসেফের গ্রাম নাজারেথ থেকে আশি মাইল দূরে। উপায় নেই, যেতেই হবে, দোর্দণ্ড রাজার হুকুম।

সম্রাটের অধীনে আছে রোমান শাসক, নাম পন্টিয়াস পাইলেট। তার আসন জেরুজালেমে। তার অধীনে ইহুদি সামন্ত রাজা হেরড। তার প্রভুত্ব গ্যালিলি প্রদেশে, যারই অন্তর্ভুক্ত জুডিয়া।

নিরীহ দুটি গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছে দুটি নিরীহ মানুষ, স্বামী-স্ত্রী, যোসেফ আর মেরী। পথে ক্রমশই ভিড় বাড়ছে, বাড়ছে ক্লেশভার। শহরে থাকবার জায়গা পাবে কিনা সন্দেহ। কেউ জানেনা কারা চলেছে ঐ পাশাপাশি, কেন তাদের চলতে কষ্ট হচ্ছে, কেন বারে বারে পড়ছে পিছিয়ে। তাড়াতাড়ি চলো, নইলে কোনো শরাইখানায়ই আর জায়গা পাবে না।

শুধু আকাশের ওপার থেকে মুখ বাড়িয়ে স্বর্গদূতেরা দেখছেন, বিশ্বের ভগবান তাঁর ক্ষুদ্র মর্তধামে জন্ম নিতে চলেছেন কিন্তু তাঁর জন্যে জায়গা নেই।

নেই, নেই, কোথাও জায়গা নেই, পথ-ঘাট লোকে লোকারণ্য। যে শরাইখানার কাছে এসে দুজন দাঁড়াল, তা আগাগোড়া বোঝাই, ভিতরের উঠোনে পর্যন্ত জনতার ঢেউ। বিপদের উপর বিপদ, মেরীর প্রসববেদনা শুরু হল। শীতের রাত, কোথায় সে একটু আশ্রয় পাবে, কোন মেয়ে আসবে তাকে সাহায্য করতে? দেখা গেল পাশেই একটা ঘোড়ার আস্তাবল, তারই ধারে বসে পড়ল মেরী। আস্তাবলের মালিকের কেন কে জানে দয়া হল, সে স্বামী-স্ত্রীকে আস্তাবলের মধ্যে আশ্রয় দিল।

সেই হতচ্ছাড়া আস্তাবলে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মাতা মেরীর কোলে ভগবান যীশু আবির্ভূত হলেন। মা শিশুকে কাপড়ে জড়িয়ে ঘোড়ার জাব-দেবার ডাবরে শুইয়ে রাখল।

যারা তুচ্ছ ও সাধারণ, তারা এবার আশ্বস্ত হোক, তাদের যীশু কী করুণ তুচ্ছতার মধ্যে জন্ম নিলেন। যারা নিরাশ্রয়, তারা এবার

আশ্বস্ত হোক, তাদের যীশু জন্মক্ষণে কোথায় স্থান পেলেন! যারা দিরদ্র তারা এবার আশ্বস্ত হোক, তাদের যীশু কী সামান্য বসনে আবৃত হয়ে কোথায় নিলেন তাঁর প্রথম শয্যা !

আর কি বলা যাবে ভগবান দূরেব কেউ, ভয়ের কেউ ! তিনি তো প্রাসাদে আসেননি, আসেননি প্রাচুর্যের আবাসে, কই, তাঁর আসার ক্ষণে একটি কোথাও শঙ্খধ্বনি উঠল না। তিনি যে আমাদের মত নিঃসম্বল হয়েই এসেছেন, আমাদের সকলের সমান হয়ে। আমাদের কত বড় সান্ত্বনা, তিনি দীনহীন আমাদেরই একজন। ছোট ছোট অসহায় দুটি হাত আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন যাতে আমরা তাঁকে হৃদয়ে তুলে নিতে পারি। 'কে কোথায় শ্রান্ত-ক্লান্ত আছ, কে আছ ভারক্লিষ্ট, এস আমাব কাছে, আমি তোমাকে শান্তি দেবো।' আর কোথাও রাজসমারোহের মধ্যে জন্ম নিলে আমরা কি তাঁর প্রতি উৎসুক হতে সাহস পেতাম ? পারতাম কি বুকে ধরতে ? ভিড়, ভিড়, আমাদের হৃদয়েও নানা কামনা-বাসনার ভিড বই কি, তাঁকে স্থান দিতে পারি কই, তবু আমাদের সেই আবর্জনার আস্তাবলেই তিনি স্থান নিতে সম্মত। আর কি আমরা তাঁকে জায়গা না দিয়ে থাকতে পারব ? পারব কি তাঁর চিরন্তন বাসাটির কথা ভুলে থাকতে ?

তাঁব জন্মের খবর প্রথম পৌঁছুলও দীনহীন সাধারণ মানুষের কাছে—ভেড়া-চরানো মেঠো রাখালের কাছে। সেই রাতে রাখালেরা রাত জেগে মাঠে ভেড়ার পাল পাহারা দিচ্ছিল। শীতের রাত, আকাশ সহস্র তারায় ঝক-ঝক করছে, তাদের সামনে দাঁড়াল এক স্বর্গদূত। স্বর্গীয় জ্যোতিতে চার দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ভয়ে পাথর হয়ে গেল রাখালেরা। 'ভয় পেয়োনা।' বললে স্বর্গদূত, 'আমি তোমাদের জন্যে, সকলের জন্যে, আনন্দময় শুভসংবাদ এনেছি। তোমাদের মুক্তিদাতা ভগবান খৃষ্ট ডেভিডের শহরে, বেথলেহেমে, জন্ম নিয়েছেন। দেখ গে আস্তাবলে পশুর জাব দেবার ডাবরে শুয়ে আছেন কাপড় জড়িয়ে।'

তূরী-ভেরী সহ মশাল হাতে শোভাযাত্রা করে কোনো রাজকীয় ঘোষণা নয়, মুক্ত মাঠে নক্ষত্রখচিত মুক্ত আকাশের নিচে একটি বিনম্র

ঘোষণা—সমস্ত মানুষের যিনি আকাঙ্ক্ষিত তিনি এসেছেন, হ্যাঁ, তিনি তোমাদেরও একজন, যাও দেখে এস গে।

'উর্ধ্বলোকে ভগবানের জয় হোক।' আরো-আরো স্বর্গদূত সেখানে উপস্থিত হয়ে স্তব আরম্ভ করল : 'উর্ধ্বলোকে ভগবানের জয় হোক। আর পৃথিবীতে যাদের তিনি সর্বশুভ বিধান করেন সেই মানুষের জীবনে শান্তি আসুক।'

স্বর্গদূতেরা অদৃশ্য হয়ে গেলে রাখালেরা ব্যাকুল হয়ে উঠল। চলো বেথলেহেমে চলো, নিজের চোখে দেখে আসি। পা চালিয়ে চলো। কে জানে আমরাই হয়তো প্রথম দেখব।

প্রভু যদি আস্তাবলে পশুর জাবের পাত্রে না ভূমিষ্ঠ হতেন তা হলে কি ঐ নগণ্য রাখালের দল তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারত? দাঁড়াতে পারত কি অগণন সাধারণ মানুষের জনতা?

রাখালেরা ছুটল দ্রুত পায়ে।

আমরা অকিঞ্চনের দল, আমাদেরই কাছে প্রভুর আসার সংবাদ প্রথম এসেছে। আমরা অন্ত্যজনের দল, প্রভুকে প্রথম দেখাব সৌভাগ্যও আমাদেরই হোক।

দেরি কোরো না। পিছিয়ে পোড়ো না। বিশ্রাম করবার সময় নেই।

কিন্তু আস্তাবলটা কি চিনতে পারব? খুঁজে পাব সেই জাব দেবার ডাবর?

কে জানে কে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল রাখালদের। ঐ, ঐ তো আস্তাবল। স্বর্গদূত ঠিক বলেছে ঐ তো দেখা যাচ্ছে সেই জ্যোতির্ময় শিশু। ডাবরের মধ্যে কাপড়ে-জড়ানো ঐ তো সেই অরূপরতন!

কিন্তু লোকেরা বাজনা বাজাচ্ছে না কেন, কেন গান গাইছে না?

ইহুদি পরিবারে যখন শিশুর জন্ম হয় বাইরের লোক জড়ো হয় দরজায়, জিজ্ঞেস করে, কী হল, ছেলে না মেয়ে? যদি শোনে মেয়ে, চুপচাপ চলে যায়। যদি শোনে, ছেলে, বাজনা বাজায়, গান ধরে, আনন্দে মেতে ওঠে।

এই যখন প্রথা, তখন এই নবজাতকের জন্যে গান-বাজনা হচ্ছে না কেন? যে ছেলে পরম দুঃস্থতার মধ্যে আস্তাবলে জন্মেছে তাকে কে অত মর্যাদা দেবে? তার জন্যে আবার কিসের বাদ্যভাণ্ড?

কিন্তু অন্তরীক্ষে ও কিসের গীতধ্বনি ? কারা গান গাইছে ? কারা বাজনা বাজাচ্ছে ? অবহিত হও, গভীরে কান পাতো, শুনতে পাবে। স্বর্গদুতেরা গান গাইছে, বাজনা বাজাচ্ছে। এই শিশুর জন্মদিনে মর্তের মানুষ কেউ আসেনি, অমর্তের বার্তাবহই এর গায়ক-বাদক।

'শোনো স্বর্গদূত আমাদের কী বলেছে।' রাখালেরা উল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঃ 'আমাদের রাজা, আমাদের মুক্তিদাতা এসেছেন। শুয়ে আছেন কাপড়ে জড়িয়ে জাবের ডাবরে। আমরা তাঁকে চিনেছি।

এই শিশুই আমাদের সেই রাজা, সেই রাজরাজেশ্বর।'

যে যেখানে ছিল ছুটে এল। বিস্ময়ে নিষ্পলক হয়ে রইল। বলাবলি করতে লাগল, রাখালেরা বলে কী।

মেরীই শুধু অন্তরের গভীরে রইল নিস্তব্ধ হয়ে।

রাখালদের একজন বললে, 'শিশুকে আমাকে একটু কোলে করতে দেবে ?'

মেরী কাপড়ে-জড়ানো শিশুকে রাখালের প্রসারিত বাহুর মধ্যে তুলে দিল। রাখালের ছিন্ন দরিদ্র পোশাক; হাতে-পায়ে ধুলোমাটিমাখা, তবু মাতা মেরী এতটুকু সঙ্কোচ করল না, বিশ্বভুবনের রাজাকে একটি নম্র-পেলব শিশু করে মানুষের হৃদয়ের কাছটিতে পৌঁছিয়ে দিল। সেই স্পর্শের উত্তাপে কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হল, মুদ্রিত প্রাণ প্রকাশিত হল, জীবনে এল নতুন করে বেঁচে ওঠার, বেজে ওঠার প্রেরণা।

যে দীনাতিদীন, ধূলিম্লান, যে উপেক্ষিত, পরিত্যক্ত, তারও বাহুর ঘেরের মধ্যে বুকের নিবিড় নিভৃতিতে চলে এসেছেন ভগবান।

শিশুকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে রাখালেরা ফিরে চলল ভগবানের গুণগান করতে-করতে।

ইহুদিদের বিধান অনুসারে নব-জাতকের পক্ষে করণীয় যা কৃত্য তা পালন করা হল। প্রথম কৃত্য, জন্মের অষ্টম দিনে ত্বকচ্ছেদ ও নামকরণ। মেরীর শিশুর নাম যীশু—জন্মের আগেই তো রেখে দিয়েছে গাব্রিয়েল। আর যীশু নামের অর্থই তো নিস্তার।

দ্বিতীয় কৃত্য ভগবানের কাছে নিবেদন। যদি প্রথম সন্তান ছেলে

হয় তবে তাকে ভগবানে সমর্পণ করে দিয়ে পাঁচটি চলিত মুদ্রার বিনিময়ে ফিরিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ ছেলে ভগবানের, তুমি তার জিম্মাদার মাত্র। ভগবানের ধন তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে।

ক্ষণকালের ভোগদখল তোমার কিন্তু আসল স্বত্ব ভগবানের।

মুদ্রা পাঁচটি অবশ্য যাজকদের প্রাপ্য। আর এই অনুষ্ঠান করতে হবে পারতপক্ষে ছেলের জন্মের একত্রিশ দিনের মধ্যে।

তৃতীয় বা শেষ কৃত্য শুদ্ধীকরণ। সন্তানের জন্মের পর মা অশুচি থাকবে, ছেলে হলে চল্লিশ দিন, মেয়ে হলে আশি দিন। অশৌচ অবস্থায় মা, গৃহস্থালির সব কাজ করতে পারবে কিন্তু মন্দিরে যেতে পারবে না, কোনো ধর্মোৎসবেও পারবে না যোগ দিতে। অশৌচের দিন সমাপ্ত হলে মাকে মন্দিরে গিয়ে দুটি বলির ব্যবস্থা করতে হবে— একটি ভেড়ার বাচ্চার, আরেকটি পায়রার। ভেড়ার বাচ্চার দাম অনেক, তাই গরিবেরা তার বদলে দ্বিতীয় পায়রা জোগাড় করতে পারে। জোড়া পায়রার অভাবে সম্ভব হলে জোড়া ঘুঘু! এই পাখি-গুলিকে বলা হয় গরিবের উৎসর্গ।

বিহিত দিনে মেরী আর যোসেফ শিশুকে নিয়ে জেরুজালেমে এসে ভগবানের কাছে তাকে নিবেদন করে দিল। যথাযথ মানল আচারবিধি।

কিন্তু শুদ্ধীকরণের বাবদ সে কী উপচার এনেছে? পশু আর পাখি? অত টাকা কোথায় পাবে মেরী? সে যে গরিব, ঘোর গরিব। প্রভু যে গরিবের আবাস পছন্দ করলেন। তাই তার পক্ষে গরিবের উপচার, গরিবের উৎসর্গ। সে দুটি ঘুঘু ধরে এনেছে।

জেরুজালেমে সিমেয়োনের খুব নাম-ডাক। সে যেমন সৎ তেমনি ধর্মপ্রাণ। যেমন ভক্ত তেমনি বিশ্বাসী। পবিত্রতার প্রতিমূর্তি।

সব ইহুদির মত সেও বিশ্বাস করত যে ইহুদিরা ঈশ্বরের নির্বাচিত। ভগবান একদিন অবতীর্ণ হয়ে তাদের মুক্ত করে দেবেন। সেই অবতরণের জন্যে প্রতীক্ষা করছে সিমেয়োন। প্রতীক্ষা করছে প্রার্থনায়, পূজায়, নির্বিচল বিশ্বাসে। সেই অবতরণের দিনই ইহুদিদের আরোগ্যের দিন, উপবাসের দিন।

কিন্তু কবে সেদিনের অভ্যুদয় হবে কে জানে? হয়তো সিমেয়োনের

জীবদ্দশায় নয়। তবে বেঁচে থেকে সুখ কী? যদি তোমার দেখা না পাই, সিমেয়োন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তবে এই দেহ ধরেছি কেন, কেন চোখে এত তৃষ্ণা, হৃদয়ে এত ক্ষুধা? আমাকে তবে তোমার কাছে টেনে নিয়ে যাও।

পবিত্র আত্মা সিমেয়োনকে স্পর্শ করল, বললে; যতদিন পর্যন্ত না ভগবান-চিহ্নিত মুক্তিদাতার দেখা পাও ততদিন পর্যন্ত তোমার মৃত্যু নেই।

এই পবিত্র আত্মাই সিমেয়োনকে আকর্ষণ করে মন্দিরের অভ্যন্তরে নিয়ে এল। দেখ ওখানে কে এসেছে। চিনতে পারো?
সিমেয়োন দেখল সেখানে যোসেফ, মেরী ও মেরীর কোলে শিশু—শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে এসেছে। এক নিমেষেই চিনতে পারল শিশুকে। বললে, 'ওকে আমার কোলে দাও।'

শিশুকে কোলে নিয়ে সিমেয়োন স্তব করতে সুরু করল: 'হে পরমেশ্বর, আমি তোমার চিহ্নিতকে আমার রাজ-রাজেন্দ্রকে চিনে নিয়েছি। এবার তোমার দীন সেবককে মুক্তি দাও, সে এবার শান্তিতে চলে যাক।

সমগ্র জাতির মুক্তির জন্যে তুমি যে প্রতিভূকে পাঠিয়েছ সেই মুক্তিদাতাকেই আজ প্রত্যক্ষ করলাম। প্রত্যক্ষ করলাম একটি অম্লাণ দীপশিখা যা তোমার প্রকাশকে বিজাতীয়দের কাছে স্পষ্ট করবে আর তোমার নির্বাচিত ইস্রায়েলীদের কাছে করবে মহিমান্বিত
এই স্তব শুনে যোযেফ আর মেরী তো অবাক।

তাদের দুজনকে আশীর্ব্বাদ করল সিমেয়োন। মেরীকে উদ্দেশ করে বললে, 'তোমার এই শিশু ইস্রায়েলে অনেকের পতনের কারণ হবে—এবং অনেকের উত্থানের। একটি বিরল উদাহরণ হয়ে বিরাজ করবে। অনেকেই তাকে মানতে চাইবে না, তার বিরুদ্ধতা করবে। আর তোমার হৃদয় তরবারির আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

মাকে এ কী নিদারুণ কথা!

তাছাড়া আর কী! যখন আপন দেশের লোক যীশুকে প্রত্যাখান

করবে তখন সে দৃশা মেরী সহ্য করবে কী করে? তার হৃদয় তখন দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে না?

কিন্তু কেন, প্রত্যাখ্যান করবে কেন?

প্রত্যাখ্যান না করলে যে শরণাগত হতে হয়! যীশু এমন নয় যে তার সান্নিধ্যে এসে কেউ উদাসীন হয়ে থাকবে বা চলে যাবে উপেক্ষা করে। হয় সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে বশীভূত হতে হবে নয়তো অহঙ্কারে বিমূঢ় হয়ে প্রাতিকূল্য করতে হবে। যারা অহঙ্কারী অবিশ্বাসী তারাই পড়বে, আর যারা আর্ত, আহত, অনুদ্ধত, প্রভুতে শরণাগত, তাদেরকেই তিনি বিজয়ী করবেন।

মন্দিরের এক কোণে থাকে এক বৃদ্ধা বিধবা; চরাশি বছর বয়েস, নাম তার আন্না। শুধু সাত বছর স্বামীর ঘর করেছিল, তার পর থেকেই সে ভগবানের সেবা-পূজায় নিজেকে নিযুক্ত করেছে। এখন এই মন্দিরই তার সংসার। দিনে-রাতে কখনো সে মন্দির ত্যাগ রেনি, ম্লান হতে দেয়নি তার প্রতীক্ষার প্রদীপ। কিসের প্রতীক্ষা? রিত্রাতা প্রভু একদিন আসবেন সশরীরে। তারই জন্যে প্রার্থনায় ন কাটিয়েছে। কাটিয়েছে কঠোর উপবাসে, কঠোরতর কৃচ্ছ্রসাধনে। ক্ষণ প্রভুর আসার আশায় ভরে রয়েছে।

নিষ্কিঞ্চনা আন্নার দুই বিত্ত দুঃখ আর আশা। দুঃখ তাকে নম্র করেছে, গভীর ভূমিতে ভগবানে বিলগ্ন করেছে। আর চুরাশি বছরেও সে আশা ছাড়েনি। আশাই যে তার বিশ্বাসকে অটল রেখেছে। সমুদ্রের কোথাও পার আছে এইটি বিশ্বাস আর সে-পারে প্রভু আমাকে একদিন পেঁৗছে দেবেন এটিই আশা। নইলে তিনি আমার জীবনতরীর মাঝি হয়েছেন কেন? কেন পূজায় প্রার্থনায় জাগিয়ে রেখেছেন এতকাল? চুরাশি বছর কি কম দিন? আমাকে নিষ্ফল রেখে তিনি কি ভেবেছিলেন আমি আশা ছেড়ে দেব? না কি ভুলে যাব প্রার্থনা?

এই তো, এই তো তিনি এসেছেন মন্দিরে। আন্না ভগবানের স্তব শুরু করল। যারা জমায়েত হয়েছিল তাদের বললে, 'আপনারা

জানতেন আমি ভবিষ্যৎদর্শী—যে ভবিষ্যৎ এতদিন দেখেছিলাম ধ্যানচোখে তাই আজ প্রত্যক্ষে রূপায়িত। শুনুন, আমার কথা, এই শিশুই আমাদের মুক্ত করবেন।'

শুদ্ধীকরণের পর মেরীদের তো নাজারেথেই ফিরে যাওয়া উচিত।

কিন্তু, না, তারা বেথলেহেমে ফিরে এল। সেখানে আর কোন লীলা হবে ভগবান জানেন।

পূর্ব দেশ থেকে ক'জন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সে সময়ে বেথলেহেমে এসে উপস্থিত হল। জনে-জনে জিজ্ঞেস করতে লাগল ঃ 'ইহুদীদের নতুন রাজা কোথায় জন্মেছেন?'

নতুন রাজা! পণ্ডিতেরা বলল বা! বিদেশী বলে কি ওরা কিছুই জানে না? আমাদের একমাত্র রাজা হেরড।

'নতুন রাজা জন্মেছেন এ তোমরা কী বলছ?' কেউ-কেউ প্রশ্ন করল পণ্ডিতদের।

'হ্যাঁ, আমরা নতুন এক তারা দেখেছি আকাশে।'

'তারা! কোথায় সেই তারা?'

'প্রথম উদয়ক্ষণে আমাদের দেখা দিয়েছিল, দরকার হলে আবার দেখা দেবে। সেই তো রাজার তারা। রাজার জন্মগ্রহণের নিদর্শন। বলো কোথায় রাজা? কোন ঘরে? আমরা তাঁকে পূজা করতে এসেছি।'

কে জানে কোন তারা দেখেছে এই জ্ঞানী-গুণীরা—যাদের আরেক নাম 'ম্যাজাই'—কী আকর্ষণে ছুটে এসেছে দেশান্তর থেকে! এরা জ্যোতিষবিদ্যায়ও পারঙ্গম, তারার উদয় থেকেই বুঝতে পেরেছে রাজার জন্ম হল।

তবে তিনি কি এসেছেন? পথের লোকেরা পরস্পর অস্ফুটে বলাবলি করতে লাগল। তবে কি আমাদের প্রত্যাশার পূরণ হল এতদিনে? মুখে যাই বলুন, অন্তরে সকলে এই আবির্ভাবের জন্যেই উৎকণ্ঠিত—রাজার আবির্ভাব। আলোকের রাজা, আনন্দের রাজা, ভালোবাসার রাজা। মানুষ অতি সাধারণ কিন্তু আবির্ভাব রাজকীয়,

উদ্‌ঘাটন রাজকীয়। আমরা যে অন্তরের নির্জনে তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করছি! এই প্রতীক্ষাই টেনে আনছে সেই আবির্ভাবকে।

কিন্তু কোথায়?

হেরডের কানে গেল সে কথা। সে উদ্বিগ্ন হল। প্রধান যাজকদের ডেকে পাঠাল। প্রাচীন জ্যোতিষীরা ঈশ্বরের অভিষিক্ত প্রতিনিধি কোথায় জন্মাবে বলে বলেছিল?

'বেথলেহেমে।'

'কেন, বেথলেহেমে কেন?'

'প্রাচীন এক মহর্ষি তাই লিখে গেছেন। বেথলেহেমকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন, তুমি জুডিয়ার আর সব স্থানের চেয়ে হীন নও। ধৈর্য ধরো, তোমার কোলেই আমাদের নেতার আবির্ভাব হবে। তিনিই আমার ইস্রায়েলের মানুষদের প্রতিপালন করবেন।'

হেরড চিন্তিত হল। তবে সেই প্রতিপালকই তো ওদের সেই রাজা।

আর সেই রাজা আসবে তো তাকে রাজ্যচ্যুত করতে।

এক রাজ্যে দু-জন রাজা থাকে কী করে?

হেরডকে চিন্তিত দেখে সমস্ত জেরুজালেম চিন্তিত। কেননা হেরডের এখন এক-মাত্র চিন্তা তো কী করে নতুন রাজাকে পর্যুদস্ত করা যায়। হেরডকে চিনতে আর কারু বাকি নেই। কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বী— বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে হেরডের হাতে তার মৃত্যু অনিবার্য।

পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের গোপনে ডাকল হেরড। সাধু সাজল। জিজ্ঞেস করল, কবে আপনারা তারাটিকে প্রথম উঠতে দেখলেন?

তার মানে কৌশলে জেনে নিল নতুন রাজার বয়স কত?

তারপর স্বচ্ছন্দ মনে বললে, 'বেশ তো আপনারা যান বেথলেহেমে, নতুন শিশুটির সন্ধান নিন। সন্ধান পেলেই খবর দেবেন আমাকে। খবর পেলে আমিও যাব, আমিও তার বন্দনা করব।'

পণ্ডিতেরা বেথলেহেমের পথ ধরল।

ঐ দেখ, সেই তারা আবার ফুটে উঠেছে। পণ্ডিতেরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেল। ঐ দেখ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে।

কত দূর পথ হেঁটে এসেছে কে বলবে। কখনো তাকাচ্ছে আকাশের দিকে, তারার দিকে, কখনো বা মাটির দিকে, পথের দিকে। এ কী, তারা যে আর চলে না—পথ কি তবে শেষ হয়ে এল? ধীরে ধীরে তারা একটি গৃহের উপরে এসে স্থির হল। তবে কি এই গৃহেই রাজার আবির্ভাব হয়েছে?

হ্যাঁ, এই গৃহেই। ওরা ভুল দেখেনি, ভুল শোনেনি। এই গৃহেই মাতা মেরীর কোলে শুয়ে আছেন অধিরাজ।

ওরা ভূমিষ্ঠ হয়ে শিশুকে প্রণাম করল, বন্দনা করল, নিজেদের রত্নপেটি খুলে বার করল সোনা, ধুনো আর গুগগুল। উপহার দিল শিশুকে। যে রাজা তার জন্যে সোনা, যে যাজক যার মন্দিরে অধিষ্ঠান তার জন্যে ধুনো আর যার একদিন দেহাবসান হবে তার জন্যে গুগগুল। ধাতুর রাজা সোনা, মানুষের রাজা যীশু। তাই রাজার জন্যে রাজোপহার। যীশু আবার মন্দিরবাসী পুরোহিত, তার কাজ মানুষকে ঈশ্বর-সকাশে নিয়ে যাওয়া—আর মন্দিরে এই ধুনোর সুগন্ধ। তাই ধুনো এই মন্দিরের কথা ভেবে, পূজা ও প্রার্থনার প্রেক্ষিতে। কিন্তু গুগগুল কেন? গুগগুলের নির্যাস তো মৃতদেহের জন্যে। তবে কি যীশু মরবে? এই গুগগুলে কি সেই মরণের সঙ্কেত?

হ্যাঁ, যীশু শুধু বাঁচে না, যীশু মরে। বাঁচার মতো বাঁচে, মরার মতো মরে। মানুষের জন্যে বাঁচে, মরেও মানুষের জন্যে। জীবন আর মৃত্যু দুইই মানুষকে দু-হাতে উপহার দেয়। জীবন অর্থ সর্বস্ব অর্পণ আর মরণ অর্থ অমর মুক্তি।

পণ্ডিতেরা বাড়ি ফিরে চলল, কিন্তু জেরুজালেম হয়ে নয়, অন্য পথ দিয়ে। স্বপ্নে তারা আদেশ পেল যেন হেরডের সঙ্গে দেখা না করে, যেন সে শিশুর কোনো হদিস না পায়।

এদিকে পণ্ডিতেরা ফিরছে না দেখে হেরড নিদারুণ উদ্বিগ্ন হল। কেন এত দেরি করছে? ওরা কি এখনো শিশুর খোঁজ পায়নি? না কি তাকে ছলনা করেছে? রাগে জ্বলতে লাগল হেরড।

'ওঠো.' যোসেফকে স্বপ্নে আদেশ করল স্বর্গদূত, 'শিশু ও তার মাকে

নিয়ে মিশরে পালাও। যতদিন না আবার আদেশ করব মিশরেই থাকবে। শিগগিরই হেরড এই শিশুকে হত্যা করবার জন্যে চারদিকে খুঁজে বেড়াবে। তার রাজত্বের এলাকা থেকে বেরিয়ে পড়ো।'

যোসেফ মেরীকে তুলল ঘুম থেকে। বললে বিপদের কথা। আর কথা নেই, এই মুহূর্তেই যাত্রা করি। রাত এখনো ভোর হয়নি। অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়াই ভালো।

কোলে শিশু, গাধার পিঠে বসল মেরী। রাজা কোলে মহারাণী। পথ দেখিয়ে দেখিয়ে সঙ্গে যোসেফ হেঁটে চলল। এক পা করে এগোচ্ছে যেন হেরডের উদ্যত অস্ত্র থেকে পালাচ্ছে এক পা।

কই আজও পণ্ডিতদের ফেরার নাম নেই। রাগে জ্বলতে-জ্বলতে হেরড আগুন হয়ে উঠল। বুঝল পণ্ডিতরা তাকে পরিহার করেছে। সৈন্যদের বললে, আমার আদেশ, বেথলেহেমে যাও, দু-বছর বয়সের নিচে যত শিশু পাও নির্বিচারে হত্যা করো।

শুধু বেথলেহেমে ?

আশে-পাশে যত জায়গা পাও সবখানে। সে নতুন রাজাকে বাঁচতে দেওয়া হবে না।

হেরডের সৈন্যরা শত্রুনিধনে মেতে উঠল। ঘরে ঘরে ঢুকে তান্ডব সুরু করে দিল। দু বছরের কম মনে হলেই কচি ছেলেদের ধরে খুন করতে লাগল। দোলায় ঘুমুচ্ছে ছেলে, ঐ তার শেষ ঘুম। বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে ছেলে, ঐ তার শেষ হাসি। মা প্রাণপণে ছেলেকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরেছে। তার বুকের থেকে জোর করে কেড়ে নিচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড, তার চোখের থেকে কেড়ে নিচ্ছে তার নয়ন-মণি। চারদিকে বুকফাটা করুণ আর্তনাদ—রক্তলোলুপ নর-পিশাচদের তবু একবিন্দু মায়া নেই, মমতা নেই। তারা যে হেরডের অনুচর। হেরডের আজ্ঞাবহ।

কে হেরড ? আধা-ইহুদি, আধা-বেদুইন, রোমানদের সাহায্যে

প্যালেস্টাইনের রাজা হয়ে বসেছে, শুধু গুপ্তচর আর ঘাতকের সাহায্যে টিকিয়ে রাখছে রাজত্ব। নৃশংসতাই তার জীবনের জলবায়ু। একবার সন্দেহ হয়েছে কেউ তার প্রতিকূল, অমনি তাকে সে নির্মূল করেছে। নিজের মা আলেকজান্দ্রাকে খুন করতে সে দ্বিধা করেনি। শুধু মা নয়, একাধিক স্ত্রীও গিয়েছে ঐ পথে। মা আর স্ত্রী ছাড়া তার আত্মজন আর কে আছে? তার তিন ছেলে তাদের মধ্যে দুজনকে, আলেকজাণ্ডার ও এরিস্টবুলাসকে গলা টিপে মেরেছে আর বাকি আণ্টিপেটারকে সিংহাসন দেবে বলে প্রলুব্ধ করে নিয়ে এসে বন্দী করে রেখেছে। ওরা যখন পুত্র ওরা সিংহাসনের অভিলাষী, অতএব ওরা পিতার শত্রু। কে জানে হেরডের জীবদ্দশায়ই ওরা ওদের হিংস্র হাত বাড়িয়ে দেবে। সুতরাং ওদের নির্বিষ করা দরকার। আর একেবারে নিপাত না হলে নির্বিষ হবার নয়।

সম্রাট অগস্টাস বলেন, হেরডের ছেলে হবার চাইতে হেরডের শুয়োরের বাচ্চা হওয়া বেশি নিরাপদ।

অনুচরেরা শিশুর সন্ধানে বেথলেহেম ছাড়িয়েও ছড়িয়ে পড়েছে, শুধু বাড়ি নয়; পথঘাট বন জঙ্গলও দেখছে সতর্ক চোখে, পাহাড় পেলে তার গুহার মধ্যে গিয়ে ঢুকছে। অনেক শিশু তারা মেরেছে তবুও শান্ত হতে পারছে না। কে জানে যাকে তারা চায়—যাকে আবার সকলে চায়—সেই বাদ পড়েছে কিনা।

পথ চলতে চলতে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে যোসেফ, সন্ধে হয়ে এসেছে আর ঠাণ্ডাও এখন প্রবল। এত প্রবল যে মাটির উপর শিশিরের সাদা আস্তরণ জমে গিয়েছে। সামনেই একটা পাহাড় দেখে আশ্বস্ত হল যোসেফ, মেরীকে বললে, দেখি এর মধ্যে গুহা পাই কি না। যদি পাই, ভয় নেই, ঐ গুহাতেই আশ্রয় নেব।

পাহাড়ের গায়ে গুহা মিলল। মুখটা ছোট তবু তার মধ্যে আশ্রয় নিল তিন জন—যোসেফ, মেরী আর যীশু। কী দারুণ শীত, যীশুকে মা বুকের উত্তাপে ঢেকে রাখল। কিন্তু মনে হল এ যেন শীতের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিরোধ হচ্ছে না। কাপড়-চোপড় যদি আরো একটু

বেশি থাকত। নিজেদের ভাবনা কে ভাবে, যত ভাবনা এই শিশুর জন্যে।

যীশুকে দেখে একটা মাকড়সার মায়া হল। সে ভাবলে আমি ওকে গরম রাখার জন্যে কী করতে পারি? আমার তো একটাই কাজ, জাল বোনা, তাই করি সুন্দর করে। মাকড়সা সেই গুহামুখে জাল বুনতে লাগল। তার সেই সামান্য কাজ অসামান্য যত্নে সে ভগবানের সেবায় নিবেদন করল। গুহামুখে জালের আবরণ রচনা করল। এই আবরণ শিশিরকে ঠেকাবে কিছুটা। বলা যায় না আরো কোনো উপকারে লাগবে কিনা।

'এই গুহাটা একবার দেখবে?' হেরডের এক সৈন্য আরেক সৈন্যকে জিজ্ঞেস করল।

'চলো দেখি।'

মারণ-উন্মাদ দুই সৈন্য গুহামুখে এসে দাড়াল।

কিন্তু ভিতরে ঢুকে কী হবে? দেখছ না গুহামুখে মাকড়সার জাল, জালের উপর শিশিরের শাদা আস্তর বিছানো। যদি গুহায় কেউ আশ্রয় নিত ঐ মামড়সার জাল আস্ত থাকত না। যেহেতু মাকড়সার জাল নিটুট রয়েছে, তাতে আবার শিশিরের আচ্ছাদন, ঐ গুহায় কোনো মানুষ নেই।

ঠিক বলেছ, চলো আর কোথাও খুঁজি গে। সৈন্যরা চলে গেল।

প্রভাত হলে আবার যাত্রা করল যোসেফ—সঙ্গে মেরী, মেরীর কোলে যীশু। এবার পথে ডাকাত পড়ল। ডাকাতেরা চাইল খুন করে লুট করে নিতে। লুটের জিনিসও বা কত! সামান্য কিছু চাল-ডাল তেল-নুন, কিছু বাসন-কোসন, তারই উপর লোভ! বেশ, জিনিস নিলে, স্বামী-স্ত্রীকেও খুন করলে, কিন্তু ঐ নিষ্পাপ শিশুটির কী করবে? তাকেও খুন করবে? কেন, সে কী করেছে?

না, ওর গায়ে হাত তুলতে পারবে না। ডাকাতদের সর্দার দিসমাস বাধা দিল। কী মধুর চোখে তাকিয়ে আছে দেখ না! এমন দৃষ্টি আর কোথাও দেখেছ? শুধু শিশুকে ছেড়ে দেবে না, তার বাবা-মাকেও

ছেড়ে দেবে। আর ওদের ঐ সামান্য জিনিসে লোভ করা শোভা পায় না।

দিসমাস বুঝি সেই চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আরো কিছু বেশি দেখল। বললে, যদি কোনোদিন আমাকে ক্ষমা ও করুণা করার দিন আসে, তখন আমাকে তুমি ভুলোনা, আজকের এই মুহূর্তটি মনে কোরো।

পরে কালভারি পাহাড়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে দেখছিল দিসমাস। তাঁর ক্ষমা ও করুণার মৃত্যুঞ্জয় স্পর্শটি সমস্ত আত্মিক চেতনায় অনুভব করেছিল।

যোসেফরা মিশরে এসে পেঁছুল।

'এখানে কতদিন থাকবে?'

'যতদিন না স্বর্গদূত ফের চলে যেতে আদেশ করে।' যোসেফ মনে করিয়ে দিল।

ধৈর্য ধরো। প্রতীক্ষা করো। সসম্ভ্রম নিজের কাজটুকু শুধু সমাধা করে যাও।

হেরডের সাংঘাতিক অসুখ করেছে। যখন প্রজারা শুনল ডাক্তার আশা নেই বলে দিয়েছে তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাদের উল্লাস বিদ্রোহের আকার নিল। মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করল না, তার আগেই অশাসনের বান ডেকে আনল। কিন্তু এখনো তো হেরডের প্রাণ আছে, সৈন্য আছে, তাই আন্দোলন প্রসারিত হতে পারল না। বিদ্রোহের দুই নেতা জুডাস আর ম্যাথিয়াসকে সে পুড়িয়ে মারবার আদেশ দিল। আর সমস্ত বিদ্রোহের মূলে বন্দী পুত্র আণ্টিপেটার, সেই অনুমানে তাকেও হত্যা করল।

তবুও রোগের নিরসন হল না। শত বল বুদ্ধি অহঙ্কারকে পরাভূত করে মৃত্যু দেখা দিল।

মিশরেও খবর পেঁছিল হেরডের অন্ত হয়েছে। স্বর্গদূত যোসেফকে স্বপ্নে আদেশ দিল, এবার তবে শিশু ও তার মাকে নিয়ে ইস্রায়েলে ফিরে যাও।

ইস্রায়েলে গিয়ে শুনল জুডিয়ার রাজা হয়েছে হেরডের অন্য এক ছেলে, নাম আরখেলাও। তখন যোসেফের জুডিয়ায় যেতে ভয় হল। কেননা, আরখেলাও তার বাপ হেরডের চেয়েও দুর্ধর্ষ।

তখন আবার স্বপ্নাদেশ হলো গ্যালিলিতে ফিরে যাও, ফিরে যাও তোমার সেই নাজারেথে।

পুরাকালে এই ভবিষ্যৎবাণী হয়েছিল—তাঁকে সবাই, নাজারেথী বা নাজারেথের লোক বলবে।

নাজারেথে মায়ের কোলে দিনে-দিনে বড় হতে লাগল যীশু। যীশু যখন ঘুমোয় দুটি কচি হাত মুঠো করে ঘুমোয়। তার বদ্ধ দুই মুঠিতে জীবন-মৃত্যুর রহস্যভেদের দুটি চাবি বুঝি সে লুকিয়ে রেখেছে। মেরী ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখে। অন্তরের অন্তরে জানে যীশু কে কিন্তু বাইরে তার প্রতি এক বিন্দু ঈশ্বরবুদ্ধি নেই, ষোল আনা সন্তানবুদ্ধি।

যীশু একান্ত করেই মায়ের ছেলে, মাটির মানুষ, সংসারের একজন। আহা, সে বড় হোক, মানুষ হোক, সকলের মুখ আলো করুক। ক্রমে ক্রমে হাঁটতে চলতে কথা কইতে লিখতে পড়তে শিখল যীশু। যীশুর বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কাহিনী কোথাও বিশদভাবে বর্ণিত নেই। ভক্ত গবেষকের দল পারিপার্শ্ব থেকে, পরবর্তী কাহিনী ও বিভিন্ন উক্তি থেকে, তা যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ইহুদিরা চায় প্রত্যেকটি শিশুই লেখাপড়া শিখুক। প্রথম বিদ্যালয় নিজের বাড়ি, প্রথম শিক্ষক বাপ-মা। বাইবেলের পঞ্চম পর্বে কী বলা আছে বাপ-মাকে? বলা আছে: শিশুদের যত্ন করে শেখাবে, যখন শুয়ে আছ তখন শেখাবে, যখন উঠে পড়ছ তখনও শেখাবে। তারপর যখন ছ বছর বয়স হবে স্কুলে ভর্তি করে দেবে। প্রত্যেক গ্রামে আছে 'সিন্যাগগ' বা ধর্মসভা, তার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট সেই স্কুল: স্কুলের অন্য নাম গ্রন্থ-গৃহ, যেহেতু একটিমাত্র গ্রন্থই সেখানে পড়ানো হয়, আর সে গ্রন্থ বাইবেল।

ছ বছর বয়সে যীশুও নাজারেথের স্কুলে ভর্তি হল। গ্রাম্য পণ্ডিতের কাছে নিতে লাগল ঈশ্বরের পাঠ।

কিন্তু ঈশ্বর তো শুধু লিখিত বাক্যে নন, তিনি আবার অলিখিত অনুভবে। শুধু শাস্ত্র-পুথিতে নন, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে। যীশুর কাছে শুধু স্কুল নয়, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই এক বিরাট গ্রন্থ-গৃহ। যা কিছু দেখে ঈশ্বরকে দেখে, যা কিছু শোনে ঈশ্বরকে শোনে, যা কিছু ছোঁয় ঈশ্বরকেই স্পর্শ করে। যখন স্তব্ধ হয়ে থাকে সেও বুঝি ঈশ্বরেরই আলিঙ্গন।

পাহাড়ে জায়গা নাজারেথ, আবার মাঠে-নদীতেও সজল-সফল। স্বাধীন সরল বালক যীশু কখনো এখানে ওখানে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়ায়, কখনো বা একলাটি বসে থাকে চুপ করে। সবুজ মাঠ, ধূসর পাহাড়, সুনীল আকাশ—সব কেমন ঈশ্বরের স্নেহ দিয়ে ভরা। পাথরের গায়ে কত রাজ্যের ফুল ফুটেছে। ঈশ্বর ছাড়া কার সাধ্য এমন বিচিত্র বর্ণিল পরিচ্ছদ তৈরি করে। একটা গাছের পাতায় কত সূক্ষ্ম কারুকাজ! এমন তুলির টান ঈশ্বর ছাড়া আর কার হাতে আসবে। মধুর কণ্ঠে পাখি ডাকছে, এ ঈশ্বরের ডাক না হয়ে যায় না। মাঠে দুটো ভেড়ার বাচ্চা নেচে বেড়াচ্ছে, এ ঈশ্বরের আনন্দ। সব তিনি দেখেন, হিসেব রাখেন। যে পাখির পাখা গজায় নি, উড়তে পারে না, তারও জন্যে ঠোঁটে করে খাবার নিয়ে আসেন। যে পাখি বাসা থেকে মাটিতে পড়ে যায়, তারও দিকে নজর রাখেন। যে ভেড়া দলছাড়া হয়ে বেরিয়ে যায়, তাকেও তিনি চোখের বাইরে যেতে দেন না। তা ছাড়া আরো দেখ, সমস্ত প্রাণের উৎসই এই ঈশ্বর। মাটিটা ধুলো হয়ে ছিল, কেমন তাতে ঘন কোমল ঘাস উঠেছে। আর মাঠে একটা বীজ ফেলল, দেখ তাতে কেমন একটি অঙ্কুর গজিয়েছে—তার পরেই বৃন্ত, শীষ, তারপরেই শস্য।

যীশুর মত আর কে এত ভালবেসেছে প্রকৃতিকে ঈশ্বরের দর্পণ বলে জেনেছে।

তার বাপ যোসেফ ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করে, মা মেরীর হাতে যাবতীয় গেরস্তালি। দারিদ্র্যরেখার একটু উপরে অসচ্ছল সংসারে মেরীই জল

টানে, রান্না করে, সুতো বোনে, সেলাই করে, ঝাঁটপাটও তাকেই দিতে হয়। তা ছাড়া ধোয়া-মাজা ধোলাই-পাখলা তো আছেই। গম ভাঙার জাঁতাও সেই ঘোরায়। যে ঈশ্বর-জননী সেও হাসিমুখে সংসারের খুঁটিনাটি সমস্ত কাজ পরম নিষ্ঠায় নির্বাহ করে। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে কাজ করে বলে সমস্ত কাজই তার পূজা হয়ে ওঠে।

গাঁয়ের কুয়োর জল আনতে যায় মেরী। কলসীতে করে জল নিয়ে মাথায় বয়ে বাড়ি ফেরে। যীশু তখন কিছু বড় হয়েছে, সেও ছোট একটা ঘড়া হাতে করে মায়ের সঙ্গে যায়, ঘড়া ভরে জল নিয়ে আসে। আগুনের জন্যে শুকনো ডাল-পাতা কুড়িয়ে আনে। মাকে এটা-ওটা আরো কিছু সাহায্য করে। বাপেরও ছোট-খাটো ফাই-ফরমাস খাটে। লক্ষ্য করে মা যতক্ষণ বাড়ির মধ্যে থাকে, খালি পায়ে থাকে, চলতে-ফিরতে যখনই কোনো কাজ করে গুন-গুন করে গান ষায়। বুঝতে পারে এ গান ঈশ্বরের উদ্দেশে। এ গান তাঁর কৃপার প্রতি কৃতজ্ঞতায়, মেরী জানে, তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে তার দরিদ্র আলয়ে এসে উঠেছেন।

কিন্তু, ছেলের মুখের দিকে বারে বারে তাকায় মেরী- কিন্তু, কবে তিনি প্রকাশিত হবেন ?

ইহুদিদের স্যাবাথ বা সপ্তাহের পবিত্র দিন শনিবার। সেদিন যোসেফ মেরী ও যীশুকে নিয়ে ধর্মসভায় যায়। পর্দাঘেরা মেয়েদের জায়গায় মেরী বসে আর যীশু এখন বড় হয়েছে বলে মায়ের সঙ্গে বসে না, পুরুষদের মাঝখানে এসে ঠাঁই নেয়। সেখানে প্রার্থনা হয়, শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রালোচনা হয়। সমস্ত ব্যাখ্যা পাঠ হিব্রু ভাষায় হয় বলে সভায় একজন দোভাষী থাকে, সে 'অ্যারামেইক' ভাষায় তা অনুবাদ করে দেয়। ঐ 'অ্যারামেইক' ভাষাই সাধারণ মানুষের ভাষা, যীশুর ভাষা। ঐ ভাষাতেই যীশুর সমস্ত কথাবার্তা। সকলের বোধগম্য, সকলের হৃদয়রঞ্জন।

শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনতে-শুনতে মেরী চমকে ওঠে, কথকেরা বলছেন শিগগিরই পরিত্রাতা আবির্ভূত হবেন। শ্রোতারা আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—

সে কবে, সে কোথায় ? কবে সে প্রকাশিত হবে মেরী তা জানে না কিন্তু সে কোথায় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তা সে বলে দিতে পারে।

দিনে দিনে কেমন সুন্দর দেখতে হচ্ছে যীশু। তরুণ বৃক্ষের মত দীর্ঘ হয়ে উঠছে। জাগছে পৌরুষের ব্যঞ্জনা। অথচ কী সুকুমার! নাক কেমন খড়্গের মত উঁচু হয়ে উঠছে। বিশাল গভীর চোখে কী সুদূরপ্রসারী মমতা। যারই চোখ পড়ছে সেই মুগ্ধ হচ্ছে। এমনটি বুঝি আর হয় না।

মা মেরী আরো যেন একটু বেশি দেখে। দেখে যীশুর মাথা ঘিরে একটি আলোর মণ্ডল।

যীশু তখন বারো বছরের কিশোর, মেরী বললে, 'চলো আমাদের সঙ্গে জেরুজালেম চলো।'

'জেরুজালেম!' যীশুর দুচোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল ঃ 'সেখানে কী?'

'সেখানে নিস্তারপর্বের বার্ষিক উৎসব হবে। এ বছর তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।'

নিস্তার-পর্ব! 'পাস-ওভার!' দাসত্ব-মুক্তির পর ইজিপ্ট থেকে ইস্রায়েলীদের দেশে ফিরে আসার স্মরণ-উৎসব। কাকে স্মরণ করা? ঈশ্বরকে স্মরণ করা, যাঁর শাসনে ইজিপ্টবাসীরা পরাভূত হল, ইস্রায়েলীরা মুক্তি পেল, তাদের আবাস থেকে চলে গেল মৃত্যুদূত।

প্রতি বছরই যোসেফ আর মেরী যায় এই উৎসবে কিন্তু যীশুকে নেয় না। বারো বছর বয়স না হলে এই উৎসবে যোগ দেবার অধিকার জন্মায় না। বারো বছর বয়স হলেই ছেলে 'ধর্মের ছেলে' হয়, তখন থেকেই ধর্মবিধি পালন করতে তার ডাক পড়ে।

সে ডাক যীশুর কাছে মধুরতমের ডাক।

হাজারে হাজারে লোক চলেছে, কত দিক দিয়ে কত বক্র-বিচিত্র পথে। যাত্রীদলের মধ্যে বারো বছরের যীশুও একজন। পৌঁছুতে প্রায় সাত দিন লাগবে তবু যীশুর এক বিন্দু ক্লান্তি নেই—বরং প্রতি পদক্ষেপেই তার উৎসাহ, সে জেরুজালেম দেখবে, জেরুজালেমের মন্দির.

দেখবে। মন্দির তো শুধু উপাসনার স্থান নয়, মন্দির স্বয়ং ঈশ্বরের বাসগৃহ।

ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে মন্দির। সোনা দিয়ে মোড়া মহামহিম মন্দির। ইহুদিদের এক ঈশ্বর, এক মন্দির। ঐ মন্দিরে কী না জানি রোমাঞ্চ আছে যীশুর জন্যে। না জানি কী এক নতুন অভিজ্ঞতায় তার হৃদয় আন্দোলিত হবে!

উৎসবের দিন বিকেলে মন্দিরচত্বরে বলি হবে। যারা এসেছে প্রত্যেকেই একটা করে ভেড়া কিনেছে, সেটা ঈশ্বরকে উৎসর্গ করা হবে। বলির পর মাংসটা ভক্ত নেবে কিন্তু রক্ত ভগবানের প্রাপ্য।

ভেড়া বাজার থেকে কিনলে চলবে না, কিনতে হবে মন্দিরের পাণ্ডা বা পুরোতদের কাছে থেকে। পুরোতদের থেকে কিনলেই তবে বলির যোগ্য হবে, নইলে ও অপবিত্র; কোনো দরাদরি চলবে না, পুরোতেরা যেমন বলবে তেমনি দাম দিতে হবে। পুরোতের পেট না ভরলে ভগবানও তুষ্ট হবেন না।

কিন্তু ভগবানকে রক্ত দেবার মানে কী?

রক্তই তো প্রাণ। রক্ত চলে গেল তো প্রাণই চলে গেল। আর এ প্রাণ ভগবানের। সুতরাং সমস্ত বলি-দত্ত পশুর রক্তই ভগবানের প্রাপ্য।

যোসেফও একটি ভেড়া কিনেছে। বলি দেবার জন্যে ঢুকেছে মন্দিরে। সঙ্গে যীশু।

চত্বরে ঢুকতেই যীশু শুনতে পেল পশুর আর্তনাদ। দেখল মন্দিরের প্রাঙ্গণে ও মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। যার ভেড়া সে নিজেই কাটছে, রক্তটা পুরোতেরা তাদের রুপার পাত্রে ধরে নিচ্ছে, তারপর পাত্র ভরতি হলে মন্দিরের বেদীমূলে সম্পূর্ণটা ঢেলে দিচ্ছে। হাজার হাজার ভক্তের হাজার হাজার বলি। মর্মরের মেঝে রক্তে পিছল হয়ে উঠেছে, পা রাখা যাচ্ছে না। যীশু ভেবেছিল মন্দিরে এসে ভগবানের নিবিড়তর সান্নিধ্য পাবে, কিন্তু এ কী দৃশ্য! পশুর আর্তনাদে কান পাতা যাচ্ছে না, আর রক্তের গন্ধে বাতাসও কলুষিত। এই রক্তে আর কান্নায় ভগবানের সন্তোষ? কোথায় ভগবান?

অন্তরের মধ্যে যীশু ছটফট করতে লাগল। কোথায় গেলে পাবে এই যন্ত্রণার আরাম ? কে দেবে তাকে ভগবানের সঙ্গ-সুধার উপশম ?

দেখল পুরোহিতদের ধর্মসভা বসেছে। আজকের সভায় জনসাধারণও নিমন্ত্রিত, তারা জেনে যেতে পারে কী তাদের শিক্ষণীয়। যীশু অনেক আশা করে সেই সভার এক প্রান্তে গিয়ে বসল। ভাবল ধর্মজ্ঞরা বোধহয় নতুন আলোকপাত করবে কোন পথে কত দ্রুত ভগবানের কাছাকাছি হওয়া যায়। ভগবানের সংস্পর্শ পাওয়া ছাড়া আর কী মানুষের কাম্য থাকতে পারে ? কিন্তু জ্ঞানী-গুণীরা ভগবানের কোনো কথাই বলছে না; তারা স্যাবাথ-আইন আলোচনা করছে।

স্যাবাথ আইন অনুসারে শনিবারে কাজ করা বারণ। এখন ভারবহন করাও তো কাজ করা। নিশ্চয়ই ভারবহনও নিষিদ্ধ। কিন্তু ভার কী, কাকে ভার বলে ? যে লোক মুখের মধ্যে বাঁধানো দাঁত নিয়ে চলেছে সেও কি ভারবহন করছে ? কিংবা যে খঞ্জ কাঠের পায়ের সাহায্যে চলছে সেই কাঠের পা কি ভার ? কিংবা যদি কেউ জুতোয় তালি লাগায় সেই বাড়তি চামড়া ও পেরেককে কী বলবে ? লেখা বারণ কিন্তু যদি কেউ কালিতে না লিখে জলে লেখে, সেটাকেও কি বলবে কাজ করা ? এমনি সব অসম্ভব প্রশ্নের চুলচেরা বিশ্লেষণ হচ্ছে তাই সবাই শুনছে ভক্তিভরে, মর্মে গেঁথে নিচ্ছে।

কিন্তু ধর্মের কথা কই ? ঈশ্বরের কথা কই ? এই সব তুচ্ছ আচার-বিচারের মধ্যে ধর্ম, ক্ষুদ্র করণ-প্রকরণের মধ্যে ? তবে ঈশ্বরকে, আমার পিতাকে, আমার আত্মীয়তমকে পাব কোথায় ? যদি আর্তকে সেবা করতে হয়, কারু ভগ্ন-হৃদয়ে রাখতে হয় সান্ত্বনার স্পর্শ, তবে শনিবার বা স্যাবাথ-ডে বলে কি বিরত থাকব ?

চারদিকে তো ঈশ্বরের উদ্দেশে কত বলি হচ্ছে, উৎসর্গ হচ্ছে, কিন্তু আত্মোৎসর্গ কোথায় ? সব চেয়ে প্রিয়তম বস্তুই তো ঈশ্বরকে দিতে হবে, আর নিজের চেয়ে আমার আর প্রিয়তর কে ? সে নিজেকেই যদি ঈশ্বরের হাতে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে না পারি, তবে কিসের বলি, কিসের উৎসর্গ ?

উৎসবশেষে যাত্রীরা দল বেঁধে-বেঁধে ফিরতে লাগল। ফিরে চলল যোসেফ আর মেরী। কিন্তু যীশু কই? মেরী ভাবছে যোসেফের দলে আছে হয়তো, যোসেফ ভাবছে মেরীর দলে। কিংবা কে জানে আর কোনো দলে হয়তো সামিল হয়েছে। সন্ধেসন্ধি যখন বিশ্রাম নেবার সময় যাত্রীরা একত্রিত হয়েছে তখন দেখা গেল কোনো দলেই যীশু নেই। কোথায় যীশু? মেরী একে-ওকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, আমার যীশুকে কেউ দেখেছ? যোসেফও এখানে-ওখানে অনেক খোঁজাখুঁজি করল, ডাকাডাকি করল, কোথাও কোনো হদিস মিলল না। তা হলে যীশু জেরুজালেমেই থেকে গেছে। চলো তবে জেরুজালেমে ফিরে যাই।

উতলা হয়ে বাপ-মা খুঁজতে লাগল যীশুকে। এক দিন গেল, দু-দিন গেল, কেউ কোনো সন্ধান দিতে পারল না। অলিতে-গলিতে জটিল শহর, কে-কার সন্ধান দেবে? বারো বছরের নিরীহ একটি কিশোর, তাকে কেই বা চিনে রাখবে? কোথায় সে খাচ্ছে, কেই বা দিয়েছে তাকে মাথা গোঁজবার আশ্রয়? কেই বা তার কষ্টের লাঘব করছে?

তৃতীয় দিনে মন্দিরে গেল দু-জনে। কী আশ্চর্য, যীশু এইখানে, জ্ঞানী-গুণী অধ্যাপকদের সমাবেশে! চুপচাপ বসে নেই যীশু, ঈশ্বরপ্রসঙ্গে অধ্যাপকদের সঙ্গে তর্ক করছে, প্রশ্ন করছে, নিজের বক্তব্য স্থাপনা করবার চেষ্টা করছে। বাকসর্বস্ব অধ্যাপকের দল তার সঙ্গে যেন এঁটে উঠছে না, নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে। অথচ কোথাও এতটুকু তিক্ততা নেই, অবিচ্ছিন্ন মধুবর্ষণ হচ্ছে। আর যে শুনছে মুগ্ধ হয়ে শুনছে, তার আর বলার কিছু থাকছে না।

'তুমি এখানে?' অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে ও আনন্দে মেরী অভিভূত হয়ে গেল: 'আর তোমার বাবা আর আমি তোমাকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

যীশু চঞ্চল হল না। স্নিগ্ধ স্বরে বললে, 'তোমরা জানতে না আমি এইখানে থাকবো?'

'এইখানে থাকবে? এই মন্দিরে?'

'হ্যাঁ, আমার বাবার বাড়িতে।'

আর কেউ এর তাৎপর্য না বুঝুক, মেরী বুঝল। যীশু বোধহয় উপলব্ধি করতে পারছে সে কে, কার পুত্র। তাই সে 'আমাদের বাবা' বললে না, বললে 'আমার বাবা।' ঈশ্বরের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্কটির প্রতি সজ্ঞান-সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করলে। এইবার বুঝি তবে যীশু তার প্রকৃত সত্তায় প্রকাশিত হবে। সে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে পৃথিবীতে কেন তার আবির্ভাব ?

আমি ঈশ্বরের পুত্র—এই আত্মজ্ঞানে যীশুর একবিন্দুও অহঙ্কার নেই। সে যেমন বিনয়ী তেমনি বাধ্য। যেমন সশ্রদ্ধ তেমনি অনুগত। কিন্তু যতক্ষণ সে মন্দিরে, ঈশ্বরপ্রসঙ্গে, ততক্ষণ সে তন্ময়, আত্মহারা। তার আর বাড়ি-ঘরের কথা মনে নেই, না বা মা-বাবার কথা, না বা আহার-নিদ্রার কথা। ঈশ্বরই বুঝি সবচেয়ে উপাদেয় খাদ্য, সবচেয়ে উপভোগ্য উপাধান।

'নাজারেথে ফিরে চলো।' মেরী আদেশ করল।

'চলো।' একবাক্যে উঠে পড়ল যীশু।

যেন তিন দিন পরে তার ধরা পড়ে যাওয়া খুব একটা সাধারণ ব্যাপার। জেরুজালেমের মন্দিরে বিশারদ অধ্যাপকদের সভায় ধর্মব্যাপারে তার মন্তব্য করার মধ্যেও যেন কোনো অসাধারণত্ব নেই। তারপর মহামহিম সোনার মন্দির ছেড়ে তার গ্রামের দরিদ্র কুটিরে ফিরে যাওয়াও যেন তুচ্ছ একটা দৈনন্দিন ঘটনা।

বাড়ি ফিরে এলে যোসেফ বললে, 'এবার তবে আমার ব্যবসায় হাত লাগাও।'

'নিশ্চয়ই।' এক বাক্যে সম্মত হল যীশু।

কী স্নেহশীল যোসেফ, কী কর্তব্যপরায়ণ! যীশুকে সে নিজের হাতে অতি যত্নে কাজ শেখাতে লাগল। করাত বাটালি ছেনি তুরপুন যাবতীয় যন্ত্রপাতির সঙ্গে তাকে পরিচিত করে তুলল। যীশু শ্রমিক সাজল। কাজের তো কোনো ছোট-বড় নেই, ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়ে তাঁর দেওয়া কাজ, হলই বা না তা গরিব ঘরের কাজ, সামান্য কাজ,

সন্দর করে সমাধা করার নামই ধর্ম। যীশুর কাজে তাই দুটো জিনিস ফুটে উঠছে—সৌন্দর্য আর নৈপুণ্য। দুয়ে মিলে ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি সংযুক্ত প্রণাম।

যেই যীশুকে কাজ করতে দেখছে, গভীর প্রেরণা পাচ্ছে। ভাবছে এমনি করে আমরাও আমাদের সংসারের কাজকে আরাধনা করে তুলতে পারি।

যীশুর পক্ষে সমস্ত সহজ হচ্ছে যোসেফের স্নেহে, যোসেফের বদান্যতায়। ঘরে এমন পিতা আছে বলেই ঈশ্বরকে পিতা বলে ভাবা, বলা, ডাকা সহজ হচ্ছে। ব্যাপ্তার্থে সকলের পিতা, বিশেষার্থে শুধু আমার পিতা।

মার্টিন লুথারের বাপ খুব কড়া ছিল, নির্দয়হৃদয়। লুথার বলছে, ঈশ্বরকে তাই পিতা বলে ডাকতে পারি না। পিতা-ডাকে ভালোবাসা আসে না।

কিন্তু যীশুর কাছে পিতা-ডাক একান্ত স্বাভাবিক। একান্ত আকুল-করা। নাজারেথে যোসেফের ঘরেই সে যেন এই ডাকের অর্থ খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু যীশু নিজে কবে জগৎবাসীকে ডাক দেবে? কবে মানুষের হৃদয়ে স্বর্গরাজ্যের দুয়ার উন্মোচন করে দেবে?

প্রতীক্ষা করো। কাল পরিপক্ব হোক। শেষ হোক প্রস্তুতি-পর্ব।

দীর্ঘ আঠারো বছরের প্রস্তুতি। বারো বছর বয়সে যীশুর প্রথম উপলব্ধি সে ঈশ্বরের পুত্র আর ত্রিশ বছর বয়সে সন্ন্যাসী জনের কাছে তার দীক্ষাগ্রহণ। আর সেই দীক্ষা-জীবনের পরই তার প্রত্যক্ষ কর্মজীবনে প্রবেশ। ধর্ম-জীবনই কর্ম-জীবন।

এই আঠারো বছর যীশু কী করে কাটিয়েছে ?

এই দীর্ঘ প্রস্তুতি-পর্বের ইতিহাস কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। কত ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে যা মহিমাময়, কত কথা নিশ্চয়ই বলেছে যা গভীর অর্থবহ, কত আচরণ নিশ্চয়ই করেছে যা সুন্দরে-মধুরে অভিষিক্ত। কিন্তু কে তার হিসেব করে ? শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে যে কটি সিদ্ধান্ত করা যায় তাই এই কাল-পর্বের আলোকচিহ্ন।

যীশু এই আঠারো বছর নিজের গ্রামে নাজারেথেই থেকেছে, থেকেছে নিজের বাড়িতে। বাপের ছুতোরমিস্ত্রির দোকান—তারই দেখাশোনা করেছে। পৈত্রিক ব্যবসা চালু রেখেছে। সে ঘর ছেড়ে কাজ ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। যীশু গৃহত্যাগী কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী নয়। তার ঈশ্বর দূরে কোথাও সরে নেই যে তাঁকে বাইরে কোথাও খুঁজতে হবে। তিনি ঘরে, পরিচিত পরিবেশের মধ্যেই আছেন, আছেন একেবারে হাতের কাছটিতে, আমার তোমার দৈনন্দিন কাজে-কর্মে। সে-কাজ তুচ্ছ হোক, সামান্য হোক, কিছু যায় আসে না। সে নগণ্য ছুতোর-মিস্ত্রির কাজ হোক, তাতেও ঈশ্বরেরই হাত।

দেখা যাচ্ছে যোসেফ মারা গেছেন, সমস্ত সংসারের ভার বড় ছেলে যীশুর উপর। দেখা যাচ্ছে যীশুর কটি ছোট ভাই-বোন আছে। সেণ্ট মার্ক সে ভাই কটির নাম উল্লেখ করেছেন—জেমস জোসেস, জুডা আর সিমন, কিন্তু বোনেদের নাম বলেন নি। অনেকের অনুমান, যোসেফের আরেক স্ত্রী ছিল, তারই ঘরে এ সব ছেলেমেয়ের জন্ম। কিন্তু যেহেতু যীশু জ্যেষ্ঠ, ভাই-বোনদের প্রতিপালন করে বড় করে তোলার দায়িত্বও তারই। অন্তত একটি ভাইকে সমর্থ ও উপযুক্ত করে তোলা দরকার যে কিনা বাবার ব্যবসাটা ঠিক-ঠিক চালিয়ে নিতে পারে। তারই জন্যে যীশুর প্রতীক্ষা। দীর্ঘ দিনগণনা।

যে কাজ করে শুধু সে-ই নয়, যে প্রতীক্ষা করে, উন্মুখ হয়ে থাকে, সেও ঈশ্বরেরই কর্মচারী।

সরল স্পষ্ট সাংসারিক কর্তব্য পরিহার করেনি যীশু। মা-ভাই-বোনকে নিঃসহায় বিপদের মধ্যে রেখে সে পালিয়ে যায়নি। গুহায় বা বনের নির্জনতায় গিয়ে বসেনি ধ্যান করতে। জনতার মধ্যে বাস করছে। আর ছুতোরমিস্ত্রির কাজ তো জনগণকে নিয়েই।

যীশু মেহনতি মানুষেরই একজন।

মিস্ত্রির কাজে নিশ্চয়ই যীশু টাকা-পয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। বাজারে গিয়ে নিজে দেখেশুনে কাঠ কিনেছে, লক্ষ্য রেখেছে কেউ তাকে না ঠকায়। পরের ফরমায়েস মতই কাজ করে দিয়েছে আর তার জন্যে ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় করতে কুণ্ঠিত হয়নি। মজুরি না পেলে সে সংসার চালাবে কী করে? সংসারও খুব ছোট নয়। তাই পর্যাপ্ত রোজগারের জন্যে যীশুকে অতিরিক্ত খাটতে হয়। সে শুধু টেবল চেয়ারই বানায় না, লাঙল-জোয়ালও তৈরি করে। জোয়ালেই যীশুর বেশি নামডাক। যীশুর জোয়াল খুব ভালো মিল খায়—দেশে গাঁয়ে এই খুব সুখ্যাতি। কেউ কেউ বলে যীশুর দোকানে যে সাইন বোর্ড আছে তাতে লেখা—এখানকার জোয়াল খুব মজবুত ও মানানসই।

সন্দেহ কী, যীশুই সেই জোয়াল, সেই সংযুক্তি-দণ্ড, যা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষকে আঁটসাঁট করে মিলিয়ে দেয় আর সে-মিলন আমরণ নিটুট রাখে।

সংসারে যে ঘরে ঈশ্বর আমাকে রেখেছেন সেই ঘরে তিনিও আমার সঙ্গে আছেন, যে কাজে তিনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন সেইখানে আমার সঙ্গে তিনিও সংযুক্ত, যেন এই ভাবটি সুস্ফুট করবার জন্যই তাঁর সংসারস্থিতি। সংসারে আছে বটে কিন্তু যীশু আকুমার ব্রহ্মচারী। তার মধ্যে যে অক্ষত কৌমার্যের পবিত্র রক্ত বহমান, পার্থিব ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা সে কী করে ভাববে? তার মন ঈশ্বরে মগ্ন, দু হাতে ঈশ্বরেরই নির্বাচিত কাজ, চারদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যে ও মানুষের মুখেও সেই ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছবি। আর তবে কী চাই, যীশু দিনে-দিনে বড় হয়ে উঠুক, সব শিখুক-জানুক, দীপ্ত হতে দীপ্ততর শক্তিতে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হোক।

সংসারই তো শেখায় সহ্য করতে, সহিষ্ণু হতে। মানুষকে প্রতিবেশী বলে জানতে! যে সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছে সে মানুষকে ভালো-বাসবে কী করে? কী করে তার দৈন্য ও মালিন্যের পরিচয় পেয়েও তাকে ক্ষমা করতে শিখবে? সংসার ছাড়া আর কোথায় পাবে সে আর্তসেবার প্রেরণা? কে শেখাবে তাকে প্রার্থনা করতে?

বাল্যকাল থেকেই যীশু লক্ষ্য করছে যখন সে রাতে শোয়, সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে মা তার শিয়রে এসে বসেন আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। ফুল ফোটাবার জন্যে আকাশ থেকে যেমন শিশির ঝরে পড়ে, এ প্রার্থনা যেন তেমনি। শুনতে শুনতে যীশু যেন নিজেই প্রার্থনা হয়ে ওঠে।

প্রার্থনা তো ভগবানের কাছে কিছু চাওয়া নয়। তিনি যে একান্তরূপে আমার, আর আমিও যে একান্ত করে তাঁরই, এই আনন্দে উচ্চারিত হওয়া। যদি চোখে জল আসে দেখ, জেনো এও সেই আনন্দেরই অমল অশ্রু। ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতারই উদ্বেলিত স্বীকৃতি।

সংসারে জনতাকে নিয়েই তার কারবার, আছেও জনতার মধ্যে, কিন্তু অগোচরে অন্তরের অন্তরে একটি নির্জনতা লালন করে যীশু। সকলের সঙ্গে থেকেও সে কেমন যেন একাকী। সকলের একজন হয়েও কেমন যেন সে বিচ্ছিন্ন, অসম্পৃক্ত। সে মাঝে মাঝে তাই সংসারের

থেকে ছুটি নিয়ে চলে যায় প্রকৃতির নিকেতনে, কখনো বা গ্রামের উপান্তে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে ওঠে। পাহাড় তো মাটির উপরেই দাঁড়ানো কিন্তু তার চূড়া আকাশের দিকে। মাটিকে ত্যাগ করে নয়, মাটিকে আশ্রয় করেই দাঁড়াতে হবে ঊর্ধ্বাভিমুখী হয়ে। আর নির্জনতাই তো ঈশ্বরের উপস্থিতির স্বাক্ষরকে মনের পটে স্পষ্ট ও প্রগাঢ় করে তোলে। নিঃসঙ্গের তো ঈশ্বরই সঙ্গী হন। ঈশ্বরও যে নিঃসঙ্গ।

সেই বারো বছরের কিশোর যীশু জেরুজালেমে নিজের মধ্যে প্রথম সেই নিঃসঙ্গতাকে আবিষ্কার করল। হয়তো বা সেই ঈশ্বরত্বকে। বাবা-মার থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, কোথায় খাবে কোথায় শোবে সে কিছুই জানে না—সে একেবারে একাকী, তবু তার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। বিশাল শহরের পথে-পথে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তবু সে পথ হারাচ্ছে না। তবু তার ফিরে যাবার তাড়া নেই। অভ্রংলিহ মন্দিরও তাকে পারছে না ভয় দেখাতে। বরং সেই মন্দিরকেই মনে হচ্ছে স্বধাম বলে, পৈত্রিক গৃহনীড় বলে। মনে হচ্ছে মন্দিরে থাকাটা যেন তার পক্ষে কত স্বাভাবিক। ঐ সব পুরোহিতদের দেখেও সে ভড়কাচ্ছে না এতটুকু। শুধু মনে হচ্ছে সরল পথ ছেড়ে দিয়ে ওরা ওদের নিজের তৈরি জটিলতার মধ্যে পড়ে অনর্থক ঘূরপাক খাচ্ছে। বেশ তো, আমি বসছি গিয়ে ওদের সামনে, ওদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

মন্দিরে সেই পুরোহিতদের সভায়ও যীশু একা, স্বতন্ত্র—নির্জনচারী।

মা মেরী এসে মনে করিয়ে দিলেন বাড়ির কথা। বাবা যোসেফ এসে মনে করিয়ে দিলেন ব্যবসার কথা।

যীশু উত্তর দিল: আমি তো আমার বাবার বাড়িতেই আছি। আমি তো আমার বাবার ব্যবসাই সফল করব।

মন্দিরই ঈশ্বরের গৃহ। আর ঈশ্বরকে এনে বসাতে পারলে প্রত্যেক গৃহই মন্দির। আর আর্তত্রাণ ও পতিতোদ্ধারই ঈশ্বরের ব্যবসা। সে ব্যবসার একমাত্র মলধন প্রেম।

কিন্তু যীশুর কথা কেই বা শুনছে, কেই বা মানছে, কেই বা তা

লিপিবদ্ধ করে রাখবার মত উপযুক্ত মনে করছে? কেই বা তাকে চিনতে পারছে, বুঝতে পারছে? তার প্রতি শহরে-গাঁয়ে সকলের সমান উপেক্ষা। ও সেই ছুতোর মিস্ত্রির ছেলেটা না? তার পক্ষে কেউ কিছু বলতে গেলে মুখে ঐ তার বিশেষণ। সে তো ধনী-মানী কেউ নয়, নিতান্তই এক কাঠের বেপারি, তার আবার অত জাঁক কিসের?

সত্যিই তো, ছদ্মবেশী রাজপুত্রকে কে চিনবে?

শুধু একজন চিনতে পেরেছে।

তিনি জ্যাকারিয়াসের ছেলে জন। সন্ন্যাসী জন। বয়সে যীশুর চেয়ে ছ মাসের বড়।

সন্ন্যাসী জনের জন্মের পর কোথায় কী ভাবে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে, কবে তিনি ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হলেন, কোথায় কার কাছে ধর্মসাধনা চরিতার্থ হল, কেউ জানে না। পর্বতের গুহায় তিনি থাকেন, পরেন উটের লোমের পোশাক, কোমরে চামড়ার কটিবন্ধ। মাথায় পিঙ্গলবর্ণ জটা, মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রু, অনাবৃত বুকে তপস্যা-তপ্ত প্রভা। সংসারবিরক্ত জ্যোতির্ময় পুরুষ।

একদিন গুহায় নির্জনে তাঁর কাছে ঈশ্বরের বাণী এসে পৌঁছল। তিনি গুহা থেকে বেরিয়ে জুডিয়ার মরুপ্রান্তরে এসে দাঁড়ালেন। জ্বর-জর্জর মানুষের উদ্দেশে ডাক পাঠালেন: পাপের জন্যে অনুতাপ করো, ধর্মরাজ্য আর দূরে নয়।

মালিন্যমোচনের জন্যে স্নান দরকার। পাপমোচনের জন্যে অনুতাপ-স্নান। স্নানই এনে দেবে পবিত্রতা। আর যে পবিত্র, কলঙ্কমুক্ত, তারই ধর্মরাজ্যে প্রবেশের অধিকার।

জর্ডন্ নদীর তীর ধরে সমগ্র অঞ্চল ঘুরে-ঘুরে ইহুদিদের ডাকতে লাগলেন জন। এস জর্ডনের জলে আমি তোমাদের দীক্ষা-স্নান করাব, সেটাই তোমাদের অনুতাপ-স্নানের সমান হবে। কিন্তু আমি তো নদীর জলে তোমাদের বাহ্যিক মালিন্য দূর করতে পারব, কিন্তু তোমাদের আত্মিক মালিন্য দূর হবে কী করে? আর দেরি নেই, সে

শক্তিমান পরিত্রাতা শিগগিরই আসছেন তোমাদের কাছে—আসছেন কী, এসে গেছেন—আর ভয় নেই, তিনি তাঁর পবিত্র আত্মা দিয়ে তোমাদের পাপক্লিষ্ট কলুষিত আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে নেবেন।

কে তিনি? দলে-দলে লোক এসে ভিড় করতে লাগল।

কেন, মহর্ষি ইসাইয়া কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মনে নেই? তিনি বলেছিলেন, নির্জন মরুপ্রান্তরে একটি অভ্রান্ত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে— ঈশ্বরের জন্যে রাস্তা তৈরি করো, তাঁর পথ অনায়াস করে দাও। যেখানে গহ্বরের ব্যবধান সেখানে সেতু গড়ো। যেখানে পর্বতের অন্তরায় সেখানে পাহাড়কে গুঁড়ো করে ধূলো করে দাও। যেখানে পথ বাঁকা ও কুটিল সেখান পথকে সরলতায় নিয়ে যাও। যেখানে পথ বন্ধুর সেখানে তাকে সমতল ও মসৃণ করে তোলো। যাঁর মাধ্যমে ভগবানের ত্রাণ-লীলা প্রকটিত হবে তাঁকে তোমরা সবাই দেখবে স্বচক্ষে।

কিন্তু আপনি কে?

আমি তাঁর অগ্রদূত। আমি তাঁর পথনির্মাতা।

জনের তেজস্তপ্ত ব্যক্তিত্বে সকলে আকৃষ্ট হল। বলাবলি করতে লাগল. আমরা আর কাউকে চিনিনা, আমরা শুধু এঁকেই দেখেছি, এঁকেই চিনি। আমাদের মনে হচ্ছে ইনিই আমাদের সেই প্রতীক্ষিত 'মেশায়া'– পরিত্রাতা, ইনিই আমাদের খ্রীষ্ট, ঈশ্বরে অভিষিক্ত।

'অমন কথা মুখেও এনো না।' সন্ন্যাসী জন উদাত্তগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলেন ঃ 'আমি কেউ না, কিছু না—আমি শুধু মরুপ্রান্তরে নিঃসঙ্গ এক কণ্ঠস্বর। যিনি আসছেন, এসে গেছেন, তিনি আমার চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী, আমি তাঁর জুতোর ফিতে খুলে দেবারও অযোগ্য। আমি তো শুধু জলে দীক্ষাস্নান করাতে পারি তিনি দীক্ষাস্নান করাবেন আগুনে। আমি প্রক্ষালন করাতে পারি শুধু দেহের আবিল্য আর তিনি তোমাদের পবিত্রাত্মায় অভিষিক্ত করে নবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। আমি শুধু পূর্বকৃত পাপের জন্যে তোমাদের অনুতাপ করাতে পারি কিন্তু তিনি পারেন তোমাদের কুটিল পাপবাসনাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে।'

দলে দলে লোক এসে জনের কাছে দীক্ষা নিতে লাগল। দীক্ষা অর্থ

পাপের স্বীকৃতি ও পরে জর্ডনের জলে অনুতাপ-স্নান। দীক্ষা অর্থ জন ইন্ধন প্রস্তুত করে দিচ্ছেন, পরে যীশু এসে তাতে অগ্নিসঞ্চার করে দেবেন। দীক্ষা অর্থ জন কর্ষণ করে মাঠে বীজ বুনে দেবেন, পরে যীশু এসে পর্যাপ্ত বর্ষণ করে ফলিয়ে তুলবেন সোনার শস্য। দীক্ষা নিয়ে তুমি জানাচ্ছ তুমি জীবনের নতুন পরিচ্ছেদে উত্তীর্ণ হতে সম্মত আছ, যীশু এসে তোমার সেই পরিচ্ছেদে আনবেন নতুন লিপি, নতুন ভাষা, নতুন অর্থ, নতুন তাৎপর্য।

যারা দীক্ষা নিতে আসছে তাদের মধ্যে 'সাদুসি' ও 'ফারিসি' সম্প্রদায়ের লোকও অনেক। সাদুসি-রা ধনে-মানে অগ্রণী, আভিজাত্যগর্বে স্ফীতকায়। পুরোহিতদের অধিকাংশ এই সম্প্রদায়ের। এরা রোমের শাসকদের খুব অনুগত, শাসকেরাও এদের অনুকূল। ফরিসি-রা শাস্ত্রব্যাখ্যায় পারদর্শী। আইকানুনেরও তারাই ব্যাখ্যাতা। আইনের ভাবার্থ থেকে বাচ্যার্থেই তাদের বেশি লক্ষ্য। প্রচলিত প্রথারই উপাসক তারা।

আরেক দল আছে যারা কর আদায় করে, যাদের বলা যেতে পারে রাজার তশিলদার।

সাদুসি-রা অসৎ, ফরিসি-রা ভণ্ড আর তশিলদারেরা ঘুষখোর।

তাদের লক্ষ্য করে জন বললেন, 'তোমরা খল, সাপের দল। ভগবানের রুদ্র ক্রোধ তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কে বললে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পাবে আর পালাবেই বা কোনখানে? যদি সত্যিই তোমরা অনুতপ্ত, তবে অনুরূপ ফলে-ফুলে ভগবানের নৈবেদ্য সাজাও। শুধু আব্রাহাম আমাদের পূর্বপুরুষ এই গর্বে অন্ধ হয়ে থেকো না। ঈশ্বর ইচ্ছে করলে এসব প্রস্তরখণ্ডকেই আব্রাহামের শত শত সন্তানে পরিণত করতে পারেন। শুধু পূর্বপরুষের গৌরবে আচ্ছন্ন হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে চলবে না—নিজেদের তো কিছু করতে হবে। কিন্তু তোমরা কী করছ, কী করেছ এত দিন? শোনো,' জন শাসনের সুরে গর্জে উঠলেন: 'এবার গাছের গোড়ায় কুঠার উদ্যত হয়েছে। যে গাছ ভালো ফল দেবে না তাকে কেটে ফেলা হবে, পরে তাকে আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে ভস্মসাৎ করা হবে।'

বুঝি ভয় পেল জনতা। জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে আমাদের কী করতে হবে ?'

'কী করতে হবে। যার দুটো জামা আছে সে তার একটা জামা যার একটাও জামা নেই তাকে দিয়ে দিক। তেমনি যার ঘরে খাদ্য আছে সে তা যার ঘরে খাদ্য নেই তার সঙ্গে ভাগ করে খাক।'

'আর আমরা কী করব ?' দীক্ষান্তে তশিলদাররা জিজ্ঞেস করল।

'তোমরা ? যা নির্ধারিত তার বেশি কখনো আদায় কোরো না।'

'আর আমরা ? আমাদের কী করণীয় ? সৈন্যেরা প্রশ্ন করল।

'তোমরা কারু ওপর কোনো অত্যাচার কোরো না।' জন বললেন স্নিগ্ধ কণ্ঠে, 'কারু বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যে সংবাদ দিও না। আর যা মাইনে পাচ্ছো তাতেই তুষ্ট থেকো।'

সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। যেন নতুন কথা শুনছে সকলে। হ্যাঁ, আশ্চর্য নতুন কথা। যার আছে যার নেই দুজনে ভাগ করে নেবে। কেউ তার নিজের জন্যে নয়, প্রত্যেকেই সকলের জন্যে। যেন ইঙ্গিত করা হচ্ছে, যে নিজের আয়ত্তে অসামান্য বেশি রেখে সামান্য থেকেও অন্যকে বঞ্চিত রেখেছে তাকে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না। আবার বলা হল যে, যে কাজে নিযুক্ত সে সেই কাজেই সংযুক্ত থাক, নির্দিষ্ট কাজ ন্যায়ের সঙ্গে নির্বাহ করলেই মুক্তি। যে শিক্ষক সে ভালো শিক্ষক হোক, যে কেরানি সে ভালো কেরানি হোক। যে সৈনিক সে ভালো সৈনিক হোক, যে তশিলদার তাকেও যেন লোকে ভালো বলে। করা-টা বড় কথা নয়, বড় কথা হওয়া। করাটা হওয়ার, হয়ে-ওঠার সোপান মাত্র। তাই যে কাজে তোমাকে ঈশ্বর বসিয়েছেন তাই অনন্য-নিষ্ঠায় করে যাওয়াই ঈশ্বরের সেবা করা। আর কাজকে পূজা বলে নিবেদন করতে পারলে সন্দেহ কী, তুমি ঈশ্বরের করুণায় মধুর থেকে মধুরতর হয়ে উঠবে।

জন আবার সকলকে মনে করিয়ে দিলেন, আমি কেউ নই, আমি শুধু বার্তাবহ। আমি শুধু পথিকৃৎ। আমাদের সকলের যিনি অভীষ্ট, সেই পরিত্রাতা আসছেন অচিরে। মাঠ থেকে ধান কেটে এনে যেখানে

ঝাড়া হয় সেই খামারে তিনি কুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কুলোর বাতাসে তিনি ধান থেকে তুষ আলাদা করে নেবেন। তারপর ধান গোলায় তুলবেন আর তুষ অনির্বাণ আগুনে দগ্ধ করবেন।

তারপর একদিন যীশু জনের সামনে এসে দাঁড়াল।

দেশময় সর্বত্র রাষ্ট্র হয়েছে সন্ন্যাসী জন পাপস্খালনের জন্যে ইহুদিদের দীক্ষাস্নান করাচ্ছেন। দীক্ষাস্নান একেবারে নতুন কথা, নতুন বিধান। কিন্তু এমনি আশ্চর্য, জনের সামনে এসে কারু সাধ্য নেই তাকে বা তার বিধানকে অস্বীকার করে! পাপের জন্যে অনুতাপ করো, তারপর দীক্ষাস্নান করে নিজেকে নির্মল বলে অনুভব করো, ঈশ্বর তোমাকে মার্জনা করে নেবেন।

খবর যীশুর কানে এসে পৌঁচেছে। কী অমোঘ আকর্ষণে সে একদিন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল, মনে হল কাল পরিপূর্ণ হয়েছে, লগ্ন উপস্থিত, আর বসে থাকা নয়, অতল-অগাধের, অশেষ-অসীমের ডাকে এবার সাড়া দিই।

নাজারেথের কুড়ি মাইল দূরে বেথাবারা-তে এসে যীশু জনের দেখা পেল। জন জর্ডনের তীর ধরে ধরে ইহুদিদের দীক্ষা দিতে দিতে উত্তর দিকে এগিয়ে এসেছেন। এসেছেন বেথাবেরা-তে। একদিন দেখলেন নাজারেথের দিক থেকে পাহাড় ডিঙিয়ে কে একজন নিঃসঙ্গ লোক এগিয়ে আসছে। কে এ লোক? থমকে দাঁড়ালেন জন। একে কি চিনি? একে কি আগে কোথাও দেখেছি?

যীশু জনের কাছে এসে দাঁড়াল। নম্র-মুখে বললে, আমাকে দীক্ষা দিন।'

'তোমাকে?' বিস্ময়ে স্তম্ভিত হল জন। বললে, 'তোমার কাছে আমারই দীক্ষা নেওয়া উচিত।'

'না। লোকব্যবহার যা চলেছে তাই আমাকে পালন করতে দিন।' বললে যীশু, 'যে বিধান আর সকলের জন্যে প্রযোজ্য তা আমার বেলায়ও বৈধ হোক।'

যীশু কি কোনো পাপ করেছে যে তার অনুতাপ বা দীক্ষা-স্নানের

প্রয়োজন ? না, তার জন্যে নয়। যীশু যে সমস্ত মানবসমাজের প্রতিনিধি—মানুষের পাপ ও দুঃখ যে তারই পাপ, তারই দুঃখ। মানুষকে পাপী জেনে দুঃখী জেনে তাকে তো সে ত্যাগ করে দূরে সরে থাকতে পারে না। সকলের দুঃখভার ক্লেশভার একা বহন করবে বলেই তো তার আবির্ভাব। ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিহিত, দীক্ষা-স্নান সেই রাজ্যবাসের প্রথম ছাড়পত্র, এ যে অগণন মানুষ বিশ্বাস করেছে—যীশু কী করে সেই অগণনের একজন না হয় ? দীক্ষাস্নান যদি মাত্র ধর্মীয় সংস্কার বলেই দেখ, তবে আর সকলে যা পালন করে অনুপ্রাণিত হচ্ছে তা-ই যীশু অনুপ্রাণিত হয়ে পালন করবে। যীশু সকলের—সকলেই যীশুর।

'আমাকে দীক্ষ স্নান করান।' যীশু আবার অনুরোধ করল।

জন আর বারণ করতে পারল না। স্নান সেরে জল থেকে উঠে যীশু প্রার্থনা করল ঃ 'তোমার ধর্মরাজ্য আবির্ভূত হয়েছে—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' তার পিতার উদ্দেশে ঈশ্বরের উদ্দেশে এই তো তার চিরকালের প্রার্থনা।

হঠাৎ আকাশ উন্মুক্ত হয়ে গেল। পবিত্র আত্মা একটি কপোতের বেশে যীশুর উপর নেমে এল। শোনা গেল দৈব বাণী ঃ 'তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীতিমান।'

দীক্ষার পরেই পরীক্ষা। শুচিস্নানের পরেই প্রলোভন।

ঈশ্বরের রাজ্য কী করে প্রতিষ্ঠিত হবে যদি না শয়তানের রাজ্যের উচ্ছেদ ঘটে? অন্ধকারকে পরাভূত করেই আলোকের অভ্যুদয়।

পবিত্র আত্মা যীশুকে জুডিয়ার মরুভূমিতে নিয়ে গেল। সোনালি তপ্তবালির ঊষর প্রান্তর, কোথাও পাথরের স্তূপ, কোথায় বা গাছগাছালির জঙ্গল, সেখানে আবার হিংস্র পশুর বসবাস। সেই গহন নির্জনে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি যীশু অনাহারে কাটালেন। কঠোর তপঃক্লেশে, নিশ্ছিদ্র বিরতিতে।

যীশুর মনে হিংসা নেই, তাই বনের পশুও অহিংস। যীশুর মনে ভয় নেই, তাই বনের পশুও নির্ভয়। যীশুর মনে সন্দেহ নেই, তাই বনের পশুও নিঃসন্দেহ।

অহিংসার প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিবেশী পশুর বৈরত্যাগ।

যীশু ঈশ্বর-পুত্র হয়েও আবার মানব-পুত্র, আমাদের জন্যে তিনি সাধারণ মানুষ, ক্ষুধা-তৃষ্ণার মানুষ—তাই চল্লিশ দিন অনশনের পর তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। শয়তান তখন তাঁকে প্রলুব্ধ করতে এল। দীর্ঘ অনশনের পর যীশু এখন কাতর হয়েছেন, এই তো তাঁকে প্রলুব্ধ করার সময়। ক্ষুধার্তের কাছে খাদ্যের মত লোভনীয় আর কী আছে?

শয়তান বললে, 'যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তা হলে এই পাথরগুলোকে বলো তারা রুটি হয়ে যাক।'

যেন বিদ্রূপ করে বলছে, 'যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও— !' দরিদ্র, অশিক্ষিত গ্রাম্য এক ছুতোর মিস্ত্রি, কী তোমার স্পর্ধা তুমি নিজেকে ঈশ্বর-পুত্র বলো ? কোন সাহসে পরিত্রাতা সাজো ? পরিত্রাতা কি মরুভূমিতে বসে বসে উপোস করে ?

'যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও।' যীশুকে যেন বলা হচ্ছে, তুমি তোমার স্বত্ব-স্বামিত্ব ত্যাগ করো, ভুলে যাও তোমার ঈশ্বর-অভিমান। যে নিজেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার থেকে বাঁচাতে পারেনা তার কিসের কী ঈশ্বরত্ব!

'যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে নিজেকে বাঁচাও, ক্রুশ থেকে নেমে এস।' যীশু যখন ক্রুশে আরোপিত তখন তাঁর শত্রুরাও এমনিই ব্যঙ্গ করেছিল। তিনি নেমে আসেননি। শুধু নিজের স্বার্থে, শুধু নিজেকে বাঁচাতে তিনি বিভূতি প্রয়োগ করতে চাননি। তিনি যে পরার্থপর। তিনি যে জগৎকে বাঁচাবেন। তিনিই যে জগৎ-জনের সমুদ্ধর্তা।

যীশু প্রলোভনে বিচলিত হলেন না। তবে কি বিভূতি দেখিয়ে কাম্যবস্তু অর্জন করতে হবে ? বিভূতির বিনিময়ে নিতে হবে মানুষের প্রীতি, মানুষের আনুগত্য ? ঈশ্বর কি এতই নিঃসহায় ?

বিভূতিও ঈশ্বর-ইচ্ছা। যদি তা কখনো প্রকাশিত হয় ঈশ্বর-ইচ্ছাতেই হবে, ঈশ্বরের মহিমা ব্যক্ত করবার জন্যে, ঈশ্বরের ধর্ম-রাজ্যকে এগিয়ে আনবার জন্যে। তা কখনোই যীশুর নিজের প্রয়োজনে নিজের প্রচারে ব্যবহৃত হবে না।

শয়তানের প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিলেন যীশু। বললেন, 'শুধু রুটিতেই মানুষ বাঁচবে না, বাঁচবে ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত কথার অমৃতে।'

রুটি তো শুধু উদরের ক্ষুধা মেটাবে, কিন্তু হৃদয়ের ক্ষুধা মিটবে কিসে ? দেহের ক্ষুধার চেয়ে প্রাণের ক্ষুধা আরো তীব্র। প্রাকৃত জীবনের বাইরে রয়েছে আরেক জীবন—ধর্মজীবন। তার ডাক আরো বড়ো। আরো উত্তাল।

পার্থিব ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে ঈশ্বরের কাছে যীশুর কোনো প্রার্থনা নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনই যীশুর সমগ্র প্রার্থনা।
শয়তান পরাস্ত হল।

শয়তান তখন যীশুকে জেরুজালেমে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে মন্দিরের চূড়ার উপর বসিয়ে দিল। বললে, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, মাটিতে লাফিয়ে পড়, দেখাও স্বর্গদূতেরা এসে কেমন তোমাকে রক্ষা করে। শাস্ত্রে লেখা আছে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্বর্গদূতদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই তুমি যদি ঊর্ধ্ব থেকে নিক্ষিপ্ত হও তা হলে তোমার পা নিচে পাথরে ঠেকবার আগেই দেবদূতেরা তোমাকে দুহাতে লুফে নেবে। কী, লাফ দাও।'

কত বড় প্রলোভন !

একটা রোমহর্ষক কাণ্ড দেখাও। লোকের তাক লাগিয়ে দাও। যীশু মন্দিরের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়েছে তবু তার গায়ে-পায়ে এতটুকু একটা আঁচড় লাগেনি। আরো ভয়ঙ্কর আশ্চর্যের কথা, মাটিতে পৌঁছুবার আগেই কারা এসে তাকে তুলে ধরেছে। অলৌকিক কিছু ইন্দ্রজাল না দেখালে লোকে সাধু বলে মহাপুরুষ বলে মানবে কেন ?

ইন্দ্রজাল ! আজ যাকে ইন্দ্রজাল মনে করছি কদিন পরে সে-ই একটা দৈনন্দিন সাধারণ ব্যাপার হয়ে যাবে। কার্যকারণ সম্বন্ধটা জানিনা বলেই এত অবাক হওয়া। সম্বন্ধটা জানা হয়ে গেলেই আর কৌতূহলও থাকবে না। আজকের বিস্ময় কালকের বিজ্ঞান হয়ে যাবে। আর বিজ্ঞান যত বাড়বে বিস্ময়ও তত বড় হবে।

ভালোবাসাই বুঝি সবচেয়ে বড় বিস্ময়। যীশু মানুষকে জয় করবেন ইন্দ্রজাল দিয়ে নয়, বিভূতি-শক্তি দেখিয়ে নয়, জয় করবেন ভালোবাসা দিয়ে, আত্মোৎসর্গ দেখিয়ে।

এবারও শয়তান পরাস্ত হল। যীশু বললেন, 'তুমি শাস্ত্রের কথা বলছ। শাস্ত্রেই আবার লেখা আছে তুমি কখনো ঈশ্বরকে পরীক্ষা করতে যেও না।'

অর্পিতচিত্ত শরণাগতের কথা। আত্মবান বীর্যবান বিশ্বাসবানের নম্রতা। ঈশ্বর যে ভার দেন তাই নেব নতশিরে। বিচারের, অহঙ্কারের ধার-পাশ দিয়েও যাব না।

তখন শয়তান তৃতীয় প্রলোভন নিয়ে এল। আর এই প্রলোভনই সবচেয়ে প্রবল। সবচেয়ে পরাক্রান্ত।

শয়তান এবার যীশুকে একটা উত্তুঙ্গ পাহাড়ের উপর নিয়ে এল। সেখান থেকে দেখাল পৃথিবীকে, তার প্রসারিত রাজ্য ও স্তূপীভূত রাজৈশ্বর্যকে। বললে, 'যদি তুমি আমাকে প্রভু বলে প্রণাম ও পূজা করো এ বিপুল ভোগভাণ্ড আমি এক্ষুনি তোমাকে দিয়ে দেব।'

যীশু বললেন, 'শয়তান, দূর হও, শাস্ত্রে লেখা আছে তুমি শুধু ঈশ্বরকে পূজা করবে। ঈশ্বর ছাড়া আর কারু পরিচর্যা করবে না।'

পার্থিব রাজত্বে কী হবে, ঈশ্বরের রাজত্ব চাই। শয়তানের সঙ্গে আপোস নয়, চাই ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মীয়তা—একাত্মতা। তার কম কিছুতেই রাজি নয় যীশু। ধনবৈভব শাসন শক্তি বা প্রতিষ্ঠাগৌরব, যা মানুষের কল্পনার আকাশে কামনার রামধনু, তা যীশু এক নিমেষে উড়িয়ে দিল। আমার একমাত্র ঈশ্বরকে চাই।

তখন পরাজিত শয়তান যীশুকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। চলে গেল কিছু দিনের জন্যে। তার অর্থ সে আবার আসবে, আবার লোভজাল বিস্তার করবে। সে একবার হেরেছে ব'লে একেবারে ছেড়ে দেবে না।

আসুক, যীশু জেগে থাকবে। ধর্মজীবনে প্রবেশ করার অর্থই সজাগ থাকা, সতর্ক থাকা। এক মুহূর্তের জন্যেও মনোযোগে শিথিল না হওয়া। যেন শত্রু শয়তান না অতর্কিতে পেয়ে বসে। শান্তির না ব্যাঘাত ঘটায়।

না, ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করব না। সিদ্ধাই দেখিয়ে অনুচর আকৃষ্ট করব না। অধর্মের সঙ্গে আপোসে বন্দোবস্ত করব না। আর এক নিশ্বাসের জন্যেও ভুলে যাব না, আমি কে, আমি কেন এসেছি।

শুধু একজনকে ভজনা করব। যিনি এক ও দ্বিতীয়রহিত। একা যিনি আমার জীবনসর্বস্ব। আর যে ঈশ্বরে ওতপ্রোত, ঈশ্বরে অনুপ্রবিষ্ট, তাকে শয়তান কী করবে?

শয়তানের সঙ্গে এ সংগ্রাম শুধু প্রত্যক্ষ বাস্তবভূমিতে নয়, এ সংগ্রাম আমাদের মানুষের মনোলোকে। প্রত্যেক মানবিক সমস্যার সমাধানই যীশু।

এই সংগ্রামের সাক্ষী কে? সাক্ষীও ঐ যীশুই। পরবর্তীকালে তিনিই এ কাহিনী বলেছেন শিষ্যদের। এ গোপনতাটুকুর জন্যেই এ কাহিনী এত গভীর, এত পবিত্র।

দীক্ষাদাতা জন দেখলেন, যীশু তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন।

'সকলে দেখ চোখ মেলে', জন আনন্দিত কণ্ঠে ডাক দিলেন : 'ইনিই ঈশ্বরের মেষশিশু। ইনিই জগতের পাপহরণ করবেন। এর কথাই আমি তোমাদের বলেছিলাম। বলেছিলাম, আমার পরে এঁর আবির্ভাব হলেও ইনি আমার অগ্রগামী, কেননা আমি যখন জন্মাইনি তখনো ইনি ছিলেন। আমি আগে নিজেই জানতাম না আসলে ইনি কে। আমার কাজ ছিল দীক্ষা-স্নানের মাধ্যমে এঁকে ইস্রায়েলীদের কাছে চিহ্নিত করে দেওয়া।'

ঈশ্বরের মেষশিশু! 'ল্যাম্ব অব গড'। কী মধুর এই বিশেষণ, কী সার্থকসুন্দর! নম্রতা কোমলতা ও পবিত্রতার প্রতিচ্ছবি। প্রেম ক্ষমা আর করুণার সমাহার। যেন হৃদয়ের কাছাকাছি হবার জন্যে কাছাকাছি থাকবার জন্যে ব্যাকুল। তারপরে উৎসর্গীকৃত হবার জন্যে প্রস্তুত। ল্যাম্ব অব গড! সে বুঝি আবার বলিদানের প্রতীক।

'শোনো।' জন আরো বললেন, 'আমি স্বচক্ষে দেখছি স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মা কপোতের মত নেমে এসে এঁর উপর বসলেন। তখন আমার মনে পড়ে গেল আমাকে দীক্ষার কাজে নিযুক্ত করবার সময় দৈববাণী কী বলেছিল। বলেছিল, দেখবে পবিত্র আত্মা নেমে এসে একজনের উপর অবস্থান করবে, আর তিনি জলে নয়, পবিত্র আত্মাতেই লোকের দীক্ষা-স্নান করাবেন। ইনিই সেই একজন। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, ইনিই ঈশ্বর-পুত্র।'

পরদিন জন আবার লক্ষ্য করলেন যীশু হেঁটে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর দুজন শিষ্য ছিল, তাদের উদ্দেশে বললেন, 'দেখ ঐ ঈশ্বরের মেষশিশু।'

শুনতেই শিষ্য দুজন যীশুর পিছু নিল।

যীশু পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কী চাও?'

সে কি এক কথায় শেষ করা যায় ? তোমার সঙ্গে যে অনেক দিনের কথা। তা কি পথের ক্ষণিক সাক্ষাতে এক নিশ্বাসে বলবার মত ?
'রাব্বি, আপনি কোথায় থাকেন ?'

রাব্বি অর্থ গুরু। যিনি অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান; যিনি অন্ধকারে আলোকের সংবাদ নিয়ে আসেন, তিনিই গুরু।

যীশু খুশি হয়ে বললেন, 'এস দেখে যাও।'

এনড্রু ও তার সহচর যীশুকে অনুসরণ করল। দেখল কোথায় তিনি থাকেন। বাকি বেলাটুকু কাটাল তাঁর সঙ্গ করে।

'পেয়েছি—আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি।' ভাই সিমন-পিটারের সঙ্গে দেখা হতেই এনড্রু উল্লসিত হয়ে উঠল।

'কার দেখা পেলে ?'

'মেসায়া-র- খ্রীস্টের।'

'চলো আমাকে নিয়ে চলো।'

সিমন-পিটারকে যীশুর কাছে নিয়ে এল এনড্রু।

যীশু ভালো করে দেখলেন পিটারকে। বললেন, 'তুমি তো জোনার ছেলে পিটার। এখন থেকে তোমাকে 'কেফা' বলে ডাকা হবে।'
কেফা-র অর্থ পাথর। যেন ইঙ্গিত করা হল পিটারই হবে যীশুর ধর্মমন্দিরের প্রস্তরভিত্তি। আর মানুষের আসল মূল্য কী সে হয়ে আছে তাতে নয়, কী সে হয়ে উঠতে পারে--তাতে। শুধু তার বাস্তবতায় নয়, তার সম্ভাব্যতায়।

পরদিন যীশু গ্যালিলিয়ায় যাত্রা করবেন ঠিক করলেন। এনড্রুদের গ্রামবাসী ফিলিপকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'চলো আমার সঙ্গে চলো।'
ফিলিপের সঙ্গে নাথানায়েলের দেখা হল।

'আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি।' ফিলিপ উচ্ছ্বসিত হল।

'কার দেখা পেলে ?' নাথানায়েল তাকাল ব্যাকুল হয়ে।

'মহর্ষিরা যাঁর কথা শাস্ত্রে লিখে রেখে গেছেন—তাঁর।'

'কে তিনি ?'

'জোসেফের ছেলে যীশু।'

থাকেন কোথায় ?'

'নাজারেথে।'

'নাজারেথে !' নাথানায়েলের বাড়ি কানা-গ্রামে, সে বিদ্রূপ করে উঠল ; 'আর জায়গা মিলল না ! সব জায়গা ছেড়ে নাজারেথে !'

ফিলিপ তর্ক করতে চাইল না। শুধু বললে, 'একবার স্বচক্ষে দেখবে চলো।'

'চলো।'

নাথানায়েলকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে যীশু বললেন, 'এই যে আসছে এ একজন খাঁটি ইস্রায়েলী, এর মধ্যে একটুও ছলনা নেই।'

যে সরল ও অকপট সেই তো ঈশ্বরের মনোনীত।

নাথানায়েল চমকে উঠল, 'আমাকে আপনি চিনলেন কী করে ?'

'তোমাকে ফিলিপ যখন ডাকল, তুমি ডুমুর গাছের তলায় বসে ছিলে।' বললেন যীশু, 'আমি তোমাকে আগেই দেখেছি।'

ডুমুর গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে তুমি ভগবানের কথা ভাবছিলে। যীশুর চোখ দুটি যেন আরো গোপন কথা বললে নাথানায়েলকে। ভাবছিলে তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধি কবে আবির্ভূত হবে। প্রার্থনা করছিলে সে আবির্ভাবের দিনটি যেন তাড়াতাড়ি আসে। ডুমুর গাছের নিচেই তো ধ্যান ভালো জমে। ডুমুর গাছ তো শান্তির গাছ ! তার ছায়া তো শান্তিনিলয় ঈশ্বর-চিন্তার প্রেরণা।

নাথানায়েল অনুভব করল যীশু যেন তার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিয়েছেন। বুঝে ফেলেছেন আমার কিসের স্বপ্ন, আমার কার জন্যে প্রার্থনা ! ডুমুর গাছের ছায়ায় ইশারাটুকুও তাঁর চোখে পড়েছে। সন্দেহ কী, তিনিই সমাগত !

নাথানায়েল পলকে উদ্বেল হয়ে উঠল : 'প্রভু, আপনিই সেই প্রতীক্ষিত ঈশ্বর-পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলীদের রাজা।'

যীশু মৃদু হাসলেন : 'তোমাকে ডুমুরগাছের নিচে দেখেছি বলাতে বিশ্বাস করলে ? ব্যস্ত হয়ো না, এর চেয়ে অনেক বড় কাজ আরো দেখতে পাবে।' যীশু দৃঢ়স্বরে বললেন, 'সত্যি কথা বলছি, বিশ্বাস করো।

দেখবে, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে আর ভগবানের দূতেরা মনুষ্যপুত্রের কাছে নিরন্তর আনাগোনা করছেন।'

যীশু নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলেই পরিচয় দিতে চেয়েছেন। হ্যাঁ, একজন সাধারণ মানুষ। ভয়ের নয়, জয়ের নয়; শুধু ভালোবাসার মানুষ। যার বসতি বিদ্যায় নয়, সম্ভ্রমে নয়, প্রতাপে নয়, বৈভবে নয়, শুধু বন্ধুতায়। দেখি কার সাধ্য ফিরে যাও, আনন্দের সমাংশভাক না হও।

দু দিন পরে কানা-গ্রামে এক বিয়েতে যীশুর নিমন্ত্রণ হল। শুধু একা যীশু নয়, তার শিষ্যদেরও ডাক পড়ল। আর যীশুর মা মেরী তো বিয়ে-বাড়ির কাজকর্মের তদারকির ভার নিয়েছেন।

যীশুর তখন পাঁচজন শিষ্য। এনড্রু, পিটার, ফিলিপ, নাথানায়েল আর এনড্রুর সেই সহচর যে এনড্রুর সঙ্গে যীশুকে প্রথম অনুসরণ করেছিল। তার নাম জন।

আনন্দময় সন্ধ্যা। বিয়ে-বাড়িতে ভোজ বসেছে। দাও আর খাও, ঢালো আর নিঃশেষ করো—চারদিকে চলেছে প্রাচুর্যের সমারোহ। বদান্যতার ঘনঘটা।

হঠাৎ উৎসবের আকাশে দুর্যোগের মেঘ কালো ছায়া ফেলল। মেরী যীশুকে ডেকে পাঠালেন। নিভৃতে মৃদুস্বরে বললেন, 'এদের মদ আর নেই।'

শুনে যীশু কি বিরক্ত হলেন? এদের মদ নেই তো আমাদের কী? আমি কী করতে পারি? মদ নেই তো অতিথিরা ফিরে যাবে। নিমন্ত্রণকর্তা অপদস্থ হবেন। তাতে আমাদের কী মাথাব্যথা?
সেই ভাবেই উত্তর দিলেন যীশু। 'মদ নেই তো নেই। আমাদেরও কিছু করবার নেই। না,' গম্ভীর হলেন যীশুঃ 'আমার এখনো সময় হয়নি।'

মা বুঝি বলতে চাচ্ছেন কিছু অলৌকিক কাণ্ড করি। শূন্য থেকে মদ সৃষ্টি করি বা এই রকম কিছু দেখাই যা লোকবুদ্ধির অগম্য। না, এটা সেই সময় নয়।

মেরী যেন তা মানতে প্রস্তুত নন। এ সময় নয় তো আর কোন সময়! কত বড় পরোপকার করা হবে। বিপন্ন পরিবারের মান রক্ষা হবে। নিমন্ত্রণ করে এনেছে অথচ অতিথি-সৎকারে সঙ্গতি নেই, সবাই ধিক্কার দেবে, সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। উৎসবের আলো ম্লান হয়ে যাবে। বর-কনের মুখে তৃপ্তির লেশটুকুও আর খুঁজে পাবে না।

মৌখিক প্রত্যাখ্যাত হলেও মেরী আশা ছাড়লেন না। যদিও যীশু এখন তার অঞ্চলের গ্রন্থি নয়, তার এখন স্বতন্ত্র সত্তা, তবু যীশুর উপর তার অগাধ বিশ্বাস। বিশ্বাস যীশুর মানবিক সহানুভূতিতে, যীশুর অকৃপণ করুণায়, পরোপচিকীর্ষায়। এ বিপন্ন পরিবারের [illegible] চেষ্টায় সে এগিয়ে আসবে না? বিমুখ হয়ে থাকবে?

মেরী বাড়ির চাকরদের ডাকলেন। যীশুকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি তোমাদের যা করতে বলবেন তাই কোরো।'

মুহূর্তে যীশুর দ্বিধার ভাব দূর হয়ে গেল। তিনি মন স্থির করলেন।

স্থির করলেন তাঁর বিভূতিশক্তি প্রয়োগ করবেন। জলকে মদ করে তুলবেন।

এক সপ্তাহ আগে তিনি পাথরকে রুটি করতে রাজি হননি। সে করলে তো নিজের জন্যে করা হত। আর এখন যা করতে যাচ্ছেন তা বিশুদ্ধ পরের জন্যে।

এখানেই যীশুর ঈশ্বরত্ব।

যীশু চাকরদের বললেন, 'জলের জালা ভর্তি করে ফেল।'

ছ-ছটা পাথরের জালা কানায়-কানায় ভরে উঠল। একেকটা জালায় বিশ থেকে ত্রিশ গ্যালন জল।

'এর থেকে খানিকটা এবার ভাণ্ডারীকে দিয়ে এস।'

ভাণ্ডারী খেয়ে দেখল এ যে মিষ্টি মদ। এল কোত্থেকে? সে ভাণ্ডারী অথচ সে-ই জানতে পারল না। সে বরকে গিয়ে ধরল: 'এত ভালো মদ থাকতে এতক্ষণ বাজে মাল চালাচ্ছিলেন কেন? লোকে তো ভালোটাই আগে চালায়।'

বরও অভিভূত।

এ যে দেখি অফুরন্ত মদ। হ্যাঁ, অফুরন্ত আনন্দ, অফুরন্ত করুণা। যীশুর করুণা যখন আসে তখন এমনি অফুরন্ত আনন্দ হয়েই আসে, হিসাবের অঙ্ক ঠিক থাকে না। সমস্ত স্থান-কালের বেষ্টনী অতিক্রম করে দেখা দেয়। পৃথিবীর সমস্ত তৃষ্ণাও তাঁর করুণাকে শুষে নিঃশেষ করতে পারে না। তোমার প্রয়োজনের চেয়েও তাঁর আয়োজন অনেক বেশি। সমস্ত প্রয়োজনকে সেই আয়োজনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই মনুষ্যত্ব।

মা, ভাই ও শিষ্যদের নিয়ে যীশু চলে গেলেন কাফরনাউমে গ্যালিলি হ্রদের উত্তর কূলে। কদিন পর চললেন ফের জেরুজালেমে। নিস্তার পর্বের আর দেরি নেই।

মিশরীয়দের হাত থেকে ইহুদিদের দাসত্বমোচনের বার্ষিক স্মরণ-উৎসবই নিস্তার পর্ব।

উৎসব উপলক্ষে শহর লোকে লোকারণ্য। রঙচঙে পোশাকে পথঘাট আলো হয়ে গেছে! মন্দিরে দুর্দান্ত ভিড়। বসে গেছে বেচাকেনার দোকানপাট। টাকা-ভাঙানোর লেন-দেন। বলির পশুর নামে বিকিকিনি। শুরু হয়েছে পুরোহিতদের ধোঁকাবাজি। ধর্মের নামে প্রবঞ্চনা।

মন্দিরের বাবত তীর্থযাত্রীদের কর দেবার নিয়ম। উনিশ বছরের বেশি বয়সের লোক হলেই সে করের দায়িক হল, কর না দিলে তীর্থ করাই বিড়ম্বনা। করের হারও খুব কণ্টকর, সাধারণ মানুষের প্রায় দুদিনের মজুরির মত। আদায়ের ব্যাপারে মন্দিরের গোমস্তরাও খুব কঠোর। কড়াকড়ি না করেই বা উপায় কী? মন্দিরের সংরক্ষণের ও তার বিচিত্র কৃত্যকরণের বিপুল ব্যয়ভার তো বহন করতে হবে। তাই কারু নিষ্কৃতি নেই। কেউ কোনো ক্ষুদ্র অনুগ্রহের কথা বোলো না।

ধর্মের নামে ফলাও ব্যবসা চলেছে। চলেছে দারপ্রশোষণ।

বালক যীশু একদিন বলেন নি, আমি আমার বাবার বাড়ি ছাড়া আর কোথায় যাব, বাবার কাজ ছাড়া আর কী করণীয় আছে !

সে পুণ্যের বাড়িতে, প্রার্থনার বাড়িতে, এ কী জঘন্যতা। দরাদরি, চেঁচামেচি, টাকা [illegible] হানাহানি। মন্দিরে বসে ব্যবসা করা। ব্যবসাদারি না, জুলুম[illegible]রি ! [illegible] বিন্দু[illegible] কেড়ে নেওয়া। [illegible] প্রার্থনার ঘরকে ডাকাতের আড্ডা করে তোলা।

মন্দির তো [illegible]। [illegible]। আর উপাসনা [illegible]।

ধর্মের নাম [illegible] অপরাধ নয়, [illegible]।

এই বুঝি মেশায়ার [illegible] পরিত্রাতা। দক্ষিণ [illegible] ক্রুদ্ধ [illegible]।

দড়ি দিয়ে যীশু [illegible] ছাড়া কিছু না। সেই চাবুক [illegible] যীশু [illegible] মন্দির।

'আমার প্রার্থনার মন্দিরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের হাটবাজার করে তুলেছে।' ক্রোধে তপ্ত হলেন যীশু। 'পালাও, দূর হয়ে যাও।'

মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে [illegible] তাড়িয়ে দিলেন, বেপারিরাও ছুটে পালাল। মহাজনদের টাকা-কড়ি ছড়িয়ে দিয়ে তাদের টেবিল উলটে ফেলে দিলেন। পায়রার বেসাতদারদের বললেন : 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে। এ আমার পিতৃগৃহ, হাট বাজার নয়।' মন্দিরের মধ্য দিয়ে কোনো ফিরিওয়ালাকে তার জিনিসপত্র নিয়ে যেতে দিলেন না। বললেন, তোমরা কি জানো না, শাস্ত্রে কি লেখা নেই, আমার এ বাড়ি বিশ্ববাসী সকল মানুষের প্রার্থনার স্থান বলে পরিচিত হবে ? তার বদলে এর পরিচয় হচ্ছে এ এক চোর-ডাকাতের আড্ডা ?

লোকটার কী স্পর্ধা ! ভাব দেখাচ্ছে এ মন্দির যেন ওর নিজের বাড়ি। ওর বাবার বাড়ি। যেন সেই অধিকারে ও সবাইকে শাসন করছে, বিতাড়ন করছে। বেপারি-ব্যবসায়ীর দল মনে মনে ভীষণ রুষ্ট হল কিন্তু যীশুর সেই তেজোদৃপ্ত পবিত্র মূর্তির সামনে দাঁড়াতে সাহস পেল না।

ইহুদিরা কেউ কেউ যীশুর সম্মুখীন হল। জিজ্ঞেস করলে, 'এই কাজ করার আপনার কী অধিকার আছে?'

'আমার বাড়ির সুনাম আমাকে রাখতেই হবে।'

'আপনার এ অধিকারের প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ?' যীশু বললেন, 'এ মন্দির ভেঙে ফেল। তিন দিনে আমি আবার তা তুলে দাঁড় করিয়ে দেব।'

ইহুদিরা হেসে উঠল : 'এ মন্দির তৈরি করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল। আপনি তা তিন দিনে দাঁড় করিয়ে দেবেন?'

'হ্যাঁ, দেব।'

যীশু যে মন্দিরের কথা বলেছেন সে মন্দির বুঝি এই ইট কাঠ পাথরের মন্দির নয়, সে তাঁর দেহ-মন্দির। যখন তাঁর মৃত্যুর পর তিনি উঠে আসবেন তখনই সবাই বুঝবে এর তাৎপর্য।

মেষশাবকের রোষ দেখ। শোনো মেষশাবকের গর্জন!

এ যীশুর কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ নয়, নয় কোনো পার্থিব বিদ্বেষ। এই ক্রোধ ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, প্রতারণার বিরুদ্ধে! প্রাণহীন কৃত্যকরণের বিরুদ্ধে। পশুবলির বিরুদ্ধে। এই ক্রোধ তাঁর প্রেমেরই আর এক দিক। বঞ্চিত-লাঞ্ছিতকে ভালোবাসেন বলেই তো উৎপীড়কের প্রতি ক্রোধ। আর যে অত্যাচারী সে একবার আন্তরিক অনুতপ্ত হোক, সেও পেয়ে যাবে ক্ষমা, পেয়ে যাবে স্নিগ্ধতা, তাকেও তিনি ভালোবাসবেন। এ শুধু মন্দিরের পরিষ্করণ নয়, এ মানুষের মনেরও প্রক্ষালন।

সমস্ত শহর আলোড়িত হয়ে উঠল। মন্দিরের প্রধানদের, পাণ্ডাদের বলে কিনা ডাকাতের দল। এতদিনের পুরোনো প্রথাকে চাইছে কিনা সমূলে উৎখাত করতে? তারপর গায়ের জোরে কিনা সব তছনছ ওলোটপালোট করে দিল? গরু ভেড়া তাড়িয়ে দিল, উড়িয়ে দিল পাখিগুলো? একটা লোক অত বড় একটা দুষ্কাণ্ড করল কেউ রুখতে পারল না? কিন্তু যাই বলো, এর পরিণাম ভয়াবহ হবে।

সমস্ত শহর আলোকিত হয়ে উঠল। কে এ নিঃস্বার্থ বিদ্রোহী? লুণ্ঠনকারীদের ডাকাতের দল বলেছে, ঠিকই বলেছে। [illegible]

তো বাধা দিতে পারল না, বাজার গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়ল। ধর্মের পথে লোক এসেছে, ন্যায়ের দণ্ড হাতে, তার সঙ্গে পাপাত্মারা পারবে কী করে? বাঁচল দলিত জনগণ, বাঁচল নিরীহ পশুপাখি। ঈশ্বর পশুপাখির রক্ত চান না, চান ভক্তের অনুরাগ। এই অনুরাগের কোনো বিকল্প নেই। তবে কি আমাদের সেই প্রার্থিত পুরুষই সমাগত?

ফ্যারিসি সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোক, প্রবীণ নিকোদেমাস, একদিন রাত করে চুপিচুপি দেখা করতে এল। যীশু তখন আছেন শিষ্য জন-এর বাড়িতে, নিরিবিলিতে। যাই দেখে আসি। প্রাণের জিজ্ঞাসার নিরসন করি।

তার বুঝি বিশ্বাস হয়েছে যীশু ঈশ্বরপ্রেরিত। তবে তিনি বলুন কবে কী ভাবে স্বর্গরাজ্য বা ঈশ্বররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে?

বিশ্বাস করলেও নিকোদেমাসের ধারণা স্বর্গরাজ্য বুঝি এমনি এক সমৃদ্ধির রাজ্য—প্রাচুর্য আর ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি, প্রাবল্য আর ঔজ্জ্বল্যের আড়ম্বর, আর সে রাজ্যে শুধু ইস্রায়েলীদেরই একাধিপত্য। ভালো করে জেনে আসি তার বিবরণ।

রাব্বি,' নিকোদেমাস বললে যীশুকে, 'আমরা বুঝেছি আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন। ঈশ্বরপ্রেরিত না হলে আপনি অবলীলায় এত সব কাণ্ড করলেন কী করে? আপনি আমাদের উপদেশ করুন।'
'ঈশ্বররাজ্য দেখতে চাও?'

মনের কথাটা টেনে বার করেছেন প্রভু। নিকোদেমাস বললেন, 'হ্যাঁ, তাই। সে রাজ্য কবে দেখতে পাব?,

'ঊর্ধ্বলোক থেকে মানুষকে পুনর্জন্ম লাভ করতে হবে। সেই পুনর্জন্ম না পাওয়া পর্যন্ত ঈশ্বররাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে না।'

'একবার জন্মাবার পর মানুষ আবার কী করে পুনর্জন্ম পাবে?' নিকোদেমাসের ধাঁধা লাগল: 'মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর আবার কী করে প্রবেশ করবে?'

যীশু বললেন, 'সেই জন্ম নয়। আমাকে বিশ্বাস করো, পরমাত্মা থেকে মানুষকে দ্বিতীয় বার জন্ম গ্রহণ করতে হবে। দেহ থেকে যা জন্মায়

তা শুধু দেহই কিন্তু আত্মা থেকে যা জন্মায় তা আত্মা আর তারই ঈশ্বররাজ্যে অধিকার। এতে অবাক হবার কিছু নেই। তোমারও দরকার এই নব জন্ম—সকলের দরকার! দৈহিক মানুষ আধ্যাত্মিক মানুষে পরিণত হতে পারলেই সেই পরমরাজ্যের অভ্যুদয়।'

বিশ্বাস করতে এসেও নিকোদেমাসের সংশয় যায় না। বললে, 'কী করে এই জন্মান্তর সম্ভব ?'

'বাতাস বয়ে যাচ্ছে, তার শব্দ শুনছ, অথচ তাকে দেখতে পাচ্ছ না সে কী করে সম্ভব ? কে বলবে কোন দিক থেকে আসে কোন দিকে চলে যায়। তেমনি পরমাত্মা থেকে মানুষের নব-জন্মও সম্ভব হবে !'

তাই হবে হয়তো। ঈশ্বরের শক্তির অবধি নেই, মানুষেরও তেমনি সম্ভাবনার শেষ নেই। কিন্তু আত্মা থেকে নব জন্ম—নিকোদেমাসের এই কুয়াশা ঘুচতে চায় না। আমি বুঝতে পাচ্ছি না। আমাকে বুঝিয়ে দিন।

'তুমি শুধু আমাকে বিশ্বাস করো।' বললেন যীশু, 'আমি যা জানি তাই বলি, যা দেখি তারই সাক্ষ্য দিই। পৃথিবীতে যা ঘটবে তাই বললে যখন বিশ্বাস করতে পারো না, স্বর্গে কী ঘটছে তা বললে আরো অবিশ্বাস হবে।'

'স্বর্গে আর কে যেতে পেরেছে যে তার কথা বলবে ?'

'স্বর্গে যাওয়া নয়, স্বর্গ-থেকে-নেমে-আসা লোক তা বলতে পারে।' শিষ্য জন বললে।

'স্বর্গ থেকে কে-ই বা পারে নেমে আসতে ?'

'যার স্বর্গে বাস সেই মনুষ্য-পুত্রই নেমে এসেছে। মোজেস যেমন মরুভূমিতে সাপকে তুলে ধরেছিল তেমনি এই মনুষ্যপুত্রকেও উঁচুয় তুলে ধরা হবে। যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করবে, অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে যাবে।'

মিশর থেকে বেরিয়ে এসে ইস্রায়েলীরা দেশে ফিরছে। পথে পড়ল এক বিরাট মরুভূমি। পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। তখন

তারা অনুতাপ করল কেন ছাই মিশর থেকে পালাতে গিয়েছিল তারা—এমন কী খারাপ ছিল সেখানে। অকৃতজ্ঞ ইস্রায়েলীদের শাস্তি দেবার জন্যে ভগবান সেই মরুভূমিতে বিষধর সাপ পাঠালেন—সাপের পর সাপ। ভয়ার্ত ইস্রায়েলীরা তখন অনুতাপ করতে লাগল, কাঁদতে লাগল করুণার জন্যে। ভগবান তখন মোজেসকে বললেন, এই সাপের একটা মূর্তি বানাও আর সেটাকে সবার চোখের সামনে উঁচুতে তুলে ধরো। যে বিশ্বাস করে এই সাপকে দেখবে, বেঁচে যাবে, নির্বিষ ও নিরাময় হয়ে যাবে।

তাই হল। সাপের মূর্তি গড়ে উঁচুতে টাঙিয়ে দিলেন মোজেস। যে বিশ্বাস করে চোখ চেয়ে দেখল, নীরোগ হয়ে গেল। যে বিষাক্ত করেছিল সেই ফের বিষহরণ করলে।

তাই বলে সর্পপূজা শুরু হয়ে যাবে নাকি? ঘরে ঘরে সর্পমূর্তি? মূর্তিপূজা যে নিষিদ্ধ। সাপকে কে পূজা করছে? সাপ দংশন করেনি, আরোগ্যও তার উপহার নয়। ভগবান মেরেছেন, ভগবানই আবার বাঁচিয়ে দেবেন। শুধু ভগবানের দিকে তাকাবার জন্যই সাপের দিকে চোখ ফেলা। তেমনি মানবপুত্রকেও উঁচুতে তুলে ধরা হবে—জন বুঝি এখানে যীশুর ক্রুশে আরোপিত হবার ইঙ্গিত দিচ্ছেন—কিন্তু ভয় নেই, যে বিশ্বাস করে তাকাবে, দেখবে, সেই শাশ্বত জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে।

কী বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস করবে যীশুই ঈশ্বর-ইচ্ছার পরিপূর্তি। ঈশ্বর যেমনটি চেয়েছেন তেমনটিই হয়েছেন যীশু। বিশ্বাস করবে ঈশ্বর যেমনটি বলাচ্ছেন তেমনি বলছেন যীশু। ঈশ্বর সম্পর্কে চরম সত্য কথা একমাত্র যীশু বলতে পারেন। ঈশ্বরের মনটি যীশুর মধ্যেই কাজ করছে। বিশ্বাস করবে যীশুর কথাই তাই পালনীয়, আমাদের একমাত্র গতি যীশুতেই শরণাগতি।

আর শাশ্বত জীবন কী? শাশ্বত জীবন হচ্ছে বিশ্ব-মানবসংসারে ঈশ্বরের সঙ্গে বসবাস। প্রেমের, ক্ষমার, শান্তির, মৈত্রীর সমানস্রোত। এক পিতার সংসারে একভ্রাতৃত্ব। যে ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করে সে কী

করে আর অন্য মানুষকে পৃথক করে দেখে ? কী করে বা কাউকে ক্ষুদ্র বলে ভাবে ? কী করে বা ভালোবাসতে কার্পণ্য করে ?

শিষ্য জন বলছে, ভগবান যে তাঁর একমাত্র পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তা কাউকে দণ্ড দেবার জন্যে নয়, সকলকে প্রেমে ও ক্ষমায় ত্রাণ করবার জন্যে। ভগবানের এই উপহার এই পুত্রপ্রেরণই তো প্রমাণ তিনি আমাদের কত ভালোবাসেন। যে বিশ্বাস করল না, সে তো, নিজের বিচারেই দণ্ডিত হয়ে রইল। সংসারে যখন আলো এল তখন কেউ যদি অন্তরালে অন্ধকারে বসে থাকে, বুঝতে হবে সে লজ্জিত হবার মত কিছু আচরণ করেছে, সে সৎ নয়, সরল নয়, সে মিথ্যের কারবারী। যার জীবন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার কাজ পরিচ্ছন্ন, সে নির্বারিত আলোকে এসে দাঁড়াক। যীশুই সেই আলোক, সেই আশ্বাস।

যীশু সশিষ্য জুডিয়াতে ফিরে এলেন। এবং দীক্ষা দিতে লাগলেন। কাছেই এনোন-এ দীক্ষাগুরু জন অনুতাপ-স্নান করাচ্ছেন, তাঁর কাছে খবর গেল বেশির ভাগ লোক যীশুর কাছেই যাচ্ছে।

'তাই তো যাবে, সকলে যাবে।' দীক্ষাগুরু জন অপরিমিত খুশি হলেন। বললেন, 'বরের কাছেই তো বধূ যাবে। তিনিই তো খ্রীস্ট, ঈশ্বরের দান, তিনিই বরণীয়, সর্ববরেশ্বর--'
'তবে আপনি কে ?'

'আমি বরের বন্ধু। আমি শুধু বরের পাশে দাঁড়িয়ে বরের কথাবার্তা শুনি আর আনন্দ করি। বর সমৃদ্ধ হতে সমৃদ্ধতর হবে আর আমি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হব।' প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি জন বললেন তৃপ্ত মুখে।

জুডিয়া ছেড়ে যীশু চললেন গ্যালিলি।

সোজা দ্রুত পথ সামারিয়ার মধ্যে দিয়ে। যীশু সেই পথে এলেন সিচার নামের শহরে। তপ্ত দ্বিপ্রহর, যীশু শ্রান্ত হয়ে একটি কুয়োর ধারে বসে পড়লেন। যীশুও শ্রান্ত হন। যীশুরও তেষ্টা পায়। তাঁর শিষ্যেরা খাবারের সন্ধানে বাজার খুঁজতে বেরুল। কিন্তু জলের কী হবে !

কুয়োর জল অনেক গভীরে, জল তোলবার মত দড়ি-বালতি কিছুই যীশুর নেই। তাই তৃষ্ণা পেলেও চুপ করে রইলেন।

কে যেন জল নিতে আসছে। যীশু তাকিয়ে দেখলেন একটি নারী।

'আমি পিপাসিত, আমাকে একটু জল দাও।' যীশু বললেন কাতর স্বরে। আপনজনের মত।

নারী চমকে উঠল। বললে, 'আপনি ইহুদি না? ইহুদি হয়ে সামারিয়ার মেয়ের হতে জল খাবেন?'

ইহুদিদের সঙ্গে সামারিয়াদের বহু যুগের ঝগড়া। কোনো ছোঁয়াছুঁয়ি দূরের কথা, কোনো লেন-দেন পর্যন্ত নেই। সব জেনে-শুনে যীশু এসেছেন সামারিয়ায়, জল চাইছেন, তাঁর শিষ্যেরা খাবার কিনতে গিয়েছে। তবে কি শত্রুতার প্রাচীর ভেঙে পড়ছে, মুছে যাচ্ছে কৃপণ সাম্প্রদায়িক সীমানা?

যীশু বললেন, 'তুমি যদি জানতে ঈশ্বর কাকে উপহার দিয়েছেন আর কে তোমার কাছে জল চাইছে, তা হলে তুমি তার কাছেই উলটে জল চাইতে আর সে তোমাকে জীবন্ত জল দিত।'

নারী বললে, 'আপনি যে জল দেবেন আপনার পাত্র কই? এই কুয়ো ছাড়া এখানে আর কোনো জল নেই। এই কুয়ো আমাদের পূর্ব-পুরুষ জেকব ক'রে দিয়ে গেছেন। আপনি কি জেকবের চেয়েও বড়? এ অঞ্চলের মানুষ-পশু আমরা সবাই এই জলে তেষ্টা মেটাই। আপনার আবার কোন জল?'

'এই কুয়োর জল যে খায় তার আবার তেষ্টা পায়, কিন্তু আমি যে জল দেব তা খেলে কোনো দিন আর তেষ্টা পাবে না। সেই জল অন্তরে চিরন্তন একটি উৎস রচনা করবে আর তার থেকে শত দিকে বইবে ধারাস্রোত।'

নারী কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। পরে শান্তস্বরে বললে, 'আমাকে তবে সেই জল দিন। আমার যেন কখনো আর পিপাসা না পায়। যেন এতদূর এসে এই জল বয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনও আর না থাকে।'
'বেশ, বাড়ি গিয়ে তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এস।'
নারী চোখ নামাল: 'আমার স্বামী নেই।'

'হ্যাঁ, তুমি সত্যি কথা বলেছ, তোমার স্বামী নেই। আগে তোমার

পাঁচ-পাঁচ স্বামী ছিল, কেউ বেঁচে নেই, আর এখন যে লোক তোমার সঙ্গে আছে সে তোমার স্বামী নয়। ঠিক, তুমি সত্যি কথাই বলেছ।'

একমাত্র ভগবানের সামনেই বুঝি মানুষ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে পারে না। নারী বুঝল তার সামনে যিনি প্রত্যক্ষীভূত হয়েছেন তিনি একজন মহর্ষি। সমস্ত অতীত তো দেখতে পানই, অন্তরের নিগূঢ়েও আলো ফেলেন। কুণ্ঠার কুয়াশাটুকুও রাখেন না। সারল্যের দুঃসাহস এনে দেন।

'বুঝতে পারছি আপনি মহর্ষি।' ব্যাকুল হয়ে নারী বললে, 'তবে আমাকে এবার উপাসনার কথাটা বুঝিয়ে দিন। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এই পাহাড়ে উপাসনা করতেন, আর আপনারা বলেন, জেরুজালেমই একমাত্র উপাসনার স্থান। এর সামঞ্জস্য কোথায়?'

'শোনো, আমাকে বিশ্বাস করো, সময় এগিয়ে আসছে, তখন উপাসনা করতে কেউ আর এই পাহাড়ে উঠবে না, জেরুজালেমেও যাবে না।' যীশু বললেন দৃপ্ত স্বরে, 'তখন সত্যিকার ভক্তেরা যে যেখানে আছে সেখানেই শুধু সত্য-নিষ্ঠায় ও আধ্যাত্মিক চেতনায় ঈশ্বরের আরাধনা করবে। সেই পূজার উপচার শুধু ভক্তি আর ভালোবাসা। ঈশ্বরও সেই সব উপাসকের সন্ধান করে ফিরছেন।'

'হ্যাঁ, আমি জানি।' নারী বললে বিহ্বল কণ্ঠে, 'আমি শুনেছি, খ্রীস্ট নামে সে 'মেশায়া' শিগগিরই আসবেন আমাদের মাঝখানে। আমাদের আর তখন দুঃখ থাকবে না। তিনি সব বলে বুঝিয়ে দেবেন আমাদের।'

যীশু পরমস্নেহে বললেন, 'তোমার সঙ্গে এই যে কথা বলছি—এই আমিই সেই খ্রীস্ট।'

আমিই সত্যের মত স্পষ্ট। সত্যের মত সহজ।

পাহাড়ে-মন্দিরে নয়, যে যেখানে দাঁড়িয়ে, সেইখানেই ঈশ্বরসান্নিধ্য। ঈশ্বর সঙ্গে থাকলে ধূলিও পবিত্র, মরুভূমিও তৃণশ্যামল আর সঙ্গে না থাকলে পর্বতে-মন্দিরেও শুধু ক্লেশ আর নিষ্ফলতা।

বাজার থেকে যীশুর শিষ্যরা এসে পড়ল। এসে দেখল যীশু একটি নারীর সঙ্গে কথা বলছেন।

এ এক অভিনব ব্যাপার। অবাক হলেও তারা নারীকে জিজ্ঞেস করল না, তোমার কী চাই, এখানে তোমার কী দরকার? প্রভুকেও প্রশ্ন করলো না, আপনি স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছেন কেন? তারা বুঝে নিল প্রভু যা করছেন সমস্তই ঈশ্বরনির্দেশ।

নারী তার জলের কলসী ফেলে রেখে শহরে ফিরে গেল।

শিষ্যেরা যীশুকে অনুরোধ করতে লাগল, এবার কিছু খান।

'কী এনেছ, কী খেতে দেবে?' প্রভু বললেন, 'আমার কাছে এমন খাদ্য আছে যা খেলে আর খিদে থাকেনা। তোমরা তার নামও শোননি!'

খিদে নেই, তবে কি কেউ প্রভুকে খাবার এনে দিয়েছে?

যীশু বললেন. 'আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর আদেশমত কাজ করা ও সেই কাজকে সম্পূর্ণ করাই আমার জীবনের খাদ্য-পানীয়। তোমরা ফসল কাটার স্বপ্ন দেখ না? কী বলো? বলো, আর চার মাস বাকি আছে, তার পরই ফসল কাটা শুরু হবে। কিন্তু আমি কী বলি? আমি বলি, চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, মাঠে [illegible] রঙ লেগেছে—তার মানে, ফসল কাটার সময় এখুনি উপস্থিত। [illegible] ফসল যে কাটে সেই পারিশ্রমিক হিসাবে অনন্ত জীবনের শস্য [illegible]। এখানে ফসল যে বোনে আর কাটে দুজনেই একত্র

আনন্দিত হয়। প্রচলিত প্রবাদবাক্য—বোনে একজন কাটে আরেকজন—যেন এখানেই প্রযোজ্য। যে ফসল তোমাদের কাটতে পাঠিয়েছি তার জন্যে তোমরা বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করোনি। অন্য লোক পরিশ্রম করেছে আর তোমরা তার ফল ভোগ করছ। রোপণ-বপন একের, আহরণ অন্যের।'

সেই সামারিয় নারী ইতিমধ্যে শহরে ফিরে গিয়ে সবাইকে ডেকে বলতে শুরু করেছে, 'দেখে যাও কে এসেছেন।

'কে এসেছেন?'

'খ্রীস্ট এসেছেন। নইলে বলো আমার অতীত জীবনের সমস্ত কথা তিনি বলে দিলেন কী করে?'
'চলো দেখে আসি।'

শহরবাসীরা দলে দলে আসতে লাগল যীশুর কাছে। তাঁর মুখে শুনতে লাগল ধর্মকথা। শুনল আর মোহিত হয়ে গেল। বললে, আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমাদের আরো কত প্রতিবেশী অজ্ঞাতে এখনো বিমুখ রয়েছে, তাদের ডাকি, তাদের দেখাই, শোনাই, বিশ্বাসবান করে তুলি।' সংবাদদাতা নারীকে বললে, 'আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করেছি ভেবোনা, আমরা বিশ্বাস করেছি তাঁর নিজের কথায়, তাঁর মুখের অমৃত বর্ষণে। আমাদের প্রাণের আলোয় চিনতে পেরেছি তাঁকে, তিনি সত্যি-সত্যিই খ্রীস্ট, বিশ্বভুবনের মুক্তিদাতা।'

দু দিন পরে যীশু খবর পেলেন দীক্ষাগুরু জনকে হেরড এণ্টিপাস কারারুদ্ধ করেছে।

এণ্টিপাসের ভাই ফিলিপ। ফিলিপ হেরোডিয়সের দ্বিতীয় স্বামী। হেরোডিয়সের প্রথম স্বামীর ঘরে একটি মেয়ে আছে, নাম সালোমি। হেরোডিয়স ফিলিপকে ছেড়ে দিয়ে এণ্টিপাসকে বিয়ে করলে। এত বড় একটা অনাচার জনসাধারণ যেন বরদাস্ত করতে পারছিল না, কিন্তু সরবে প্রতিবাদ জানায় এমন কারু সাহস নেই। দীক্ষাগুরু জন জনসাধারণের সেই অনুভূতিকে ভাষা দিলেন। ঘোষণা করলেন, রাজার পক্ষে ভ্রাতৃবধূর পাণিগ্রহণ ঘোরতর দুর্নীতি।

এণ্টিপাসের কানে গেল কথাটা। হেরোডিয়সও শুনতে পেল।

বললে, 'কে এ সাধু, রাজার আচরণের সমালোচনা করে? রাজা এই স্পর্ধা উপেক্ষা করবে?' এণ্টিপাসকে সে উত্তেজিত করতে লাগল : 'যাও সাধুর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে এস।'

রাজা ভয় পেল। তেজপুঞ্জদেহ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, পরনে চর্মাম্বর, তাকে হত্যা করার কথা ভাবতে পারল না। তার বিরাট শিষ্যমণ্ডলীর কথা ভেবেও নিরস্ত হল। কিন্তু একটা প্রতিকার তো করা দরকা।

সাধু কি এমনি নিন্দা করে বেড়াবে?

সন্ন্যাসীকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এস।

জন নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে। ও পাপ পুরীতে কে যাবে?

এণ্টিপাস নিজেই জনের গুহায় এসে উপস্থিত হল। অনেক মিনতি করল সাধু যেন তাদের বিয়ে নিয়ে বিরুদ্ধ কথা না বলেন।
'আমরণ বলব।' জন গর্জন করে উঠলেন, 'ভ্রাতৃবধূকে বিয়ে করা গর্হিত দুষ্কর্ম।'

কথায়-কথায় খুন করতে পারে এণ্টিপাস কিন্তু এখানে তার হাত উঠছেনা কেন? বাইরের কোনো কারণে তত নয়, যত তার অন্তরের শাসনে! সে তার অন্তরের অন্তরে জানে জন একজন পূত-চরিত্র সাধু, ন্যায় আর ধর্মই তাঁর সমস্ত সত্তা, তাঁকে দংশন করবার আগে বিবেকেই প্রথম দংশন লাগে। তা হলে হৃদয়হীন রাজার হৃদয়েও করুণা আছে, দাক্ষিণ্য আছে! তাতে আর আশ্চর্য কী! এমন কোন মানুষ আছে যে একেবারে প্রস্তর!

কিন্তু হেরোডিয়াসের প্ররোচনা অপ্রতিরোধ্য। ওই সাধুকে নিপাত করো। ও আমাকে অপমান করেছে, এর শোধ তোলো। ও না মরলে আমার নিন্দার অবসান হবে না।

এণ্টিপাস জনকে ধরে এনে ম্যাচেরোর দুর্গে বন্দী করল।

কেউ কেউ বলে বন্দী করার উদ্দেশ্য জনকে হেরোডিয়াসের প্রতিহিংসার থেকে দূরে রাখা! যতদূর সম্ভব কালহরণ করা। যদি তার মধ্যে কোনো উপলক্ষে রাণীর হৃদয় নরম হয়। যদি পাপে তার ভীতি আসে!

প্রান্তরের মানুষকে প্রাচীরে আবদ্ধ করা হল। তবু সত্যের জন্যে, পুণ্যের জন্যে নির্যাতন সহ্য করতে জন প্রস্তুত। মৃত্যুকে তাঁর ভয় কী। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী তো সফল হয়েছে—মানবজাতির পরিত্রাতা তো এসে গিয়েছেন। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তো প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, সেখানে দৈহিক মৃত্যুর কথা কে ভাবে?

সামারিয়ায় দু-দিন থেকে যীশু গ্যালিলিতে এলেন।

গেঁয়ো যুগী ভিখ পায় না—ভেবেছিলেন গ্যালিলির লোক তাঁকে চিনতে চাইবে না। কিন্তু, না, তারাও সংবর্ধনায় উচ্ছ্বসিত হল। তারা শোনা কথায় বিশ্বাস করছে না, তারা যে নিজের চোখে জেরুজেলামে দেখে এসেছে প্রভু কী সব কাণ্ড করলেন। নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে কী করে তারা চোখ বুজে থাকবে? হৃদয় যে উদ্বেল।

কানায় এলেন যীশু! সেখানে কাফেরনাউমের এক রাজকর্মচারী এসে হাজির। কানা থেকে কাফেরনাউম কুড়ি মাইল। তবু দূরত্ব কোনো বাধা হয়নি। ব্যাকুলতাই পথকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে।

'চলেছেন কোথায়?'

'কানায়। প্রভু যীশুর দুয়ারে।'

'সেখানে কী?'

'সেখানে আরোগ্য আর আরাম—আয়ু আর আশ্রয়।'

'আসলে ব্যাপারটা কী?'

'আমার ছেলেটার দারুণ অসুখ। এখন-তখন অবস্থা। বোধ হয় বাঁচবে না।'

পথচারী পরিচিত লোক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। ছুতোর মিস্ত্রি যীশু আবার ডাক্তারি শিখল কবে? তারপর রুগীর যখন এখন-তখন অবস্থা তখন কতক্ষণে কুড়ি মাইল পথ ভেঙে পৌঁছুবে রুগীর কাছে? রুগী এতক্ষণেই টেঁসে গেছে কিনা তার ঠিক কী?

এক গ্রাম্য ছুতোরের কাছে চলেছে এক রাজকর্মচারী। তার সমস্ত পদ-পদবীর মর্যাদা, সমস্ত আভিজাত্যবোধ ত্যাগ করেছে, উৎখাত করে দিয়েছে তার সমস্ত অহঙ্কার। কে কী বলছে, গ্রাহ্য করছে,

না। একটি ব্যথিত প্রার্থনা নিয়ে চলেছে যীশুর কাছে, চলেছে একটি সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, তিনিই একমাত্র সহায়ক, তিনিই একমাত্র ফলদাতা।

এমনি করে চলো প্রভুর কাছে, নম্রতায় নিরহঙ্কারে। মেনো না লোকলজ্জা, মেনো না লোকমান্য। প্রার্থনায় ঐকান্তিকতা আনো। আর বিশ্বাসে বলীয়ান হও, তিনি প্রার্থনাপূরণ করবেনই করবেন, তাঁর করুণার কোনো পরিধি নেই।

'প্রভু, আমার ছেলের মরণাপন্ন অসুখ।' রাজকর্মচারী কেঁদে পড়ল ঃ 'আপনি একবার চলন, তাকে ভালো করে দিন।'

যীশু বললেন, 'অঘটন কিছু না ঘটাতে পারলে তোমরা বুঝি আমাকে বিশ্বাস করবে না?'

প্রভু বুঝি তিরস্কার করলেন। তবু রাজকর্মচারী নিরুৎসাহ হল না। তার আন্তরিকতায় কিছুমাত্র কম পড়ল না। বিশ্বাস যেমন অনড় ছিল তেমনিই থাকল।

"'আমার ছেলের অন্তিম নিশ্বাসের আর দেরি নেই প্রভু, চলুন, তাকে ভালো করে দিন।'

যীশু বললে, 'তুমি বাড়ি ফিরে যাও, তোমার ছেলে ভালো হয়ে গেছে।' ভালো হয়ে গেছে? বিনা-দ্বিধায় রাজকর্মচারী বাড়ি ফিরে চলল।

আবার সেই দীর্ঘ কুড়ি মাইল পথ। শুধু মুখের একটি কথা নিয়ে ফিরে যাওয়া। প্রভু নিজে এলেন না, ছেলের জ্বরতপ্ত কপালে রাখলেন না একটি স্নেহস্পর্শ। মুখে শুধু একটি আশ্বাসের কথা বললেন। তাই কি যথেষ্ট?

হ্যাঁ, তাই যথেষ্ট। প্রভু যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই হবে। মুমূর্ষ পুত্রের বাপ তাই পরিপূর্ণ বিশ্বাস করল। হ্যাঁ, 'হলেও হতে পারে' না, হতেই হবে, হবেই হবে। এ না হয়ে যায় না। এর অন্যথা নেই।

ফিরতি পথে একদিন একরাত্রি কেটে গেল। তবু রাজকর্মচারীর মনে সংশয়ের এতটুকু একটা দুর্বল রেখা পড়ল না। না নির্জনে, না না অন্ধকারে। তার নীরন্ধ্র বিশ্বাস নীরন্ধ্রই রইল।

দেখল তার বাড়ির চাকরেরা আসছে আগ বাড়িয়ে।

'কী ব্যাপার ?'

'জ্বর ছেড়ে গেছে।'

'কখন ছেড়েছে ?'

'কাল দুপুর একটায়। জ্বর ছাড়তে রোগও সেরে গেছে।'

রাজকর্মচারী হিসেব করে দেখল কাল যখন প্রভু আশ্বাস দিয়েছিলেন তখন ঘড়িতে বেলা একটা।

আর কি পালিয়ে যাবার পথ আছে ? একটি প্রার্থনাপূরণ আদায় করে নিয়ে এবার কি তবে ঘুম যাবে ? না কি ভুলে থাকবে ? না কি মগ্ন হবে ঔদাসীন্যে ?

না, রাজকর্মচারী তার পরিবারের সকলকে নিয়ে প্রভুতে শরণাগত হল। তুমি অকূলের কূল, তুমি অগতির গতি, তুমি অশরণের আশ্রয়।

কাফেরনাউমে এসে বাসা নিলেন যীশু। এখান থেকে তিনি ঈশ্বররাজ্যের বা স্বর্গরাজ্যের সংবাদ প্রচার করতে শুরু করলেন।

তাঁর প্রচারিত প্রথম বাণী-টি কী ?

'শুভলগ্ন এসে গেছে। স্বর্গরাজ্য সন্নিকট। অনুতাপ করো—ঈশ্বরের দিকে মন ফেরাও। আর বিশ্বাস করো এই মঙ্গল সমাচারে।'
এইটিই প্রথম বাণী—পরম বাণী।

অনুতাপ অর্থই হচ্ছে মনের পরিবর্তন। অন্যত্র থেকে মন তুলে নিয়ে ঈশ্বরে স্থাপন করা। আর সকলকে পিছনে রেখে একমাত্র ঈশ্বরের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো।

কিন্তু অনুতাপ করা কি সহজ কথা ?

প্রথমে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করো, ভুল করেছিলে, অপরাধ করেছিলে। হিংসায় লালসায় করেছিলে অপকর্ম। তার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত হও। বলো আর অমনটি করব না। শুধু দুঃখিত হলে হবে না, শুধু করব না বলেও নয়। যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলে তার উলটো পথে চলে এস। দেখবে সে উলটো পথটাই অত্যন্ত সহজ পথ। শুধু মুখ

ফেরাও, মন ফেরাও। জীবনের ভঙ্গিটি বদলাও। দেখবে কত কাছে ঈশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন। তোমার ব্যথিত চোখে দেখতে পাবে তাঁর করুণার দৃষ্টি। তোমার অভিমুখী মনে পাবে তাঁর ক্ষমার প্রশান্তি। তোমার অনুতাপে তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ।

শুধু ফিরে দাঁড়ানো নয়, এগিয়ে গিয়ে ধরা! শরণে আগত হওয়া। শুধু চুপচাপ বসে থাকা নয়, জীবনের দুর্বহ ক্রুশকে অক্লিষ্ট-মুখে বহন করে নিয়ে যাওয়া।

অনুতাপ করি এমন শক্তি কই? কাঁদব কই এমন পবিত্রতা? আর করব না—কই বা এই সংকল্পের তেজ

তার জন্যে প্রভুর কাছেই সাহায্য চাও। বলো, প্রার্থনা করো, প্রভু, আমাকে সত্যি-সত্যি অনুতপ্ত করো, তোমার দিকে আমার মন ফিরিয়ে নও। সর্বতোভাবে আমাকে আকর্ষণ করো, আমাকে আচ্ছন্ন করো, আমাকে আর রিক্ত হাতে সংসারের দুয়ারে ফিরে যেতে দিও না।

স্বর্গরাজ্য সন্নিকট। স্বর্গরাজ্য উপস্থিত। সে ভবিষ্যৎ, সে আবার বর্তমান। সে হাতের কাছে, সে আবার হাতের মুঠোর মধ্যে। একই সময়ে সে হয়েছে, আছে, হবে। একই সময়ে সে বাইরে, ভিতরে, চারদিকে! আমার তোমার সকলের হৃদয়ই যে সেই স্বর্গরাজ্য। সে অর্থে তো সে বর্তমান, কিন্তু সেই হৃদয় তো ঈশ্বরে উন্মোচিত করতে হবে, নিরর্গল করতে হবে—সে অর্থে সে ভবিষ্যৎ। যদি চাও তো বলো, এই মানবজীবনই স্বর্গরাজ্য—জীবনের মতো প্রত্যক্ষ বর্তমান আর কী আছে, কিন্তু এই মানবজীবনকেই করতে হবে শাশ্বত-জীবন—সে অর্থে সে ভবিতব্য।

আর মঙ্গল-সমাচারে বিশ্বাস করো।

যীশু যেমন বলছেন ঈশ্বর তেমনি, বিশ্বাস করো। বিশ্বাস করো যা বলছেন সবই ঈশ্বরের বাক্য। মানুষের জন্যে যা উৎসর্গ করলেন সবই ঈশ্বরের প্রেম।

মঙ্গল-সংবাদ নয় তো কী। সত্যই প্রথম শুভ। মানুষকে আর খুঁজতে হবে না, ঈশ্বর কোথায়, ঈশ্বর কেমনতরো? আর কল্পনায় অনুমানে কুয়াশায় আবছায়ায় থাকতে হবে না, যীশুকে দেখে বোঝো, যীশুকে দেখে জানো। দ্বিতীয় শুভ, আশা। তৃতীয় শুভ, শান্তি।

চতুর্থ, করুণা। পঞ্চম অমরত্ব। যার আশা নেই, তার যীশু আছে। যে জ্বলে-পুড়ে মরছে তার উপশম যীশু। যে অকিঞ্চন তার জন্যে যীশুর বদান্যতা। যীশু জীবনকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যান না, জীবনকে অমরত্বে উত্তীর্ণ করে দেন।

আর স্বর্গরাজ্য শুধু মানুষের হৃদয়েই নয়, মানুষের গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সমগ্র বিশ্ব-লোকে।

যীশুর এই মঙ্গলবার্তা আশে-পাশের গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর যীশু তাঁর চার শিষ্য নির্বাচন করলেন—পিটার আর এনড্রু, জেমস আর জন।

সেণ্ট মার্ক লিখছেন ঃ একদিন গ্যালিলির সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটছেন, যীশু দেখতে পেলেন সিমন-পিটার আর তার ভাই, এনড্রু, দুই জেলে, সমুদ্রে জাল ফেলে মাছ ধরছে। যীশু তাদের বললেন, আমার সঙ্গে এস। মাছ ধরবে কী। মানুষ ধরবে। এস, তোমাদের আমি মানুষ ধরা জেলে করে দেব, তক্ষুনি দু ভাই, পিটার আর এনড্রু, জাল ফেলে দিয়ে যীশুর সঙ্গ নিল। একটু এগিয়ে গিয়ে যীশু দেখতে পেলেন আরো দুই জন জেলে, জেলেদের দুই ছেলে, জেমস আর জন, নৌকোয় বসে তাদের জাল মেরামত করছে। যীশু তাদের বললেন, আমার সঙ্গে চলো। ডাকামাত্রই তারা বেরিয়ে পড়ল। পিছনে পড়ে রইল তাদের নৌকো, তাদের জাল, তাদের বাপ, তাদের লোকজন।

এক ছুতোর-মিস্ত্রি ডেকে নিল চারটি জেলেকে। ভগবান ছাড়া আর কে সাধারণ মানুষকে ভালোবাসবে, ডেকে নেবে সাথি করে। আর ডাক এল কখন? যখন ওরা চারজন যার-যার দৈনন্দিন কাজ করছিল, কেউ মাছ ধরছিল, কেউ বা জাল বুনছিল। সাধারণ কর্তব্য কর্মের মধ্যে সেই ডাক এসে পৌঁচেছে। ঈশ্বরের রাজত্বে বাস করে কেউ জানে না কখন কার কাছে কী ভাবে ডাক আসবে। সে ডাক শুধু মন্দিরে বসেই শোনা যায় না, শোনা যায় না তীর্থস্থানে—[illegible] ডাক কখনো বা অভ্যাসের মরুভূমিতে, ক্লান্তিকর কর্মের, [illegible] মাঝখানে। ডাক আসে তো কাল বিলম্ব কোরো না, বেরিয়ে পড়ো।

ডাকটি কী? ডাকেটি ভালোবাসার। প্রশ্ন করো না,, যুক্তি খাটিয়ে তর্ক করতে বোসো না, আমার সঙ্গে চলো, আমাকে অনুসরণ করো। কী করতে হবে তোমার সঙ্গে গিয়ে—কাজটা কী? কাজ কঠিন—তাই তো তোমাদের বেছেছি। কাজ ঈশ্বরের কাজ—লোকসেবা। বিনিময়ে কী পাবে? বিনিময়ে মানুষের জন্যে আত্মবিসর্জন,—ঈশ্বরের জন্যে মৃত্যু। আর সেই মৃত্যুরই আরেক নাম শাশ্বত জীবন।

সেন্ট ম্যাথুর বিবরণও অনুরূপ। কিন্তু সেন্ট লুক বলছেন অন্য কথা ঃ

একদিন যীশু গেনেজারেত হ্রদের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন, লোকেরা ভিড় করে ধর্মকথা শোনাবার জন্যে পিড়াপিড়ি করছিল, দেখতে পেলেন দুটি নৌকো পারে লাগানো ও জেলেরা তীরে নেমে জাল ধুচ্ছে। দুটির মধ্যে যে নৌকোটি সিমন-পিটারের তাতে উঠে পড়লেন যীশু, বললেন, 'ওটা.ক একটু দূরে বেয়ে নিয়ে চলো।' তারপর নৌকোতে বসে যীশু জনতার উদ্দেশে ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন। কথাশেষে সিমনকে বল:লেন, 'এবার গভীর জলে নৌকো নিয়ে গিয়ে আবার জাল ফেল।'

সিমন বললে, 'প্রভু, সারা রাত আমরা জাল ফেলেছি, কিছুই ধরতে পারিনি। কিন্তু আপনি যদি আদেশ করেন, আবার ফেলব।'

এবার জাল ফেলতেই রাশীকৃত মাছ উঠল। বোঝা এত ভারি যে জাল ছিঁড়ে পড়বার উপক্রম। তখন সিমন তার সঙ্গী অন্য নৌকোর জে.লদের ডাকল তাকে সাহায্য করতে। তারা এল, দু দলের লোকে মি:লে দু-দুটো নৌকো মাছে বোঝাই করে তুলল—এত ভার যে দুটো নৌকোই প্রায় তলিয়ে যায়। সিমন-পিটার ভয় পেয়ে যীশুর পা দুখানি জড়িয়ে ধরল, কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, 'প্রভু, আমাকে ছেড়ে দিন, আ.ম পাপী।'

যীশু বললেন, 'ভয় পেয়ো না এবার থেকে তুমি মাছধরা জেলে না হয়ে মানুষধরা জেলে হবে।'

অন্য নৌকোর দু 'জনে, জেলেদের দু ছেলে, জেমস আর জন—তারাও মাছের পরিমাণ দেখে অভিভূত হল। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন, তারাও পিটারের মত সর্বস্বত্যাগ করে যীশুর অনুগামী হল।

'গভীর জলে নৌকো নিয়ে গিয়ে জাল ফেল।' এ ঈশ্বরের আদেশ তোমার ডাক যদি কঠোর আদেশের রূপ নিয়ে আসে তা নেব মাথা পেতে। তোমার আদেশ অমান্য করব না। চারদিকের পুঞ্জীভূত নৈরাশ্য সত্ত্বেও না। সারারাত খেটেছি, একট চুনো পুঁটিও ধরতে পারিনি, অবসাদে সমস্ত শরীর স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। তবু যখন বলছ তখন যাব গভীরে, চেষ্টাকে নতুন করে নিয়োগ করব। তুমি বলছ তাই উৎসাহের সীমা নেই, আশাও অফুরন্ত। একবার পারিনি, আরেক বার পারব। এত দিন ধরিনি, এবার ধরব।

সুযোগ-সুবিধে সুগোল হয়ে আসবে তবেই যাত্রা করব এ ভাবতে গেলে আর যাত্রা করাই হবে না। রাত্রি মাছ ধরার উপযুক্ত সময়, রাত যদি পুইয়ে গিয়ে থাকে, দিনের খররৌদ্রেই বেরিয়ে পড়ব মাছ ধরতে। সমস্ত প্রতিকূলতাকেই মিত্রতা বলে মনে করব। অসম্ভবকেই যদি সম্ভব করতে না পারি তবে তোমাকে আমাদের নৌকোর হালে এনে বসিয়েছি কেন? তুমি হাল ধরো আমরা দাঁড় টানি।

আমরা কি শুধু মানুষ-ধরা জেলে? আমরা ঈশ্বর-ধরা জেলে। আমরা তোমাকে চিনেছি। তোমাকে ধরেছি। আমরা শুধু মাছ দেখেই অভিভূত হই না, আমরা ঈশ্বরকে দেখেও অভিভূত হতে জানি।

যীশু সবাইকে নিয়ে কাফারনাউমে ফিরে এলেন! তারপর প্রথম বিশ্রামবারেই সোজা গিয়ে ঢুকলেন সমাজগৃহে। বললেন, আমার সমাচার শোনো।

সমাজগৃহের আরেক নাম ধর্মবিদ্যালয়। প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে যেখানেই অন্তত দশঘর ইহুদি বাস করে সেখানেই সমাজগৃহ। এক-মাত্র মন্দির শুধু জেরুজালেমে, আর সেখানে শুধু পূজা আর বলিই অনুষ্ঠিত হয়, কখনো বা প্রার্থনা বা গানবাজনা, কিন্তু সেখানে ধর্মপ্রচার হয় না। যদি ধর্মপ্রচার করতে চাও, দিতে চাও ধর্মোপদেশ, তবে সমাজগৃহে সভা ডাকো।

সমাজগৃহে জনতার সামনে যীশু এসে দাঁড়ালেন। কী অধিকার লোকটার, নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় আর বলে, আমার বক্তব্য শোনো, তোমাদের জন্যে আমি ঈশ্বরের নতুন সংবাদ এনেছি। ঈশ্বরের নিজস্ব সংবাদ।

কার সাধ্য না শোনে! কার সাধ্য চোখ ফেরায়! সমাজগৃহে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এর আগে কত ধর্মব্যাখ্যা করেছে, সে সমস্ত পুঁথির কথা, পরের জবানি। কিন্তু এ যে বলছে এ একেবারে প্রাণের কথা, প্রত্যক্ষের কথা। শাস্ত্রবচনের উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে জোরদার করার দরকার হয় না, এ নিজের অর্থেই শক্তিমান। বাক্যই যেন এখানে ব্যক্তি, সত্যের সারল্যই তার একমাত্র অলঙ্কার। শোনো আর বিশ্বাস করো।

কে তর্ক তুলবে? কে উপেক্ষা করবে? কে বলবে ঈশ্বর নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই? শোনো আর আনন্দে ভরে ওঠো।

সে সমাজগৃহে একটি লোক দুষ্ট প্রেতাত্মার কবলে পড়েছিল। সেই আত্মা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল: 'নাজারেথের যীশু, তুমি এখানে এসেছ কেন? তুমি কি আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না, শেষ করে ফেলবে? বুঝতে পারছি তুমি কে। তুমি ভগবানের প্রেরিত সেই পুণ্যাত্মা মানুষ—'

'চুপ করো।' যীশু গর্জে উঠলেন: 'শিগগির একে ছেড়ে দাও। এর শরীর থেকে বেরিয়ে পড়ো।'

সেই ভর-হওয়া লোকটা বার কতক মেঝের উপর গড়াগড়ি খেল। তারপর হঠাৎ তীব্র আর্তনাদ করে শান্ত হয়ে গেল। সবাই বুঝল দুষ্ট প্রেত বিদায় হয়েছে।

সবাই অবাক হয়ে পরস্পর বলাবলি শুরু করল: এ কী ব্যাপার? এ যে দেখছি নিজের কর্তৃত্বে উপদেশ দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, দুষ্ট প্রেতকেও হুকুম করছে। আর পাপাত্মারাও তাই মানছে নির্বিবাদে। এ যে দেখছি জীবনের এক নতুন কারিকর, নতুন চিকিৎসক।

সমাজগৃহ থেকে বেরিয়ে এসেই যীশু সিমোনের বাড়ি গেলেন। সেখানে কেউ বুঝি তাঁর সাহায্যের আশায় উন্মুখ হয়ে আছে। যীশু নিজের আরামের কথা ভাবলেন না, ভাবলেন অন্যের উপশমের কথা। যীশুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যেরাও চলল।

গিয়ে দেখল সিমোনের শাশুড়ি প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী। সবাই বললে, এর একটা কিছু বিহিত হয় কিনা।

যীশু এগিয়ে গিয়ে সিমোনের শাশুড়ির একখানি হাত ধরলেন। ধরে তাকে টেনে তুললেন বিছানা থেকে। কই, জ্বর কই? অমৃত স্পর্শে জ্বর অপসৃত হয়েছে।

সেরে উঠে সিমোনের শাশুড়ি বিশ্রাম নিতে গেলনা। সে গৃহাগত অতিথিদের সেবায় তৎপর হল।

তুমি স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছ কেন? তুমি তা লোকসেবায় নিযুক্ত [illegible] বলে। তোমাকে বাঁচিয়ে দেওয়া হল যাতে তুমি [illegible]

বাঁচাবার চেষ্টায় পরিচর্যা করতে পারো। তোমার জীবন শুধু তোমার নিজের ভোগের জন্যে নয়, পরের সেবার জন্যে।

ক্রমে সন্ধ্যা হল আর দলে দলে রুগী আসতে লাগল যীশুর কাছে। সব অচল রুগী, শয্যাশায়ী, তাদের কাঁধে-পিঠে করে বহন করে নিয়ে আসা হল। বিশ্রামবারে দিনমানে ভারবহন করা বারণ, তাই সূর্য অস্ত গেলে, বেরুল বাহকের দল—বলা যায়, রুগীর মিছিল। প্রভু রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন।

প্রথম নিরাময় করেন সমাজগৃহে। দ্বিতীয় নিরাময় করেন গৃহস্থের ঘরে। এবার তৃতীয় নিরাময় রাস্তায়—মুক্তপথে।

প্রভুর বরদানের কোনো স্থান-কাল নেই, পাত্রাপাত্র নেই, সমস্ত আর্ত ও পীড়িতের সমান অধিকার, সেই ভাবটি প্রকাশ করবার জন্যেই যেন রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। ঈশ্বরের করুণায় কোনো শ্রেণীভেদ নেই, স্তরভেদ নেই, নেই পক্ষপাতিত্ব। ঈশ্বর আপামর সকলের আপনজন।

রুগ্ন ও ব্যথিত, আর্ত ও আহত যীশুকে ঘিরে দাঁড়াল। তিনি তাঁর মঙ্গলহাতের স্পর্শে তাদের নীরোগ করে দিলেন। মেঘমালিন্য দূর করে দিয়ে জীবনে নিয়ে এলেন নতুন অরুণোদয়।

মহর্ষি ইসাইয়া ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন: তিনি আমাদের সমস্ত দুর্বলতা হরণ করবেন, বহন করবেন আমাদের সমস্ত ব্যাধি, সমস্ত পাপ।

এ কি সেই বাণীর পরিমূর্তি নয়?

প্রেতগ্রস্ত রোগীরাও আসছে। তারা যীশুকে দেখেই চিৎকার করে উঠল: আমরা তোমাকে চিনেছি, তুমিই ঈশ্বরপুত্র খ্রীস্ট।

কথা বলো না। চুপ করো। মুখ বন্ধ করে থাকো। যীশু ভর্ৎসনা করলেন। পাপাত্মারা পালিয়ে গেল। রুগীরা বাঁচলো হাঁফ ছেড়ে। কিন্তু দলে দলে এত যে লোক আসছে, সব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসছে। কবে কিছু না চেয়ে অমনি অমনি আসতে পারবে প্রভুর কাছে। কবে আসতে পারবে প্রাণের টানে, অহেতুক ভালোবাসায়?

আর এত যে পাচ্ছ তার বিনিময়েই কি দিচ্ছ ঐকান্তিকতা ? শুধু দুর্দিনেই তাকে ডাকবে, সুদিনে সস্নেহে স্মরণও করবে না এই বা কেমনতরো মনুষ্যত্ব ?

এঁকে দেখে কি মনে হয় না এ আমৃত্যু ভালোবাসার জন, প্রত্যহের প্রসাদ ?

পরদিন প্রত্যুষে উঠে যীশু দূরে এক নির্জন স্থানে গিয়ে পৌঁছিলেন। প্রার্থনা করতে বসলেন।

যীশুকেও প্রার্থনা করতে হয়।

প্রার্থনা তো ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া নয়, প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথোপকথন। ঈশ্বরকে অভ্যর্থনারই আরেক নাম প্রার্থনা।

সিমোন ও তার সঙ্গীরা খুঁজতে বেরিয়েছে। ঐ যে তিনি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছেন।

'আপনি আমাদের ছেড়ে এসেছেন কেন ?' বললে কেউ-কেউ, 'আপনি ফিরে চলুন। আপনি আমাদের ছাড়বেন না।'

যীশু উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি এখন পাশের শহরে যাব, সেখান থেকে আরেক শহরে। আমাকে সর্বত্র এখন মঙ্গল সমাচার প্রচার করতে হবে। আমি এক জায়গায় বন্দী হয়ে বিশ্রাম করতে আসিনি। শুধু কথায় হবে না কাজ করতে হবে। ঐশীরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ডাকতে হবে সবাইকে। উৎসাহিত করতে হবে। আমার সময় নেই।'

মুখে-মনে বা কাজে-কথায় এক হতে হবে। এক হতে হবে দেহে ও আত্মায়। আত্মাকে সমৃদ্ধ করার সঙ্গে দেহকেও সুস্থ সমর্থ করতে হবে। আর স্বর্গ-মর্তকেও করতে হবে একীকৃত। কেননা স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা এই মর্তের সীমানায়।

যীশু এগিয়ে চললেন। গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামান্তরে। সমস্ত গ্যালিলি ঘুরে ঘুরে প্রচার করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, দিলেন উপদেশ। শুধু তাই নয়, রুগ্নের কাছে নিয়ে এলেন আরোগ্য আর্তের কাছে নিয়ে এলেন উপশম।

যা নিশ্চিত যা অবধারিত সেই সম্পর্কে ঘোষণাই প্রচার। অ-জ্ঞান দূর করবার জন্যেই প্রচার। আর উপদেশ, বিভ্রান্তি দূর করবার জন্যে। কিন্তু কী হবে শুধু প্রচারে-বিচারে যদি না তুমি আমাদের ব্যথার নিবৃত্তি করো? তাই যীশু ডাক দিলেন কে আছ অন্ধ-আতুর-খঞ্জ-পঙ্গু অক্ষম-অসমর্থ, চলে এস আমার কাছে, আমি তোমাদের রোগমুক্ত করব, দেব তোমাদের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও শীতলতা।

হঠাৎ এক কুষ্ঠরোগী এসে উপস্থিত।

এ কী করে সম্ভব হল? সে যুগে কুষ্ঠীদের ভয়াবহতম দুর্দশা। শারীরিক যন্ত্রণা তো আছেই, তদুপরি মানসিক লাঞ্ছনা। তারা থাকবে নগরের উপান্তে নির্দিষ্ট শিবিরে। আর যার শরীরে ঘা দেখা দিয়েছে সে শিবিরে স্থান পাবে না, সে শিবিরের বাইরে আলাদা হয়ে থাকবে! তার পরনের বস্ত্র ছেঁড়া থাকবে, সে মাথার চুল ঢেকে বা বেঁধে রাখতে পারবে না, আর কাপড় দিয়ে উপরের ঠোঁট ঢেকে তাকে সর্বক্ষণ বলতে হবে, অশুচি! অশুচি! সমাজ থেকে বিতাড়িত, পরিবার থেকে নিবাসিত, সকল লোকের ঘৃণা ও আতঙ্কের বস্তু, কুষ্ঠীরা মূর্তিমান মৃত্যু ছাড়া আর কী।

'অশুচি!' 'অশুচি!'বলতে বলতে এক কুষ্ঠী যীশুর কাছে এসে নতজানু হল।

এ কী করে এল তার গণ্ডি ছেড়ে? কে আসতে দিল? আইন-কানুন সব রসাতলে গেল নাকি? রাজকর্মচারীরা কোথায়? জনসাধা-রণই বা তাকে বাধা দিলেনা কেন?

'প্রভু!' কুষ্ঠী কেঁদে পড়ল: 'আপনি যদি ইচ্ছা করেন—' বাকিটুকু বলতে বুঝি বেধে গেল আচমকা।
সে ইচ্ছা বুঝি এত অসম্ভব ভাবতেও ভয় হয়। কুষ্ঠই বুঝি একমাত্র পাপ যার প্রক্ষালন নেই।

'বলো কী চাও।' যীশু তাকে আশ্বাস দিলেন।
'আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার এই রোগও আপনি সারিয়ে দিতে পারেন।'

'আমিও তো তাই চাই।' হাওয়ায় শুধু ফাঁকা কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, দয়ার্দ্র, যীশু তাঁর ডান হাতটি বাড়িয়ে কুষ্ঠীকে স্পর্শ করলেন, বললেন, 'তুমি সেরে ওঠো।'

ও তো অসুস্থ! ও তো অশুচি! কেউ কেউ বুঝি চেয়েছিল কোলাহল করতে, কিন্তু গলায় কারু আওয়াজ বেরুলনা। চোখের সামনে এ তারা কী দেখছে! দেখছে কুষ্ঠীর শরীরে আর ঘা নেই, গাত্রচর্ম সতেজ ও মসৃণ হয়ে উঠেছে, ফিরে এসেছে জীবনের লাবণ্য। এ কী অঘটন! রোগমুক্ত লোকটি উল্লাস করে উঠল।

অঘটন বলে অঘটন। কুষ্ঠী তো নিজের গণ্ডি পেরিয়ে এসে আইন লঙ্ঘন করেছে। তার তো কোনো সভ্য সমাবেশে এসে কথা বলাও অপরাধ। কিন্তু প্রাণের আকূতি তো গণ্ডি মানেনা। গোপনে যাকে সব কথা বলা যায় তাকে প্রকাশ্যে বলতে কিসের সংকোচ? এমন প্রকাশ্য সুযোগ আর পাব কোথায়

যাকে কেউ ছোঁয় না তাকে যীশু ছুঁলেন। যাকে সবাই ঘৃণায় দূরে রাখে, মমতায় যীশু তার সন্নিহিত হলেন। সস্নেহে কথা বললেন। বললেন, তুমি সেরে ওঠো। তুমি নির্মল হয়ে যাও।

আরো বললেন, ভালো হবার পর শুদ্ধীকরণের যা বিধি আছে তাই পালন করো।'

শৌচস্নানের অনেক বিধি, অনেক কৃত্যকরণ। সমস্ত সংস্কার ঠিক-ঠিক মেনে চলবে, প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধতা করবেনা। 'আর শোনো', যীশু ঘনতর হলেন, 'কাউকে বোলো না, বলে বেড়িও না কী করে তুমি ভালো হলে।'

আর সব নির্দেশ পালন করা সম্ভব কিন্তু কী করে ভালো হলাম, কে তাঁর অমৃতস্পর্শে আমাকে নিরাময় নিষ্কলঙ্ক করল এ আমি রাষ্ট্র না করে থাকি কী করে? এ কি একটা সামান্য কথা? কী কদর্য ব্যাধিতে সকলের পরিত্যাজ্য হয়ে ছিলাম, ব্যাধির উপরে ছিল আবার অপমানের যন্ত্রণা—প্রভু নিমেষে সমস্ত কলঙ্ক মুছে দিলেন। আমি অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে উঠলাম। বলো আমি কি এ আনন্দের কথা এ

করুণার কথা চেপে রাখতে পারি? লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে তোমার এ ব্যাধি সারল কিসে, আমি বলব চিকিৎসায় সেরেছে, কিন্তু কে সে চিকিৎসক তার নাম বলতে পারব না। যে নাম প্রতিনিয়ত আমার দেহের রক্তধারার ছন্দে বেজে চলেছে তা অনুচ্চারিত থাকবে?

রোগমুক্ত লোকটি তার অলৌকিক আরোগ্যের কথা দিকে-দিকে বলে বেড়াতে লাগল।

এ বিজ্ঞাপন যীশুর অভিপ্রেত নয়। তিনি তাঁর পরিক্রমা বন্ধ করে দিলেন। ফের চলে গেলেন নির্জনে, বসলেন উপাসনায়।

কিন্তু যীশুর জীবনে আর নির্জনতা নেই। কে কোত্থেকে কী খবর পেয়েছে, নির্জন প্রান্তরেই চলে এল যীশুর কাছে। কে এমন লোক আছে যার দুঃখ কষ্ট নেই আর কে এমন লোক আছে যে যীশুর করুণাকে আকর্ষণ করতে পারবে না!

নির্জন প্রান্তর ছেড়ে যীশু আবার ফিরলেন শহরে, সেই কাফারনাউমে। যে বাড়িতে এসে উঠলেন তার দরজায় দেখতে দেখতে এক বিরাট জন-সমাবেশ গড়ে উঠল। আমাদের কিছু বলুন। কিছু উপদেশ দিন। শুধু উপদেশে যেন তৃপ্ত হচ্ছে না মানুষ—ঐ দেখ চারটে লোক একটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীকে কাঁধে নিয়ে আসছে এখানে। দরজা পর্যন্ত দুর্দান্ত ভিড়। রুগী নিয়ে যীশুর কাছাকাছি কী করে পৌছুবে? তিল-ধারণের স্থান নেই, রাস্তা পাবে কী করে? আর যীশু যদি একটু স্পর্শ না করেন তবে পক্ষাঘাত যে সারেনা।

তখন বাহকেরা বুদ্ধি বার করল। রুগীকে নিয়ে বাড়ির ছাদে গিয়ে উঠল। একতলা বাড়ির সমতল ছাদ, টালি সরিয়ে দিব্যি ফাঁক করল। উপায় নেই, যে কোনো পথে প্রভুর কাছে গিয়ে পৌঁছানো চাই। প্রভুর অমৃতস্পর্শ না পেলে জীবনের এ পঙ্গুতা যে সারবার নয়। ছাদের ফাঁক দিয়ে রুগীকে বিছানাসমেত নিচে যীশুর কাছে নামিয়ে দেওয়া হল।

যীশু দেখলেন কী এদের প্রগাঢ় বিশ্বাস! কী এদের প্রতপ্ত ব্যাকুলতা!

আর কিছু বলতে হলনা, চাইতে হলনা। যীশু শয্যাশায়ী রুগীকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাকে তোমার পাপ থেকে মুক্তি দেওয়া হল।

সেখানে কজন ফ্যারিসি ও শাস্ত্রজ্ঞ বসে ছিল। তারা যীশুর কথায় রুষ্ট হল, পাপ থেকে মুক্তি দেবার ইনি কে? পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র ভগবান। এমনি ধারা কথা বলে ইনি তো স্পষ্ট ভগবানের অপমান করছেন।

মুখ ফুটে কিছু বলছে না। শুধু মনে মনে বিতর্ক করছে। আর রাগে গরম হচ্ছে।

যীশু তাদের মনের ঠিক নাগাল পেয়েছেন। বললেন, কী ভাবছ তোমরা। বলো, কোন কথাটা বলা সোজা? তোমাকে তোমার পাপ থেকে মুক্তি দেওয়া হল, না, ওঠো, হেঁটে বেড়াও ! বেশ, তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। বলে যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি বলছি, ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে তোমার বাড়ি চলে যাও।'

কি আশ্চর্য্য, লোকটি তখুনি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে। তারপর তার বিছানা তুলে নিল স্বহস্তে। মুক্তকণ্ঠে ঈশ্বরের স্তব করতে লাগল। যে ভিড় দুর্ভেদ্য ছিল তাই এখন গলে গেল। বিছানা কাঁধে ফেলে লোকটি বাড়ি ফিরে চলল। তখন যদি কেউ তাকে কাঁধে তুলে নেয় সে আর কোনো কারণে নয়, যীশুর মহিমা উচ্চে তুলে ধরবার জন্যে।

যীশু শুধু বললেন, 'পাপ থেকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা মনুষ্যপুত্রের আছে।'

সে যুগে প্যালেস্টাইনে ব্যাধিকে পাপের ফল বলেই ধরা হত। পাপের ক্ষমা না মেলা পর্যন্ত ব্যাধির নিরাকরণ নেই। তাই ফ্যারিসি ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যখন আপত্তি করল যীশুর ক্ষমা করার ক্ষমতা নেই, তখন যীশু উলটে রোগটাকেই সারিয়ে দিলেন। রোগ যখন সেরে গেল তখন বুঝতে হবে রুগীর ক্ষমা মিলেছে। রুগীকে এখানে ক্ষমা করল কে? আর কে? স্বয়ং যীশু যিনি নিজেকে বলেছেন মনুষ্যপুত্র। তবে মনুষ্যপুত্রই কি ভগবান নয়?

এখানে আরোগ্য আকৃষ্ট হল কিসে? শুধু বিশ্বাসে—বন্ধুদের বিশ্বাসে। রুগীর চাইতে বন্ধুদের বেশী বিশ্বাস। রুগী তো পঙ্গুতায় স্তিমিত হয়ে আছে, তার বন্ধুদেরই জ্বলন্ত বিশ্বাস। বিশ্বাসের এমন জোর, অন্যের বিশ্বাসেও কাজ হয়। মায়ের বিশ্বাসে সন্তানের রোগ সারে, স্ত্রীর বিশ্বাসে স্বামীর রোগ। সারে বন্ধুর বিশ্বাসে বন্ধুর পঙ্গুতা।
শাস্ত্রজ্ঞ ও ফ্যারিসিরা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বললে, এ কিন্তু অদ্ভুত জিনিস দেখলাম।

যীশু আবার সমুদ্রতীর ধরলেন—লোক জড়ো হয় উপদেশ করেন, আবার ইচ্ছে হয় তো চলেন পায়ে হেঁটে।

এমনি একদিন যাচ্ছেন দেখলেন সরকারী গোমস্তা লেভি তার অফিস-ঘরে বসে কাজ করছে।

যীশু বললেন, 'আমার সঙ্গে এস।'

ব্যস, আর কথা নেই। লেভি অমনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এল দরজা পর্যন্ত। বেরিয়ে এল রাস্তায়। তারপর যীশুর সঙ্গ ধরল।

কী ফেলে এল, কত কাজ বাকি ছিল, কোনখানে কী হিসেব নিকেশ কিছু বিচার করলনা। ডাক এসেছে তো সাড়া দিয়ে উঠল। এক টানে সমস্ত নোঙর তুলে নিল তীর থেকে।

এই লেভিই ম্যাথু।

সরকারী গোমস্তার কাজ কর ধরা, কর আদায় করা। আর সেই সম্পর্কে ঘুষ চাওয়া, ঘুষ খাওয়া। তাদেরকে কেউ দেখতে পারে না, সবাই এড়িয়ে চলে। বলা যায়, ঘৃণা করে।

তাতে কী? সবাই তাকে ঘৃণা করে বলে যীশু ঘৃণা করেন না, সবাই তাকে ছেড়েছে বলে যীশু তাকে ছাড়েন না। আর কেউ বন্ধু হতে রাজি না হোক যীশু রাজি আছেন।

যীশু জানেন কাকে ডাকতে হবে। কে দিতে পারবে সর্বস্ব।

ম্যাথু তো তার ফিরে যাবার পথটুকুও দিয়ে দিল। সিমন আর এনড্রু আর জেমস আর জন তো তাদের জেলে-নৌকোয় ফিরে যেতে

পারবে, কিন্তু ম্যাথু ফিরবে কোথায়? তার চাকরির দরজা তো বন্ধ। তার সঞ্চিত আশার সোনার কুচিগুলি তখন ধুলোর সামিল।

যীশু বললেন, 'তোমাকে কত বড় চাকরি দিই দেখো।'

লেভি নিজের বাড়িতে যীশুর সম্মানে মস্ত এক ভোজের আয়োজন করল। সেখানে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিল অনেক সরকারী গোমস্তা অনেক রাজকর্মচারী।

ফ্যারিসি ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা আবার আপত্তি তুলল। যীশুর শিষ্যদের বললে, 'এ কী ব্যাপার? তোমরা এসব পাপী ঘৃণ্য মানুষদের সঙ্গে পানাহার করছ?'

কথাটা যীশুর কানে গেল। তিনি বললেন, 'যারা সুস্থ তাদের চিকিৎসকের দরকার নেই। যারা অসুস্থ তাদের দরকার। আমি ধার্মিকদের ডাক দিতে আসিনি। অনুতাপ করবার জন্যে পাপীদের ডাক দিতে এসেছি।'

'কিন্তু আপনার শিষ্যেরা এত খাওয়া দাওয়া করছে কেন? ওদিকে শিক্ষাগুরু জনের শিষ্যেরা তো ঘন-ঘন উপোস করছে আর প্রার্থনা করছে। ফ্যারিসিদের শিষ্যেরাও তাই। আপনার শিষ্যদের এ কী ভোজন-বিলাস!'

যীশু বললেন, 'বর সঙ্গে থাকলে বরযাত্রীরা কি উপোস করতে পারে? তবে এমন দিন আসবে যখন বর থাকবে না তখন বরযাত্রীরা উপোস করবে।'

তারপর তিনি আরো বিশদ হলেন: 'নতুন কাপড়ের টুকরো দিয়ে পুরোনো কাপড়ে কেউ তালি দেয় না। তা যদি দেয় তা হলে নতুন কাপড়টা ছিঁড়তে হয় আর তার টুকরোটাও পুরোনো কাপড়ের সঙ্গে ঠিক মিল খায় না। নতুন মদ কেউ পুরোনো চর্মপাত্রে রাখেনা। যদি রাখে, নতুন মদে পুরানো চর্মপাত্র ফেটে যায়। তাতে মদও নষ্ট, চর্মপাত্রও নষ্ট। মদ যদি নতুন হয় তা হলে নতুন পাত্রে রাখো। মদ আর পাত্র দুটোই তখন ঠিক থাকবে। যারা এ পর্যন্ত পুরানো মদ খেয়ে এসেছে তারা হঠাৎ নতুন মদ

চাইবে না। বলবে, প রানো জিনিসটাই ভালো।'

চিরন্তর নতুন থাকো। হৃদয়ে নতুন, প্রার্থনায় নতুন, সম্ভাবনায় নতুন। প্রতিটি দিন নতুন, প্রতিটি মুহূর্ত নতুন, প্রতিটি নিশ্বাস নতুন। প্রতিটি দৃষ্টি নতুন, শব্দ নতুন, কাজ নতুন, স্পর্শ নতুন। চারদিকে শুধু নতুনের জয়ধ্বনি।

দু-পাশে শস্যক্ষেত্র, মাঝখানে সরু আল-পথ। সঙ্গে শিষ্যদল, সে পথ দিয়ে যাচ্ছেন যীশু।

বিশ্রাম-বার। শাস্ত্রবিধি অনুসারে আজ কর্ম-বিরতি, কিন্তু ক্ষুধার বিরতি কই?

শ্রান্ত শিষ্যেরা ক্ষুধার্ত বোধ করল। তারা শস্য ছিঁড়ে দু-হাতের তালুতে ঘষে খোসা ছাড়িয়ে মুখে পুরতে লাগল।

'এ কী অন্যায় করছে তোমার শিষ্যেরা!' দেখতে পেয়ে ফ্যারিসিরা চেঁচিয়ে উঠল : 'বিশ্রাম বারের শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করছে।'

বিশ্রাম-বারের অনেক কাজের মধ্যে শস্য-আহরণও বারণ। যদিও শিষ্যেরা কাস্তে দিয়ে কাটছেনা, হাত দিয়ে ছিঁড়ছে, তবু ব্যাপারটা শস্য-আহরণ ছাড়া আর কী। কিন্তু নিচ্ছে তো চুরি করে, বেচবার জন্যে নয়, সামান্য ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য। মানুষের ক্ষুধার কাছে কিসের শাস্ত্রবিধি। ক্ষুধাপূরণই শ্রেষ্ঠ বিধিপালন।

যীশু এগিয়ে এলেন, বললেন, 'ডেভিড ও তাঁর সঙ্গীরা যখন ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন তাঁরা কী করেছিলেন পড়োনি শাস্ত্রে?'

ডেভিড তখন তার সঙ্গীদের নিয়ে পালাচ্ছে। ধর্মগৃহে আশ্রয় নিয়ে বললে, আমরা ক্ষুধার্ত, আমাদের খেতে দাও। এখানে তোমাদের কে কী খেতে দেবে? ঐ যে সোনার বেদিতে থরে-থরে রুটি সাজানো রয়েছে তা থেকে দাও আমাদের।

কর্তৃপক্ষ বললে, ঐ রুটি ভগবানে নিবেদিত।

ঐ রুটি খাবে কে? জিজ্ঞেস করল ডেভিড।

খাবে পুরোহিতরা। সাত দিন পরে নতুন রুটি আসবে, এগুলো তখন চলে যাবে পুরোহিতদের ঘরে, পুরোহিতদের খাদ্য হবে। এটাই শাস্ত্রবিধি।

প্রয়োজন বিধি মানেনা। ডেভিড সেই নিবেদিত রুটি তুলে নিয়ে খেতে লাগল। খেতে লাগল তার সঙ্গীরা।

'এই বিধি-ভঙ্গের কথা তো শাস্ত্রে লেখা আছে।' বললেন যীশু, 'তবেই তো দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনের তাগিদে আইন অমান্য চলতে পারে। আগে প্রয়োজনসাধন পরে বিধিপালন। মানুষের জন্যেই আইন, আইনের জন্যে মানুষ নয়। কে আগে? মানুষ আগে না তোমাদের বিশ্রাম-বারের বিধি আগে?'

বিরাট বিপ্লবীর মত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন যীশু। পূজার দাবি ধর্মের দাবি শাস্ত্রের দাবি—সকল দাবির চেয়ে বড় মানবিক প্রয়োজনের দাবি। ঈশ্বর কী চান জানবার আগে মানুষ কী চায় তার খোঁজ নাও। আর যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী জানতে চাও তা হচ্ছে মানব-সেবাই ঈশ্বরসেবা। মানুষ ছাড়া ঈশ্বরে পৌঁছবার আর কোনো সেতু নেই।

'আরো শোনো।' যীশু এগিয়ে এলেন: 'সমস্ত মন্দিরের চেয়ে মহান কেউ এখানে উপস্থিত। আর মনে নেই মহর্ষি হোশিয়া-র কাছে ঈশ্বরের কোন উক্তি পরিস্ফুট হয়েছিল—আমি দয়া চাই, বলিদান চাই না। তবে দয়ার কাছে কিসের কী বিধিনিষেধ। সুতরাং যারা নির্দোষ তাদেরকে তোমরা অভিযুক্ত কোরো না। মানুষের জন্যেই বিশ্রাম-বারের সৃষ্টি, বিশ্রাম-বারের জন্যে মানুষের সৃষ্টি নয়। আর জেনো, মনুষ্যপুত্রই বিশ্রাম-বারের নিয়ন্তা।'

আরেকদিন বিশ্রাম-বারে সমাজগৃহে গিয়ে যীশু উপদেশ দিচ্ছেন, তন্ময় হয়ে সবাই শুনছে সেই মধুবর্ষণ। ভিড়ের মধ্যে একটি লোকের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা—প্রভু যদি তার দিকে তাকান। তার ডান হাতটা অবশ।

যীশু তাকালেন তার দিকে।

সবাই সচকিত হয়ে উঠল বিশ্রাম-বারে যীশু পঙ্গুকে নিরাময় করেন কিনা। ফ্যারিসি ও শাস্ত্রজ্ঞরাও তীক্ষ্ণ চোখ রাখল। একবার শাস্ত্র-বিধি লঙ্ঘন করলে হয়। তা হলে জনতার সামনে খোলাখুলি ভাবে যীশুকে অভিযুক্ত করা যাবে সে শাস্ত্রবিদ্রোহী অধার্মিক।

তাদের মনোভাব পলকে বুঝে নিলেন যীশু। সেই পঙ্গুহস্ত লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'উঠে দাঁড়াও, সামনে এগিয়ে এস।'

যথাদিষ্ট লোকটি এগিয়ে এল।

যীশু তখন জনতাকে সম্বোধন করে বললেন: 'তোমাদের আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। বিশ্রাম-বারে কোন কাজ করা উচিত—সৎ কাজ না অসৎ কাজ?'

পরস্পর এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল!

কারু মুখে কোনো কথা এলনা। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'বিশ্রামবারে যদি তোমাদের ভেড়াটি কোনো গর্তে পড়ে যায় তা-হলে কি তাকে বাঁচাবার জন্যে গর্ত থেকে তুলে আনবেনা? তুলনা করলে একটা ভেড়ার চেয়ে একজন মানুষের দাম কত বেশি।' যীশু করুণাপ্লাবিত চোখে তাকালেন সর্বত্র: 'করুণা কখনোই অশাস্ত্রীয় নয়, বিশ্রাম-বারের করুণাও তাই কখনো শাস্ত্রবহির্ভূত হতে পারে না।'

শাস্ত্রবদ্ধ জনতা তখনো স্তব্ধ হয়ে রইল। তাদের কাঠিন্যে দুঃখ পেলেন যীশু। তাকালেন ক্রুদ্ধ চোখে। পঙ্গু লোকটিকে বললেন, 'তোমার হাত প্রসারিত করো।'

আশ্চর্য, সেই অনড় অসাড় হাত ধীরে-ধীরে প্রসারিত হল। যেন বৃক্ষের মত শাখা পত্রে-পুষ্পে জীবন্ত হয়ে উঠল।

ফ্যারিসিরা ভীষণ চটে গেল। ঠিক করল এই হঠকারী শাস্ত্রদ্বেষী লোকটাকে হত্যা করতে হবে। তখনই তারা হেরডের দলের লোকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে বসল। এই ধর্মদ্রোহিতা রাজদ্রোহিতা বরদাস্ত করা যাবে না।

যীশু বুঝি শুনলেন এই ষড়যন্ত্রের কথা। নির্ভয়ে চললেন এগিয়ে।

বহু লোক তাঁর পিছু নিল। যার যত রোগ ছিল কষ্ট ছিল সারিয়ে দিলেন। আর বারণ করে দিলেন, কোথাও এ কথা প্রকাশ করো না। মহর্ষি ইসাইয়া যে ভবিষ্যৎ-বাণী করে গিয়েছিলেন তাই এবার সফল হোক।

কী বলেছিলেন ইসাইয়া? বলেছিলেন ঃ চেয়ে দেখ কাকে আমি আমার সেবক বলে নির্বাচিত করেছি। চেয়ে দেখ কে আমার প্রিয়তম, কাকে নিয়ে আমার আত্মার তৃপ্তি। এইই দেখো বিজাতীয়দের মধ্যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবে। সে কখনো কারু সঙ্গে তর্ক করবেনা, ঝগড়া করবে না, কোলাহল করবে না। পথে পথে শুনবে না এর কণ্ঠস্বর। ঘা খেয়ে যে নলখাগড়া হেলে পড়েছে তাকেও সে ভাঙবে না, যে প্রদীপ ক্ষীণ-ম্লান তার পলতেটিকেও সে নিবিয়ে দেবেনা। তার মানে সে অক্ষমকে অবজ্ঞা করবে না, দুর্বলকে উপেক্ষা করবে না। এবং তার বিধানে বক্র সরল সতেজ হবে, স্তিমিত দীপ্তোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তার বিচারে বিজাতীয়দেরও আস্থা জন্মাবে। পৃথিবীর কোনো মানুষ বঞ্চিত হবে না।

যীশু তারপর এক পাহাড়ের উপরে চলে গেলেন। সারা রাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন। কিন্তু শুধু প্রার্থনায় কী হবে? কাজ চাই। কাজের মধ্য দিয়েই প্রার্থনাকে ফলান্বিত করতে হবে।

ভোর হোলে যীশু তাঁর শিষ্যদের ডাকলেন। তারা এসে সমবেত হলে তাদের ভিতর থেকে বারো জনকে বেছে নিলেন। বেছে নিলেন দূতরূপে। তারা যীশুর সঙ্গে থাকবে ও প্রয়োজনবোধে যাবে দূর দেশে ও যীশুর বাণী ও জীবন প্রচার ও ব্যাখ্যা করে বেড়াবে। শিষ্য আর কে? যে ছাত্র, যে শিশিক্ষু, যে শ্রদ্ধাবান সেই শিষ্য হবার উপযুক্ত। ভগবান চিরদিন লোক খুজে ফিরছেন। কার হাতে তিনি তার কাজের ভার দেবেন, কে তার ভালোবাসার কথাটি ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারবে? তা-ছাড়া সে যুগে ছাপাখানা কই, পত্র-পত্রিকা কই, কী করে যীশুর ভাব ও কথা চিরস্থায়ী করা যাবে? এই শিষ্যরাই হবে সেই জীবন্ত বই, জ্বলন্ত ভাষ্য। এদের দেখ, এদের শোনো, এদের মধ্যেই পাবে যীশুর সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া।

বাছলেন বারোজন সাধারণ লোককে। এরা কেউ ধনী নয়, বিত্তবান নয়, প্রভাবে-প্রতাপে সমজ্জল নয়। শিক্ষায়-দীক্ষায়ও নয় কিছু আহা-মরি। নিতান্তই শাদামাঠা হেঁজিপেঁজি লোক। যেন যীশু বলছেন, আমাকে বারো জন সাধারণ লোক দাও, আমি তাই দিয়েই পৃথিবীর চেহারা বদলে দেব।

ওরা শুধু এক ধনে ধনী। সে ধনের নাম ভালোবাসা। ওরা যীশুকে সর্ববস্থায় সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসে।

এমন ভালোবাসে যে পরস্পর শত্রু হয়েও যীশুর প্রতি প্রেমে প্রসারিত হতে গিয়ে পরস্পর বন্ধু হয়ে যায়। তুমি যীশুকে ভালোবাস আমিও যীশুকে, ভালোবাসি, আর প্রভু আমাদের দুজনকেই ভালোবাসেন, সেক্ষেত্রে আমরা আগের থেকে পরস্পরের শত্রু থাকলেও এখন আর শত্রু থাকি কী করে?

যেমন ধরো ট্যাক্স-কলেকক্টর বা করগ্রাহক ম্যাথু আর উগ্র জাতীয়তা-বাদী সিমন। সিমনের চোখে ম্যাথু তো দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক, এমনিতে হলে সে হয়তো ম্যাথুকে খুন করে ফেলত, কিন্তু যীশুর জগতে এসে তার অন্তরে আর আক্রোশ নেই। তারা দু-জনেই এখন প্রেমের ভাণ্ডারী।

আর বাকি দশজন হচ্ছে পিটার, তারও আরেক নাম সিমোন, তার ভাই এণ্ড, জেবেদের ছেলে জেমস, তার ভাই জন—এদের যীশু নতুন নামকরণ করলেন যার অর্থ হল 'বজ্রতনয়'—আর ফিলিপ, বার্থলোমিউ, টমাস—আলফিউসের ছেলে জেমস, থাদিমুস আর জুডাস ইস্কারিট।

সবাইকে নিয়ে যীশু পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়ালেন। কত দিক থেকে কী বিপুল জনতা যে এসে জড়ো হয়েছে তার ইয়ত্তা করা যায় না—জুডিয়া থেকে জেরুজালেম থেকে, টায়ার ও সিডনের সমুদ্র-পার থেকে— কী করে এরা খবর পেল কে বলবে? সবাইকে বলা হচ্ছে আমার পরিচয় কাউকে দিও না; তবু অশুচি অপদেবতাগুলি পায়ে পড়ে চেঁচাচ্ছে আর বলছে, আপনি ভগবানের পুত্র! এমন কে না আছে যে কোনো না কোনো ব্যাধিতে কাতর, সবাই

আরোগ্যের আশায় যীশুকে স্পর্শ করবার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠল। যীশুর শরীরের থেকে তখন এক জ্যোতি বা শক্তি নির্গত হল আর তারই স্পর্শে সকলে নিরাময় হয়ে গেল।

যীশু তখন শিষ্যদের নিয়ে বসলেন। তাঁর উপদেশ শুরু করলেন। বললেন, 'অন্তরে যারা দীনহীন তারাই প্রকৃত সুখী কারণ ধর্মরাজ্য তাদের।'

অন্তরে যে দীনহীন সেই বিনম্র সেই অহঙ্কারশূন্য। সে নিষ্কিঞ্চন, সহায়সম্বলহীন। তার এক মাত্র আশা, একমাত্র আস্থা শুধু ঈশ্বরে। আর সবাই তাকে ছাড়লেও ঈশ্বর তাকে ছাড়বেনা। এ দৈন্য অন্তরের দৈন্য, অবস্থার দৈন্য নয়। যীশু এ কথা বলছেন না যে ঈশ্বরকে পেতে হলে অর্থগত দারিদ্র্য বরণ করতে হবে, শুধু বুঝতে হবে যতই শক্তিমান হই আমার দ্বারা কিছুই হয়ে ওঠবার নয়। ঈশ্বর এসে হাত মেলালেই শূন্য পূর্ণ হতে পারে, নতুবা নয়। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করবার জন্যেই এই দীনতা। আর ঈশ্বর যদি আমার অন্তরে তাঁর রাজ্য পেতে বসেন তবে সে রাজ্যের অধিবাসী আমি ছাড়া আর কে?

দ্বিতীয় উপদেশে বললেন, যারা শোকার্ত তারাই প্রকৃত সুখী কারণ তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সান্ত্বনা পাবে।

মৃত্যুশোকের ব্যাখ্যা কী? কেন এমন হল? কেন এক ভয়াবহ যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ হচ্ছি? কে উত্তর দেবে? চোখের জলই উত্তর দেবে। ভাগ্যিস তবু চোখের জল ছিল—এই অশ্রুই ঈশ্বরের সান্ত্বনা নিয়ে আসবে। আমার দুঃখে আর কেউ আমার সমব্যথী নেই, আমি দেখব একমাত্র ঈশ্বরই আমার সমব্যথী। আমার দুঃখ আমার শোক আমাকে ঈশ্বরের সঙ্গ ও সাহচর্য এনে দেবে। যদি ঈশ্বর আমার সঙ্গে থাকেন, আমার সহচর হন, তবে আর আমার দুঃখ কী, আমার শোক কোথায়?

উপদেশ ঃ

যারা সংযত সংহত তারাই প্রকৃত সুখী কারণ তারাই পৃথিবীর অধিকারী হবে।

যার ক্রোধ নেই অথচ তেজ আছে, যে তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে রাখতে পেরেছে শাসনে, সেই তো বিশ্বজয়ী। ঈশ্বর আমার নিয়ন্তা না হলে আমি নিজেকে কিসের শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত করি? নিজেকে শাসন করা তখনই সম্ভব যখন স্বীকার করি আমি ঈশ্বরশাসনে বশীভূত। যদি নিজকে না দৃঢ়বদ্ধ করতে পারি আমার সমস্ত জীবন ছারখার হয়ে যাবে। পৃথিবীর একটি তৃণ-খণ্ডও আমার করায়ত্ত নয়। কিন্তু ঈশ্বর যদি আমার চালক হন, আমার রথের সারথি হন, তখন সকল পথই আমার পথ, সকল মানুষ, আমার মানুষ, আমার প্রতিবেশী।

যারা ন্যায়ের জন্য, সর্বোত্তমের জন্যে ক্ষুধিত ও তৃষিত তারাই প্রকৃত সুখী যেহেতু তাদেব ক্ষুধা-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হবে।

এই হল যীশুর চতুর্থ উপদেশ।

সব-সময় আমি কী পেয়েছি তাই দিয়ে আমার বিচাব হবে না। আমি কী চেয়েছি, কোথায় কতটা প্রয়াস-প্রযত্ন করেছি তাও ঈশ্বর দেখবেন। আমি জানি ঈশ্বর ন্যায়াধীশ, কোথায় কোন হিসেবে কবে তাঁর বিচার হবে তা জানি না। কিন্তু আমি ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাস করেছি বলেই নিজেও ন্যায়পরায়ণ হতে চাই। আমি যে ভালো চাই তা শুধু আমার নিজের ভালো নয়, সকলের ভালো, কেননা আমি বুঝেছি সকলের ভালো না হলে আমার ভালোও অসম্ভব। আর সকলের ভালো চাই যেহেতু তুমি শুধু আমাব নও তুমি সকলের— সকল ভালোর চরম ভালো। কিন্তু কী আমার শক্তি, কতটুকু কার ভালো করতে পারি, তবু অন্তরে-অন্তরে যে একটি ক্ষুধাতৃষ্ণা লালন করেছি তাতেই আমি কৃতার্থ। তুমি আমার সে-ক্ষুধার জন্যে খাদ্য ও তৃষ্ণার জন্যে পানীয় এনেছ। আমার আকাঙ্খাতেই করছ বসবাস।

পঞ্চম উপদেশে বলছেন ঃ

যারা দয়া করে তারাই প্রকৃত সুখী কারণ তাদেরও দয়া করা হবে।

যাই বলি আর করি ঈশ্বরের দয়া ছাড়া এক মহূর্তও বাঁচবার সাধ্য নেই। আমি যাতে সহজে একটি নিশ্বাস ফেলতে পারি তার জন্যে ঈশ্বর তাঁর অনন্ত শক্তি ব্যয় করছেন। কার দয়ায় সূর্য জ্বলছে,

বাতাস বইছে, নদীর জল শুকিয়ে যাচ্ছেনা? এক মুহূর্তের জন্যেও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছন্দের যতিপাত হচ্ছে না। আমি অহেতুক এত দয়া পাচ্ছি বলেই কৃতজ্ঞ অন্তরে তা ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দেব। ঈশ্বর সে দয়া কী করে নেবেন? মানুষের হাত দিয়েই নেবেন। আমি তো তাকে ভিক্ষা দিচ্ছি না, আমি তাকে তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি যদি তার প্রাপ্য ফিরিয়ে না দিই তা হলে ঈশ্বরকে কী করে বলতে পারি আমাকে দয়া করো। ঈশ্বর বলবেন, তুমি এত বড় বিত্তের অধিকারী হয়েও এক কণা দান করলে না আমি কেন দয়া করতে যাব? নিজে দেখাও কী করে দয়া করতে হয়।

ষষ্ঠ উপদেশ ঃ

যারা অন্তরে পবিত্র তারাই প্রকৃত সুখী যেহেতু তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

যার অন্তরে কোনো কামনা নেই কলুষ নেই, ঈশ্বর ছাড়া যার আর কোনো সেব্য-লভ্য নেই, যার ঈশ্বরের সন্ধানের বাইরে আর কোনো অভিসন্ধি নেই, সর্বক্ষণ যে নির্মল নিবেদনে পরিপূর্ণ, তার অন্তরে প্রেমের চক্ষু পরিস্ফুট হবে। আর প্রেমের চোখ জাগলেই দেখবে ঈশ্বরকে শুধু দেখলে চলবেনা, চিনবে ঈশ্বরকে। শুধু চর্মচক্ষের দর্শন নয়, অন্তর-চক্ষুর উপলব্ধি। সে উপলব্ধি হবে শুধু পবিত্রতার পরিবেশে। পবিত্রতা কী? কামনাহীনতাই পবিত্রতা।

ঈশ্বরকে দেখে যেতে হবে এটি যীশুখ্রীষ্টের সার কথা।

সপ্তমে বলছেন ঃ

যারা শান্তিকৃৎ তারাই ধন্য যেহেতু তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।

শুধু শান্তির কামনা নয় শান্তিস্থাপনের জন্যে যে কিছু কাজ করে সেই ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ জন হয়ে ওঠে। দেশে-দেশে যুদ্ধ, একই দেশে দুই দলে দাঙ্গা—যেন কতগুলি ঈশ্বর-সন্তান গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে

গোষ্ঠীবদ্ধ আর কতগুলি ঈশ্বর-সন্তানের সঙ্গে খু:নাখুনিতে মেতেছে। তুমি যদি ওদেরকে নিবৃত্ত করতে পাবো, বোঝাতে পারো ঈশ্বর-সন্তান হয়ে মারামারি করলে ঈশ্বরই পীড়িত হবেন এবং তোমার চেষ্টায় ওরা যদি শান্ত হয় তবে তোমাকেই বলা হবে সার্থক ঈশ্বর-সন্তান। তোমরা সবাই ঈশ্বরের, এই বুদ্ধিতে সব ঝগড়া মিটিয়ে দাও, শান্তি প্রতিষ্ঠিত করো। ঈশ্বরই শান্তিস্বরূপ।

অষ্টম বাণী বলছেন ঃ

ন্যায়ের জন্যে যারা নির্যাতন সহ্য করে তারাই প্রকৃত সুখী, কারণ ধর্মরাজ্য তাদের।

ন্যায় যদি নির্বিচল থাকে তবে নির্যাতনে কী এসে যায়? তুমি যদি ন্যায়-কে রাখো দেখবে ন্যায়ই আবার তোমাকে রাখবে। নির্যাতনের দুর্যোগ কতক্ষণের? ন্যায়ের সূর্য শাশ্বত।

আর আমার জন্যে লোকে যখন তোমাদের নিন্দা করে, উৎপীড়ন করে, তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ নিয়ে আসে, জানবে আমি তোমাদের আছি, স্বর্গরাজ্যে তোমাদের জন্যে মহামূল্য পুরস্কার জমা আছে। তোমরা মনের সুখে আনন্দ করো।

তারপরে যীশু সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন ঃ

তোমাদের মধ্যে যারা ধনী, তাদের ধিক, তাদের যে সুখ পাবার তা তারা পেয়ে গেছে। তাদের পাওনা শোধ হয়ে গিয়েছে। তাদের তবিলে আর আনন্দ জমা হবে না। তোমাদের মধ্যে এখন যারা তৃপ্তি লাভ করছ তাদের ধিক, পরে তোমাদের ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। তোমাদের মধ্যে এখন যারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছ, তাদের ধিক, তাদের একদিন বিলাপ করে কাঁদতে হবে। সকল পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে নিয়েছে যে। কিছুই যে আর বাকি নেই!

শুধু বিত্ত বাড়াতে পারো যদি যীশুতে শরণ নাও। আনন্দ অন্তহীন করতে পারো যদি যীশুতে অনুগত হও।

যীশু আরো বললেন, আমি শাস্ত্রের বিধান বা মহর্ষিদের কথা

নস্যাৎ করতে আসিনি। আমি তাদের পূরণ করতে এসেছি। নিহিত অর্থের সমীচীন ব্যাখ্যা করতে এসেছি। আমার কথা বিশ্বাস করো। স্বর্গ-মর্ত লোপ পেতে পারে কিন্তু শাস্ত্রের মর্মবাক্য এক বিন্দুও লোপ পাবে না। সমস্তই পরিপূর্ণ হবে।

মহাবিপ্লবীর মতই বাণী প্রচার করছেন যীশু। এ বাণী নতুন, এ বাণী চিরন্তন। এমনটি এর আগে কেউ শোনেনি আর বিশ শতাব্দীর পরে মনে হবে এ পুরোনো হল না।

'তোমরাই পৃথিবীর নুন।' বললেন যীশু, 'তোমরাই জগতের আলো।'

সাধারণ মানুষকে কে আর এত সম্মান দিয়েছে, কে স্বীকার করেছে তার অধিকারের যোগ্যতা?

যে দীনহীন তার বুঝি ধর্মেও দীনহীন থাকবারই নিয়ম। যীশু সে নিয়ম ভেঙে দিলেন। এত দিন যেন এই বলা হচ্ছিল যেহেতু তারা গরিব তারা পরমধন ঈশ্বর লাভেও অধিকারী নয়। যেহেতু তারা অশিক্ষিত তারা ঈশ্বরের বুঝবে কী? যেন সাধুতা ও পবিত্রতা ধনী ও শাস্ত্রজ্ঞদের একচেটে! যীশু ছাড়া আর কে অকৃতী অধম ও অভাজনদের দিকে তাকিয়েছে? যার কেউ নেই তার আমি আছি বলে পাশে দাঁড়িয়েছে? মুছে দিয়েছে চোখের জল? যে নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে তার তপস্যার তাপেই যে অত্যাচারীর উচ্ছেদ হবে কে দিয়েছে এই অব্যর্থ আশ্বাস?

সমস্ত দুনিয়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন যীশু। কী ভেবেছে ওরা—ঐ সব ধনোদ্ধত সম্ভোগমত্ত বিলাসবণিকেরা? নিরীহকে শোষণ করে দুর্বলকে পীড়ন করে ও সরলকে প্রবঞ্চনা করে ওরা পার পেয়ে যাবে? যে দরিদ্র ঋণ শোধ দিতে পারে না তার ঋণ ওরা কিছুতেই মকুব করবে না? যে খাটতে পারছে না, যে জীর্ণ রুগ্ন অতিক্রান্ত তাকে দিয়ে ওরা ঘানি

টানাবে? ওদের আরো বাজার চাই, আরো বাণিজ্য, আরো সাম্রাজ্য-বিস্তার। কিন্তু কি হবে রাজ্য-ভোজ্যে যদি না সকলের সঙ্গে তা ভাগ করে নাও। অন্যকে অতৃপ্ত রেখে কিসের তোমার তৃপ্তি? অন্যকে কষ্টে রেখে কিসের তোমার উপভোগ? ধনীদের সতর্ক করে দিলেন যীশু: তোমরাও কাঁদবে, তোমরাও ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে।

এস আমার সঙ্গে, আমাতে অনুগত হও। বলছেন যীশু, ভক্তি রাখো, পবিত্রতা রাখো। ঐ তো জীবনের নুন। জীবনের রস।

তোমরা পবিত্র হও, ভক্তিমান হও। নুনের গুণই পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা। সে খাদ্যকে পচনের থেকে বাঁচায়। সব চেয়ে বড় কথা, সে খাদ্যকে সুস্বাদু করে।

আর যদি নুনই বিকৃত হয়ে যায় তা আর তবে কোন কাজে লাগবে? তাকে দিয়ে আর তবে কোন ব্যঞ্জন রান্না হবে? তাকে তখন বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী?

তোমরা তেমনি জগতের আলো, জগজ্জনের আলো। বললেন যীশু: পাহাড়ের চূড়ার উপর যে শহর তৈরি হয় তাকে লুকিয়ে রাখা যায় না। লোকে আলো জ্বালে তাকে ধামা দিয়ে ঢেকে রাখবার জন্য নয়। আলোটাকে টেবলের নিচে রাখেনা, টেবলের উপর রাখে যাতে জায়গাটা আলো হয়, সবাই দেখতে পায়। দীপের স্থান পিলসুজের উপর, আড়ালে—আবডালে নয়। তেমনি তোমরা খোলা জায়গায় আলো হও, যাতে সবাই তোমাদের কাজগুলি পরিষ্কার দেখতে পায় আর নিঃসঙ্কোচে তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার জয়গান করে।

লোকে তোমাদের নয়, তোমাদের ভালো কাজগুলি দেখুক। দেখে তোমাদের নয়, ঈশ্বরের জয়গান করুক। এমন কাজের আলো জ্বালো যাতে লোকে ভগবানকে দেখে, ভগবানেই আকৃষ্ট হয়। তোমরাই যে ভগবানের হাতের কাজ এ যেন সহজেই বুঝতে পারে।

প্রচলিত আইন মেনে চলবে কিন্তু জানবে সমস্ত ন্যায়ের অধিপতি ঈশ্বর। তাই মানুষের বিচারে খালাস পেলেও দেখবে তুমি ঈশ্বরের বিচারে নির্দোষ কিনা। আর ঈশ্বরের বিচারে যদি তুমি নির্দোষ হও

মানুষের আইনের শত নিষ্ঠুর নির্যাতনেও তুমি সর্বস্বান্ত হবে না।

শোনো আইনে বলছে, হত্যা কোরো না, হত্যা করলে তোমাকে অদালতে কৈফিয়ত দিতে হবে। আমি বলছি রাগে অন্ধ হয়ে হঠাৎ কারু মর্মেও আঘাত দিও না, সে আঘাতের জন্যেও তোমার আদালতে তলব হবে। আর যদি ঘৃণায় অন্ধ হয়ে কাউকে অপমান করো, তা হলে নরকের আগুনে পুড়ে মরতে হবে তোমাকে। সমাজ তো তোমার বাইরের আচরণ দেখবে কিন্তু ভগবান যে অহর্নিশ তোমার অন্তরের খবর নিচ্ছেন।

তুমি মন্দিরের বেদীতে তোমার অর্ঘ্য নিয়ে এলে কিন্তু নিবেদন করবার আগে তোমার মনে পড়ে গেল তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোনো অভিযোগ আছে—তা হলে অর্ঘ্য ফেলে রেখে তক্ষুনি তোমার বাড়িতে ফিরে যেও, ফিরে গিয়ে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলো, তারপর ফিরে এসে পরিচ্ছন্ন মনে অর্ঘ্য নিবেদন কোরো।

আমি যদি ক্ষমা করতে না পারি ভগবান আমাকে কী করে ক্ষমা করবেন? মানুষের সঙ্গে ঝগড়া বাঁচিয়ে রেখে ঈশ্বরের সঙ্গে কি করে আপোস করা যায়? তিনি যে আমার প্রার্থনা শোনেন না, তার অর্থ আমিই তাঁকে তা শুনতে দিই না। আমি নিজেই যে অনেক কোলাহল করছি, তৈরি করছি অনেক অবরোধ। আমিই তো আমার নিজের শত্রু।

আদালত যাবার পথেও যদি প্রতিপক্ষের সঙ্গে তোমার দেখা হয়, যীশু বলছেন, তার সঙ্গে বিবাদের মীমাংসা করে নাও। বলা যায় না মামলার প্রতিপক্ষই তোমাকে পরাভূত করবে আর বিচারক তোমাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করবেন। তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে। প্রতিপক্ষের দাবির শেষ ক্রান্তি পর্যন্ত শোধ না করে তুমি ছাড়া পাবে না। কিছুতেই না।

ঝগড়া বাড়তে দিওনা, অচিরেই মিটিয়ে ফেল। স্ফুলিঙ্গকে হাওয়া দিতে গেলেই তা দাবানল সৃষ্টি করে তুলবে। ক্ষতকে অল্পেই সারিয়ে না নিলে সমস্ত শরীরই বিপন্ন হবে। পথ আর কতটুকু দেখতে-দেখতে ফুরিয়ে যাবে। জগৎপতির বিচারালয়ে ডাক পড়বে

সহসা। যে বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে আসনি, যে ক্ষত বুজিয়ে দিয়ে আসনি, হবে এবার তার নিষ্পত্তি। কে জানে হয়তো তোমারই শাস্তি হবে।

তাই বলি প্রতিবেশীর সঙ্গে মিটিয়ে নাও। ঈশ্বরের কাছে সুবিচার চাও, নিজে একটু সুবিচার করবেনা ?

প্রচলিত আইন বলছে, ব্যভিচার কোরো না। কিন্তু আমি বলছি, কামার্ত চোখে তাকিয়ো না কোনো স্ত্রীলোকের দিকে। বলছেন যীশু ঃ যদি দুষ্ট দর্শনের ফলে মনে কু-বাসনা জাগে সেটাও ব্যভিচার।

সমাজ শুধু বাহ্যিক ব্যবহারকেই নিষিদ্ধ করেছে, মনের অভিলাষ নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। ঈশ্বরের নিষেধ অন্তর পর্যন্ত।

যদি তোমার ডান চোখ তোমার পতনের কারণ হয় বলছেন যীশু, তবে তা তুমি উপড়ে ফেলে দাও। যদি তোমার ডান হাত তোমার পতনের কারণ হয় তবে তা কেটে বাদ দিয়ে দাও। তোমার সমস্ত শরীরের নরকে গিয়ে দগ্ধ হবার চেয়ে তার এক টুকরো নষ্ট হওয়া অনেক ভালো। আংশিককে ত্যাগ করে বুদ্ধিমানের মত সমগ্রকে বাঁচাও।

আইনে বলেছে, স্ত্রীকে যে ত্যাগ করবে তাকে আগে স্ত্রীর বরাবর বিচ্ছেদ-পত্র লিখে দিতে হবে! অসতীত্ব ছাড়া অন্য কোনো কারণে যে স্ত্রীকে ত্যাগ করে, আমি বলছি, সে স্ত্রীকে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হতেই প্রেরণা দেয়। আর যে পরের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করে সেও ব্যভিচারী হয়ে যায়। সুতরাং বিবাহবন্ধনকে অবিচ্ছিন্ন রেখো।

আরো বলা হয়েছে, বলছেন যীশু, মিথ্যে শপথ কোরো না আর ভগবানের নামে যে শপথ করেছ তা সম্পূর্ণ কোরো। আমি বলছি, আদৌ শপথ কোরো না। স্বর্গের নামে কোরো না কারণ স্বর্গ ভগবানের সিংহাসন, পৃথিবীর নামে কোরো না কারণ পৃথিবী ভগবানের পাদপীঠ, জেরুজালেমের নামে কোরো না কারণ জেরুজালেম সেই রাজাধিরাজের রাজধানী। তুমি সামান্য মাথার দিব্যিও দিতে পারো না কারণ এক গাছি চুলও তুমি ইচ্ছামত কালো বা শাদা করতে পারো না। তুমি শুধু সরল হও, সোজা কথা সোজা

করে বলো। হাঁ বলতে চাও তো সংক্ষেপে হাঁ বলো, আর যদি 'না' বলতে চাও তাই বলো স্পষ্ট করে। এর বাইরে কিছু বলতে গেলেই অবান্তরের জঞ্জালে জড়িয়ে পড়বে, শুধু বাড়বে অশান্তি।

এ তোমরা শুনে এসেছ, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। কিন্তু আমি বলছি অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করতে যেও না, বরং যদি কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে তবে বাঁ গালটিও তার দিকে এগিয়ে দিও। কেউ যদি আইনের বলে তোমার জামাটি কেড়ে নিতে চায়, তা হলে তাকে জামার সঙ্গে তোমার চাদরখানিও দিয়ে দিও। আবার যদি কেউ তোমাকে জোর করে তার সঙ্গে এক মাইল পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাহলে তার সঙ্গে তুমি স্বেচ্ছায় দু-মাইল পথ হেঁটে যেও। যে চায় তাকে দাও আর যে ধার চায় তাকেও ফিরিয়ে দিও না।

চড় মারলে চাপড় খেতে হবে এই তো সনাতন নিয়ম। কিন্তু যীশু সেই নিয়মকে খণ্ডন করলেন। মার খেলেও প্রতিহিংসার কথা ভেবো না। আইন তোমাকে কী অধিকার দিয়েছে তা নিয়ে তোমার অহংকার করতে হবে না, তোমার যে ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার সেই কথাটাই মনে রেখো। আইন তোমাকে স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করছে কিন্তু ভগবান বলছে, তুমি পরার্থে প্রসারিত হও। পরার্থেই পরমার্থ।

শাস্ত্রে আছে, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো আর শত্রু ছাড়া কাউকে হিংসা কোরো না। আমি আরেকটু বেশি বলছি, বলছেন যীশু, তুমি তোমার শত্রুকেও ভালোবেসো। যারা তোমাদের অত্যাচার করছে তাদের জন্যেও প্রার্থনা কোরো। তা হলেই তোমরা তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার যোগ্য সন্তান হতে পারবে। যারা তোমাদের প্রতি স্নেহশীল তাদের জন্যে প্রার্থনা করবে তার মধ্যে বাহাদুরি কী! যারা অত্যাচারী তাদের জন্যেও প্রার্থনা করবে।

স্বর্গনিবাসী পিতার পরিবেশনে তো কোন অসাম্য নেই। তাঁর সূর্য তো পাপ-পুণ্য ভালো-মন্দ সবাইকে সমান আলো দেয়, তাঁর মেঘ তো সুখ-দুঃখ ধর্ম-অধর্ম সকলের উপর সমান বর্ষণ করে। যারা তোমাদের ভালোবাসে শুধু তাদেরই যদি তোমরা ভালোবাস তা হলে আর এতে

পুরস্কার পাবার কী আছে? এ তো রাজকর্মচারী করগ্রাহকদেরও জানা। ভাই হয়ে ভাইকে খাতির করলে, এর মধ্যে নতুনত্ব কোথায়? উপকারীর প্রত্যুপকার তো পাপীরাও করে থাকে। যেখানে ফিরে পাবে জানো সেখানে ধার দেওয়ায় কৃতিত্ব কী। পাপীরাও তো পাপীদের ধার দেয় আর সুদে-আসলে সমস্ত ফিরে পায়। তবে তাদের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ কোথায়?

না, আমি বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুকেও ভালোবেসো, যারা অভিশাপ দেয় তাদেরও আশীর্বাদ কোরো। যারা অপকার করে তাদেরও উপকার কোরো। ফিরে পাবার আশা না রেখেই ধার দিয়ে দিও। দেখো কী বিপুল প্রতিদান ঈশ্বর তোমার জন্যে সঞ্চিত করে রেখেছেন। যিনি মহৎ থেকেও মহীয়ান তিনি তোমাদের পিতা, সন্তানদের তো বাপের আদর্শেই বড় হতে হবে। যিনি বিমুখের প্রতিও বদান্য, পাপীর প্রতিও করুণাময়, তাঁকে অনুসরণ করো।

ঈশ্বরই পরিপূর্ণতম। তুমি তাঁর প্রতিচ্ছায়া, তাঁর সন্তান। তুমিও পরিপূর্ণের সাধনা করো।

যীশু লোক-দেখানো ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। লোক দেখিয়ে ধর্ম-কর্ম করতে যেও না, দেখাতে চেও না তুমি কত বড় ধার্মিক। যখন ভিক্ষা দিতে যাবে তখন ঢাকঢোল পিটিয়ে তার বিজ্ঞাপন প্রচার কোরো না। দেখ না ভণ্ডের দল ভিক্ষা দেবার আগে রাজপথ ও সমাজগৃহের দরজায় ঢাক পিটিয়ে কেমন হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। তা হলে এই সমারোহ এই কোলাহলেই তাদের পাওনা চুকিয়ে দেওয়া হল। তবে আর তাদের পুরস্কার কোথায়? কিন্তু তুমি যদি পিতার কাছ থেকে পুরস্কার চাও তাহলে এমন গোপনে দান করো যে ডান হাত কী করছে তা বাঁ হাত যেন না জানতে পারে। মানুষ দেখল না বটে কিন্তু ভগবান দেখলেন। গহনবাসী গোপনচারী ভগবান, তাঁর চক্ষুর অগোচর কিছু নেই।

কোনো শাস্ত্রশাসিত দান নয়, নয় কোন কর্তব্যবোধের, নয় বা আত্মপ্রচারের—দান হবে স্বতোৎসারিত হৃদয়ের স্নেহ। দেখ না স্বয়ং

প্রভু কী ভাবে দান করলেন নিজেকে। কাকে দান করলেন? সমস্ত বিশ্বমানবকে।

কী ভাবে প্রার্থনা করবে?

যারা কপটতায় পটু তারা সমাজগৃহে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে চায়। যাতে সকলের চোখে পড়ে যাতে তাদের প্রতিপত্তি পরিতৃপ্ত হয়। তবে আর কথা কী, এতেই ওদের পাওনা মিটিয়েদেওয়া হল, আর এদের কোনো পুবস্কার নেই।

তোমরা যখন প্রার্থনা করবে তখন কিন্তু ঐ রকম প্রকাশ্য সভায় বসে কোরো না। তোমরা তোমাদের ভিতরের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও। সেখানে নিভৃতে বসে তোমাদের পিতার উদ্দেশে প্রার্থনা কোরো। গোপনে থেকেও তিনি সব শুনবেন আর পুরস্কার যখন দেবেন তখন আর তা গোপন করবেন না।

প্রার্থনা করার সময় অর্থহীন বৃহৎ বাক্য ব্যাবহার করার দরকার নেই। বিধর্মীরা ভাবত অনেক কথা বললেই বুঝি ঈশ্বর শুনবেন, বাগবাহুল্যের জোরেই তাদের প্রার্থনা পূরণ হবে। সরল হবার মত সুখ নেই, সংক্ষিপ্ত হবার মত শান্তি নেই। তোমরা শুধু আন্তরিক হয়ে প্রার্থনা কোরো। তোমাদের সত্যিকার কী প্রয়োজন তোমাদের প্রার্থনা করার আগেই ভগবান তা জেনে নিয়েছেন। সুতরাং কী চাইবে, কিসের জন্য মিনতি করবে? শুধু এই রকম প্রার্থনা করো ঃ

হে আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা, তোমার নাম নিরন্তর পূজিত হোক। তোমার রাজ্য আবির্ভূত হোক। স্বর্গেও যেমন মর্তেও তেমনি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমাদের প্রাত্যহিক রুটি আজকেও মিলিয়ে দাও। আমরা যেমন আমাদের অধমর্ণদের ক্ষমা করি তুমিও তেমনি আমাদের ঋণ ক্ষমা করো। আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিও না। পাপের থেকে আমাদের ত্রাণ করো। তোমারই রাজত্ব, তোমারই শক্তি, তোমারই গৌরব। আমেন।

কে কী অন্যায় করেছে, প্রার্থনা করবার সময় তা মনে করে রেখো

না। তুমি যদি অন্যকে ক্ষমা করতে পারো তোমার স্বর্গনিবাসী পিতাও তোমাকে ক্ষমা করবেন। আর যদি প্রার্থনার সময় অন্যের অপরাধ মনে করে রাখো ঈশ্বরও তোমার অপরাধ মনে করে রাখবেন। তাহলে কি তাঁর কাছ থেকে আর ক্ষমা মিলবে?

যীশুই তো জীবনের রুটি। যেন প্রত্যহই আমরা তাঁর আস্বাদ পাই। আমাদের পুষ্টিও এই যীশুতে। যীশুই আমাদের ঘরের প্রাত্যহিক অতিথি।

অস্বীকার করা যাবে না যে সংসারে আবার শয়তান আছে, পাপ আছে। যদি প্রভু আমার সঙ্গে থাকেন, তবে শয়তান আমার কী করবে?

তারপর, যীশু বলছেন, যখন তোমরা উপোস করবে তখন মুখ কালো করে তা জাহির করে বেড়িও না। ভণ্ডরা কী করে? তারা মুখ কালো করে বেড়ায় যাতে লোকে জানতে পারে তারা উপোস করে আছে। মানুষ যখন জানতে পারল, তখন আর কথা কী, তারা তাদের প্রাপ্য পেয়ে গেল। তোমরা উপোসের দিনেও মাথায় তেল মেখে মুখ ধুয়ে ফেলবে, যাতে তোমার উপোস অন্যের চোখে না ধরা পড়ে। স্বর্গনিবাসী পিতার দৃষ্টি থেকে কিছুই গোপন থাকবে না, তুমি তোমার ব্রতচর্যা প্রার্থনা-উপাসনা সমস্ত গোপন করো। দেখো না, প্রকাশ্যে মিলবে তোমার পুরস্কার।

পৃথিবীতে কী বিত্ত তুমি সঞ্চয় করবে? যদি ধনসম্পত্তি হয় রক্ষা করবে কী করে? তাতে মর্চে পড়বে, উইয়ে ধরবে, পোকায় কেটে ধুলো করে দেবে। চোর আছে সিঁধ কেটে চুরি করে নেবে। তার চেয়ে স্বর্গে ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করো! সেখানে তা থাকবে নিটুট। সেখানে চোর নেই, নেই পোকামাকড়। আর এ তো জানো যেখানে মানুষের টাকা সেখানেই মানুষের মন পড়ে থাকে। যদি ঈশ্বরের হেপাজাতে তোমার ধনভাণ্ডার রক্ষিত থাকে তোমার মনও সর্বক্ষণ ভগবানে লেগে থাকবে।

যীশু এ বলছেন না যে পৃথিবী অসার, একে দিয়ে আমাদের কাজ

নেই। তিনি এ বলছেন যে পৃথিবীই আমাদের শেষ নয়, এর পরেও আমাদের স্থান আছে, আমাদের সম্পত্তি আছে। সেই স্থানই চিরায়ত সেই সম্পত্তিই অবিনাশ। শুধু যেন অস্থায়ী মৃগতৃষ্ণিকায় ভুলে আমরা না অনশ্বর অমৃতসমুদ্রকে ভুলে যাই।

সারা দেহের আলো হচ্ছে চোখ। তোমার চোখ যদি স্বচ্ছ থাকে সুস্থ থাকে সর্বাঙ্গ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আর চোখ যদি বিরূপ হয় রোগাক্রান্ত হয় তা হলে তোমার দেহটাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। তোমার মধ্যে যে স্বাভাবিক আলো ছিল তাই যদি অন্ধকার হয় তবে বোঝ তোমার বাইরের সে অন্ধকার কী দুর্ভেদ্য!

এক চাকর একসঙ্গে দু-মনিবের কাজ করতে পারে না। হয় সে একজনকে ভালোবাসবে আরেকজনকে ঘৃণা করবে নয় সে এক-জনকে অবজ্ঞা করবে আরেকজনের অনুগত হবে। ভগবান ও অর্থ—দুয়ের সেবা অসম্ভব।

তাই তোমাদের বলছি, বলছেন যীশু, প্রাণরক্ষার জন্যে কী খাবে, দেহ-রক্ষার জন্যে কী পরবে কিছু চিন্তা কোরো না। আহারের চেয়ে প্রাণ কি দামি নয়? জামাকাপড়ের চেয়ে দেহ কি দামি নয়? আকাশের পাখিদের দেখ। তারা কোন বীজ বপন করে না, ফসল কাটে না; ফসল কেটে গোলায় জমা করতেও যায় না। তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতাই তাদের খেতে দেন। এই পাখিদের চেয়ে তোমরা কি মূল্যবান নও? যতই চিন্তা করে চুল পাকাও না, তোমাদের দেহের দৈর্ঘ্য কি এক হাত বাড়াতে পারো? আর সাজগোজের জন্যে ভাবনা! মাঠ-ভরতি ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে দেখ তো সতেজ আনন্দে সহজেই এরা কেমন ফুটে উঠেছে! ওরা পরিশ্রমও করে না, সুতোও কাটে না। কোনো চিন্তা নেই, হৈ-চৈ নেই। কিন্তু এমন সাজে সেজে আছে, সমস্ত ঐশ্বর্যে সমারূঢ় হয়েও রাজা সলোমোনও তাদের একটিরও সমকক্ষতা করতে পারবে না। আর এই যে মাঠের ঘাস, আজ আছে, কাল উনুনে দগ্ধ হবে। ভগবান যদি এই ঘাসকেই এত অমেয় লাবণ্যে সাজিয়ে দিতে পারেন, তোমাদেরও দেবেন। শুধু বিশ্বাস রাখো। কী খাব কী পরব এ কী শুধু তোমাদের

ভাবনা? ঈশ্বরের ভাবনা নয়? তোমাদের কার কী প্রয়োজন সব তাঁর জানা আছে। তাই ওসব চিন্তা না করে সর্বাগ্রে ভগবানের রাজ্য ও তাঁর ধর্ম লাভ করবার চেষ্টা করো। অন্য সব পরে ঠিক পেয়ে যাবে। কালকের কথা ভেবে চিন্তিত হয়ো না। কালকের ভাবনা কালকের! আজকের সমস্যা আজকের মধ্যেই আবদ্ধ। দিনের কষ্ট দিনের জন্যেই যথেষ্ট।

যীশু আরো বলছেন ঃ 'অন্যের বিচার করতে যেও না, নিজেই সেই বিচারের ফাঁদে আটকে পড়বে। অন্যের দোষ ধরতে গিয়েছ কি, অন্যেও তোমার দোষ ধরবে। তুমি যদি দোষ না দেখ তোমারও দোষ দেখা হবে না। তুমি যদি ক্ষমা করো, তোমাকেও ক্ষমা করা হবে।'

অন্যের বিচার করি এমন আমাদের সাধ্য কী। যার বিচার করছি তাকে আমি কতটুকু জানি? আর যে ঘটনার ভিত্তিতে বিচার করছি সেটার পিছনে আরো কী ঘটনা আছে তার কতদূর খবর রাখি? যে অবস্থায় পড়ে অপরে অন্যায় করছে বলছি সে অবস্থায় পড়লে আমি কী করতাম? তাছাড়া আমার বিচার কি নির্দোষ, অপক্ষপাত? কত সংস্কারে কত স্বার্থবুদ্ধিতে আমি বাঁধা পড়ে আছি। আমার আবার বিচার করা। বিচার যা করবার ঈশ্বর করবেন।

'দান করো প্রতিদান পাবে।' বলছেন যীশু, 'যে মাপে দিয়েছ সে মাপে ফিরে পাবে। বুক ভরে ফিরে পাবে। তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটোটা পড়ে আছে তা তুমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছ অথচ তোমার নিজের চোখে যে আস্ত একটা কড়িকাঠ ঢুকে আছে তা দেখতে পাচ্ছ না। আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটা তুলে ফেল তারপর পরিপূর্ণ্য দর্শনে তোমার ভাইয়ের চোখের সংশোধন করো।

পবিত্র বস্তু কুকুরকে দিও না। শুয়োরের সামনে ছড়িও না তোমার মণিমুক্তো। ওরা মুক্তোগুলোকে পায়ে মাড়িয়ে গুঁড়ো করে ফেলবে। তারপর তোমাকে আক্রমণ করবে, ক্ষতবিক্ষত করে দেবে।'

অবিশ্বাসী অশ্রদ্ধাবানের কাছে ঈশ্বরকথা বলার মত বিড়ম্বনা আর কী হতে পারে?

তারপর যীশু বললেন কী ভাবে বিশ্বাস-বলীয়ান হয়ে প্রার্থনা করতে হবে।

'চাও, চাইবার মতন করে চাও, পাবেই পাবে। খোঁজো, খুঁজতে থাকো, মিলবেই মিলবে। ধাক্কা মারো, বারে বারে মারো, খুলবেই দরজা। যে চায় সেই পায়। যে খোঁজে সেই ধরতে পারে। যে ধাক্কা দিতে জানে, দরজা তারই জন্যে অবারিত হয়। এমন লোক কে আছে যে ছেলে রুটি চাইলে তাকে এক টুকরো পাথর দেবে? কিংবা মাছ চাইলে সাপ দেবে? ডিম চাইলে বিছে? রুটি চাইলে রুটি, মাছ চাইলে মাছ, ডিম চাইলে ডিমই দেবে তোমাদের ছেলেদের। নিজেরা পাপী-তাপী হয়েও যখন সন্তানকে তোমরা ভালো জিনিস দিতে জানো তখন তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতাও তাঁর প্রার্থনারত সন্তানদের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে কার্পণ্য করবেন না।

'তাই বলি, যার কাছ থেকে যে রকম ব্যবহার পেতে চাও তার সঙ্গে ঠিক সেই রকম ব্যবহার কোরো।'

শুধু অন্যকে আঘাত কোরো না নয়, যীশু বললেন আরো বড়ো কথা—অন্যকে প্রসন্ন করো। শুধু কলহ পরিহার কোরো না, এগিয়ে গিয়ে অন্যকে ভালোবাসো। কে তুমি সংস্পর্শ বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে আপন মনে চলে যাচ্ছ, যীশু ডাক দিলেন, এগিয়ে এস, দুঃস্থকে সেবা করো, শ্রান্তকে আরাম দাও, দুঃখীকে আনন্দের অধিকারে বাঁচিয়ে তোলো।

আবার বললেন, 'যে দরজাটি সরু সেই দরজা দিয়ে ঢোকো, প্রশস্ত দরজা নিয়ে যাবে তোমাকে বিশাল সর্বনাশে। বেশির ভাগ লোকেরই এই সদর দিয়ে ঢোকবার লালসা। কিন্তু সত্যিকার জীবনের দ্বার অত্যন্ত সংকীর্ণ। কম লোকই তা খুঁজে পায়।'

খোঁজো, খুঁজতে থাকো, মিলবেই মিলবে!

সে পথ মসৃণ নয়, সে পথ বন্ধুর। কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকাকীর্ণ। সে পথ শ্রমের, ধৈর্যের, তপস্যার। দ্রুত পথ নয়, দীর্ঘ পথ। উচ্ছৃঙ্খল পথ নয়, একাগ্রতার পথ। নিষ্ঠাই সেখানে একমাত্র নিয়ম। আর পথ যত দীর্ঘ প্রাপ্তিও তত গভীর।

ভণ্ড গুরুদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন যীশু।

'অন্তরে নেকড়ের হিংস্রতা, বাইরে নিরীহ ভেড়ার পোশাক—সে সব ভণ্ড গুরুর থেকে দূরে থেকো। ফল দেখেই তাদের চরিত্র বুঝবে। কাঁটালতা থেকে কি আঙুর পাওয়া যায়, না, শেয়াকুলে ডুমুর ফলে? ভালো গাছই ভালো ফলের জন্ম দেয়। আর যে গাছ পচে গেছে তার ফল জঘন্য হবে না তো কী! যে গাছ ভালো ফল দেয় না তাকে লোকে কেটে ফেলে আগুনে অর্পণ করে। তাই বলছি ফল দেখে গাছ চেন। যে গাছের আগুনে ইন্ধন হবার কথা সে গাছের ফলে আকৃষ্ট হয়ো না।'

যেমন মূল তেমনি ফুল। যেমন বস্তু তেমনি ছায়া। দেখো সে ঈশ্বরের কথাই বলছে কিনা, না কি নিজের কথা, দলের কথা বলছে। তার প্রচারের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের নাম না নিজের মান? পরমার্থ না স্বার্থসিদ্ধি? দেখো তার উপদেশ সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখতে চায় কি না, নাকি মানবিকতার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে মহামৈত্রীতে মিলিয়ে দেয়।

'ভেবো না আমাকে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে ডাকলেই স্বর্গরাজ্যের দ্বার খোলা পাবে, যারা স্বর্গনিবাসী পিতার আদেশ পালন করবে, একমাত্র তারাই পারবে প্রবেশ করতে। স্বর্গরাজ্যে একমাত্র তাদেরই অধিকার।

চরম দিনে অনেকে হয়তো আমাকে উদ্দেশ করে বলবে, প্রভু, প্রভু, আপনার উপদেশ আমরা হাটে-মাঠে কত শুনেছি, আপনার নাম নিয়ে কত ভবিষ্যৎবাণী করেছি, কত অপদূত তাড়িয়েছি, আপনার নামে করেছি কত অলৌকিক অঘটন, আমাদের জন্যে দরজাটা খুলিয়ে দিন। আমি স্পষ্ট বলব, তোমরা আমার লোক নও, তোমাদের আমি চিনি

না। তোমরা অধর্মচারী—তোমরা শুধু কানেই শুনেছ, কাজে তাদের রূপায়িত করনি। তোমরা ফিরে যাও।'

বলায়-চলায় এক হও। উপদেশ না হয়ে উদাহরণ হয়ে ওঠো। জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে প্রাণে প্রমাণ দাও। মুখসর্বস্ব না হয়ে কর্মসর্বস্ব হও। তুমি আর সকলের চোখে ধুলো দিতে পারলেও অন্তর্যামী ঈশ্বরের চোখে ধুলো দিতে পারবে না। শেষ বিচার তাঁর হাতে।

'যে পাথরের ভিত্তির উপর গৃহ নির্মাণ করে সে বুদ্ধিমান। বৃষ্টি শুরু হল, বান ছুটল, ঝড় প্রচণ্ড শক্তিতে এসে আঘাত করল, তবু বাড়ি ভেঙে পড়ল না। কী করে পড়বে? তার বাড়ি যে পাথরের ভিত্তির উপর তৈরি। কিন্তু যে বালির উপর ঘর তুলেছে সে বুদ্ধিহীন। বৃষ্টি-বন্যা শুরু হল, প্রচণ্ড তাণ্ডবে ঝড় এসে ঘা মারল, বাড়ি নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। যারা আমার কথা শোনে ও সেই কথাকে কাজে রূপায়িত করে তারা ঐ প্রস্তরভিত্তিক গৃহ-নির্মাতার মতই বুদ্ধিমান। কিন্তু যারা শুধু শোনে অথচ পালন করে না তারা ঐ বালির বনেদে ঘর-করা মানুষের মতই বুদ্ধিহীন।

জীবনকে তাই ক্ষণকালের বালির উপর খাড়া কোরো না, অনন্তকালের অক্ষয় প্রস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত করো।

করে দেখাও। করে পাও। করে পাওয়ার নামই তো কৃপা।

যীশুর উপদেশ শুনে জনতা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। কী সুন্দর সারল্যে একেবারে মর্মের মাঝখানে এসে বলেছেন। আগেও তো শুনেছি কত উপদেশ, ফ্যারিসিদের মুখে, শাস্ত্রজ্ঞদের আলোচনায়। কিন্তু কেউ তো এমন করে স্পর্শ করেনি। এ তো শুধু স্পর্শ নয়, এ একেবারে অবগাহন—অতলস্নান। কোনো পাণ্ডিত্য নয়, কোনো বাক্যচ্ছটা নয়, সহজ ভাষায় সহজতমের সংবাদ শোনাচ্ছেন। শুধু শোনাচ্ছেন না, চারদিকে আলো আর আনন্দের ঢেউ তুলে দিয়েছেন। আশার আলো, বিশ্বাসের আনন্দ। চাও পাবে। খোঁজো মিলবে। বন্ধ দরজায় অবিরত ধাক্কা মারো, খুলে যাবে দরজা।

শুনতে শুনতে প্রাণ আর প্রাণ থাকে না, প্রার্থনা হয়ে ওঠে।

যীশু কাফারানাউমে চলে এলেন।

সেখানে এক সেনাধ্যক্ষের প্রিয় চাকর ঘোরতর অসুস্থ। মৃত্যু সন্নিহিত দেখে সেনাধ্যক্ষ অস্থির হয়ে উঠল। শুনল যীশু এসেছেন। ব্যাকুল হয়ে ক জন প্রবীণ ইহুদিকে ধরে সেনাধ্যক্ষ সকাতরে বললে, 'আপনারা একবার প্রভুকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসুন, তিনি এসে আমার চাকরকে ভালো করে দিন।'

চাকরের প্রতি মমতা! সেনাধ্যক্ষ রোম্যান, আইনে চাকরকে প্রভু যথেচ্ছভাবে পীড়ন করতে পারেন—এমন কি খুন করে ফেললেও কোথাও কোন জবাবদিহি নেই। চাকর হচ্ছে একটা কাজের যন্ত্রমাত্র—মানবদেহধারী জীবন্ত যন্ত্র। যন্ত্র যদি ভোঁতা হয়ে অকেজো হয়ে পড়ে, তাকে অনায়াসে বাদ দিয়ে দেওয়া যায়। তেমনি চাকর যদি রুগ্ন হয়ে বৃদ্ধ হয়ে অকেজো হয়ে পড়ে তাকে তার প্রভু অনায়াসে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে। রোম্যান আইন সে প্রভুর কেশস্পর্শও করবে না।

এ মনন যেখানে আইন সেখানে এই সেনাধ্যক্ষের এত মহত্ত্ব! সে তার চাকরকে ভালোবাসে! তাকে বাঁচাবার জন্যে ব্যাকুল হয়। লোক ধরে যীশুর কাছে আবেদন পাঠায়!

সন্দেহ কী, মানুষ তো এই মমতায়ই মহত্তম।

সে যুগে রোম্যানরা কী ভীষণ ঘৃণা করত ইহুদিদের আর ইহুদিরাও ছেড়ে কথা কইত না। রোম্যানদের ধারে-কাছেও ঘেঁসত না ভুল করে। সে-রোম্যান সেনাধ্যক্ষের বন্ধু ও মুরুব্বি কিনা ইহুদি। ইহুদিদের পাঠাচ্ছে আরেকজন ইহুদিকে তার ঘরে নিয়ে আসতে। যে ঘরে এলেই কিনা রোগ পালাবে, ভয় পালাবে, মৃত্যু পালাবে।

দেখা যাচ্ছে সেনাধ্যক্ষ বিপুল বিশ্বাসে বিনম্র।

প্রবীণ ইহুদিরা যীশুর কাছে সেনাধ্যক্ষের প্রার্থনা নিবেদন করল। বললে, 'লোকটি ভালো। আমাদের জাতকে ভালোবাসে। আমাদের জন্যে নিজের অর্থে সমাজগৃহ তৈরি করে দিয়েছে। সে জন্যে তার এই কাজটি করে দেওয়া দরকার। আপনি একবার চলুন।'

যীশু তাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

কাছাকাছি এসে পড়েছেন, সেনাধ্যক্ষ লোকজন নিয়ে এগিয়ে গেল। বললে, 'প্রভু, আমার চাকর পক্ষাঘাতের যন্ত্রণায় নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছে—তার শেষ নিশ্বাসের আর দেরি নেই।'

সেনাধ্যক্ষের বিশ্বাসকে যীশু আরেকবার যাচাই করতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে কি তবে আপনার বাড়িতে যেতে হবে?'

'আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব সে যোগ্যতা আমার নেই।' সেনাধ্যক্ষ বললে সবিনয়ে, 'আপনি শুধু মুখে একবার বলুন তাহলেই আমার চাকর সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'শুধু মুখের কথা?'

'আমি জানি কর্তৃপক্ষের মুখের কথার কী মূল্য! আমার অধীনে অনেক সৈন্য আছে। যদি আমি তাদের কাউকে বলি, ওখানে যাও, সে যায় ওখানে। যদি কাউকে বলি, এখানে এস, সে এখানে চলে আসে। কখনো যদি চাকরকে বলি, এটা করো, তক্ষুনি সে সেটা করে দেয়। আমি জানি, আপনি যদি বলেন আমার চাকর ভালো হোক সে নিঃসন্দেহে ভালো হয়ে যাবে।'

অনুগামী জনতাকে সম্বোধন করে যীশু বললেন, 'বিশ্বাস করো ইস্রায়েলীদের মধ্যেও আমি এ রকম বিশ্বাস দেখিনি!'
সেনাধ্যক্ষকে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। সেনাধ্যক্ষ বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখল চাকর সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বাসের কাছে প্রভুর বুঝি মুখের কথারও প্রয়োজন হয় না।

তারপর যীশু নাইম নগরে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে শিষ্যদল সহ বিরাট জনতা। নগরদ্বারে পৌঁচেছেন, দেখতে পেলেন, এক শোকার্ত জনতা একটি মৃতদেহকে কবর দেবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। বুকফাটা আর্তনাদ করছে ঐ স্ত্রীলোকটি কে? যে মরেছে তার মা। যে মরেছে সে কে? সে মায়ের একমাত্র ছেলে। বাপ কোথায়? বাপ আগেই মরেছে।

যীশুর অন্তর কেঁদে উঠল। বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র! কী দুঃসহ

দুঃখ। সকাল হতে সন্ধে, সন্ধে হতে সকাল এই দুঃখভার বুকে নিয়ে একাকিনী মাকে বেঁচে থাকতে হবে। করুণায় ভরে উঠলেন যীশু। শোকাকুলা মাকে বললেন, কেঁদো না। বলে এগিয়ে গিয়ে মৃতের খাটের উপর তাঁর হাত রাখলেন।

শববাহীর দল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

যীশু মৃতকে সম্বোধন করে বললেন, 'যুবক, আমি তোমাকে বলছি, উঠে এস।'

তক্ষুনি মৃত যুবক উঠে বসল, কথা বলতে শুরু করল।

যীশু মায়ের হাতে তার ছেলেকে ফিরিয়ে দিলেন।

শুধু যীশুর করুণা নয়, যীশুর শক্তি দেখ। পুত্রহারা মা তো কোনো প্রার্থনা করেনি, কোনো অভিযোগও করেনি। শুধু কেঁদেছে, অতল দুঃখের সমুদ্রে ভেসেছে। সেই দুঃখই যীশুর করুণাকে আকর্ষণ করে এনেছে। অহেতুক করুণা। মানুষের দুঃখের পার আছে, ভগবানের করুণাই অপার।

কাণ্ড দেখে শববাহী জনতা ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। ভগবানের স্তব করতে লাগল। বললে, 'আমাদের মধ্যে এক বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। ভগবান তাঁর অপার করুণায় তাঁর স্বজাতির মধ্যে নেমে এসেছেন।'

এই ঘটনার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

কারাগারে দীক্ষাগুরু জনের কাছেও এই খবর পৌঁছুল। জনতার দুজন শিষ্যকে ডেকে যীশুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 'তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, যাঁর আবির্ভাব হবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল তিনিই কি আপনি? না কি তাঁর জন্যে আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে?'

শিষ্যেরা গিয়ে যথাদিষ্ট প্রশ্ন করল যীশুকে: 'আপনিই কি সেই? না কি পরে আর কেউ আসছে?'

যীশু বললেন, 'অন্ধ কী করে চোখ ফিরে পাচ্ছে, খঞ্জ কী করে চলতে পারছে, কুষ্ঠরোগী কী ভাবে নির্মল নিরাময় হল, কী ভাবে মৃত

মানুষ প্রাণ ফিরে পেল, কী ভাবে দরিদ্রসমাজের কাছে মঙ্গল সমাচার প্রচারিত হচ্ছে—সবই তো তোমরা নিজের চোখে দেখলে, নিজের কানে শুনলে। সেই কথাই জনকে গিয়ে জানাও। আমার উপর যার তর্কাতীত বিশ্বাস থাকবে, জেনো, সেই কৃতার্থ।

জনের দূত চলে গেলে যীশু সমবেত জনতাকে জনের তাৎপর্য বোঝাতে চাইলেন। কে জন ?

'মরুপ্রান্তরে তোমরা কী দেখতে গিয়েছিলে ? হাওয়ায় দুলছে শুকনো একটা শরগাছ ? না, কখনো না! তবে কি কোমল বসন-পরা কোনো আয়েসী মানুষ ? না কি কোনো জঁাকালো পোশাকের দাম্ভিক সন্ন্যাসী ? ওসব জাঁকজমক বিলাসিতা দেখতে চাও তো রাজপ্রাসাদে যাও, যাও আর কোথাও। তোমরা দেখতে গিয়েছিলে এক মহত্তম ঋষিকে। তাঁর সম্বন্ধেই এ কথা লেখা আছে ঃ আমার এই দূতকে আগে পাঠাচ্ছি, সে তোমার চলার পথ প্রস্তুত করে রাখবে।

দীক্ষাগুরু জন মানুষশ্রেষ্ঠ হলেও জানবে ধর্মরাজ্যে যে ক্ষুদ্রতম সেও জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ধর্মরাজ্যের দ্বার শুধু শক্তিশালীর কাছেই খোলা, জনের সময় থেকেই এই বলশালিতার আহ্বান উঠেছে। শুধু শক্তিমানই তার বীর্যবলে ধর্মরাজ্য অধিকার করতে পারবে। তোমরা সেই শক্তি-অর্জনে তৎপর হও!

সেই শক্তি ভক্তির শক্তি, বিশ্বাসের শক্তি, ভগবানে শরণাগতির শক্তি। ধর্মরাজ্যকে অনেক পাশব শক্তি অনেক অসুর শক্তি এসে আক্রমণ করবে কিন্তু ভক্তি, বিশ্বাস ও ভগবানে সর্ব-সমর্পণের শক্তির কাছে সে পরাজিত হবেই।

'আমি বলছি দীক্ষাগুরু জনই এলিয় তাঁরই আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ-বাণী করা হয়েছিল। তোমরা মানতে চাও তো 'মেনে নিতে পারো, না চাও তো অন্তত কানে শুনে রাখো।'

অনেকেই মেনে নিল কিন্তু শাস্ত্রী ও ফ্যারিসিরা বিমুখ রইল।
তারা শুধু দোষ ধরে, তর্ক করে, সর্বব্যবস্থায়ই নিন্দা চালায়।
'এ যেন বাঁশি বাজালাম তো নাচলে না কেন ? বিলাপ করলাম তো

তুমি কাঁদলে কই ?' বললেন যীশু, 'জন মরুভূমিতে নির্জনে অনাহারে থাকে, তা তোমাদের পছন্দ হল না, তোমরা বললে, লোকটা ভূতগ্রস্ত। আর মানবপুত্র তোমাদের সকলের সঙ্গে মিশল, একত্র পান-ভোজন করল, তাও তোমাদের পছন্দ হল না, তোমরা বললে, লোকটা পেটুক, মাতাল, গুণ্ডা-বদমাসের বন্ধু। কিন্তু প্রজ্ঞা তার কর্মদ্বারাই সত্যরূপে চিরদিন প্রতিভাত হবে।

ফ্যারিসিদের মধ্যে একজন, নাম সিমোন, যীশুকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে আনল। যীশু সিমোনের বাড়ি গিয়ে তার পালঙ্কের উপরে বসলেন। রবাহূত বহু লোকই এসেছে, তাদের মধ্যে আছে একটি পতিতা রমণী। তার চুল খোলা। ইহুদিদের মধ্যে মেয়েদের চুল খোলা রাখা ঘোরতর নির্লজ্জতা। কী স্পর্ধা, মেয়েটির হাতে আবার একটি সুগন্ধি তেলের পাত্র। মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে যীশুর পায়ের কাছে বসল। ব্যাকুলতায় চুলের কথা সে ভুলে গিয়েছে।

ইচ্ছে ছিল পা দুখানিতে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দেবে। কিন্তু পা দুখানি হাতে নিতেই তার চোখের জল আর বাঁধন মানল না। নির্মল-নিরর্গল চোখের জলে যীশুর পা দুখানি সে ধুয়ে দিতে লাগল। তারপর খোলা চুলে মুছে দিল চোখের জল। তারপর চুম্বন করল পা-দুখানি। তারপর মাখিয়ে দিল সুগন্ধি তেল।

গৃহস্বামী সিমোন মনে করল, এই লোকটি নিশ্চয়ই মহির্ষি নয়। মহর্ষি হলে ঠিক বুঝতে পারত যে তাকে স্পর্শ করেছে সে কী ঘোরতর পাপী।

মনের কথা টের পেলেন যীশু, বললেন, 'সিমোন, আমার একটা কথা শুনবে ?'

'শুনব। বলুন।'

'একজন মহাজনের দুজন খাতক ছিল। একজনের ধার ছিল পাঁচ শো দিনার, আরেক জনের পঞ্চাশ। দুজনের কারুরই ধার শোধ করবার ক্ষমতা নেই। মহাজন দুজনকেই মাপ করে দিল। এখন বলো ওদের মধ্যে কে সেই মহাজনকে বেশি ভালোবাসবে ?'

সিমোন নির্দ্বিধায় বললে, 'যার বেশি ধার মাপ করা হয়েছে সেই বেশি ভালোবাসবে।'

'ঠিক বলেছ।' যীশু রমণীর দিকে তাকালেন : 'একে দেখ। আমি তোমার বাড়িতে এলাম তুমি আমার পা ধোয়ারজল পর্যন্ত দিলে না। এই মেয়েটি তার চোখের জলে পা ধুইয়ে তার মাথার চুলে তা মুছিয়ে দিয়েছে। অভ্যর্থনা করার সময় তুমি আমাকে চুম্বন করনি, এই মেয়েটি আমার পায়ে ঘন-ঘন চুমু খাচ্ছে। তুমি আমার মাথায় তেল দিয়ে দিলেনা, অথচ এই মেয়েটি আমার দুপায়ে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিয়েছে। সুতরাং বুঝতে পারছ এই মেয়েটির অনেক পাপ মার্জনা করা হয়েছে বলেই তার এই অনেক ভালোবাসা। যার অল্প পাপ মার্জনা করা হয় তার বুঝি ভালোবাসাও অল্প।'

মার্জনা করা হয়েছে বলেই ভালোবেসেছে, না কি ভালোবেসেছে, বলেই মার্জনা করা হয়েছে ?
মার্জনা আগে, না, ভালোবাসা আগে ?
পরমকরুণাময় যীশুর মার্জনা আগে।

তুমি শুধু তাঁর প্রতি অভিমুখী হও। তাঁকে যে তোমার দরকার এটুকু বুঝতে দাও তাঁকে। তারপর দেখ প্রয়োজন মেটাতে কী প্রসাদ তিনি নিয়ে আসেন !
কিন্তু মার্জনা পাবার পরেও কোথায় আমাদের ভালোবাসা ?
যীশু মেয়েটিকে বললেন, 'তোমার পাপ মার্জনা করা হয়েছে।'
নিমন্ত্রিত অতিথিরা ভাবতে লাগল, পাপ মার্জনা করতে পারে এ কে লোক ?
আবার মেয়েটিকে বললেন যীশু, 'তোমার বিশ্বাসের গুণে তুমি মুক্তি পেয়েছ। তোমার মঙ্গল হোক।'

শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম, ঈশ্বরের মঙ্গল-বার্তা প্রচার করতে লাগলেন যীশু। প্রকাশ্য রাজপথে, হ্রদের ধারে, পাহাড়ের পাদদেশে। তাঁর সঙ্গে তাঁর বারোজন শিষ্য আর কজন মহিলা। মহিলাদের মধ্যে একজন মেরী মাগদালিন, দ্বিতীয়-তৃতীয় জোহানা আর সুজানা। সব মেয়েদেরই যীশু রোগ থেকে ও ভূত-পিশাচের কবল থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তাদের নিয়ে এসেছেন নতুন আলোক ও আরোগ্যের জগতে। ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের দুয়ারে।

মাগদালা শহরের মেয়ে বলেই তার নাম মেরী মাগদালিন। তার থেকে তো যীশু সাত-সাতটা অপদূত তাড়িয়েছেন। তবেই বোঝা যাচ্ছে তার অতীত কী ভয়াবহ! আর জোহানা হচ্ছে হেরডের খাজাঞ্চি খুজার স্ত্রী, দস্তুরমত দরবারী মহিলা, পদ-কৌলীন্যে মর্য্যাদাবতী। কিন্তু যীশুর এমন কৌশল, অভিজাত ও অপজাতের মধ্যে কোনো বিভেদ বা ব্যবধান থাকে না, সর্বময়তা ও সর্বশূন্যতা সমার্থক হয়ে ওঠে।

সিংহ আর মেষ-শিশু যে যার বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র থাকে, কিন্তু যীশুর কোলের কাছে উভয়েই পাশাপাশি ঘুম যায়।

মেয়েরা কী করে? মেয়েরা শুধু যীশুর সেবা করে। সেবাই নীরবতম নিবিড়তম উপাসনা।

যীশুর বাড়ির লোকদের কাছে খবর পৌঁচেছে যীশু কী সব দুঃসাহসিক কাণ্ড করছেন, তাঁকে নিবৃত্ত করো, নইলে তাঁর সমূহ

বিপদ হবে। তিনি সমাজ-প্রধানদের মতামত মানছেন না, চলছেন নিজের গোঁয়ে, নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে একেবারেই তিনি সজাগ নন। কোনো সুবিধেরই তিনি ধার ধারবেন না, কেবলই বিপদের ঝুঁকি নেবেন। এমন অবৈষয়িক লোক দেখা যায় না কোনোখানে। কী ভাবে তন্ময় তা কে বলবে।

সব সময়েই পিছনে ভিড় লেগে আছে। এখন এমন এক বাড়িতে এসে উঠেছেন যেখানে ভিড়ের দরুন খেতে বসবার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। এখানেই যীশুর আত্মীয়-স্বজনেরা এসে উপস্থিত হল। যীশুকে দেখে প্রমাদ গুনল সকলে। বললে, এ যে দেখছি সংবিৎ হারিয়েছে। এ পাগলকে কোথায় ফিরিয়ে নেব?

যারা বাড়ির লোক আত্মীয় বন্ধু তারাই প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়াবে— এ তো যীশুরই নিজের কথা। তাই তাঁর বাড়ির লোক তাঁকে পাগল বলে আখ্যাত করবে এ আর বিচিত্র কী!

যীশুর কাছে একটি লোককে এনে হাজির করানো হল, যে একই সঙ্গে অন্ধ ও বোবা। সে আবার ভূতগ্রস্ত। প্রভু, দয়া করে এর একটা বিহিত করুন।

যীশু ভূত বা অপদূতটাকে তাড়িয়ে দিলেন। বোবা লোকটা কথা কইতে লাগল আর জ্যোতির্ময় চোখে সব কিছুই দেখতে লাগল সবিস্ময়ে।

এ দৃশ্য দেখে জনতা অবাক হয়ে রইল, জনতারই চোখ নিষ্পলক।

সবাই বলাবলি করতে লাগল, ইনিই কি তবে সেই ডেভিডের পুত্র?

ফ্যারিসিরা বললে, 'তা কেন হবে? ইনি শয়তানের রাজা বিলজেবুবের অনুগত। সেই বড় শয়তানদের জোরে ইনি ছোট শয়তানের তাড়াচ্ছেন।'

'এ কি একটা কথা হল?' যীশু বললেন বুঝিয়ে, 'যদি রাজা-শয়তান অনবরত তার প্রজা-শয়তানদের তাড়ায়, তবে সে রাজ্য কতদিন টিঁকবে? অন্তর্বিপ্লবে সে রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই রাজা-শয়তানের অমন দুর্মতি হবে না। আমি যে শয়তান বা অপদূতদের তাড়াচ্ছি সে শুধু ঈশ্বরশক্তিতে। তবেই বোঝ ঈশ্বরশক্তি

শয়তানের শক্তির চেয়ে কত বেশি দুর্ধর্ষ। যখন শয়তানের উপর ঈশ্বরশক্তির জয় হচ্ছে তখন বিশ্বাস করতে পারো ভগবানের রাজ্য তোমাদের মধ্যে নেমে এসেছে। শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তোমরাও আমার পক্ষে এস। যে আমার পক্ষে নয়, জানবে সে আমার বিপক্ষে। যে আমার সঙ্গে সঞ্চয় করে না, জানবে সে তার সমস্তই অপচয় করে।'

হয় আমরা ঈশ্বরের, নয় শয়তানের। মাঝামাঝি কোনো মীমাংসা নেই।

পবিত্র আত্মার শক্তিতে এত সব অঘটন ঘটাচ্ছেন, অপদূতের দমন করছেন, তবু অনেকে ে ন যীশুকে ভগবানের পুত্র, ভগবানের প্রতিনিধি বলে মানতে চাইছে না। অন্ধের চোখ ফুটলেও এদের চোখ ফুটছে না। উলটে বলছে, যীশুকে শয়তানে পেয়েছে। বোবা কথা কইতে পারলেও এদের মুখে নিন্দা ছাড়া প্রশংসা ফুটবেনা, ফুট:বেনা স্বীকৃতির সম্ভাষণ।

'তোমাদের আমি এই কথাটা বলে রাখছি;' বললেন যীশু, 'মানুষের আর সমস্ত পাপ মার্জনা পাবে কিন্তু পবিত্র আত্মার সম্পর্কে ঈশ্বর-নিন্দার মার্জনা নেই। মানবপুত্রের নিন্দা করো, ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার নিন্দা করো, ইহজগতে বা পরজগতে কোথাও ক্ষমা পাবে না। ফল দেখে গাছের বিচার করো। গাছের পরিচয় ফলে। যদি ফল ভালো দেখ, বলো গাছও ভালো। নয় তো বলো গাছটি শুকিয়ে গেছে বলে ফলও শুকিয়ে গেছে।'

তেমনি মানুষের বিচার কাজে। আমার যদি কাজ ভালো হয় তবে আমিও ভালো। যদি দশ দিকে প্রতিনিয়ত ভগবানের অফুরন্ত করুণা দেখতে পাও তবে কেন স্বীকার করবে না ভগবান করুণাময়। ভগবান দীনবন্ধু।

যারা যীশুকে শয়তানের দোসর বলেছে তাদের লক্ষ্য করে যীশু বলে উঠলেন ঃ 'তোমরা সাপের বংশ। তোমরা নিজেরাই বিষ, কী করে তোমরা মধু ক্ষরণ করবে? হৃদয়ের সঞ্চয়ের থেকেই মুখ কথা আহরণ করে। যার সঞ্চয় সৎ সেই সৎ কথা বলে থাকে। আর যার সঞ্চয় অসৎ সে অসৎ ছাড়া আর কোন কথা

মুখে আনবে? যারা কোন কিছু চিন্তা না করে গর্হিত কথা বলে বেড়ায়, জেনো, শেষ বিচারের দিনে প্রত্যেকটি কথার জন্যে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। তোমার কথাতেই তোমার মুক্তি, তোমার কথাতেই তোমার দণ্ড।

কথার দায়িত্ব সম্বন্ধে যীশু সবাইকে অবহিত করতে চাইলেন। কথাই হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। কী তোমার চিন্তা, কেমন চরিত্র, কথাতেই তার পরিচয়। কথার মত প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আর কী আছে? সুতরাং তোমার মুখের কথার সম্পর্কে সতর্ক থাকো।

জনসমাজে অনেকের সামনে যখন তুমি কথা বলো তখন তুমি বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে বলো, লোকের বাহবা কুড়োও কিন্তু তোমার বাড়িতে, প্রাত্যহিক পরিবেশে, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অসতর্ক মুহূর্তে, কেমন তোমার কথা, তোমার কথার বিস্ফোরণ? যখন তুমি বিরক্ত, যখন তুমি ক্রুদ্ধ, যখন তুমি অভিযুক্ত—তখন কেমন তোমার কথার শ্রী? ভাবছ, জনতা তো বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছে না, তাই তুমি উচ্চকণ্ঠে যা-তা বলে যেতে পারো। না, পারো না—আর কেউ না শুনুক ঈশ্বর শুনছেন। তুমি অসতর্ক হতে পারো, ঈশ্বর উৎকর্ণ।

হৃদয়কে পবিত্র রাখো, মুখের ভাষাও পরিচ্ছন্ন হবে। হৃদয়কে ঈশ্বরে ভরে রাখো, মুখের কথাও ভালোবাসায় ভরা থাকবে।

মুখের কথাই তোমার হৃদয়ের জানলা। সে জানলার থেকেই দেখা যাবে ভিতরে তুমি কোন আলো জ্বেলেছ—ঘৃতের প্রদীপ না কেরোসিনের কুপি!

যীশু জনতাকে উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁর মা আর ভাইয়েরা এসে উপস্থিত হলেন, দাঁড়ালেন বেষ্টনীর বাইরে। একজনকে দিয়ে খবর পাঠালেন, বলো গে আমরা এসেছি, তার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।

যীশুর ভায়েদের যীশুর প্রতি বিশ্বাস নেই, তাদের মতে যীশুর এসব কার্যকলাপ নিছক পাগলামি। মা-ও বোধহয় এখন তাদেরই প্রভাবের অধীন। নইলে যীশুকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন কেন? যীশুর সঙ্গে তাঁর আর এখন সংসার নিয়ে কথা কিসের?

'আপনার মা আর ভাইয়েরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' সংবাদ-বাহক এসে খবর দিল যীশুকে : 'দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে।'

বললেন, 'কে আমার মা? আমার ভাইয়েরাই বা কারা?' তারপর সমবেত জনতার দিকে হাত প্রসারিত করে দিয়ে বললেন, 'এই এঁরাই আমার-মা-ভাই। শোনো যে ভগবানের কথা শোনে, ভগবানের ইচ্ছা পালন করে সেই আমার মা, সেই আমার বোন, সেই আমার ভাই।'

যীশু তারপর সমুদ্রতীরে চলে গেলেন। সেখানে জনতা এত বিশাল হয়ে উঠল যে তিনি একটি নৌকোর উপর গিয়ে বসলেন। উদ্বেল জনতা পারে দাঁড়িয়ে রইল। যীশু এবার তাদের গল্পচ্ছলে উপদেশ দিতে লাগলেন।

'এক চাষী মাঠে গিয়েছিল বীজ বুনতে। কতগুলি বীজ দৈবক্রমে পথের ধারে পড়ল, কতক পাখিরা এসে খেয়ে নিল, কতক-বা পথচারীরা পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিল। কতগুলি বীজ পড়ল পাথুরে জমিতে, সেখানে মাটি অল্প, তাই সেগুলি তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হল, তারপর রোদ উঠলেই শুকিয়ে গেল। গভীর মাটি না পেলে শেকড় গজাবে কী করে, আর শেকড় না গজালে টিঁকবে কী করে? কত গুলি বীজ পড়ল কাঁটাবনে। কাঁটাগাছগুলো বড় হয়ে উঠতে বীজের অঙ্কুর বাড়তে পেল না, চাপা পড়ে মারা গেল। বাকি বীজ পড়ল ভালো মাটিতে, আর এইগুলিই অঙ্কুরের পল্লবে বেড়ে উঠে অঢেল ফসল দিল। যা আশা করা যায়নি তারও চেয়ে অজস্রগুণ বেশি ফসল দিল। তোমাদের মধ্যে যার কান আছে সে শোনো, যার মন আছে সে হৃদয়ঙ্গম করো।'

শিষ্যেরা বললেন, 'আপনি ওদেরকে উপদেশ সোজাসুজি না দিয়ে গল্পচ্ছলে উপমার সাহায্যে দিচ্ছেন কেন?'

'নইলে যে ওরা চোখ থাকতেও দেখতে পায় না, কান থাকতেও পায়না শুনতে। ওদের সম্বন্ধেই তো ইসাইয়ার ভবিষ্যৎবাণী হয়েছিল : ওরা শুনবে অথচ বুঝবেনা, দেখবে অথচ ধারণা করতে

পারবে না। বলতে গেলে, ওরা ওদের চোখ কান বন্ধ করে রেখেছে। মনও ওদের স্থূল হয়ে পড়েছে, সাধ্য নেই গভীর কিছু উপলব্ধি করে। তাই আমার দিকে মন ফেরাতে পারে না, আমার থেকে নিতেও পারে না আরোগ্য 'আরাম।' বলে যীশু শিষ্যদের উৎসাহিত করলেন ঃ ঈশ্বরের রাজ্যের রহস্যভেদ করবার অধিকার তোমাদের দেওয়া হয়েছে। তোমরা জ্ঞানধনে ধনী, তাই তোমাদের ধনরত্নই চিরদিন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যারা জ্ঞানধনে দরিদ্র, তারা চলে যাবে নিঃস্বতার অন্ধকারে।'

তারপরে যীশু তাঁর গল্পের ব্যাখ্যা করলেন ঃ

'বীজ– বীজ হচ্ছে ভগবানের বাণী। পথের ধারে পড়া মানে শুধু কানে শোনা, প্রাণে না উপলব্ধি করা। পাখিরা খেয়ে নিল বা পথ-চারীর গুঁড়িয়ে দিল—তার মানে, শয়তান এসে কেড়ে নিয়ে গেল। পাথুরে মাটিতে বীজ পড়া মানে ভগবানের বাণী পেয়ে ক্ষণিক আনন্দে মেতে ওঠা। মাটি পাথুরে ব.ল বীজে শেকড় জাগে না, অন্তরে বিশ্বাসও টেঁকসই হয় না। জীবনে দুর্যোগ দেখা দিলেই বিশ্বাস চলে যায়। আর কাঁটাবনে বীজ পড়া মানে কামনার রাজ্যে বসে ভগবানের বাণী শোনা। কাঁটাগাছে অঙ্কুর চাপা পড়া মানে সংসার-মোহ ও বিষয়াসক্তিতে মেতে সে বাণীকে ভুলে থাকা, বাদ দিয়ে দেওয়া। ফসল আর ফলে না। কিন্তু যে মাটি নম্রতায় স্নিগ্ধ ভালোবাসায় কোমল, যেখানে পাথর-কাঁকর নেই, আগাছা-জঙ্গল নেই, অর্থাৎ যে মানুষ ভক্ত ও তদ্গত, নিষ্ঠায় নির্বিচল, কামকণ্টক-শূন্য, সেখানে দেখ না ঈশ্বরবাণী কী অপরিমেয় ফসল ফলায়!'

কিন্তু কৃষক কি জানে কী করে বীজ অঙ্কুরিত হয়, কী করে পল্লবিত হয় মুকুলিত হয়, কী করে ফুলে ফলে ফসলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মানুষ কি জানে এই জীবনের রহস্য? মানুষ সৃষ্ট বস্তু নিয়ে অনেক কারুকার্য করতে পারে কিন্তু সে তো সৃষ্টি করতে পারে না। তাই তোমার যা করবার তাই করো পুরোপুরি, তারপর যিনি দেবার তিনি ঢেলে দেবেন।

'ভগবানের স্বর্গরাজ্যও এই রকম।' যীশু ব্যাখ্যা করলেন : 'কেউ যদি নিজের জমিতে বীজ বুনে শুধু জেগে ঘুমিয়েই তার দিন-রাত কাটিয়ে দেয়, তা হলেও, তাকে জানতে না দিয়েই সে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বাড়তে থাকবে। তার জমি আপনা-আপনিই ফসল ফলাবে। প্রথমে অঙ্কুর জাগবে, পরে শীষ বেরুবে, তারপর শীষের মধ্যে শস্যের নিটোল দানা দেখা দেবে। তুমি জানতেও পাবে না কি করে কী হল। তারপর যখন পরিপূর্ণ ফসল হবে, তুমি তাড়াতাড়ি হাতে কাস্তে নেবে। এবার ফসল কেটে বাড়িতে নিয়ে যাবার সময় এসেছে।'

তেমনি ঠিক মাটিতে বীজটি বপন করো, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঈশ্বরের শক্তিতে গড়ে উঠবে স্বর্গরাজ্য। গড়ে উঠবে অগোচরে, সর্বপ্রত্যক্ষের বাইরে, সাময়িক সমস্ত হিসেব-নিকেশের অতীত হয়ে।

স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে আরো একটি গল্প বললেন যীশু:

'একটি কৃষক তার জমিতে গমের বীজ লাগিয়ে ঘুমুতে গেল। সেই ফাঁকে তার শত্রু এসে সেই জমিতে শ্যামাঘাসের বীজ ছড়িয়ে দিলে। কালক্রমে দেখা গেল গমের শীষের পাশে শ্যামাঘাসের শীষ বেরিয়েছে। কৃষকের লোকেরা এসে কৃষককে বললে, আপনি কি জমিতে ভাল বীজ বোনেন নি? গমের মধ্যে তবে শ্যামাঘাস এল কী করে? কৃষক বললে, শত্রুতে করে গেছে। কৃষকের লোকেরা বললে, বলুন শ্যামাঘাসগুলো তুলে ফেলি। কৃষক বারণ করল। বললে, শ্যামাঘাস তুলতে গিয়ে হয় তো কিছু গমের গাছও তুলে ফেলবে। ফসল কাটার সময় পর্যন্ত ওদের একসঙ্গে বাড়তে দাও। তারপর কাটার সময় এলে শ্যামাঘাস আগে তুলে নেবে, জ্বালানির জন্যে আঁটি করে বেঁধে রাখবে। তারপর গম কেটে তুলবে আমার খামারে।'

স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে আর একটি রূপক রচনা করলেন যীশু :

'স্বর্গরাজ্য ক্ষুদ্র একটি সর্ষে-বীজের মত। একটি লোক তার জমিতে ছোট্ট একটি সর্ষের দানা পুঁতেছিল। বীজের মধ্যে এত ছোট্ট বীজ আর একটিও পাবে না। কিন্তু যখন এর গাছ জন্মায় সে আর সব

গাছগাছড়াকে ছাড়িয়ে যায়, পরে শাখা-প্রশাখা মেলে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়। তখন সেই বৃক্ষের ডালে পাখিরা এসে বাসা বাঁধে।'

একটি বিন্দু একটি কণা, একটি অণু, একটি রেণুর থেকে স্বর্গরাজ্যের সূচনা। ক্ষুদ্র একটি আরম্ভের থেকে এর সূত্রপাত। তোমার পবিত্র নগরী জেরুজালেমের আয়তন কত? তার অধিবাসীর সংখ্যা কত? আরো কত লোক সেখানে বাস করতে পারে। নিশ্চয়ই সে সংখ্যা অল্প, সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্বর্গরাজ্যের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, সেখানে সমস্ত পৃথিবী, এই পৃথিবী ছাড়িয়ে আরো অনেক-অনেক পৃথিবীর স্থান হতে পারে।

বিশাল বৃক্ষে বিচিত্র পাখির বসবাস। বিচিত্র পাখির কলরোল।

স্বর্গরাজ্যের কাজ চলে ভিতর থেকে গোপনে-গোপনে।

আরেকটি উপমা প্রয়োগ করলেন যীশু ঃ

'একটি স্ত্রীলোক খানিকটা খামি নিয়ে তিন সের ময়দার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিল। ফলে সমস্ত ময়দাটাই গেঁজে উঠল। স্বর্গরাজ্য এই রকম খামির মত।'

খামি যেমন সমস্ত ময়দাকে বদলে দেয় তেমন ঈশ্বরের শক্তি মানুষের সমস্ত জীবনের রূপান্তর ঘটাতে পারে।

তারপর যীশু জনতাকে বিদায় দিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। শিষ্যেরা বললেন, 'শ্যামাঘাসের উপমাটা আমাদের বুঝিয়ে দিন।'

যীশু বললেন, 'ক্ষেত হচ্ছে সংসার। যে ভালো বীজ বোনে সেই হচ্ছে মনুষ্য-পুত্র। যারা স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী তারাই হচ্ছে ভালো বীজ। শ্যামাঘাস হচ্ছে শয়তানের বংশধর। যে শত্রু শ্যামাঘাস বুনে গিয়েছিল সে স্বয়ং শয়তান। স্বর্গদূতেরাই শস্যকর্তক। শস্য কাটার দিন হচ্ছে জগতের শেষ দিন। জগতের শেষ দিনেই শ্যামাঘাস-রূপী শয়তানদের পোড়ানো হবে। মনুষ্য-পুত্রের নির্দেশে স্বর্গদূতেরা দুরাত্মা ও দুরাচারদের জড়ো করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবে। আর পুণ্যাত্মারা তাদের পিতার রাজ্যে সূর্য্যের মত প্রদীপ্ত হয়ে প্রতিভাত হবে।

যাদের কান আছে শোনো—শুনে রাখো। যাদের মন আছে হৃদয়ঙ্গম করো।

স্বর্গরাজ্য মাটির নিচে গুপ্তধনের মত। একটি লোক সেই গুপ্তধন দেখতে পেল। দেখতে পেয়েই আবার সে তা লুকিয়ে ফেলল। আবিষ্কারে তার এত আনন্দ হল যে তার যথাসর্বস্ব সে বিক্রি করে সেই জমিটা কিনে ফেলল।'

বোঝো এই উপমার তাৎপর্য। স্বর্গরাজ্যই হচ্ছে এই গুপ্তধন। লোকটি তার দৈনন্দিন কাজে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায়ই এই গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিল। কেউ তাকে কোনো খবর দেয়নি যে এ মাঠের অমুক জায়গায় গুপ্তধন গচ্ছিত আছে। নিজের জানা থাকলে সে ব্যক্তি নিজেই তা উদ্ধার করত, বলে বেড়াত না। লোকটির নিশ্চয়ই ছিল মাটি খোঁড়ার কাজ, আর গভীরে খনন না করলে গুপ্তধনের সাক্ষাৎ মিলত না। আবিষ্কারের পর দেখ তার কী অপার আনন্দ! সে-আনন্দে চূড়ান্ত স্বত্ববান হবে বলে সে তার সমস্ত বিষয়-আশয় বিক্রি করে গোটা জমিটাকেই দখল করে নিল। বলো সে কি ঠকেছে? ঠকেছে তো তার এত আনন্দ কেন?

আমাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই ঈশ্বর বিচরণ করছেন। একটু গভীরে তাকাও, দেখবে যীশুকে।

যেন বলছেন ঃ ভারী পাথরটাকে তোলো, দেখবে আমি লুকিয়ে আছি। গাছটাকে কুড়ুল দিয়ে বিদীর্ণ করো দেখবে সেই আমিই প্রচ্ছন্ন। কলম দিয়ে লেখ, সমস্ত মন ঢেলে তন্ময় হয়ে লেখ, দেখবে আমারই প্রতিকৃতি আঁকা হয়ে গেছে।

তারপর যীশু মুক্তোর উপমা দিলেন। এক বণিক মুক্তোর ব্যবসা করত। তার কাজই ছিল মুক্তো খুঁজে বেড়ানো। খুঁজতে-খুঁজতে সে একটি দামী মুক্তো দেখতে পেল। আর কথা নয়—ঐ মুক্তো তার চাইই-চাই। সেও তার সর্বস্ব বিক্রি করে দিয়ে মুক্তোটি কিনে নিল।

সবশেষে যীশু জালের উপমা দিলেন। বললেন, 'স্বর্গরাজ্য হচ্ছে

সেই জাল যা সমুদ্রে ফেললে সব মাছই আটকা পড়ে। জাল বোঝাই হয়ে গেলে জেলেরা তা টেনে তীরের উপর তুলে নেয়। মাছগুলোকে বাছাই করে। ভালগুলোকে তাদের ঝুড়িতে জমা করে, বাজেগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যখন শেষ দিন আসবে তখনও এমনি ধারা ঘটবে। স্বর্গদূতেরা এসে ধার্মিকদের থেকে দুর্জনদের আলাদা করে ফেলবে, তারপর ঐ দুষ্কৃতকারীদের নিক্ষেপ করবে অগ্নিকুণ্ডে। তাদের পরিত্রাণ নেই।'

স্বর্গরাজ্য বা ঈশ্বরের রাজ্য—যেখানে ঈশ্বরই একমাত্র রাজা, যেখানে সাম্য আর মৈত্রীই একমাত্র রাজনীতি। সারল্য আর ক্ষমাই যার প্রশস্ত রাজপথ। অহঙ্কার আর কপটতাই যার দুর্ধষ অন্তরায়।

ছুঁচের ছিদ্রে উট ঢুকবে কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে ধনী ঢুকতে পাবে না। ধন পাপ নয়, ধন বোঝা। বোঝা না ছাড়লে সোজা হবে কী করে? একমাত্র সোজারই সে-রাজ্যে ঢোকবার সহজ অধিকার।

ঈশ্বরকে ধরতে হলে নশ্বরকে ছাড়তে হবে।

কিন্তু সে রাজ্য কোথায়? সে রাজ্য এই পৃথিবীতেই। এই জীবনেই। সে আবার তোমার অন্তরের অন্তঃপুরে। সে-রাজ্য খোঁজো, আবিষ্কার করো, প্রতিষ্ঠিত করো। লাঙলে একবার হাত দিয়ে আর পিছন ফিরে তাকিয়ো না। আর সব কিছু যায়, ঈশ্বরকে ছাড়া যায় না।

যখন মানুষ বোঝে সে কত অসার কত অসহায় কত ক্ষুদ্র কত দুর্বল কত অজ্ঞান কত অসম্পূর্ণ আর বুঝে ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ নতিস্বীকার করে, তাঁর ইচ্ছার অনুবর্তী হয়, তখনই সে স্বর্গরাজ্যের দুয়ারে এসে পৌঁছয়।

সন্ধ্যে হলে যীশু শিষ্যদের বললেন, 'চলো আমরা এবার ওপারে যাই।' জনতার থেকে বিদায় নিয়ে যীশু সশিষ্য চললেন নৌকো করে। যে নৌকোয় বসে এতক্ষণ কথা বলছিলেন সেই নৌকোয়।

কিছুদূর এগুতেই সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠল। প্রচণ্ড ঝড়। সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ উঠল উত্তাল হয়ে। অন্ধ আক্রোশে আছড়ে পড়ল নৌকোর উপর। টালমাটাল নৌকোকে সামলানো দায়। এবার সবশুদ্ধ যায় বুঝি তলিয়ে।
যীশু কী করছেন ?

নৌকোর পিছন দিকে বালিশে মাথা রেখে পরম শান্তিতে ঘুমুচ্ছেন যীশু।

'প্রভু, আপনি এখনো চুপ করে আছেন, আমরা যে সবাই ডুবে যাচ্ছি।' শিষ্যরা যীশুকে ঘুম থেকে তুলে দিল।

'ডুবে যাচ্ছ!' যীশু বললেন তিরস্কারের সুরে, 'তোমরা এত ভীতু। তোমাদের এখনো বিশ্বাস হলো না?'

বিশ্বাস!

'হ্যাঁ, পরিপূর্ণ বিশ্বাস। যে কালে যীশু আমার সঙ্গের সাথি হয়ে আছেন আমার আর কোনো বিপদ নেই। যখন আমি যীশুকে ধরে আছি কোনো ঝড়ের সাধ্য নেই আমাকে আশ্রয়চ্যুত করে, কোনো তরঙ্গের সাধ্য নেই আমাকে ভাসায়-ডোবায়, গরঠিকানায় নিয়ে যায়।

যীশু ঝড়কে ক্ষান্ত হতে বললেন। ঝড় নিমেষে থেমে গেল। সমুদ্রকে বললেন, শান্ত হও। সমুদ্র স্তব্ধ হয়ে গেল।

শিষ্যরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলাবলি করতে লাগল, ঝড় আর সমুদ্রও এঁর আদেশ পালন করে কে এই মহাপুরুষ।

এ ঝড় কি শুধু প্রাকৃতিক ? এ ঝড় আঘাতের ঝড়, দুঃখ শোকের ঝড়, প্রলোভনের ঝড় আর এ সমুদ্র চিন্তার সমুদ্র, সংশয়ের সমুদ্র, অনিশ্চয়-তার সমুদ্র। একবার যীশুর সান্নিধ্যটি উপলব্ধি করো, ঝড় উড়ে গিয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে সমুদ্র। যীশুকে কাছে এনে বসাতে পারলে আর কে তোমাকে প্রলুব্ধ করবে, কে বিভ্রান্তি ঘটাবে ? তখন তো সমস্ত স্থির, সমস্ত নিঃসংশয়। তখন কোথায় ক্ষত, কোথায় ক্ষতি, কোথায় অভাব-অনটন ! তখন আর ঝড় নেই, তখন শুধু প্রীতির দক্ষিণ সমীরণ, তখন আর দুষ্পার জলধি নেই তখন শুধু প্রেমের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ।

গ্যালিলির ওপারে গেরাসিন অঞ্চলে নামলেন যীশু।

কিন্তু তীরে নেমেই একটি অদ্ভুত লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা। লোকটি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, হাতে পায়ে ছিন্ন শিকলের চিহ্ন। যীশুকে দেখেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠল, 'আমি আপনার কী করেছি ? আমাকে কেন যন্ত্রণা দিচ্ছেন ?'

আসলে লোকটি ভূতগ্রস্ত, দেখামাত্রই যীশু আদেশ করেছিলেন লোকটি নির্মুক্ত হোক, তাই অপদূতের এই কাকুতি। পরমেশ্বরের পুত্র যীশু আমাদের আর আপনি কষ্ট দেবেন না, আমাদের ছেড়ে দিন।

লোকটির শরীরে অপদূতেরা দিব্যি বাসা বেঁধেছে। উন্মাদের মত বিচরণ করে লোকটি, কখনো বা কবরখানায় পড়ে থাকে। উন্মত্ততা বাড়লে হাতে-পায়ে শিকল না চাপিয়ে উপায় থাকে না। মাঝে-মাঝে প্রমত্ত শক্তিতে সে-শিকলও সে ছিঁড়ে ফেলে। আবার সে অবন্ধনে ঘুরে বেড়ায়।

এখন যীশুর সান্নিধ্যে এসে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক উঠেছে !

'তোমার নাম কী ?' লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন যীশু।

'আমার নাম ? আমি তো একলা একজন নই, আমার ভিতরে যে এক দঙ্গল অপদূত। তাই আমার নাম দঙ্গল।'

'বেশ, সবাই বেরিয়ে এস, লোকটিকে রোগমুক্ত হতে দাও।'

অপদূতের দল মিনতি করল, আমাদের নরকে পাঠাবেন না।'

'তোমরা তবে কোথায় যেতে চাও?

'ঐ যে পাহাড়ের গায়ে একপাল শুয়োর চরছে, ওদের শরীরে আমাদের ঢুকিয়ে দিন।'

'বেশ, তাই হোক।'

অপদূতেরা শুয়োরের শরীরে গিয়ে ভর করতেই শুয়োরের দল পাহাড় বেয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এসে নিচে হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর ডুবে মারা গেল।

লোকটি ভালো হয়ে গেল। তার দেহে-মনে রোগের কলঙ্ককালিমার স্পর্শটুকুও রইল না।

শুয়োরগুলোকে মরতে দেখেই লোকটি তার আরোগ্যকে চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করতে পারল। বিশ্বাস করতে পারল অপদূতের দল তাকে ছেড়ে চিরকালের মত বিদায় নিয়েছে।

কিন্তু যাদের শুয়োর তারা প্রমাদ গুনল। এ কী অঘটন! নিদারুণ ভয় পেয়ে তারা পালিয়ে গেল সেখান থেকে, শহরে-গাঁয়ে গিয়ে বলতে লাগল, কী অসম্ভব ঘটনা তারা প্রত্যক্ষ করেছে।

কী ব্যাপার, চলো দেখে আসি।

দলে দলে লোক এসে জমতে লাগল নদীতীরে।

ঐ সেই শিকল-বাঁধা পাগলটা না? এ কী, দিব্যি কাপড় জামা পরে ভদ্র সেজে যীশুর পায়ের কাছে বসে আছে। কী আশ্চর্য, স্বাভাবিক চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে, সকলকে স্নিগ্ধ হাস্যে অভিনন্দন করছে। তার জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে এসেছে দেখছি, অপদূতগুলো সত্যিই তবে বিতাড়িত হল!

সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। কিন্তু যারা ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখেছে তাদের বিস্ময়ের চেয়ে আতঙ্কই বেশি হল। তারা দলবল নিয়ে যীশুকে গিয়ে ধরল, আপনার এখানে থেকে কাজ নেই, আপনি ফিরে যান।

যীশুর বিরুদ্ধে জনমত দানা বাঁধতে সুরু করল।

যীশু তাঁর নৌকোয় গিয়ে উঠলেন। দেখলেন সেই ভালো-হওয়া লোকটি বসে আছে এক পাশে! এ কী, তুমি আর কী চাও?

'আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

'না। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আর ভগবান তোমাকে কী করুণা করেছেন সেই কথা সকলকে বলে বেড়াও।'

লোকটি নতমস্তকে যীশুর আদেশ মেনে নিল। ফিরে গেল স্ব-বাসে। ভগবানের করুণার কথা বলতে লাগল সবখানে।

ভগবানের করুণার কথা বলতে পারাটাও ভগবানের করুণা।

যীশু আবার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ফিরে এলেন এপারে।

বিরাট জনতা অপেক্ষা করছিল আকুল হয়ে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে ইনি কে?

'আমি জেইরুস, আমি এখানকার সমাজগৃহের অধ্যক্ষ। বলেই সে যীশুর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠল: 'একবারটি আমার বাড়ি চলুন। আমার বারো বছরের মেয়েটির মুমূর্ষু অবস্থা। আপনি করুণা করে ওকে নিরাময় করে দিন। ওই আমার একটিমাত্র সন্তান, আমার আর কেউ নেই।'

কত বড় একজন মান্য ব্যক্তি। সমাজগৃহের অধিকর্তা। কত তার প্রতাপ, কত তার প্রাবল্য। কত তার জনবল অর্থবল, কত তার পরাক্রম। কিন্তু কিছু দিয়েই বুঝি মৃত্যুকে আর রোধ করা যাচ্ছেনা। তখন যীশুর কথা মনে পড়েছে। যে সমাজগৃহের দ্বার যীশুর জন্যে আর অবারিত নেই সেই যীশুকে সে এখন মনে-প্রাণে ভগবান বলে মানছে, সকাতরে করছে মেয়ের প্রাণ-ভিক্ষা। কোথায় তার সেই অহঙ্কার, তার সম্ভ্রম-গৌরব, তার আভিজাত্যের আস্ফালন।

'আপনি একবার আমার মেয়েকে স্পর্শ করুন, সে ভালো হয়ে যাক।' হাতের স্পর্শে রোগ সেরে যাবে, কোথায় জেইরুসের সেই কুসংস্কারের বক্তৃতা। তার ডাক্তারেরা কোথায়?

'চলুন দেরি করবেন না।' মেয়ের প্রাণের বাইরে আর কিছুতেই জেইরুসের লক্ষ্য নেই।

'চলো।'

যীশু এগিয়ে চললেন, বিশাল জনতাও চলল তার পিছু পিছু।

চার দিক থেকে ভিড়ের চাপ ঘিরে ধরেছে যীশুকে। তবু যথাসম্ভব স্পর্শ বাঁচিয়ে চলছে জনতা। জেইরুস তো সকলের পিছে, নগণ্যদের মাঝখানে।

হঠাৎ যীশু জিজ্ঞেস করে উঠলেন : 'কে আমাকে স্পর্শ করল ?'

পাশের শিষ্যেরা বললে, 'চার দিক থেকে লোক আপনাকে চেপে রয়েছে। এর মধ্যে কে এমন বিশেষ করে ছুঁয়েছে আপনাকে।'

'না, ছুঁয়েছে। ছোঁয়ামাত্র আমার শরীর থেকে একটা শক্তি বার হয়ে গেছে। বলো কে আমাকে ছুঁয়েছে ?'

ভিড়ের মধ্যে একটি রমণীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন যীশু। এই রমণীটি বারো বছর ধরে কঠিন স্ত্রীরোগে ভুগছিল। অনেক চিকিৎসা করেছে, করেছে অনেক অর্থব্যয় কিন্তু কোনোই সুরাহা হয় নি। তারপর শুনেছে যীশুর কথা। শুনেছে তাঁর স্পর্শ পেলে সমস্ত রোগ সেরে যায়, আমি যদি পাই, আমার অসুখও সেরে যাবে। আমি তাকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে ডেকে আনি এমন আমার সঙ্গতি কী ? সাধারণের একজন হয়ে দেখি লুকিয়ে কোনো কৌশলে তাঁকে ছুঁতে পারি কিনা। আমি বিশ্বাস করি আমি যদি তাঁর বস্ত্রের প্রান্তটুকুও ছুঁতে পারি তা হলেও আমি নীরোগ হয়ে যাব। এমন কখনো হতে পারে না যে গরিব বলে তুচ্ছ বলে আমার বেলায় তাঁর স্পর্শ ব্যর্থ হবে।

আরোগ্যের আগ্রহে রমণী বুঝি বস্ত্রপ্রান্তের একটু বেশি দূর পর্যন্ত হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু সেটুকু স্পর্শেই তার রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। রমণী অনুভব করল তার ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেছে, তার অসুখ এখন অতীতের কাহিনী।

কিন্তু যীশু যখন তলব করলেন, কে আমাকে ছুঁয়েছে, তখন সেই রমণী ভয়ে কাঁপতে লাগল। কিন্তু সত্যে ভয় কোথায়, রমণী লুকিয়ে না থেকে এগিয়ে এসে যীশুর পায়ে পড়ল। যা বলবার বললে সব প্রকাশ করে। কিন্তু প্রভু, আপনার কৃপায় আমি ভালো হয়ে গেছি, সেই কৃপা কি আপনি আবার ফিরিয়ে নেবেন ?

যীশু উদারস্বরে বললেন, 'না। তোমার বিশ্বাসই তোমাকে নিরাময় করেছে। তোমার চিরন্তন কুশল হোক।'

রমণীকে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে দিলেন না যীশু। তার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু মিটিয়ে দিলেন।

কিন্তু জেইরুসের মেয়েটির খবর কী? সেখানে যেতে কি যীশু দেরি করে ফেলছেন না? ঠিক তাই। কথা বলছেন যীশু, জেইরুসের বাড়ি থেকে খবর এল মেয়েটি ইতিমধ্যে মারা গেছে!

মারা গেছে? জেইরুস আর্তনাদ করে উঠল।

'তবে আর প্রভুকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?' সংবাদদাতা বললে, 'উনি ফিরে যান।'

যীশু জেইরুসকে বললেন, 'কোনো ভয় নেই। শুধু বিশ্বাস রাখো।'

জেইরুসের বাড়িতে পৌঁছে শুধু তিনজনকে সঙ্গে নিলেন যীশু—পিটার, জাকোব ও জাকোবের ভাই জোহন। আর সবাই বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল।

বাড়ির মধ্যে মেয়েটির শোকে ভীষণ কান্নাকাটি পড়ে গেছে। বেশি কাঁদছে বাবা, ততোধিক কাঁদছে মা। 'তোমরা এত কাঁদছ কেন?' স্নিগ্ধস্বরে শুধোলেন যীশু। 'বললেন, তোমাদের মেয়ে তো মারা যায় নি। সে তো ঘুমুচ্ছে।'

ঘুমুচ্ছে! সকলে বাঁকা ঠোঁটে পরিহাস করে উঠল।

'মেয়েটি কোন ঘরে আছে?' আর সকলকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে যীশু তাঁর নিজের তিন শিষ্য ও সস্ত্রীক জেইরুসকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরের ঘরে মেয়েটির বিছানার কাছে গেলেন। বারো বছরের বালিকা চিত্রার্পিতের মত শুয়ে আছে বিছানায়। তার একখানি হাত যীশু নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'খুকি, ওঠো।'

বাতাসে বালিকার নিশ্বাস ফিরে এল। সে তক্ষুনি উঠে বসল বিছানায়, পরে বেশ চলে-ফিরে বেড়াতে লাগল।

যীশু জেইরুসকে বললেন, 'মেয়েকে কিছু খেতে দাও। আর সাবধান, এ ঘটনার কথা যেন কেউ না শোনে।'

যখন জেইরুস তার স্ত্রীকে নিয়ে মেয়ের শয্যাপার্শ্বে এসে পৌঁছয় তখন তার স্ত্রী কল্পনাও করেনি মেয়ে আবার নিশ্বাস ফেলবে। সে তো তখন নিরাশার প্রতিমূর্তি। কিন্তু জেইরুস? সে বোধহয় মৃত্যুর সামনে বসেও বিশ্বাসকে ম্রিয়মাণ হতে দেয়নি। তার বোধহয় তখনো বিশ্বাস যীশুর কৃপাশক্তির কোনো সীমারেখা নেই। এমন কোনো শক্তি নেই, এমন কোনো শত্রু নেই—মৃত্যুও নয়, যা ঐ কৃপাশক্তি পরাভূত করতে পারে না। কিন্তু যীশুর সেই কৃপাকে কী করে আকর্ষণ করবে? করবে শুধু বিশ্বাসে। বিশ্বাস আসবে কিসে? বিশ্বাস আসবে শুধু ভালোবাসায়। কেনই বা যীশুকে ভালোবাসব? কেন ভালোবাসবে? একবার তাকাও তাঁর দিকে, তাঁর মুখের দিকে। তাঁর জীবনের দিকে। তাঁর মৃত্যুর দিকে। কি, আসবে না, জাগবে না ভালোবাসা?

যীশু নিজের পথ ধরে যাচ্ছেন এগিয়ে, দুজন অন্ধ তাঁর পিছু নিল।

কী করে চিনল তারা যীশুকে? লোকজন, ব্যস্ততা, কিছুটা বা কোলাহল থেকে তারা অনুমান করল। কিংবা বাতাসে কোনো অপার্থিব সৌরভের আভাস পেয়ে।

'হে ডেভিডের পুত্র', যীশুকে নতুন সম্ভাষণে চিহ্নিত করল অন্ধেরা, বললে, 'আমাদের দয়া করুন।'

ডেভিডের পুত্র তো ইহুদিদের মুক্তি এনে দেবে, প্রতিষ্ঠিত করবে মহত্ত্বে ও বৃহত্ত্বে—পৃথিবীবিজয়ে। সেই অর্থে যীশুই তো ইহুদিদের মুক্তিদাতা বলে সম্বোধিত হচ্ছে। আমাদের দয়া করুন, আমাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন।

যীশু ধীরে-ধীরে তাঁর থাকবার জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন অন্ধ দুটিও তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে চলে এসেছে সারা পথ। তাহলে ওদের বোধহয় বিশ্বাস আছে। বিশ্বাস আছে বলেই তো এই আগ্রহ।

যীশু জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যে তোমাদের সারাতে পারব এ বিশ্বাস কি তোমাদের আছে?'

যীশু সরাসরি অন্ধের চোখে হাত রাখলেন না, তাদের বিশ্বাসকে যাচাই করতে চাইলেন। এত দিনের অন্ধতা কি মানুষের হাতের ছোঁয়ায় বিগলিত হতে পারে?

নিশ্চয় পারে, যদি সে আপনার হাত হয়। আমাদের সেই বিশ্বাস আছে।

যীশু দুই অন্ধের মুদ্রিত চোখে তাঁর হাত রাখলেন। বললেন, 'আর কিছু নয়, তোমাদের বিশ্বাস যেন ব্যর্থ না হয়।'

তাদের মুদ্রিত চোখ পলকে বিস্ফারিত হল, চোখে ফিরে এল দৃষ্টির ক্ষমতা। যীশু বললেন, এ ঘটনার কথা যেন কেউ জানতে না পারে।

দৃষ্টি ফিরে-পাওয়া লোক দুটি উজ্জ্বল চোখে চার দিকে তাকাতে লাগল—না, যীশু ছাড়া কেউ নেই কোথাও আশে-পাশে। এখন এখানে শুধু তারা দুজন আর একাকী যীশু। যীশু তাদের দুজনকে তাঁর একাকীত্বে ডেকে এনেছেন, তাঁর সম্মুখীন করেছেন। বলো আমি যেখানে নিঃসঙ্গ, নিরাভরণ, সেই নির্জন নিভৃতে আমাকে তোমরা বিশ্বাস করো? বিশ্বাস করো আমি সমর্থ, আমি সম্পূর্ণ, আমি সর্বার্থসাধক? আমি তোমাদের চক্ষু দিতে পারি?

পারো, শুধু চর্মচক্ষু নয়, তুমি আমাদের দিব্যচক্ষুও দিতে পারো। অন্তরঙ্গ নিভৃতিতে এসে বলছি, তোমাকে আমরা নিরঙ্কুশ বিশ্বাস করি। তুমি আমাদের শুধু চক্ষুষ্মানই করতে পারো না, আমরা জীবনে যা চূড়ান্ত হয়ে উঠতে পারি তুমি তাই আমাদের করে তুলতে পারো।

এ ঘটনার কথা যেন কাউকে বোলো না। বলো, পলকে রুদ্ধ অন্ধকারের দরজা খুলে গেল, সমস্ত সংসার আলোকে-পুলকে ভরে উঠল, এ কি রাষ্ট্র না করে পারি? আকাশে সূর্য-চন্দ্র দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পেয়েছি ঈশ্বরকে, করুণাময় যীশুকে—এ কি গোপন করে রাখবার মত কথা?

যীশু অবশেষে নিজের শহরে, নাজারেথে ফিরে এলেন। কিন্তু নাজারেথই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে। তাঁকে পাহাড়ের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইল।

মহর্ষি ইসাইয়া কী লিখে গেছেন তাঁর গ্রন্থে? যীশু গ্রন্থ খুলে পড়তে লাগলেন জনতার সামনে। লিখে গেছেন: 'পরমাত্মা আমাতে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। কেন, কী তাঁর নির্দেশ? তাঁর নির্দেশ দরিদ্রকে কুশল-সংবাদ দাও, আশাহীনকে আশা জোগাও, বন্দীকে মুক্তি পাইয়ে দাও, অন্ধকে ফিরিয়ে দাও তার দৃষ্টিশক্তি। আর অত্যাচারে যে নির্যাতিত তার

দুঃখের অবসান ঘটাও।' পরে যোগ করলেন: 'শাস্ত্রে যে কথা লেখা আছে সে কথা এতদিনে ফলল—কি, তাই নয়?'

'গেঁয়ো যুগী ভিখ পায় না।' নিজের দেশে গুণীর আদর নেই। সকলে তাই বলাবলি করতে লাগল: 'এত কথা ও শিখল কোত্থেকে? ও সেই ছুতোর যোসেফের ছেলে নয়? ওর মা ভাই-বোনেরা এখানেই বাস করে না?'

আমি জানি তোমরা কী বলবে। বলবে, চিকিৎসক, তুমি নিজেকে নিরাময় করো। কাফারনাউমে যে সব অলৌকিক কাণ্ড করেছ তাই এখানে করে দেখাও। মহর্ষিরা কে কবে নিজের দেশে সম্মান পেয়েছে?

যীশু নিজের দেশবাসীদের সঙ্কীর্ণতার সমালোচনা করলেন! সকলের অসহ্য লাগল। ক্রোধে ফেটে পড়ল জনতা। সামান্য ছুতোর, তার এত বড় স্পর্ধা? আমরা ক্ষুদ্র, আমরা অপরিচ্ছন্ন? লোকটাকে শহর থেকে দূর করে দাও। ওর মুখদর্শনও পাপ।

কতগুলি লোক যীশুকে ধরে পাহাড়ের ধারে টেনে নিয়ে গেল। ওকে নিচে গহ্বরে নিক্ষেপ করো।

যীশু জোর করে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলেন। বেরিয়ে এলেন ব্যূহ থেকে। চলে গেলেন আপন মনে, আপন পথে।

তারপর ডাকলেন বারো জন শিষ্যকে। প্রত্যেককে তিনি শক্তি দিলেন যেন রোগীদের নিরাময় করতে পারে, শাসন করতে পারে অপদূতদের। শুধু শক্তি নয়, অধিকার। শরীর যেখানে যন্ত্রণাহত সেখানে প্রাণে ভক্তির আনন্দ আসে কী করে? কী করে তা ঈশ্বরের মন্দির হয়ে ওঠে? সুতরাং যারা রোগী তাদের নীরোগ করো। আর যতক্ষণ কুৎসিত পাপাত্মাদের প্রভাব চলেছে ততক্ষণ কী করে আসবে স্বর্গরাজ্য? সুতরাং ঐ পাপিষ্ঠ প্রেতাত্মাদের বিনাশ করো।

শিষ্যদের আরো উপদেশ দিলেন যীশু: দেখো বিজাতীয়দের রাস্তায় হেঁটো না, ঢুকো না কোনো সামারিয় শহরে। শুধু ইস্রায়েলের পথভ্রান্তদের দরজায় গিয়ে দাঁড়াও। বলো, ঘোষণা করো, স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠার আর দেরি নেই। দুঃস্থকে সুস্থ করো, কুষ্ঠক্লিষ্টকে পরিচ্ছন্ন করে তোলো। শুধু তাই নয়, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করো। যেমন সব বিনাদামে পেয়েছ

তেমনি সব বিনাদামে বিতরণ করো। সোনা না, রুপো না, একটি তামার পয়সাও নেবে না তোমার থলেতে, মনে রেখো, কোনো ঝুলি-ঝোলাও থাকবে না সঙ্গে। দ্বিতীয় জামা বা জুতো বা লাঠি নেবে না—যেমন তুমি শ্রমিক তেমনি তোমার মজুরি হওয়া উচিত। শহরে বা গাঁয়ে ঢুকেই খোঁজ নিয়ে দেখবে কার বাড়িতে আতিথ্য নেওয়া যায়, কে সে যোগ্য লোক। আর যতদিন সেখানে থাকবে ঐ বাড়িতেই থাকবে। গৃহস্বামীর মঙ্গলকামনা করবে। আর সে যদি উপযুক্ত না হয় তোমার মঙ্গল তোমাতেই থাকবে, ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। কোনো শহর বা গ্রাম যদি তোমাদের গ্রহণ না করে, যদি তোমাদের নিঃস্বার্থ উপদেশে কান না দেয়, তাহলে সে স্থান তক্ষুনি ত্যাগ করবে, তোমাদের পায়ে যেন সে জায়গার এক কণা ধুলোও না লেগে থাকে। বিচারের দিনে দেখো না সে জায়গার কী দশা হয়।'

বারো জন শিষ্য বারো জন মঙ্গল-দূত বেরিয়ে পড়ল প্রচারে। শুধু বাক্য-বিতরণে নয়, আরোগ্যসাধনে।

পাপের জন্যে অনুতাপ করো, পাপের জন্যে অনুতাপ করো! অনুতাপই নিয়ে আসবে ভগবানের সঙ্গ-সুধা, ভগবানের করুণাসিঞ্চন।

এ দিকে ভয়াবহ সংবাদ। হেরডের কারাগারে দীক্ষাগুরু জনের শিরশ্ছেদ হয়েছে।

হেরড এণ্টিপাসের জন্মদিন। ম্যাচেরো দুর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ, সেখানে বিপুল সমারোহে উৎসব হচ্ছে। নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে সব রাজরাজড়ার দল, গ্যালিলির অভিজাত সমাজ—সমাজের যারা শিরোমণি। আর উৎসব মানেই নাচ গান পান-ভোজন। শুধু স্ফূর্তির ফোয়ারা! মদিরার স্রোত।

নাচছে কে?

নাচছে সালোমি। তন্বঙ্গী তরুণী, রাণী হেরোডিয়সের প্রথম পক্ষের মেয়ে। দেখতে অপরূপ সুন্দরী, কনকের রেখায় যেন বিদ্যুতের লিপিকা। নাচ দেখে অতিথিরা সম্মোহিত। ক্রমে সেই সম্মোহন উন্মাদনার রূপ নিল।

অতিথিরা তৃপ্ত, মত্ত, উদ্বেলিত, এ দৃশ্যে এণ্টিপাসেরই বেশি উৎসাহ। আর গর্বের আসনে নীরবে এক পাশে বসে আছে হেরোডিয়স। যেন সমস্ত দৃশ্যটি তারই নির্মিত।

এত সুন্দর নাচছে মেয়েটা, ওকে কেউ কিছু একটা পারিতোষিক দেবে না?

হেরড অভিভূত হল। সালোমিকে কাছে ডেকে এনে বললে, 'তুমি কী নেবে? যা চাইবে তাই দেব তোমাকে।'

'সত্যি?'

'যা চাইবে তাই। যদি বলো তো অর্ধেক রাজত্ব তোমাকে দিয়ে দিই।'

সালোমি তার মায়ের কাছে পরামর্শ চাইল। কি চাইব?

হেরোডিয়স মেয়ের কানে কানে বললে, 'দীক্ষাগুরু জনের ছিন্নমুণ্ড চেয়ে নাও।'

'বলো কী তোমার ইচ্ছে?' সালোমিকে ফের জিজ্ঞেস করল হেরড।

'আমার ইচ্ছে দীক্ষাগুরু জনের কাটা মাথাটি আমাকে উপহার দেন। মায়ের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট-স্বরে বললে সালোমি।

হেরডের বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। এ কী অমানুষিক প্রার্থনা! ধন-দৌলত নয়, রাজরাজ্য নয়, নয় বা সৌধ-অট্টালিকা। চাইছে কিনা ছিন্ন মুণ্ড! তাও কিনা এক জটাজুটধারী নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর।

'আমি চাইছি সে কাটা মাথাটি থালায় সাজিয়ে আমাকে উপহার দেন।' সালোমি বললে।

রাণীর দিকে তাকাল একবার হেরড। সে মুখে ক্ষমা নেই, দয়া নেই, শ্রদ্ধা নেই। কী স্পর্ধা সন্ন্যাসীর যে বিয়ের জন্যে রাজারাণীকে তিরস্কার করে? রাজ-আচরণের সমালোচনা করার তার অধিকার কী?

তবু হেরডের বিবেকে ক্ষুদ্র একটু দংশন ছিল কিন্তু রাণী হেরোডিয়স নীরন্ধ্র নির্দয়তা। আর কামান্ধ স্বামীর সাধ্য নেই স্ত্রীর ইচ্ছার অন্যথা করে।

এক্ষেত্রে তো শপথরক্ষা। সমবেত অতিথির সামনে সে উঁচু গলায় কথা দিয়েছে। কোনো উপায় নেই যে কথা ফিরিয়ে নেয়, প্রহরীকে হুকুম করে, সাধুকে মুক্ত করে দাও।

প্রহরী কোথায়, জল্লাদকে ডেকে হেরড হুকুম করল, 'কারাগারে বন্দী সাধু জনের শিরশ্ছেদ করো। তারপর তার কাটা মাথা থালায় করে নিয়ে এস। হ্যাঁ, আমরা দেখব, সকলে দেখবে।'

ঘাতক কারাকক্ষে প্রবেশ করল। জন কী তখন ঘুমিয়ে ছিলেন, না কি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসে ছিলেন তন্ময় হয়ে?

ঘাতক রাজাদেশ ঘোষণা করল।

'আমি প্রস্তুত।' নির্ভীক কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন জন: 'আমার মৃত্যুতে ভয় নেই। আমার মৃত্যুও নেই। আমার কাজ সাঙ্গ হয়েছে। আমার ভবিষ্যৎ-বাক্য ফলেছে। আমি যাঁর অগ্রদূত হয়ে এসেছিলাম তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। তিনিই মুক্তিদাতা, তিনিই বিশ্বত্রাতা। আমার পরম আনন্দ, আমিই তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছি।'

কারাকক্ষে প্রথম রক্তপাত হল।

জনের ছিন্ন মুণ্ড থালায় করে এনে দিল ঘাতক। সেই থালা হেরড সালোমিকে উপহার দিল। সালোম নিয়ে এল মা'র কাছে—এই নাও। এই দেখ।

রাণী দেখল তার অহঙ্কারের চরিতার্থতা। আর রাজা হেরড? সে দেখতে লাগল রক্তাক্ত বিভীষিকা। শুনতে লাগল বিবেকের আর্তনাদ।

জনের মৃত্যু তো সত্যের জন্যে মৃত্যু, সত্যভাষণের জন্যে মৃত্যু। পাপকে তিনি পাপ বলতে পেরেছেন, পেরেছেন ভর্ৎসনা করতে। সে পাপ রাজার ঘরে আছে বলে তিনি ভয় পাননি। সত্য বলার দুঃসাহসে মৃত্যুবরণ করতে হয় তাতেও তিনি সম্মত। নিষ্কপটে সত্য বলে যাব, পাপের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে কোনো সর্তে মীমাংসা করব না। না, রাজার সঙ্গেও না, রাজকীয়ের সঙ্গেও না।

আমাদের জীবনে জনের জীবন এক রক্তাক্ত প্রার্থনা—প্রভু, আমরা যেন সত্য বলি, সত্য আচরণ করি আর তুমিই যে একমাত্র সত্য সেই বোধে বিকশিত হই।

দীক্ষাগুরু জনের মৃত্যুর খবর রাষ্ট্র হয়ে গেল। তাঁর শিষ্যেরা কাতর হয়ে ছুটে এল রাজদ্বারে। ছিন্নশির দেহ নিয়ে গেল বহন করে। সমাধিস্থ করলে।

তাদের এত বড় দুঃখের কথা তারা এখন কার কাছে বলবে? তারা এখন কার দিকে তাকাবে?

তারা যীশুকে গিয়ে বললে। যীশু ছাড়া আর কে আছে? জনই তো যীশুকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যীশুই তো তাদের রাজার রাজা, জ্যোতির জ্যোতি, সত্যের সত্য।

জনের যে কজন শিষ্য ছিল সবাই যীশুর শিষ্য হয়ে গেল।

কিন্তু হেরডের মনে শান্তি নেই—কে এই যীশু? মাঝে-মাঝে তাঁর কীর্তি-কাহিনীর কথা তার কানে আসে আর সে চমকে ওঠে কে এই অলৌকিক পুরুষ?

কেউ-কেউ বলে, জনই আবার ফিরে এসেছেন।

'জন আবার ফিরে আসে কী করে? আমি তো তাঁর শিরশ্ছেদ করেছি।'

'এ বুঝি তবে এলিয়র আত্মপ্রকাশ।' কেউ কেউ আবার অন্য কথা বলে।

'নয়তো বা কোনো পুনর্জীবিত মহর্ষি।'

'আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না। আমি তাঁকে দেখতে চাই। আমার উৎকণ্ঠা দূর করো।'

যীশুর বারোজন দূত-শিষ্য যীশুর কাছে এসে মিলিত হল। কে কী কাজ করেছে, কী ভাবে প্রভুর আদেশ নির্বাহ করেছে, দিতে লাগল তার উদ্দীপ্ত বর্ণনা।

এর মত আনন্দের আর আছে কী। একবার প্রভুর থেকে আদেশ নিয়ে সংসারের কাজে বেরিয়ে পড়ো, আবার সংসারের কাজ সমাধা করে প্রভুর নিভৃতিতে ফিরে এস। যেমন কাজ দরকার তেমনি আবার বিশ্রাম দরকার। যেমন জনতার সঙ্গ দরকার তেমনি দরকার নির্জনতার স্পর্শ।

ঈশ্বরকে নিয়ে বিশ্রাম করো, ঈশ্বরকে নিয়ে নির্জন হও!

প্রভু বললেন, 'খুব ক্লান্ত হয়েছ, এখন নির্জনে গিয়ে তোমরা একটু বিশ্রাম করে নাও।'

কোথায় যাবে, প্রভুর সান্নিধ্যে এখানেও তো বহু লোকের আনাগোনা। শিষ্যেরা খেতে পর্যন্ত সময় পাচ্ছে না। কোথায় তাদের জন্যে বিশ্রাম লেখা আছে?

চলুন আমরা নৌকো করে পালাই!

শিষ্যেরা নৌকো নিয়ে এল। তাদের সঙ্গে যীশুও নৌকোয় উঠলেন। চললেন বেথসৈদা গ্রামের দিকে। নির্জনতার সন্ধানে।

কিন্তু কোথায় পালাবে? আমরা যে তোমাকে দেখে নিয়েছি, চিনে ফেলেছি। আমরাও যে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। আমাদের খিদে মেটাও, আমাদের ক্লান্তি হরণ করো।

আর আমরা যে দ্রুত ছুটতে পারছি না, আমরা রুগ্ন, অসমর্থ।

সবাই ছুটল বেথসৈদার উদ্দেশে!

নৌকো থেকে নেমে যীশু দেখলেন বিপুলতর জনতা। মনে হল যেন রাখালহীন মেষের দল, পথ চেনে না, প্রান্তর চেনে না, জানে না কোথায় তাদের খাদ্য। আর রাখাল যদি না থাকে কে তাদের রক্ষা করবে বিপদ থেকে? বৃষ্টি নামলে কে দেবে আচ্ছাদন?

আমাদের কিছু বলুন।

যীশু তাদের ভগবানের রাজ্যের কথা বোঝাতে লাগলেন।

দিন শেষ হয়ে এল তবু জনতা স্থানচ্যুত হয় না। শিষ্যেরা উপবাসী, রাত্রিও তাদের অনাহারে কাটবে নাকি? আর এ বৃহৎ জনতা যদি এখুনি অপসৃত না হয় তবে তারাই বা পরে কোথায় থাকবে, কী খাবে?

শিষ্যেরা তখন যীশুকে বললে, 'জনতাকে বলুন চলে যাক, আশেপাশের গ্রামে চাষীদের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করুক। এখানে তো আমরা এক মরুভূমির মধ্যে বসে আছি।'

'তোমাদের কি মনে হয় না তোমাদেরই এদের খেতে দেওয়া উচিত?'

'আমরা কোত্থেকে দেব? আমাদের কাছে কিছু নেই।'

শিষ্য ফিলিপকে ডাকলেন যীশু। জিজ্ঞেস করলেন, 'এত লোককে খাওয়াতে ক'টাকার রুটি লাগবে মনে হয়?'

'প্রত্যেককে কিছু কিছু করে দিলেও দুশো টাকার রুটিতেও কুলিয়ে উঠবে না।' বললে, ফিলিপ, 'তা-ছাড়া অত রুটিও বা একসঙ্গে কোথায় পাওয়া যাবে জানি না।'

'তোমাদের কার কাছে কী আছে বার করো।' যীশু সকলের উদ্দেশে সম্ভাষণ পাঠালেন।

কার কাছে কী আছে। কতটুকু সঞ্চয়, কতটুকু উদ্বৃত্তি।

যার কাছে যেটুকু আছে তাই বের করো। তাই পরের সেবায় ব্যয় করো। পর-সেবাই ঈশ্বর-সেবা।

ভোগ করা অর্থ যোগ করা নয়। ভোগ করা অর্থ ভাগ করা।

সিমন পিটারের ভাই এনড্রু বললে, 'এখানে শুধু একটি বালকের কাছে পাঁচ-

খানি যবের রুটি আর দুটি ছোট মাছ আছে। কিন্তু এই সামান্য খাদ্যে এত লোকের কী হবে?'

সামান্যেই হবে। যীশুর হাতে তোমার এই সামান্যটুকুই নিবেদন করে দাও না, দেখ কী অসামান্য হয়ে ওঠে। বিন্দু থেকে কী করে হয় সিন্ধুর সমুচ্ছ্বাস!

যীশু শিষ্যদের বললেন, 'পঙক্তি করে সবাইকে বসিয়ে দাও।'

স্ত্রীলোক ও শিশু ছাড়াই গুনতিতে প্রায় পাঁচ হাজার। ধনী-নির্ধন নেই, কুলীন-অকুলীন নেই, এক-এক পঙক্তিতে পঞ্চাশ জন করে বসে পড়ল। এ শ্রেণী-বিভাগ শুধু বসবার সুবিধের জন্যে, এর মধ্যে কোনো ছোট-বড় চিহ্ন নেই, নেই কোনো অসম্মানের কালিমা।

যীশু সকলের। শুধু তাঁর শিষ্যরাই খাবে, আর্ত ক্লিষ্ট আতুরের দল অভুক্ত থাকবে—এ অসম্ভব। শুধু যীশুর প্রতি সত্যি-সত্যি অনুরক্ত হও, তাহলে আর জাতিভেদ কোথায়? ভক্তেরা একজাত।

সেই পাঁচটি যবের রুটি আর দুটি ছোট মাছ হাতে নিয়ে ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে তাকালেন যীশু। যেন স্বীকার করলেন এই খাদ্য ঈশ্বরের দান, ঈশ্বরের অনুগ্রহ। ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে কোনো কিছু সম্ভোগ করার অর্থই হচ্ছে ঈশ্বরের ভাণ্ডার থেকে ডাকাতি করে আনা।

তারপর চোখ নামিয়ে দেখলেন সেই পাঁচখানি দরিদ্র রুটি আর দুটি বিশীর্ণ মাছ—প্রভূত হয়ে উঠেছে। শিষ্যদের বললেন, 'এবার এসব ওদের মধ্যে বিতরণ করো।'

ক্ষুধার্তকে দরজায় বসিয়ে রেখে তোমরা আগে খেতে পারো না।

কেন হতাশ হও? একের অল্পের সঙ্গে অন্যের অল্প মিশিয়েই অপরিসীমের জন্ম হবে।

সকলে খেল পেট ভরে। শুধু তো ক্ষুন্নিবৃত্তি নয়, চাই আবার একটু আস্বাদের সন্তোষ। এ খাদ্য প্রভুর হাত থেকে আসছে এইটিই তো তৃপ্তির চূড়ামণি।

কিন্তু শিষ্যেরা খাবে কী?

সবার শেষে যা বাকি আছে তাই নেবে, তাই খাবে।

যীশু বললেন, 'ভাঙা টুকরো যা পড়ে আছে তাই কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করো। দেখো যেন একটি কণাও না নষ্ট হয়।'

ঈশ্বর অজস্র, তাই বলে মানুষ যেন না অপচয় করে। তুমি নিজেকে ঈশ্বরের হাতে স'পে দাও, দেখ না তুমিও কেমন অজস্র হয়ে উঠেছ। তোমার অল্পই অপরিমেয় হয়ে গিয়েছে।

শিষ্যেরা ভাঙা টুকরোগুলো যত্ন করে জড়ো করল। দেখল তাতে বারোটা ঝুড়ি ভর্তি হয়েছে।

তবে কি বারো শিষ্য এবার এই বারো ঝুড়ি নিয়ে খেতে বসবে?

ইঙ্গিত কি তবে এই যে আগে অন্যের ক্ষুন্নিবৃত্তি করো, পরে নিজে নিশ্চিন্ত হও।

সমস্ত জনতা হতবাক। আর তবে কথা কী, পৃথিবীতে যাঁর আসবার কথা ছিল তিনিই এসেছেন। আর সংশয়ের লেশমাত্র অবকাশ নেই। এস এ'কেই আমরা আমাদের রাজা করি।

জনতা যীশুকে জোর করে বন্দী করে নিয়ে যাবে রাজা করবার জন্যে এ খবরে শিষ্যেরা অত্যন্ত বিচলিত হল। যীশু তাদের বললেন, 'তোমরা বেথসৈদাতে ফিরে যাও, আমি দেখছি।'

শিষ্যেরা যেতে চায় না—একা-একা প্রভু না জানি কী বিপদে পড়েন!

একাই আমাকে থাকতে দাও। দেখ না একা থাকবার কী বিরাট শক্তি! নীরবতার কী মহান কণ্ঠস্বর!

শিষ্যেরা নৌকোয় গিয়ে উঠল। যীশু ধীরে পাহাড়ের উপর উঠে গেলেন। জনতাকে বললেন, 'বাড়ি ফিরে যাও, আমি এখন প্রার্থনা করব।'

যে রাজত্ব চায় না, প্রার্থনা করতে চায়, আমরা তাঁকে কী করে বাঁধব? তাঁকে তবে আমরা হৃদয়ের রাজা করি, আমাদের সমস্ত জীবন এক অসমাপ্য প্রার্থনা হয়ে উঠুক।

প্রার্থনাশেষে যীশু সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়ালেন। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, উঠেছে ঝোড়ো হাওয়া। দেখলেন শিষ্যদের নৌকো বেকায়দায় পড়েছে, বিরুদ্ধ হাওয়ায় ওরা দাঁড় টানতে পারছে না। নৌকো টলমাটাল।

ওদের বিপন্ন দেখে প্রভু অস্থির হয়ে উঠলেন। আর একা থাকতে পারলেন না। কিন্তু ওদের কাছে কী করে ছুটে যাই? এখানে আর নৌকো কোথায়?

প্রভু সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চললেন।

আমার অনুগত ও অনুরক্তেরা ভয়াবহ বিপদের মধ্যে পড়েছে। ওদের জীবনে ঝড় উঠেছে, হাওয়া বইছে এলোমেলো। কত ডাকছে আমাকে। আমি থাকতে ওদের সর্বনাশ হবে? ওদের যদি এই সঙ্কটে না বাঁচাই আমার নাম মুক্তিদাতা কেন?

যীশু নৌকোর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মনে হল বুঝি পাশ দিয়ে চলে যাবেন আপন মনে। না, দাঁড়িয়ে পড়েছেন, ঠিক চলেছেন সঙ্গে-সঙ্গে।

শিষ্যেরা ভূত ভেবে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

যীশু বললেন, 'ভয় কিসের? আমি। আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? চিনতে পাচ্ছ না? এ যে আমি—এই যে আমি।'

'প্রভু, আপনি? জলের উপর দাঁড়িয়ে?' পিটার অগ্রণী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, জলের উপর, সমুদ্রের উপর।'

'প্রভু, এ যদি আপনি হন, তাহলে আদেশ করুন আমিও যেন জলের উপর দিয়ে হেঁটে আপনার কাছে পৌঁছুতে পারি।'

'বেশ তো, এস না। সাহস করে এগিয়ে এস। আমিই তো আছি।'

পিটার নৌকো থেকে নেমে জলের উপর পা রাখল। দিব্যি কয়েক পা এগিয়ে গেল যীশুর দিকে। তারপর বাতাসের জোর দেখে তার সাহসের জোর কমে গেল। সে জলের মধ্যে ডুবে যেতে লাগল। চেঁচিয়ে উঠল, 'প্রভু, আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান—'

যীশু তখুনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। ধরে ফেললেন পিটারকে। বললেন, 'তোমার বিশ্বাস এত কম কেন? বাতাসের জোর বেশি

হয় তো বিশ্বাসের জোরও বেশি করো। কেন তুমি দ্বিধা করতে গিয়েছিলে? কেন তোমার মনে সন্দেহের ছায়া পড়েছিল?'

পিটারকে নিয়ে তখন যীশু নৌকোয় এসে উঠলেন। বাতাসও অনুকূল হল।

সমুদ্র পার হয়ে গেনেসারেথের তীরে এসে নৌকো থামল। যীশু এসেছেন—দিকে-দিকে আনন্দবার্তা ছড়িয়ে পড়ল। এসেছেন ভয়হর, তমোহর, রোগহর, পাপহর, ভাস্বর ভাস্কর। এসেছেন মনোহর। এস সকলে, ক্ষুন্নিবৃত্তি করো, নীরোগ হয়ে যাও।

যেখানে যখন আছেন শুনতে পাচ্ছে, মানুষ সেখানে ছুটতে-ছুটতে বিছানাশুদ্ধ রোগী নিয়ে আসছে, যাবার পথে খোলা রাস্তায় তাকে শুইয়ে রাখছে, প্রভু, আর কিছু নয়, শুধু আপনার বসনপ্রান্তটুকু ওকে একটু স্পর্শ করতে দিন।

প্রভু সঙ্কোচ করছেন না—যে স্পর্শ করছে সেই নির্মল নিরাময় হয়ে যাচ্ছে।

পরদিন সকালে সমুদ্রের ওপারে জনতা এসে দেখল প্রভু চলে গিয়েছেন। একখানাই তো নৌকো ছিল আর তাতে করে শিষ্যেরাই তো যাত্রা করল—প্রভু তবে গেলেন কী করে? গেলেন কোথায়?

টাইবেরিয়াস থেকে কটি নৌকো এসেছিল, তাই জোগাড় করে কতগুলি লোক যীশুর সন্ধানে বেরুল। খুঁজতে খুঁজতে কাফারনাউমে এসে দেখা পেল যীশুর। আপনি এখানে? আপনাকে সেই সকাল থেকে আমরা খুঁজছি।

'আমাকে খুঁজছ? কেন খুঁজছ বলো তো?'

উৎসুক জনতা স্তব্ধ হয়ে রইল।

'আমি জানি কেন খুঁজছ। রুটি খেয়ে তোমরা সেদিন তৃপ্ত হয়েছিলে—তারই জন্যে।' বললেন যীশু, 'জানবে মানুষের জীবনে আমিই সেই তৃপ্তিকর প্রাণপ্রদ রুটি।'

আরো সহজ হলেন যীশু: 'খেলেই যে খাদ্য শেষ হয়ে যায় তার জন্য পরিশ্রম কোরো না। অনন্ত জীবনেও যে খাদ্য নিঃশেষ হয় না মনুষ্যপুত্রের দেওয়া সে খাদ্যের জন্যেই পরিশ্রম করো।'

'আপনি যে মনুষ্যপুত্র তা বিশ্বাস করব কী করে? আপনি কি মহর্ষি মোজেসের মত স্বর্গ থেকে রুটি আনতে পারেন?'

'মহর্ষি মোজেস যে রুটি এনেছিলেন তা স্বর্গ থেকে আসেনি।' বললেন যীশু, 'আমিই স্বর্গ থেকে নেমে আসা জীবন্ত রুটি। জানবে এ ভগবানের দান। তাঁর ইচ্ছাতেই এ রুটি নেমে আসে আর সমস্ত জগৎকে জীবনান্বিত করে। আমিই সেই অনন্ত জীবন, অফুরন্ত রুটি। আমার কাছে যে আসে সে আর ক্ষুধায় কাতর হয় না, তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট হয় না, কোন অভাবেই তার দৈন্য নেই। পিতার সমস্ত দান আমার মধ্যে, পুত্রের মধ্যেই সংহত আছে। তাঁর ইচ্ছাতেই আমি এসেছি আর তাঁর ইচ্ছা এই যে যারা পুত্রকে বিশ্বাস করবে তারাই অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে। শেষ দিনে তাদের আমি পুনর্জীবিত করে তুলব।'

শুধু তো দেহের ক্ষুধাই নয়, আছে আবার প্রাণের ক্ষুধা, হৃদয়ের ক্ষুধা, আত্মার ক্ষুধা। শুধু পেট ভরলেই তো চলে না, বুক ভরাতে হবে। যীশুই সেই বুক ভরাবার খাদ্য-পানীয়।

তোমার প্রাণের জন্যে ক্ষুধা—যাও যীশুর কাছে। তোমার প্রেমের জন্যে ক্ষুধা—যাও যীশুর কাছে। তোমার সত্যের জন্যে ক্ষুধা—যীশুতে আশ্রয় নাও।

'স্বর্গ থেকে নেমে আসা আমিই সেই রুটি।'

লোকটা বলে কী। ইহুদিরা রুষ্ট হয়ে পরস্পর বলাবলি সুরু করল: ও সেই ছুতোর জোসেফের ছেলে না? ওদের সবাইকে তো আমরা চিনি, কোন দরের কোন স্তরের লোক। তবে, আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি এই স্পর্ধার মানে কী?

গ্রাম্যগুঞ্জন কোরো না। যীশু বললেন, আমাকে যে পিতা পাঠিয়েছেন তিনি যদি না আকর্ষণ করেন তবে কারু সাধ্য নেই যে আমার কাছে আসে। আর আমার কাছে না এলে শেষ দিনে তার পুনর্জীবন লাভ হবে না। তোমাদের শাস্ত্র বলছে, ভগবানের কাছ থেকেই নির্দেশ নিতে হবে। আর সবাই আমার কাছে এস—এই ভগবানের নির্দেশ। একজন ছাড়া কেউই ভগবানকে দেখেনি। সেই একজন পিতার কাছ থেকে এসেছে বলেই পিতাকে দেখেছে। আমার কথা বিশ্বাস করো। যে বিশ্বাসী সেই অনন্ত জীবনের অধিকারী।

হ্যাঁ, আমিই জীবনের রুটি—জীবনময় রুটি। স্বর্গ থেকে নেমে-আসা এই রুটি যে খাবে সে চিরন্তন কাল বেঁচে থাকবে। এই রুটি আর কিছু নয়, জগতের জীবনের জন্যে উৎসর্গীকৃত আমার শরীর।

এ কী আজগুবি কথা! ইহুদিরা আবার কলরব সুরু করল: লোকটা নিজের দেহটাকে কী করে আমাদের খেতে দেবে?

যীশু বললেন, 'আমি যা বলছি তা বিশ্বাস করো। আমার মাংসই

প্রকৃত খাদ্য, আমার রক্তই প্রকৃত পানীয়। যে আমার মাংস আস্বাদ করে, আমার রক্ত পান করে, সে আমাতেই অবস্থান করে, আমিও তাতেই অবস্থিত থাকি। পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁতেই ওতপ্রোত আছি। তেমনি আমাকে যে তার জীবনের খাদ্য-পানীয় করে নেবে সে আমাতেই অনুস্যূত হয়ে থাকবে। তার আর মৃত্যু হবে না। সে মৃত্যুঞ্জয় হবে।'

যীশুর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারল না ইহুদিরা। এমন আজগুবি কথা কে কবে শুনেছে? লোকটার রক্ত-মাংস খাওয়া যায় না কি? কথা একটা বললেই হল? এ অসম্ভব উপদেশ পালন করা যায় কী করে?

শোনো, যায় পালন করা। ঈশ্বর মানুষ হয়ে এসেছেন। তোমারই মত মানুষ। যীশুতে ঈশ্বরের মনুষ্যত্ব ধ্যান করে তুমিও সত্যিকার মানুষ হয়ে ওঠো। তোমার মর্ত তনু ভাগবতী তনু হোক। যীশুর মাংস হচ্ছে তোমার হৃৎপিণ্ড, যীশুর রক্ত হচ্ছে তোমার প্রাণধারা। যীশুকে বাইরের বস্তু নয়, অন্তরের সামগ্রী করে তোলো। তোমার অন্তরে, তোমার আত্মায় যে ক্ষুধা তার খাদ্যই যীশু, যে পিপাসা তার নিবারণ যীশুতে। তিনিই তোমার মাংসের মাংস, রক্তের রক্ত, নিশ্বাসের নিশ্বাস।

অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিল। চলো সরে পড়ি।

যীশু তাদের উদ্দেশ করে বললেন, এতেই কি তোমাদের বিশ্বাস টলে যাবে? তবে কি তোমরা দেখতে চাও যে আমি আমার স্বধামে ফিরে যাই, ঊর্ধ্বে আরোহণ করি? যদি তাই দেখ তখন কী বলবে?

ইহুদিরা এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

আমিই তোমাদের জীবনের ভক্ষ্য-পেয়, তোমাদের জীবনের সারসত্তা, আমিই স্বর্গ থেকে নেমে-আসা রুটি, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে? কিন্তু যদি একদিন দেখ আমি মরেও মরিনি, মৃত্যুর পর সমাধি থেকে উঠে এসেছি, তখন আমার দাবি মেনে নেবে তো?
কী তোমার দাবি?

আমার দাবি, আমি অনশ্বর, আমার মধ্যেই অনন্ত জীবন, অনন্ত আশ্রয়, মৃত্যুতেও আমার মৃত্যু নেই।

'শোনো, আমি তোমাদের কাছে আত্মার কথা বলেছিলাম,' বললেন যীশু, 'এই আত্মাই হচ্ছে জীবন, জীবন-শক্তি—আর দেহ নিতান্ত অসার, অকিঞ্চিৎ। কিন্তু আমি জানি তোমাদের মধ্যে অনেকে আমাকে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, কি, তাই নয় ?'

যীশু আগে থেকেই বুঝেছেন কারা তাঁর প্রতিবাদী, কাদের বিমুখতা।

'তাই বলছিলাম আমার পিতার অনুগ্রহ না পেলে কেউ আমার কাছে আসতে পারে না। দাঁড়াতে পারে না মুখ তুলে।'

কী আশ্চর্য, অনেক শিষ্যই যীশুকে ছেড়ে প্রস্থান করল। তাঁর সঙ্গে ঘোরাফেরা করাও ছেড়ে দিল।

কেন এমন হল কে বলবে।

আগে-আগে এই সেদিনও কত লোক তাঁকে ঘিরে জড়ো হয়েছে, কত অনুসরণ করেছে দলে দলে। এখানে-সেখানে দেখেছে কত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ। কত মুগ্ধ হয়েছে, রোমাঞ্চিত হয়েছে, করেছে কত স্তবস্তুতি, কত মঙ্গলবন্দনা। এখন হাওয়া যেন হঠাৎ কেমন বেসুর ধরল। সেই ভক্তি ভালোবাসা আর দেখা যাচ্ছে না, সেই বিনম্রবশ্যতার ছোটোখাটো ভঙ্গিটুকুও আর লেখা নেই কোনোখানে। সকলের মুখভাবে শুধু ঔদাসীন্য নয়, বিতৃষ্ণাও নয়, দেখা দিয়েছে প্রকট ঘৃণা।

যীশু তাঁর বাছাই-করা বারো জন অন্তরঙ্গ শিষ্যের সমীপস্থ হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরাও কি চলে যাবে ?'

সিমোন পিটার বললে, 'আমরা আবার কোথায় যাব, কার কাছে যাব ? প্রভু, আপনি ছাড়া আমাদের আর কে আছে ? আপনার বাণীই অনন্ত জীবনের বাণী। আমাদের বিশ্বাসে আর নড়চড় নেই। আমরা নিশ্চিত জানি, আপনিই ভগবানের পুত্র খ্রীস্ট।'

নির্বাচিত বারো জন শিষ্য যীশুকে আঁকড়ে রইল।

আর যারা চলে গেল, তারা গেল ভয়ে, স্বার্থে, অধৈর্যে। যীশু যে

কথা বলছেন, ব'লে বেড়াচ্ছেন, তা রাজশক্তি কিছুতেই মেনে নেবে না, তার সঙ্গে নির্ঘাৎ সংঘর্ষ বাধবে। আর সে সংঘর্ষে, রাজশক্তিরই জয় হবে। সুতরাং যীশুর খাতায় নাম লিখিয়ে সর্বনাশের পথে পা বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই সময় থাকতে সরে পড়াই সমীচীন। তাছাড়া যীশু যে শুধু দেন না, আমাদেরও দিতে বলেন! আমরা শুধু নেব, দিতে যাব কেন? আমরা শুধু ভাণ্ডার পূর্ণ করব, তণ্ডুল-কণাও ছাড়ব না পরের জন্যে। আমরাই শুধু আরাম নেব আরোগ্য নেব স্বাচ্ছন্দ্য নেব, সাফল্য নেব—দুঃস্থকে, আর্তকে সেবা করার আমাদের ঠেকা কী, ম্লানকে প্রসন্ন ও বঞ্চিতকে প্রপূর্ণ করে তোলার আমাদের কী দায়িত্ব!

আমরা সব সুবিধাবাদের ব্যবসাদার। যীশুর সঙ্গে আমাদের হিসেব মিলবে না। তারপর উনি যে রাজ্যের কথা বলছেন সে কত দিনে কত দূরে! সব ধোঁকাবাজি।

'তোমাদের বারো জনকে আমি এক-এক ক'রে বাছাই ক'রে নিয়েছি।' যীশু বললেন, 'তাহলেও তোমাদের মধ্যে একজন শয়তান আছে।'

যীশু জানেন সে বিশ্বাসঘাতক কে। জানেন সে-ই তাঁকে ধরিয়ে দেবে। দিক, তবু তিনি পথের বাধা না মেনে তাঁর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন আর জনগণকে ডেকে বলবেন, কেউ যদি আমার অনুগমন করতে ইচ্ছে করো তবে নিজের ক্রুশ নিজে কাঁধে নিয়ে আমার পিছু-পিছু এস।

অর্জিত-সঞ্চিত দুঃখের ভার কাঁধে ফেলে ধীরে-ধীরে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলো। ভয় পেয়ো না, আনন্দের জন্যেই তপস্যা—দুঃখের পথ ভেঙে অনন্ত আনন্দধামে উপনীত হও।

ইহুদিদের পর্ব উপস্থিত--যীশু জেরুজালেমে চ'লে গেলেন। তাঁর সঙ্গে কোনো লোকজন নেই, তিনি সম্পূর্ণ একাকী।

জেরুজালেমে গিয়ে দেখলেন একটি পুকুরের পাড়ে অনেক লোকের ভিড়। নামজাদা পুকুর, ইহুদিরা বলে, 'বেথসৈদা'। প্রবাদ, ভগবানের দূত স্বর্গ থেকে মাঝে-মাঝে এই পুকুরে নেমে আসে, আর তক্ষুনি

পুকুরের জল উত্তাল হয়ে ওঠে। জলের সেই উত্তাল অবস্থার মধ্যে যে পুকুরে নামতে পারে, তার যত কঠিনই ব্যাধি থাক না কেন, নিরাকৃত হয়ে যায়।

যীশু দেখলেন একটি জীর্ণ-শীর্ণ লোক পুকুরপাড়ে বিছানা পেতে শুয়ে আছে।

'তোমার কী হয়েছে?'

'অসাধ্য ব্যাধিতে আটত্রিশ বছর ধরে ভুগছি, বিছানা থেকে উঠতে পারছি না।'

'তুমি সুস্থ হতে চাও?'

'কত দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করে আছি, কিন্তু প্রভু, কেউ আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেয় না। জল যখন উত্তাল হয়ে ওঠে তখন হাত বাড়িয়ে ডাকি, কাঁদি, আমাকে কেউ নামিয়ে দাও জলের মধ্যে। আমাকে কেউ নামিয়ে দেয় না। যে যার নিজের স্বার্থে আগে-ভাগে নেমে পড়ে। আমার ডাক শোনে না। নিজের কথা ভুলে আমাকেই যে নামায় আমার এমন আপনজন কেউ নেই।'

এই তো মানুষের অসহায়তা। হাত বাড়িয়ে ডাকি, কাঁদি, কেউ নিয়ে যায় না আরোগ্য-আলয়ে।

এবার তবে দেখ যীশুর কৃপাশক্তি। যার কেউ নেই তার যীশু আছেন।

'তুমি সুস্থ হতে চাও?'

'তারই আশায় তো বসে আছি। কিন্তু জল তো এখন শান্ত।'

'তাহোক। তুমি ওঠো। উঠে বসো।'

আশ্চর্যের আশ্চর্য, আটত্রিশ বছরের শয্যালীন রুগী উঠে বসল।

'তোমাকে জলে নামতে হবে না।' যীশু আদেশ দিলেন : 'তুমি তোমার বিছানা তুলে নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাও।'

লোকটি শুধু রোগমুক্তই হল না, তার পূর্বশক্তি ফিরে পেল, বিছানা তুলে নিয়ে শক্ত পায়ে হেঁটে চলল। এগিয়ে চলল।

আগে বোঝো তোমার অসহায়তা। তারপর তোমার আতীব্র ইচ্ছাশক্তিকে

জাগ্রত করো। হ্যাঁ, ওঠো, উঠে বসো। আস্পৃহায় আন্তরিক হও, সংকল্পকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করো। দেখবে বাকি যা করবার যীশু করে দিয়েছেন। যে ব্যাধি যে বাধা তোমাকে এতদিন বশীভূত রেখেছিল সে নিজেই এখন পরাভূত হয়েছে।

তুমি নিজে কিছুই করবে না, সমস্ত প্রভু করে দেবেন, এমনটি হবার নয়। তুমি উদ্যত হয়েছ দেখলেই প্রভু দেবেন হাত বাড়িয়ে।

সেদিন বিশ্রামবার। ইহুদিরা লোকটিকে আটকাল ঃ 'আজ বিশ্রামবারে বিছানা বয়ে নিয়ে যাচ্ছ যে! বিশ্রামবারে কাজ করা যে বারণ তা ভুলে গেছ ?'

রোগমুক্তির আনন্দে বিহ্বল সেই লোক বললে, 'আমি তার কী জানি। আমাকে যিনি নিরাময় করেছেন, যিনি আমার সর্বশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনিই বলেছেন তোমার বিছানা নিয়ে হেঁটে চলে যাও।'

'কে বলেছে ?' ইহুদিরা গর্জে উঠল।

'আমি তাঁকে চিনি না। কই এখানেও তো এখন পাচ্ছি না দেখতে।'

পরে মন্দিরে রোগমুক্ত লোকটিকে যীশু আবার হঠাৎ দেখা দিলেন। বললেন, 'কী আনন্দ, তুমি তোমার পূর্ব শক্তি ফিরে পেয়েছ। শোনো, আর কখনো পাপ কোরো না। যদি করো, পরিণাম আরো খারাপ হবে।'

'এই, এই যীশুই আমাকে ভালো করে দিয়েছেন।' লোকটি সবাইকে চিনিয়ে দিল।

ইহুদিরা রুদ্রমূর্তি ধরে যীশুর সম্মুখীন হল। বিশ্রামবারে রোগমুক্ত করার মানে কী ? ওকেই বিছানা বয়ে নেবার আদেশ কেন ?

যীশু বললেন, 'আমার পিতা, জগতের ঈশ্বর, বিশ্রামবারেও কাজ করেন। একমুহূর্তের জন্যেও কাজ বন্ধ করেন না। তেমনি আমিও সর্বদিন সর্বক্ষণ কাজ করি।'

এর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। ইহুদিরা ঠিক করল একে হত্যা করে ফেলাই একমাত্র উত্তর। এ শুধু বিশ্রামবারের নিয়মই লঙ্ঘন করে না, ভগবানকে নিজের পিতা বলে, তার মানে সে আর ভগবান

সমান—এমনি প্রচার করে।

'হ্যাঁ, তাই প্রচার করি।' ইহুদিদের উদ্দেশ করে বললেন যীশু: 'আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করো। পুত্র নিজের ইচ্ছায় কিছুই করে না, পিতাকে যা করতে দেখে তাই করে। পিতা পুত্রকে ভালোবাসেন বলে তাঁর সমস্ত কাজ পুত্রকে দেখিয়ে দেন। আর এ কী সামান্য কাজ দেখছ, আরো কত মহৎ কাজ পিতা পুত্রকে দিয়ে করাবেন, তোমরা অভিভূত হয়ে যাবে। পিতার মত পুত্রও মৃতকে তুলবে সমাধি থেকে, নবজীবন দান করবে।'

'এ সব যা বলছে, স্পষ্ট ধর্মদ্রোহ।' ইহুদিরা বললে, 'সমস্ত বিচার-বিবেচনার বাইরে।'

'বিচারের ভারও পিতা পুত্রকে ছেড়ে দিয়েছেন।' বললেন যীশু, 'যাতে পিতার মত পুত্রকেও সকলে মানতে শেখে। পুত্রকে না মানার অর্থ তাঁকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকেও না মানা।'

'একে রাজদ্বারে দণ্ডিত করা দরকার।' ইহুদিরা তাদের গোপন সংকল্পকে তপ্ত করতে চাইল।

'আমি সত্য বলছি, অতিরঞ্জন করছি না।' বললেন যীশু, 'যে আমার কথা শুনে আমার প্রেরককে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবনে বসবাস করে, সে কোনো দণ্ডেরই সম্মুখীন হয় না। সে মৃত্যুর দ্বার থেকে অমৃতে চলে আসে।'

'না, চলো এখান থেকে। আর সময় নষ্ট করা যায় না।'

'হ্যাঁ, সময় এসে গেছে। যারা মৃত তারা-এবার ভগবানের পুত্রের, ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে। সমাধিতে যারা শুয়ে আছে তারাও বেরিয়ে আসবে। যারা ভালো কাজ করেছে তারা উঠে নতুন জীবন পাবে, যারা হীন কাজ করেছে তারাও উঠে আসবে শাস্তি নিতে। এ ভগবানেরই আদেশ আর আমি তাঁর আজ্ঞাবহ। আর জানবে এই ন্যায়বিচার।'

'তোমার সেই ন্যায়বিচার কবে হয় দেখা যাবে। আর সে বিচারে কে তোমার সাক্ষী?'

'পরম পিতাই আমার একমাত্র সাক্ষী।' বললেন যীশু, 'নিজের কথায়ই নিজের বিষয়ের প্রমাণ হয় না, সমর্থক সাক্ষীর দরকার। ভগবানের চেয়ে আর বড় সাক্ষী কে হতে পারে? তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমরা নিজেরাই দীক্ষাগুরু জনের কাছে লোক পাঠিয়েছিলে। জন সত্যের পক্ষেই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন প্রোজ্জ্বল প্রদীপ, কিছুকাল সেই আলোতে পথ চিনে চেয়েছিলে এগিয়ে যেতে—পরে আবার স্তিমিত হয়ে গেলে। শোনো, আমি কোনো মর্ত-সাক্ষী মানুষ-সাক্ষীর উপর নির্ভর করি না, স্বর্গবাসী ভগবানই আমার পরিপূর্ণ সাক্ষী। শুধু আমার কাজ দেখে বিচার করো এ ভগবানের কাজ কিনা।'

'এ যে দেখছি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথা বলছে।'

'তোমরা শাস্ত্রের মধ্যেই ভগবানকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তোমাদের ধারণা অনন্ত জীবন বুঝি শাস্ত্রের পৃষ্ঠাতেই গাঁথা আছে। অথচ এই শাস্ত্রের মধ্যেই যে আমার আবির্ভাবের, আমার পরিচয়ের প্রমাণ আছে এ তোমাদের ধারণা নেই। আমাকে তোমরা তাই স্বীকার করতে চাও না। তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস নেই, ভগবানের প্রতি নেই বিন্দু ভালোবাসা। যদি কেউ আত্মকর্তৃত্বে আসে তাকে তোমরা সহজে মেনে নেবে কিন্তু যে পিতার প্রতিনিধি হয়ে এসেছে তাকে তোমরা মানতে প্রস্তুত নও। আমার পিতার সামনে তোমাদের আমি অভিযুক্ত করব এ কখনো মনে কোরো না। তোমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা মোজেসের কাছ থেকেই আসবে। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ বিশ্বাস তো এই মোজেসের উপরেই ছিল জানতাম। এখন বুঝছি যদি সে বিশ্বাস সত্য হত, তাহলে আমাকেও তোমরা বিশ্বাস করতে। তিনি আমার কথাই লিখে গেছেন। তাঁর লেখাকেই যদি বিশ্বাস না করো, তবে আমার কথাই বা কী করে বিশ্বাস করবে?'

ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বুঝে যীশু জুডিয়ায় গেলেন না, গ্যালিলিতেই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন যীশুর কজন শিষ্য হাত না ধুয়েই খেতে বসেছে। বার বার

হাত না ধুয়ে খেতে বসাটা ইহুদিদের প্রথা বিরুদ্ধ।

এমনি বহুতর প্রথা, স্নানের ব্যাপারে, বাসন-কোসনের ব্যাপারে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ করণে-উপকরণে।

এবার ফ্যারিসিরা মুখিয়ে এল ঃ আমাদের পূর্বপুরুষের প্রথা না মেনে আপনার শিষ্যরা অশুচি হাতে খেতে বসল কেন ?'

'প্রথা ?' যীশু তিরস্কার করে উঠলেন ঃ 'ভণ্ডের দল, ইসাইয়া তোমাদের সম্বন্ধে সত্যি কথাই বলে গিয়েছেন ঃ এই জাত শুধু মুখেই আমাকে শ্রদ্ধা দেখায়, আসলে তাদের মন আমার থেকে অনেক দূরে। এরা বৃথাই আমাকে পূজা করে, একমাত্র প্রথাই এদের পূজনীয়। ভগবানের আদেশ ফেলে এরা এদের নিজেদের তৈরি করা প্রথারই পরিচর্যা করে।'

প্রথা নয়, আন্তরিকতা। প্রাণহীন নিয়মের নিগড় নয়, মুক্তপ্রাণ ভগবানের নির্দেশ।

'তোমাদের মোজেস বলেছেন পিতা-মাতাকে সম্মান করো, সেবা করো কিন্তু প্রথায় কী দাঁড়িয়েছে ? যদি কেউ তার টাকা ভগবানে নিবেদিত হয়েছে বলতে পারে তাহলে তার আর বাপ-মায়ের সেবার দায় থাকবে না। এই কি ভগবানের নির্দেশ ? বাপ-মাকে অনাহারে অনাদরে রেখে ভগবানে নিবেদন ? প্রথার কথা বোলো না। ভগবান শুকনো আচার দেখেন না, দেখেন শুধু মনোভাব।'

'তাই বলে হাত না ধুয়ে খেতে বসবে ?'

'শোনো। মানুষের মুখের মধ্যে যা যায় তা মানুষকে অশুচি করে তুলতে পারে না।' বললেন যীশু, 'মানুষের মুখ থেকে যে জিনিষ বেরিয়ে আসে তাই বরং মানুষকে অশুচি করে তোলে।'

শিষ্যেরা এসে বললে, 'আপনার কথায় ফ্যারিসিরা আহত হয়েছে।'

'তারা যা চায় বলতে দাও। আমার স্বর্গবাসী পিতা যে গাছ পোঁতেননি সে প্রথার গাছ উৎপাটিত হয়ে যাবে। যদি এক অন্ধ আরেক অন্ধকে নিয়ে যায় দুজনেই খানায় গিয়ে পড়ে।'

'এই উপমার তাৎপর্য কী বুঝিয়ে দিন।' পিটার অনুরোধ করল।

'তাৎপর্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল। বাইরে থেকে মানুষের মুখ দিয়ে যা ঢোকে তা দিয়ে সে অশুচি হতে পারে না। কারণ সে সব তার মনের মধ্যে ঢোকেনা। পেটে ঢুকে পেটের থেকেই বের হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মুখ থেকে যা বেরিয়ে আসে তা আসে আসলে মনের থেকে। মনই সে সব কিছুর জন্মদাতা। নরহত্যা ব্যভিচার চুরি মিথ্যাসাক্ষ্য প্রতারণা পরনিন্দা ঈশ্বরনিন্দা—সমস্ত পাপের উৎপত্তি এই মনে। কুচিন্তা থেকেই কুকর্ম। তাই মানুষকে অশুচি করে তোলে। হাত না ধুয়ে খেলে মানুষ অশুচি হয় না।'

তাই শুধু অন্তরে পবিত্র হও। সমস্ত চিন্তা পণ্যপরিপূর্ণ করে তোলো। প্রভুই তো বলেছেন, অন্তরে যে পবিত্র সেই ধন্য—সেই ঈশ্বরকে দেখবে।

কী কাজ করছি সেইটেই জিজ্ঞাস্য নয়, কেন কাজ করছি সেইটিই জিজ্ঞাস্য। কী করে তুললাম সেইটেই জিজ্ঞাস্য নয়, সারাক্ষণ কী করতে চেয়েছিলাম সেইটিই জিজ্ঞাস্য। মানুষ কাজ দেখে, ঈশ্বর হৃদ্গত অভিলাষ দেখেন।

যীশু সে অঞ্চল ছেড়ে তির ও সিদনের কাছাকাছি একটি জায়গায় এসে থামলেন। এটা ইহুদিদের প্রতিপক্ষের এলাকা, তাই এখানে ফ্যারিসিদের শত্রুতার তাপ থেকে কিছুটা বুঝি অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

একটি স্ত্রীলোক কাঁদতে-কাঁদতে যীশুর কাছে এসে হাজির হল। বললে, 'মহাশয়, আপনি ডেভিডের পুত্র, আমাকে দয়া করুন। আমার মেয়েটি অপদূতের কবলে পড়ে নির্যাতিত হচ্ছে, তাঁকে বাঁচান।'

যীশু নিরুত্তর রইলেন।

তখন শিষ্যেরা তাঁকে ধরল। এর হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দিন। কাঁদতে-কাঁদতে আমাদের পিছে-পিছে ঘুরছে। বিরক্ত করে ছাড়ছে।

কিন্তু প্রভুর বিরক্তি নয়, প্রভুর অনুকম্পা। কিন্তু স্ত্রীলোকটির কি সত্যি বিশ্বাস আছে?

'আমি তো ইস্রায়েল জাতির হারানো মেষগুলির সন্ধানেই বেরিয়েছি। ডাকো মেয়েটিকে।'

কন্যার জননী স্ত্রীলোকটি যীশুর পায়ে এসে ভেঙে পড়ল। বললে, প্রভু, আমাকে সাহায্য করুন।

যীশু বললেন, 'ছেলেমেয়েদের খাবার রুটি বাড়ির পোষা কুকুরদের দেওয়া উচিত নয়।'

স্ত্রীলোকটি একটুও ঘাবড়াল না। বললে, 'প্রভু, সে কথা ঠিক। কিন্তু মনিবের টেবল থেকে রুটির যে সব গুঁড়ো পড়ে কুকুরকে তো সেগুলো দেওয়া যায়।'

যীশু মুগ্ধ হয়ে তাকালেন নারীর দিকে। বললেন, 'মা, তোমার এই মহান বিশ্বাসের জন্যে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।'

আর কথা নেই, তার কন্যা সেই মুহূর্তেই সুস্থ হয়ে উঠল।

যীশু স্ত্রীলোকটিকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন। অনুপযুক্ত কি কৃপার অধিকারী হতে পারে? তারই জন্যে কুকুর বলে ইঙ্গিত করা। হোকই বা না সে পোষা কুকুর, নিরীহ ও নির্বিরোধ, তবু যে রুটি বাড়ির শিশুদের খাদ্য তা কি ঐ কুকুরকে দেওয়া যায়? যারা পুণ্যাত্মা তারাই শিশুর সঙ্গে উপমেয় আর যারা পাপী নরাধম তারাই কুকুর। অধম ও অধোগত কি মহতের প্রাপ্যের ভাগ পায়?

পায় প্রভু, পায়। নারী বিশ্বাসভরা কণ্ঠে উল্লাস করে উঠল। কুকুর ভাঙা রুটির গুঁড়োগাড়া অন্তত পায়। অধোগত বলে সে ঈশ্বরের কৃপার পরিধি থেকে বহিষ্কৃত নয়। মনিব তার কুকুরকেও বঞ্চিত করে না। সুতরাং আর যাতেই অনুপযুক্ত হই তোমার কৃপায় আমরা স্বত্ববান।

আবেদন প্রার্থনায় পরিণত হল। আগে অনুনয়, পরে অধিকার ঘোষণা।

আগে সম্বোধন ডেভিডের পুত্র, পরে সম্বোধন, প্রভু। আগে দ্বিধাভরা মিনতি, পরে নিষ্কম্প বিশ্বাস।

অকৃতী বলে কী করে আর তুমি উদাসীন থাকবে? তুমি মুখ ফেরালেও আমি আর ফিরছি না।

যীশু কথা শুনলেন। দিলেন পূর্ণ করে।

যীশু আবার এগোলেন—সিদন অঞ্চল পার হয়ে পৌঁছুলেন ডেকাপলিসে, গ্যালিলি-সমুদ্রের ধারে।

'আপনার হাতখানি এর গায়ের উপর একটু রাখুন।'

'কেন, এর কী হয়েছে?'

'ও কানে শোনে না, কথা বলতে পারে না।'

সেই মূক ও বধির লোকটির দিকে মমতাময় চোখে তাকালেন যীশু। ভিড়ের মধ্য থেকে লোকটিকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে একান্ত হলেন। যেন বোঝাতে চাইলেন তোমার আর-কেউ না থাক, আমি আছি। আমি তোমার সমস্ত বৈকল্য দূর করে দেব।

লোকটির দু কানে যীশু তাঁর দুটি আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর থুতু ফেলে তার জিভ স্পর্শ করলেন। স্বর্গের দিকে তাকিয়ে জোরে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এফফাতা!'

'এফফাতা'—মানে, খুলে যাক।

তোমার জড়তা আর বধিরতা দুই বন্ধনের মোচন হোক।

পলকে লোকটি তার শ্রবণশক্তি ফিরে পেল আর কথা বলতে লাগল ঝরঝর করে। স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন, আনন্দউচ্ছল।

শুধু বলতে পারছে না, শুনতে পারছে। বলতে পারার চেয়ে শুনতে পারা বুঝি আরো বেশি রোমাঞ্চকর।

'তোমরা যেন এসব কথা কাউকে বলে বেড়িও না।'

যীশু যত বারণ করেন জনতা ততই উন্মুখর হয়ে ওঠে। যে

মূক ছিল সে বাচাল হয়ে উঠেছে একথা কি অন্য কাউকে বলতে হবে ? যে বধির ছিল সে শুনতে পারছে, এ যে নিজের কানে শোনাই গভীর আনন্দের।

মানুষের ভিড় কেবল বেড়েই চলল। যত রাজ্যের অন্ধ আর বধির, খঞ্জ আর বিকলাঙ্গ, জড়ো করে এনে শুইয়ে দিল যীশুর পায়ের কাছে। যীশু তাদের একে-একে সুস্থ ও সম্পূর্ণ করে তুলতে লাগলেন। অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়ে উঠল। বধির ফিরে পেল শ্রুতিশক্তি। খঞ্জের সেরে গেল পঙ্গুতা। আর যে দুর্বল, পথ চলতে পারে না, তার শরীরে এল নতুন সামর্থ্য।

এ কী আরোগ্যের ইন্দ্রজাল! সবাই ভগবানের জয়ধ্বনি করে উঠল। বলাবলি করতে লাগল, এঁর কাজগুলি কী সুন্দর! কালা শুনতে পাচ্ছে, বোবা কথা বলতে পারছে, যে উঠে দাঁড়াতে পারত না সেও চলছে পায়ে হেঁটে।

তবু তাঁকে মানতে জানতে চিনতে পারছে ক জন ?

ফ্যারিসিরা এসে পরীক্ষা করতে চাইল। বললে, 'আকাশ থেকে কোনো নিদর্শন এনে দেখাতে পারো ?'

আকাশ থেকে! যীশু হাসলেন : এ যে আমি মাটির উপর তোমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি নিজেই কি নিদর্শন নই ?

বললেন, 'যদি সন্ধ্যার আকাশ লাল দেখ, তোমরা বলবে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকবে আর যদি ভোরের আকাশ লাল দেখ, বলবে ঝড় প্রত্যাসন্ন। তোমরা আকাশের সঙ্কেত বুঝতে পারো, যুগের সঙ্কেত, সময়ের সঙ্কেত বুঝতে পারো না ? যাও, তোমাদের কোনো নিদর্শন দেওয়া হবে না।'

যার চোখ আছে দেখ। যার কান আছে শোনো। যার বিশ্বাস আছে সে প্রণত হও।

আমিই ঈশ্বরের জীবন্ত সঙ্কেত। আমাকেই যদি না বোঝো তবে আবার কোন সঙ্কেতে তোমরা কৃতনিশ্চয় হবে ?

যীশু ফ্যারিসিদের সঙ্গ ত্যাগ করে জনতার দিকে তাকালেন। শিষ্যদের

ডেকে বললেন, 'এদের জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। এরা তিন দিন আমার সঙ্গে আছে, এদের আর খাবার কিছু নেই। আমি এদের অনাহারে বিদায় দিতে পারি না। হয়তো চলতে গেলে পথের মধ্যেই এরা মুচ্ছিত হয়ে পড়বে।'

'এত লোককে খাওয়াবার মত রুটি এই নির্জন প্রান্তরে কোথায় পাব?' শিষ্যেরা চিন্তিত স্বরে প্রশ্ন করল।

পাব। রিক্তকেই অজস্র করে তুলব। আমি শুধু আরোগ্যই এনে দিই না, আমি আহার্যও জুটিয়ে দিই।

বিপুল জনতাকে দ্বিতীয়বার খাদ্যবিতরণ করলেন যীশু।

শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের কাছে কখানা রুটি আছে?'

'সাতখানা রুটি আর গুটি কয় ছোট মাছ।'

'বেশ, তাই আমাকে দাও।'

যীশু সেই রুটি আর মাছ তাঁর হাতের আশীর্বাদ মাখিয়ে ভেঙে-ভেঙে শিষ্যদের দিয়ে দিলেন। বললেন, 'বেশ, জনতাকে এবার এগুলি পরিবেশন করো।'

জনতা মাটির উপর বসল সার বেঁধে। এ কী অঘটন! অল্প অঢেল হয়ে উঠল। সামান্যই অফুরন্ত।

সকলে খেল তৃপ্তি করে। কোথাও কোনো অপ্রতুল হল না। শুধু তাই নয়, পরিবেশনের পর ভাঙা টুকরো যা পড়ে রইল তাইতে সাত-সাত ঝুড়ি বোঝাই হয়ে গেল। পর্যাপ্তের পরেও আবার উদ্বৃত্তি। ভরে দেবার পরেও আবার রেখে দেওয়া।

এই যীশুর করুণা। আশায় উদ্দীপ্ত করে দিয়ে আশ্বাসে সুস্থির রাখা। জনতার থেকে বিদায় নিয়ে যীশু নৌকোয় উঠলেন, সশিষ্য চললেন মাগাদান-এর দিকে।

শিষ্যেরা দেখল ভীষণ ভুল হয়ে গেছে—সঙ্গে রুটি নেওয়া হয়নি। যীশু সতর্ক করে দিলেন, দেখো, ফ্যারিসিদের রুটি কিন্তু নিয়ো না—না, হেরডেরও রুটি নয়—

শিষ্যরা ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'আমাদের সঙ্গে একটিও কোনো রুটি নেই।

'কী হবে।' যীশু বললেন, 'ফ্যারিসি বা হেরডের রুটি বলতে আমি খাবার রুটি বলছি নাকি? আমি বলছি ওদের কুশিক্ষার কথা, অবিশ্বাসের কথা। বলতে চাচ্ছি খাদ্য বলে সেই বিষ যেন তোমরা নিও না। আর খাবার রুটির জন্যে তোমাদের উৎকণ্ঠা? স্বচক্ষে এতদিন তবে দেখলে কী? তোমাদের কি কিছুই মনে থাকে না? তোমাদের হৃদয় কি অসাড়? কোনো কিছুই বোঝবার কি তার ক্ষমতা নেই? সেই সেবার যে জনতাকে খাইয়েছিলাম, তাতে কত লোক ছিল?'

'পাঁচ হাজার।'

'সেই পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে যখন পাঁচখানা রুটি ভেঙে দিয়েছিলাম তখন তাদের ভাঙা টুকরোতে তোমরা কটা ঝুড়ি ভর্তি করেছিলে?'

'বারোটা।'

'আর এবারের জনতায় লোকসংখ্যা কত ছিল?'

'চার হাজার।'

'এবার যখন সেই চার হাজারের মধ্যে সাতখানা রুটি ভেঙে দিলাম তখন তাদের ভাঙা টুকরোতে কটা ঝুড়ি বোঝাই হল?'
'সাতটা।'

'তবে আমার রুটি সম্বন্ধে এখনো তোমাদের ভাবনা? যীশু বললেন, 'আমার রুটিই জীবনময় আর ফ্যারিসিদের রুটি বিষাক্ত।'

সত্যি, শিষ্যদের চিন্তিত হবার কোনো কারণ ছিল না। যাদের সঙ্গে যীশু আছেন তাদের অন্যতর প্রয়োজন কী থাকতে পারে? যীশুই ঈশ্বরের শেষ বাণী--সহজের চেয়েও সহজ। শুধু বাণী নয়, যীশুই ঈশ্বরের স্বাক্ষর। কান থাকতে কি তারা শুনবে না, চোখ থাকতে দেখবে না চোখ মেলে?

ওদের রুটি নিও না মানে ওদের শাস্ত্রবাক্যে বিভ্রান্ত হয়ো না। ওরা কেবল বাইরের আচার-বিচার দেখে হৃদয়ের ধার ধারে না।

ওরা কেবল আইন বাঁচায়, প্রাণ বাঁচাতে জানে না। ওরা পার্থিব রাজনীতি করে। শুধু পার্থিব ধনসম্পদই ওদের একমাত্র কামনা। ধনরাজ্য বা গণরাজ্য কোনোটাই স্বর্গরাজ্য নয়।

যীশু তারপর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বেথসৈদায় পৌঁছলেন। সেখানে যীশুর সামনে আবার এক অন্ধকে নিয়ে আসা হল। আবার সেই কাতর কান্না—ওকে একবারটি স্পর্শ করুন। নিমেষে অন্ধকার দূর করে দিন।

যীশু সেই অন্ধকে একেবারে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হলেন। আলো শুধু তার চোখে নয়, হৃদয়েও প্রজ্বলিত হোক। চোখের আলোকে সে শুধু বিশ্বজগৎই দেখবে, জগদীশ্বরকে দেখবে না?

যীশু চাইলেন—আস্তে-আস্তে একটু-একটু করে লোকটির চোখে আলো ফুটুক। সহসা সর্বদিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক—এ উত্তেজনা সে সইতে পারবে না। বিচলিত হয়ে পড়বে। একটু-একটু করে ধীরে-ধীরে সত্য তার কাছে প্রত্যক্ষীভূত হোক। দিনে-দিনে প্রত্যহ তার চোখ ফুটুক।

অন্ধ লোকের দুচোখে যীশু তাঁর নিজের থুতু মাখিয়ে দিলেন। থুতুতে অনেক ব্যথা-ব্যাধির প্রশমন হয় সে যুগে সাধারণ মানুষের মনে এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। লোকটি তাই যীশুর প্রক্রিয়ায় বিচলিত হল না। বরং আশা করল এতেই তার অন্ধত্বের নিরাকরণ হবে।

যীশু তার দুচোখের উপর স্নেহকরুণ হাত রাখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি—লোক দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন গাছ, অথচ চলে বেড়াচ্ছে।

যীশু আবার চোখের উপর হাত রাখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার?'

'এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

'ঠিক মতো?'

'হ্যাঁ, তাই—ঠিক মতো।'

'তবে যাও, আস্তে-আস্তে বাড়ি ফিরে যাও। দেখতে-দেখতে যাও। তুমি

সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে গিয়েছ।' যীশু তাকে সতর্ক করে দিলেন: 'আর কোনোদিন এ গ্রামে ভুলেও এস না।'

যীশু তারপর কেইসারিয়া অঞ্চলে এসে উপস্থিত হলেন। কেইসারিয়া গ্যালিলি-সমুদ্রের পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে, হেরড এণ্টিপাসের রাজত্বের বাইরে। অধিবাসী বেশির ভাগই অ-ইহুদি। এইখানেই বোধ হয় শিষ্যদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে কথাবার্তা বলা যাবে, জানা যাবে সত্যি তাঁকে তারা চিনেছে কিনা, শেখানো যাবে তাঁর অবর্তমানে কী করে তারা চালাবে তাঁর কাজকর্ম। যীশু বুঝি বুঝতে পেরেছেন তাঁর মরজীবনের দিন ফুরিয়ে যেতে আর দেরি নেই, এখুনি শিষ্যদের অবহিত করা দরকার, শেখানো দরকার কী করে বিশ্বাসের মশাল হাতে তাঁর বাণী নিয়ে বিশ্বাভিযানে তারা বহির্গত হবে।

'আমি কে, লোকেরা কী বলে?' পথে যেতে-যেতে জিজ্ঞেস করলেন যীশু। 'কেউ বলে, আপনি দীক্ষাগুরু জন। কেউ বলে এলিয়। কেউ বা জেরেমিয়া, আবার কেউ বা বলেন এমনি এক মহর্ষি।'

'কিন্তু তোমরা কী বলো? কে আমি?'

চারদিকে প্রান্তরে গম্ভীর মন্দির, প্রাচীন গ্রীস, ও সিরিয়ার মহাবিচিত্র দেবতা-বৃন্দের পূজা হচ্ছে সমারোহে, তারই মাঝখানে এই গৃহহীন অকিঞ্চন সূত্রধর তার বারোজন সাধারণ অনুচরকে জিজ্ঞেস করছেন সতেজে, বলো, আমি কে, আমাকে চিনতে পেরেছ?

কী উত্তর আশা করছেন যীশু? চিনেছি, চিনেছি, প্রথম-উদিত সূর্যের মতই তোমাকে চিনেছি, এসব মন্দির পূজা আড়ম্বর কিছুই নয়, তুমিই একমাত্র জীবন্ত সত্য, শরীরী সত্য, তুমিই সেই প্রত্যাশিত ঈশ্বরপুত্র।

শিষ্যদের মধ্য থেকে শুধু সিমোন পিটার এগিয়ে এল। বললে, 'আপনি খ্রীস্ট, আপনিই অবিনশ্বর ঈশ্বরের পুত্র।'

'জোনার ছেলে সিমোন,' পিটারকে সম্বোধন করে বললেন যীশু, 'তুমি ধন্য। তোমার এই জ্ঞান রক্তমাংসের সাধারণ মানুষের মত নয়। আমার স্বর্গনিবাসী পিতাই তোমাকে এই দিব্যজ্ঞান দান করেছেন। তোমাকে বলে রাখছি, পিটার, তুমিই আমার ভিত্তির পাথর, এই পাথরের উপরই আমি আমার

মণ্ডলী গড়ে তুলব। নরকের সমস্ত শক্তি এর কাছে প্রতিহত হবে। স্বর্গরাজ্যের চাবি আমি তোমাকেই দিয়ে যাব। আর তুমি পৃথিবীতে যে বিধান জারি করবে—আদেশ বা নিষেধ—তা স্বর্গেও ঠিক প্রযোজ্য হবে। তোমার হাতে পড়ে স্বর্গে-মর্তে কোনো ব্যবধান থাকবে না। শোনো এসব কথা কাউকে প্রকাশ করে কাজ নেই।'

'আরো শোনো,' নিবিড়তর সান্নিধ্যে শিষ্যদের আকর্ষণ করলেন যীশু: 'আমাকে জেরুজালেমে যেতে হবে, সেখানে শাস্ত্রী ও পুরোহিতদের কাছ থেকে আমাকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হবে। এমন কি আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু, শোনো, তৃতীয় দিনে আমি পুনরুত্থান করব।'

'না, না, এসব আপনার জীবনে কিছুতেই ঘটতে পারে না।' পিটার বললে দৃঢ়স্বরে। যেন এক দুঃস্বপ্নের করাল কালো ছায়া ভেসে আসছিল, যাতে যীশুকে তা স্পর্শ না করে পিটার বুক পেতে দাঁড়াল আড়াল করে। এসব অবাস্তব অলীক কল্পনা।

যীশু দারুণ অসন্তুষ্ট হলেন। পিটারকে লক্ষ্য করে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন, 'শয়তান, সরে দাঁড়াও। তুমিই আমার পথের প্রতিবন্ধক। তোমার এসব ভাবনা মানুষী ভাবনা, ভাগবতী ভাবনা নয়।'

তুমি স্বল্পায়ু সাধারণ মানুষের মত ভাবছ, সর্বাধীশ্বর ভগবানের মত ভাবছ না। তোমার মধ্যে সেই লুব্ধক শয়তান দেখা দিয়েছে। সে বলেছিল প্রতিপক্ষকে ঘুষ দাও, দাও কিছু মর্ত-প্রবোধ,—খাদ্যবস্তু ধনরত্ন,—তাহলেই নির্বিবাদে ওরা তোমার অনুসরণ করবে। সে আরো বলেছিল, সংসারের সঙ্গে মীমাংসা করে নাও, তোমার দাবি অত উঁচু কোরো না, কাটছাঁট করে ওদের সঙ্গে মিটিয়ে ফেল, ওই মাঝামাঝি বোঝাপড়াতেই তোমার শান্তি, তোমার নিশ্চিন্ত যাত্রা। না, না, না—পরুষস্বরে যীশু স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, ওসব ক্ষুদ্রবুদ্ধি শয়তানের স্তোক—আরাম আর সুবিধালাভ, আর মুনাফা, সংগ্রহ আর সঞ্চয়। এ ঈশ্বরের পথ নয়। ঈশ্বরের পথ সর্বস্বত্যাগের পথ—সে পথে দুঃখই বা কী, কৃচ্ছ্রই বা কী,—মৃত্যুকেই বা কে ভয় করে? সেখানে সমস্তই ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

'শয়তান, সরে দাঁড়াও। আমার পিছনে এসে দাঁড়াও।'

পিটার, তুমি এ মুহূর্তে শয়তানের সুরে কথা কইছ। তুমি যেন আর সেই আগের পিটার নও। তুমি শুধু আমার পিছনে থাকে

শিষ্যেরা বুঝল দীক্ষাগুরু জনই এলিজা।

'তেমনি তোমাদের বলে রাখছি মনুষ্যপুত্রও ঐ রকম নির্যাতিত হবেন। ওরা তাঁকে হত্যা করবে। কিন্তু তিনদিন পরে তিনি উঠে আসবেন।'

এই পুনরুত্থানের ব্যাখ্যা কী? শিষ্যেরা এখনো কিছু বুঝতে পারল না। কিন্তু ব্যাখ্যা জানবার জন্য যীশুকে প্রশ্ন করে এমন কারো সাহস নেই।

পাহাড় থেকে নেমে এসে দেখলেন বাকি শিষ্যদের সঙ্গে কতগুলি লোকের ভীষণ বিতণ্ডা চলেছে। ব্যাপার কী? ব্যাপার একটা ভূতগ্রস্ত বালককে আরোগ্যের জন্যে আনা হয়েছে, কিন্তু যীশুর শিষ্যদের কারু শক্তি নেই বালককে রোগমুক্ত করে। যীশু যা পারেন তা তাঁর শিষ্যেরা পারবে না কেন? এ তবে কেমনতরো শিষ্য? কেমনতরো শিক্ষা?

যীশু বললেন, 'ছেলেটিকে আমার কাছে নিয়ে এস।'

'আমাকে দয়া করুন।' বালকের বাপ ছেলেটিকে যীশুর কাছে নিয়ে এল। বললে, 'আশৈশব ছেলেটাকে অপদূত তাড়না করছে। কতবার মাটির উপর ছুঁড়ে মারছে, জলে ফেলে দিচ্ছে, ঠেলে দিচ্ছে আগুনে। কী অমানুষিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট করছে সারাক্ষণ! যদি পারেন, একে নিরাময় করে দিন।'

'যদি পারেন! তা-হলে তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই?'

বালকের পিতা নিস্পন্দ চোখে তাকাল যীশুর দিকে।

'শোনো, যার বিশ্বাস নেই তার হয় না। আর যে বিশ্বাস করে তার হয়।'

'প্রভু আমি বিশ্বাস করি। আমার ছেলের ব্যাধির আগে আমার ব্যাধি— আমার অবিশ্বাস-ব্যাধি সেরে গেছে।'

যীশু তখন সেই অপদূতটাকে কঠিন কণ্ঠে তিরস্কার করলেন। বললেন বেরিয়ে আসতে। অপদূত আর্তনাদ করতে-করতে অপসৃত হল। বালক পড়ে রইল মড়ার মত। যীশু তাকে স্পর্শ করলেন। সুস্থ ছেলে উঠে বসল ঘুম থেকে।

তোমার মৃত্যু অবধারিত জেনেও শেষমুহূর্ত পর্যন্ত পরহিত করে যাও। শুধু বিপদে ঈশ্বরকে ডাকা নয়, পদে-পদে তাঁকে সঙ্গী করে পথ চলা।

শিষ্যেরা নিভৃতে যীশুকে জিজ্ঞেস করলে, 'অপদূতটাকে আমরা কেন তাড়াতে পারলাম না ?'

'কারণ তোমাদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল না। যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, আর সে-বিশ্বাস যদি সর্ষের দানার মতোও ছোট হয়,' যীশু বললেন দৃঢ়স্বরে, 'তোমাদের বলে রাখছি, তোমাদের কথায় পাহাড়ও সরে যাবে। তোমাদের কাছে কোনো কিছুই অসাধ্য থাকবে না'।

যে বিশ্বাসে বলীয়ান, বাধার বিশাল পর্বতও তাকে পথ ছেড়ে দেবে। তীক্ষ্ণ এক বিন্দু বিশ্বাসের স্ফুলিঙ্গ, তাইতেই আশ্চর্য আলোকলোক।

যীশু সদলে কাফারনাউমে এলেন। উঠলেন এক গৃহস্থের বাড়িতে। শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা রাস্তায় কী নিয়ে তর্ক করছিলে?

শিষ্যরা নীরব রইল। কিন্তু যীশু জানেন ওদের মনের কথা, ওদের তর্কের বিষয়।

'তোমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে তর্ক করছিলে তো? যীশু শিষ্যদের' নিয়ে বসলেন ঘন হয়েঃ 'শোনো, যে সকলের আগে যেতে চায় সে সকলের পিছে গিয়ে দাঁড়াবে। যে সকলের নেতা হতে চায় সে সকলের ভৃত্য হবে।'

শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনই এই দীনতা, নম্রতা, নিরভিমানতা। শুধু নিঃস্বার্থ পরসেবা।

স্বর্গরাজ্যের প্রধান নাগরিক কে? যীশু একটি শিশুকে ধরে এনে কোলে নিয়ে বসলেন। বললেন, 'এই শিশুটিকে দেখ। এর মত হও। এর মত না হতে পারলে কেউ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।'

কী দেখছ শিশুর মধ্যে? দেখছ সরলতা, দেখছ বিশ্বাস, দেখছ শরণাগতি। দেখছ একবিন্দু অহঙ্কার নেই, নেই সম্মানলোভ, নেই বা আত্মঘোষণা। রিক্ততাই এর ভূষণ, নম্রতাই এর বিত্ত, পরনির্ভরতাই এর একমাত্র অধিকার। সে দুর্বল হয়েও প্রবল, নিরীহ হয়েও প্রধান, একলার হয়েও সকলের।

'এ রকম শিশুকে যে আমার নামে গ্রহণ করে,' যীশু বললেন, 'সে আমাকেই গ্রহণ করে। আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকেই গ্রহণ করে।'

ডান হাতে এমনিভাবে দাও যেন তোমার বাঁ হাত না জানতে পারে। নামের জন্যে প্রাধান্যের জন্যে বিজ্ঞাপনের জন্যে সেবা নয়। শিশুকে শিশুর জন্যে সেবা করো। ওর যে সব চেয়ে নেবার দরকার। ও যে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে পারে না, নিজেকে পারে না জাহির করতে। তেমনি দেখ সমাজে-সংসারে কারা অনগ্রসর, কারা দীনহীন। তাদের সেবায় তুমি এগিয়ে যাও। নিরহঙ্কার নিঃস্বার্থ স্নেহে তুমিও শিশু হয়ে ওঠো। শিশু হওয়াই ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হওয়া।

শিষ্য জন যীশুর কাছে নালিশ করল: 'একজনকে দেখলাম আপনার নাম করে অপদূতদের তাড়াচ্ছে। সে আমাদের দলের লোক নয়। তার এ কাজে অধিকার কী? তাই তাকে আমি নিষেধ করে দিয়েছি।'

যীশু জনকে নিবৃত্ত হতে বললেন। বললেন, 'পরমতসহিষ্ণু হও।'

'তাকে আর নিষেধ কোরো না। যে আমার নাম করে অলৌকিক শক্তির কাজ করতে পারবে সে সহজে আব আমার নিন্দা করতে পারবে না। জানবে যে আমার বিরুদ্ধে নয় সে আমার স্বপক্ষে।'

যীশুর উপদেশগুলি কী সহজ, কী পবিচ্ছন্ন! আর কী নিদারুণ নতুন!

অসহিষ্ণুতা তো অহঙ্কারের ফল, কখনো বা অজ্ঞানের। ভগবান বিচিত্র পথে বিচিত্র মতে নিজেকে পরিপূর্ণ করছেন। তোমাকে তিনি যে পথে রেখেছেন সেই পথেই এগিয়ে চলো, শুধু এগিয়ে চলো। সব পথই চলেছে রোমের দিকে। অন্যের পথ ও মত নিয়ে তোমার বিতণ্ডা কেন? তুমি যতটুকু আয়ত্ত করতে পারো, সত্য তার চেয়ে অনেক বড়। আর সবচেয়ে বড় কথা, তুমি একজনের বিশ্বাসকে তাচ্ছিল্য করতে পারো কিন্তু সেই মানুষটাকে তুমি তুচ্ছ করবে কী করে?

যদি তুমি শত্রুকে নিধন করতে চাও তবে তাকে বন্ধু করে তোলো। সে তোমার বন্ধু হল অর্থই তার শত্রুতার অবসান হল।

যদি কেউ তোমাকে আমার লোক ভেবে এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল খেতে দেয়, বললেন যীশু, 'জানবে সে পুরস্কৃত হবে।'

তৃষ্ণাহরণের জন্যে শুধু সামান্য এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল—শুধু সেইটুকু দয়া সেইটুকু সেবাতেই ভগবানের কাছ থেকে পেয়ে যাবে পুরস্কার। বেশি কিছু তোমার আয়োজন করতে হবে না, যা তোমার সহজ অধিকারের মধ্যে আছে, শুধু

সেইটুকু দিয়েই ভক্তের সেবা করো। যে যীশুখ্রীস্টের ভক্তকে সেবা করে সে যীশুখ্রীস্টকেই সেবা করে।

'আর এই যে সব শিশু যারা আমারই প্রতিচ্ছায়া তাদের পথে যেন কেউ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি কোরো না। প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে তাদের পতন ঘটানোর বদলে নিজেরাই যেন গলায় জাঁতা বেঁধে সমুদ্রের অতলে ডুবে মরে। শিশুকে সুপথে যেতে সাহায্য করো, তাকে অবজ্ঞা কোরো না, অবহেলা কোরো না, তার সমুখ থেকে সব কুদৃষ্টান্ত সরিয়ে ফেল।'

তারপরে যীশু আরো কঠোর হলেন। বললেন, 'তোমার হাত যদি তোমার পতনের কারণ হয় তাহলে সে-হাত তুমি কেটে ফেল। তেমনি তোমার পা যদি তোমার পতনের কারণ হয় তা হলে সে-পা তুমি কেটে ফেল। তেমনি তোমার চোখ যদি তোমার পতনের কারণ হয় তাহলে উপড়ে ফেল সেই চোখ। দু'হাত বা দু'পা বা দু চোখ নিয়ে নরকে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে বিকলাঙ্গ বা খঞ্জ বা অন্ধ হয়ে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা ঢের ভালো।'

অর্থাৎ পাপকে নির্মম হাতে উন্মূলিত করো। ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে অস্ত্রোপচার করতে হয় বৈকি। দূষিত অঙ্গ পর্যন্ত বাদ দিতে হয়। তেমনি পাপের প্রক্ষালনে কোনো ক্ষতি কোন ক্লেশকেই বড় করে দেখো না। পাপের তিরোধানেই সেই পরম আরোগ্যের অভ্যুদয়।

আর তোমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া মিটিয়ে ফেল।

'তোমার ভাই যদি তোমার কাছে কোনো অপরাধ করে, তাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে তাকে তার দোষ দেখিয়ে দাও। তাতে যদি তোমার কথা সে শোনে, কী আনন্দ, তুমি তোমার ভাইকেই পেয়ে গেলে। যদি না শোনে, তুমি দু'তিনজন লোক নিয়ে যাও যাতে তাদের সাক্ষ্যে তোমার বিষয়টা সাব্যস্ত হতে পারে। যদি সঙ্গীদের কথাও অগ্রাহ্য করে, তবে তোমার মণ্ডলীকে জানাও। যদি মণ্ডলীর কথাও নস্যাৎ করে দেয়, তবে তখনই হয়তো ভাবতে পারবে সে বুঝি তোমার ভাই নয়, সে একজন বিজাতীয় করগ্রাহক।'

কিন্তু বিজাতীয় করগ্রাহকেরও হৃদয় আছে। আর কে সে এমন পাষাণ যে যীশুর দেওয়া প্রেমে ও ক্ষমায় বশীভূত হবে না? কোন বিজাতীয়ের সাধ্য সে আমার ভাই না হয়? সে কর নেবে কী, সে তারও চেয়ে বেশি নেবে, ভালোবাসা নেবে।

ঈশ্বর মানুষ হয়ে এসেছেন যাতে মানুষ ঈশ্বর হতে পারে।

'পৃথিবীতে যে দুয়ার তুমি বন্ধ করে দেবে স্বর্গেও সেই দুয়ার বন্ধ থাকবে। আর পৃথিবীতে যে দুয়ার তুমি মুক্ত করে দেবে স্বর্গেও সেই দুয়ার অবারিত।'

মৈত্রী শুধু পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ নয়, স্বর্গেও তা প্রসারিত।

তারপর যীশু প্রার্থনা সম্পর্কে উপদেশ দিলেন।

'তোমাদের মধ্যে দুজনে যদি একাত্ম হয়ে প্রার্থনা করো তাহলে আমার স্বর্গনিবাসী পিতা সে প্রার্থনা পূর্ণ করে দেবেন। যেখানে আমার নামে দুজন কিংবা তিনজন একত্র হবে সেখানে আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকব।'

স্বার্থমিশ্রিত প্রার্থনার প্রত্যুত্তর নেই। আমি যদি আমার সাফল্য চাই তাহলে যে তা অন্যের বৈফল্যের মূল্যে কিনতে হয়। তাই ভগবান নীরব থাকেন। অন্যকে হতাশ করে আমাকে তিনি আনন্দিত করুন এ কথা বলি কী করে? তারপর প্রার্থনা যদি নিঃস্বার্থও হয় কী ভাবে তার পূরণ হবে তা-ও ঈশ্বর জানেন। কিসে আমার সর্বগত কল্যাণ তার বিচারক তিনি। কখনো-কখনো অপ্রাপ্তিও চরিতার্থতা। না-পাওয়াটাও বিরাট পাওয়া। কর্মে ফল দিলেন না, দিলেন তবু অমোঘ কর্মশক্তি—প্রাচুর্য-ঐশ্বর্য দিলেন না, দিলেন সন্তোষের বীর্য—দুঃখের থেকে ত্রাণ দিলেন না, দিলেন দুঃখকে জয় করবার উৎসাহ। অর্থাৎ তিনি নিজেকে দিলেন, নিজেই সামিল হলেন। তাঁর আনুকূল্য ছাড়া কে বইত এ নিষ্ফল কর্মশৃঙ্খল, কে অল্পেই অপরিমিত থাকত, কে সংগ্রামে লিপ্ত থাকত চিরকাল? বলো এই অনাসক্তি ও সন্তোষ, সংগ্রাম ও প্রাণোৎসাহ কি প্রার্থনাপূরণ নয়?

তিনটি প্রাণী আর তাঁর উপস্থিতি। এই তিনটি প্রাণী সমবেত কোথায়? গৃহে। স্বামী, স্ত্রী আর শিশু। পিতা মাতা আর সন্তান। তাই প্রতি গৃহেই যীশুর পদার্পণ।

পিটার জিজ্ঞেস করলে, 'প্রভু, আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে বারে বারে অপরাধ করছে, আমি কতবার তাকে ক্ষমা করব? সাত বার?'

'মোটে সাতবার? সাত-সত্তর বার ক্ষমা করবে।'

তুমি ক্ষমা না করলে ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন কেন? তুমি যদি করুণাপরবশ না হও তবে তুমিই বা কী করে বুঝবে ঈশ্বর করুণাময়? তোমার মানবিক করুণাই তো ঈশ্বর-করুণাকে ডেকে আনবে।

তবে শোনো একটি গল্প। যীশু হৃৎকর্ণরসায়ন মধুর একটি গল্প বললেন :

একবার এক দেশের এক রাজা ঠিক করলেন তার দাসদাসীদের সঙ্গে লেনদেনের একট হিসেব-নিকেশ করে ফেলবেন। দেখা গেল একজন চাকরের দশ হাজার 'তালেন্ত' ধার। এত বৃহৎ ঋণ শোধ করবে কী করে? রাজা আদেশ দিলেন চাকরের স্ত্রী পুত্র সম্পত্তি—সমস্ত বিক্রি করে যেন টাকাটা আদায় করা হয়। চাকর রাজার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল—আমাকে কিছু সময় দিন, আমি সমস্ত শোধ করে দেব। মহানুভব রাজার করুণা হল, তিনি সমস্ত ঋণ মকুব করে চাকরকে রেহাই দিয়ে দিলেন। যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম, তোমাকে আর ঋণের কথা ভাবতে হবে না। চাকরের স্ফূর্তি তখন দেখে কে? রাস্তায় বেরুতেই তার আরেক চাকরের সঙ্গে দেখা। সে এই দ্বিতীয় চাকরের কাছে সামান্য কিছু টাকা পেত—সামান্য এক শো 'দিনার'। কই, আমার টাকা কই? বলে রাস্তার মাঝখানেই প্রথম চাকর দ্বিতীয় চাকরেব টুঁটি টিপে ধরল : ধার শোধ না করে পালাচ্ছ কোথায়? দ্বিতীয় চাকর কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, আমায় কিছু সময় দাও, কড়ায়-গণ্ডায় দেব সমস্ত শোধ করে। প্রথম চাকর নিরস্ত হল না। শারীরিক পীড়নে শান্তি নেই, দ্বিতীয় চাকরের বিরুদ্ধে সে আদালতে গেল। ধার শোধ না দেওয়া পর্যন্ত জেল খাটাল।

এ সব ব্যাপার দেখে শুনে আর-আর চাকরেরা রাগে ক্ষোভে বিচলিত হয়ে রাজাকে সব নিবেদন করল। রাজা প্রথম চাকরকে ধরে আনবার হুকুম দিলেন। সে আসতেই রাজা গর্জে উঠলেন : তোমার অনুনয়ে-বিনয়ে তোমার ধার আমি মাপ করে দিলাম আর তুমি তোমার সহকর্মীর ধারটা মাপ করতে পারলে না? যাও, রাজা তাঁর সশস্ত্র প্রহরীদের হুকুম দিলেন, একে যন্ত্রণালয়ে নিয়ে যাও, যত দিন না ও দশ হাজার মুদ্রা শোধ করে ততদিন ওর উপর উৎপীড়ন চালাও।

আমার স্বর্গনিবাসী পিতার কাছেও এই হিসেব। তুমি তাঁর কাছ থেকে তোমার বৃহৎ পাপের মার্জনা নেবে অথচ তুমি তোমার ভাইয়ের তোমার প্রতিবেশীর ছোটখাটো অপরাধগুলি ক্ষমা করতে পারবে না?

মন্দিরের গোমস্তারা পিটারকে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমাদের গুরুদেব কি মন্দিরের জন্যে কর দেন না?'

পিটার বললে, 'হ্যাঁ, দেন বৈ কি।'

গোমস্তারা নিরস্ত হল। তারা ভেবেছিল বোধ হয় শুনবে যীশু আবার কর দেবেন কী, কাকে দেবেন, কিন্তু বিনীত উত্তর পেয়ে তারা আর যীশুর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সুযোগ পেল না।

পিটার বাড়ি ফিরতেই যীশু বললেন, 'সিমোন, তোমার কী মনে হয়? পৃথিবীর রাজারা কার কাছ থেকে কর আদায় করে? নিজেব ছেলের কাছ থেকে না জনসাধারণের কাছ থেকে?'

পিটার বললে, 'জনসাধারণের কাছ থেকে।'

'তা হলে বুঝে দেখ রাজার ছেলে করমুক্ত। তাকে কখনো কর দিতে হয় না।'

আর এখানে মন্দিরের জন্যে কর! মন্দির তো যীশুর পিতৃগৃহ! পিতার গৃহের জন্যে পুত্র কবে পিতাকে কর দেয়?

তবু যীশু তশীলদারকে দোষ ধরতে দেবেন না। কারো পথের প্রতিবন্ধক হবেন না তিনি। পিটারকে বললেন, 'তুমি সমুদ্রে গিয়ে ছিপ ফেল। যে মাছ প্রথম তুলবে তার মুখ খুলেই পাবে একটি রৌপ্যমুদ্রা। সেটি দিয়ে আমাদের কর শোধ করো।'

অর্থাৎ একদিন গিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরো। মাছ বেচেই মিলে যাবে আমাদের করের টাকা। লোকে দেখুক মানুষের সাধারণ যা কর্তব্য তা আমরা যথাযথ পালন করি! ফাঁকি দিই না।

ইহুদিদের শিবিরবাসের পর্ব এগিয়ে আসছে। এ পর্বে জেরুজালেমের কুড়ি মাইলের মধ্যে যত সমর্থ ইহুদি আছে সবাইকে যেতে হয় জেরুজালেমে। কিন্তু কুড়ি মাইলের বাইরেও যে সব ভক্ত ইহুদি আছে তারাও পিছিয়ে থাকে না, তারাও ভিড় জমায়।

যীশুর ভাইয়েরা যীশুকে বললে, 'এই গ্যালিলিতে পড়ে আছেন কেন? জেরুজালেমে চলে যান। আপনার অনুরক্তেরা আপনার ক্রিয়াকাণ্ড সেখানে দেখতে পাবেন। ওসব গোপন করে সুখ কী! আপনার ক্রিয়াকর্ম জগতের সামনে প্রকাশ করুন। লোকের তাক লেগে যাক।'

তার অর্থই যীশুর ভাইয়েরা যীশুকে চিনতে পারছে না, পারছে না বিশ্বাস করতে।

যীশু বললেন, 'আমার লগ্ন এখনো উপস্থিত হয়নি। তোমরা সব

সময়েই প্রস্তুত, যখন খুশি তোমরা যেতে পারো। সংসার তোমাদের প্রাতিকূল্য করবে না, কিন্তু আমাকে সে ঘৃণা করে যেহেতু আমি তার অন্যাযকে অন্যায় বলি। তোমরা যাও উৎসবে, আমার সময় পূর্ণ হোক, আমিও যাব।'

অন্যায়কে অন্যায় বলি। কিছু বলতেও হবে না, যীশুর উপস্থিতিই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ।

ভাইয়েরা উৎসবে চলে গেল। যীশু গ্যালিলিতে পড়ে থাকলেন না, লুকিয়ে, আত্মগোপন করে, তিনিও জেরুজালেমে উপস্থিত হলেন। নিজের লগ্ন নিজেই নির্ধারিত করে নিলেন।

'আচ্ছা, যীশু কোথায়? যীশু আসে নি?' উৎসবের নানা জায়গায় ইহুদিরা যীশুকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

যীশুকে নিয়ে জনতার নানা জিজ্ঞাসা, বিচিত্র কৌতূহল। কোথাও বা উত্তপ্ত তর্ক। লোকটা কেমন? কেউ বলছে, 'লোকটি ভালো।' কেউ আবার বলছে, 'মোটেই নয়। লোকটা সবাইকে ভুলপথে নিয়ে চলেছে।'

কিন্তু কী আশ্চর্য, কেউ প্রকাশ্যে এ নিয়ে হৈ-চৈ করতে রাজি নয়। যীশুকে ওরা ঘৃণা করে বটে, আবার ভয়ও করে।

ফ্যারিসিরা ঘৃণা করে কারণ যীশু তাদের শাস্ত্রবিধি নস্যাৎ করে দিচ্ছেন। তারা বিধাতার চেয়েও বিধিকে বুঝি বেশি ভালোবাসে। শাস্ত্রের সার কথাটুকু কী তা তারা বুঝতে চায় না, তারা বিধির খোলস নিয়েই তন্ময়। সাদুকি বা পুরোহিতের দল ঘৃণা করে যেহেতু তারা 'মেশায়া' বা পরিত্রাতায় বিশ্বাসী নয়। তারা হচ্ছে পুঁজিপতি, তাদের দৃষ্টি তত ঈশ্বরের দিকে নয় যত পুঁজির দিকে, সঞ্চিত স্বার্থস্তূপের দিকে। 'মেশায়া'কে স্বীকার করা অর্থই তাদের বিলাসলালিত জীবনের আরামকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া। তারপর তারা রোম্যান প্রভুদের প্রসাদপুষ্ট, তারা এই অকিঞ্চনকে মানতে যাবে কেন?

ঘৃণা করে পণ্ডিতের দল, বুদ্ধিবাদীর দল। এ লোকটার লেখাপড়া কদ্দূর? স্কুলে-কলেজে টোলে-বিদ্যাপীঠে কতদূর কী আয়ত্ত করেছে? তার কী স্পর্ধা শাস্ত্র-সংহিতা ব্যাখ্যা করে, কখনো বা একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়?

যদি সে নিতান্ত নিঃস্বই হয় তবে তাকে উপেক্ষা করলেই পারো। তাকিয়ে

ওই একবার দেখ তাঁকে। সাধ্য কি তুমি নির্নিমেষ না হও। সাধ্য কি তুমি উদাসীন থাকো। হয় তুমি জ্বলবে নয় তুমি তোমাকে বিলিয়ে দেবে। হয় তাঁকে শেষ করতে চাইবে নয় তুমি শেষ হবে! এর কোনো মধ্য পথ নেই।

কী আশ্চর্য, যীশু যে একেবারে মন্দিরের মধ্যে চলে এসেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিচ্ছে অকাতরে!

'এ লোকটি কবে লেখাপড়া শিখল? নিজে না শিখে অন্যেকে শেখাবার দুর্মতি কেন?' ইহুদিরা বলাবলি করতে লাগল।

যীশু বললেন, 'যে বিদ্যা আমি দান করছি সে আমার নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর। ভগবানের ইচ্ছা পালন করতে যে ইচ্ছুক সে বুঝবে আমার উপদেশ ভগবানেরই বাণী কিনা, না কি আমার নিজের খেয়ালে এ কথামালা রচনা করে চলেছি? যে লোক নিজের প্রেরণায় কথা বলে সে শুধু নিজেকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, আর যিনি তাকে প্রেরণ করেছেন তাঁকেই যে প্রতিষ্ঠিত করে, তার কথাই সত্য বলে আখ্যাত হয়। কেননা সে-কথায় কোনো ভেজাল থাকে না। তাকে আর যাই বলো অসাধু বলতে পারো না।'

এখানেও যীশুর ঈশ্বরপ্রশংসা। আমি বুদ্ধিজীবীদের ভাষায় সুশিক্ষিত নই, অহঙ্কারীর ভাষায় স্বশিক্ষিতও নই, আমি ভক্তের ভাষায় ঈশ্বরপ্রেরিত।

'নইলে মোজেসের দৃষ্টান্ত মনে করো।' বললেন আবার যীশু, 'তিনিই তো তোমাদের ধর্মবিধান দিয়েছিলেন। কি, তাই নয়? অথচ তোমরা একজনও তা পালন করো না। করো? তা হলে আমাকে হত্যা করবার জন্যে কেন তোমরা ষড়যন্ত্র করছ?'

ভীতত্রস্ত জনতা চেঁচিয়ে উঠল: 'কে ষড়যন্ত্র করছে?'

'তোমাদের ধর্মবিধানে পরিচ্ছেদনের ব্যবস্থা আছে। রবিবারে সে কাজ করলেও তোমাদের ধর্মবিধানের লঙ্ঘন হয় না, কিন্তু আমি যদি রবিবারে কোনো রুগ্নকে নিরাময় করি, তা হলে আমার উপর তোমরা ক্রুদ্ধ হও। এ কেমনতরো বিচার? বিচার করবে কি বাইরের চেহারা দেখে না কি অন্তর্বস্তু সত্যের সন্ধান করে?'

'এই লোকটাকেই ইহুদিরা মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে না? তবে সে যে এখন প্রকাশ্যে এই সব ধর্মদ্রোহিতার কথা বলছে তার বিরুদ্ধে কেউ উঠে

দাঁড়াচ্ছে না কেন ? ধর্মাধ্যক্ষেরা কি তবে একে খ্রীস্ট বলে মেনে নিতে সিদ্ধান্ত করেছেন ?' জনতার মধ্যে থেকে শোনা গেল কোলাহল ।

'না, না, এমন সিদ্ধান্ত কেউ করেন নি, করতে পারেন না ।' বললে কেউ-কেউ, বেশ একটু অবজ্ঞার সুরে, 'আমরা তো জানি কোথায় ও জন্মেছিল । সত্যিকার খ্রীস্ট যখন আসবেন তখন কেউ জানতেও পারবে না কোত্থেকে তিনি আসছেন ।'

যীশু তাঁর স্বর উচ্চে তুললেন ঃ 'তেমনি তোমরাও জানো আমি কোত্থেকে আসছি । না জানো তো জেনে রাখো । যাঁর পাঠাবার অধিকার আছে তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন । তাঁকেই তোমরা জানো না । যেহেতু আমি তাঁর কাছ থেকে আসছি আমি তাঁকে জানি । আমি তাঁকে দেখেছি ।'

ইহুদিরা ঠিক করল যীশুকে এবার ধরবে, গ্রেপ্তার করবে । কিন্তু তাঁর গায়ে হাত দিতে এখনো কারো সাহস হল না । তার লগ্ন বুঝি আসেনি এখনো ।

বিপরীত কথাও বলতে লাগল কেউ-কেউ । ইনি যে সব কাজকর্ম দেখিয়েছেন অন্যতর খ্রীস্ট এলে তার বেশি কিছু কি দেখাতে পারবে ? না, না, ইনিই সেই নির্বাচিত প্রেরিত পুরুষ ।

এমনতরো বিশ্বাসী ভক্ত আর ক-জন ? যতজনই হোক ফ্যারিসি বা যাজকের দল নিবৃত্ত হল না । তারা রাজকর্মচারীদের পাঠাল যীশুকে গ্রেপ্তার করে ধরে আনবার জন্যে ।

যীশুর প্রধানত দুই অপরাধ । এক, সে বিদ্রোহী, সে রবিবারের বিধান অমান্য করেছে—দুই, সে ঈশ্বর-নিন্দক । ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে এই দাবি করা ঈশ্বরনিন্দা ছাড়া আর কী ।

রাজকর্মচারীরা ফিরে এল ।

'এ কী, তাকে ধরে আনলে না কেন ?' ফ্যারিসিরা গর্জন করে উঠল ।

'কী সুন্দর তাঁর কথা ! কী সুন্দর তাঁর চোখ দুটি ! তাঁকে কে ধরবে ?'

'তোমরাও তার কথায় ঠকে গেলে ?'

'তাঁর মতন করে কথা কেউ বলতে পারে না । ঠকলাম না জিতলাম কে বলবে

'শোনো, আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশি দিন নেই।' বললেন যীশু, 'শিগগিরই একদিন ফিরে যাব। আমাকে শত খুঁজলেও তোমরা আর আমার দেখা পাবে না।'

কোথায় যাবে যে আমরা একেবারে খুঁজেই পাব না? ফ্যারিসিরা বলাবলি করতে লাগল। বিজাতীয়দের দেশে যেখানে ইহুদিরা গোষ্ঠী বেঁধে আছে সেখানে গিয়ে ভিড়বে নাকি?

'আমি যেখানে যাব তোমাদের সাধ্য নেই তোমরাও সেখানে যাও।'

সে কোথায়?

'যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে।'

এ সব কথার কি কোনো অর্থ হয়? বিরক্ত হল ফ্যারিসিরা। পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা থাকতে পারে যেখানে উনি যেতে পারবেন, আমরা পারব না?

খোঁজো—পাবে। এইই তো প্রভু যীশুর বাণী। আর এখন কিনা বলছেন, আমাকে খুঁজে বেড়াবে অথচ আমাকে কোথাও পাবে না।

অর্থাৎ সময় থাকতে থাকতে জীবনে তীব্র আস্পৃহা জাগ্রত করো। সময় চলে গেলে জমবে শুধু জড়তার ধূলো, ঈশ্বরের ঠিকানাটুকু মুছে যাবে।

তারপরে উৎসবের শেষ দিনে প্রভু উচ্চস্বরে ডাক দিলেন: 'যদি কারু তৃষ্ণা পেয়ে থাকে সে আমার কাছে এসে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিক। আমাকে বিশ্বাস করার অর্থই নিজের হৃদয়ে একটি প্রাণপ্রদ নিরন্ত নির্ঝর আবিষ্কার করা। সেই নির্ঝরেই তার পরম মুক্তিস্নান, তার সমস্ত তৃষ্ণার নিবৃত্তি।'

জনতার মধ্যে আবার বলাবলি শুরু হল। সন্দেহ নেই, ইনিই সেই প্রত্যাদিষ্ট মহর্ষি, ইনিই খ্রীষ্ট। আবার কেউ বললে, তা কী করে হবে? শাস্ত্রে বলেছে খ্রীষ্ট আসবেন বেথেলহেম থেকে, আর এ তো আসছে গ্যালিলি থেকে। ওসব কিছু নয়। ওকে ধরে নিয়ে এস, ওর বিচার হোক—ও সাধারণ মানুষকে ভুল শেখাচ্ছে, বিপথে নিয়ে যাচ্ছে।

ফ্যারিসিদের দলের লোক হলেও নিকোদেমাস বললে, 'বিচার যে করবে ওঁর বক্তব্যটা আগে শুনবে তো! আসামী তার নিজের সাফাই দিতে পারবে না, একতরফা তার শাস্তি হয়ে যাবে—এ কেমনধারা বিচার?'

ফ্যারিসিরা তখন নিকোদেমাসকে নিয়ে পড়ল। তুমিও বুঝি গ্যালিলি থেকে আসছ? শাস্ত্র খুঁজে দেখ, কোথাও লেখা নেই মহর্ষিরা গ্যালিলিতে জন্মায়।

নিকোদেমাস চুপ করে গেল। প্রভুকে যে সে অন্তরে স্বীকার করেছে এই তাব সান্ত্বনা।

যীশু পর্বতে চলে গেলেন।

প্রত্যূষে এলেন আবার মন্দিরে। চত্বরে তাঁকে ঘিরে বসল জনতা, তিনি উপদেশ দিতে শুরু করলেন।

ফ্যারিসিরা চাইছিল যীশুকে লোকচক্ষে অপ্রিয় করে তোলা যায় কিনা। তারা একটি স্ত্রীলোককে বন্দীদশায় তাঁর কাছে এনে হাজির করল। বললে, 'গুরুদেব, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারের অপরাধে ধরা পড়েছে। মোজেস তাঁর বিধানে ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন এ-জাতীয় অপরাধীকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে হবে। আপনি কী বলেন?'

যীশুকে ফ্যারিসিরা পরীক্ষায় ফেলল। দেখি কী বলে! যদি বলে, না, অপরাধীকে ছেড়ে দাও, তবে স্বয়ং যীশুকেই আইনভঙ্গের সমর্থক বলে অভিযুক্ত করা যাবে। আর যদি বলে, হ্যাঁ, পাথর ছুঁড়েই একে মারা উচিত, তবে আর তাঁর বৈশিষ্ট্য রইল কোথায়?

কী বলুন, আপনার কী মত?

যীশু তাঁর নয়ন নত করলেন। হেঁট হয়ে মাটির উপর আঙুল দিয়ে কী লিখতে লাগলেন অন্যমনে।

যীশু কি ভাবছেন, কী বলা যায় ? তিনি কি সময় নিচ্ছেন ? না কি হতভাগিনীর মুখের দিকে তাকাবেন না ঠিক করেছেন ?

'বলুন তাহলে পাথর ছুঁড়ে এই কলঙ্কিনীকে আমরা মেরে ফেলি ?'

যীশু মাথা তুলে অভিযোক্তাদের দিকে তাকালেন। বললেন ধীরস্বরে, 'তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সে-ই সর্বপ্রথম ওকে পাথর ছুঁড়ে মারুক।'

বলে আবার নতমস্তকে মাটির উপর লিখতে লাগলেন।

পাথর কি কেউ ছুঁড়ে মারছে ? শোনা যাচ্ছে কি আর্তনাদ ?

না, একটি একটি করে লোক চলে যাচ্ছে মন্দির থেকে। প্রথমে বুড়োরা, পরে আর সকলে। মন্দির-চত্বর ফাঁকা হয়ে গেল। যীশু শুধু একা পড়ে রইলেন। আর তাঁর সামনে সেই অপরাধিনী দাঁড়িয়ে।

যীশু এবার তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তোমার বিরুদ্ধে যারা নালিশ করেছিল তারা কোথায় ?'

'দেখতে পাচ্ছি না। সবাই চলে গিয়েছে।'

'সে কী, তোমাকে দণ্ড দিয়ে গেল না ?'

'না। আপনি আমাকে দণ্ড দিন।' স্ত্রীলোকটির চোখ জলে ভরে উঠল।

'আমিও তোমাকে দণ্ড দেব না।' বললেন যীশু, 'তুমি চলে যাও। শোনো, এর পর আর পাপ কোরো না।'

যীশু দণ্ড দেন না, দণ্ড স্থগিত রাখেন। বলো, আমি অসহায়, আমি ভুল করেছি—তখুনি পাবে যীশুর করুণা। আর যীশুর করুণায় বলবান হয়ে বলো, আমি সঙ্কল্প করছি আর আমি ও গর্হিত কাজ করব না। তখন আর তোমাকে পায় কে। আর কে তোমাকে বাধা দেয় !

যীশু দণ্ড দেন না, অনুতাপে পবিত্র হবার প্রক্ষালিত হবার সুযোগ দেন। অতীত নষ্ট হয়েছে বলে ভবিষ্যৎকেও নষ্ট করে দেন না। যাও, আর পাপ কোরো না। আমি আছি তোমার সঙ্গে। দেখ, এই সুযোগে জীবনের পৃষ্ঠা উলটিয়ে নতুন পরিচ্ছেদে চলে এস। দগ্ধ অতীতের বৃক্ষে ফুটিয়ে তোলো পুষ্পিত ভবিষ্যৎ। আমি আছি।

আর একবার ইহুদিদের ডাক দিলেন ঃ 'আমিই জগতের জ্যোতি। যে

আমাকে অনুসরণ করবে সে আর অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবে না, সে চিরন্তন আলোর জগতে বসবাস করবে আর সেই আলোই মহাজীবন, মানবজীবন।'

ফ্যারিসিরা আবার আপত্তির ঝড় তুলল : 'আপনার এসব একতরফা সাক্ষ্য কে মানছে ? আপনার সমর্থনে দ্বিতীয় সাক্ষ্য কী আছে ?'

'জানি তোমাদের আইনে দুজনের সাক্ষ্য দরকার।' যীশু বললেন নির্লিপ্ত স্বরে : 'দুজনের সাক্ষ্য হলে মামলা বিশ্বাসযোগ্য। কি, তাই না ?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তবে আর কী। আমার পক্ষেও দুজন আছে। একজন আমি নিজে, আরেকজন—'

'আরেকজন কে ?'

'আরেকজন আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন—'

'তিনি কোথায় ?'

'কোথায় ! যদি আমাকে চিনতে তাহলে তাঁকেও চিনতে। কিংবা তাঁকে চিনলে আমাকে চিনতেও তোমাদের দেরি হত না।'

মন্দিরে কোষাগারে দাঁড়িয়ে এসব বিপ্লবাত্মক কথা বলছেন যীশু কিন্তু কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করল না, করতে সাহস পেল না। কাল বুঝি এখনো পরিপক্ক হয়নি।

ঈশ্বর যীশুর দ্বিতীয় সাক্ষী। তার প্রমাণ কী ? তার প্রমাণ যীশুর নিজের কথা, ব্যঞ্জনগর্ভ সহজ সুন্দর কথা। এত জ্ঞান এত আলো আর কোথায় ? আরো প্রমাণ, যীশুর কাজ। অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ। মনে হয় না কি তাঁরই মধ্য দিয়ে ভগবান এসব অঘটন ঘটাচ্ছেন ? মানুষের কী শক্তি আছে একজন পাপীকে পবিত্র করে তুলতে পারে, অধার্মিককে ভক্তশ্রেষ্ঠ ! এ শক্তি ঐশ্বরিক। তারপর যীশুর কথায় এত লোকের হৃদয় এক সঙ্গে সাড়া দিয়ে ওঠে কেন ? কে ডাকে ? কে সুপ্ত প্রতিধ্বনির ঘুম ভাঙায় ?

'আমি কারু বিচার করি না।' আরো বললেন যীশু, 'কিন্তু যদি বিচার করতে বসি, ভুল করি না, যথার্থ বিচার করি। আমার বিচার তোমাদের মত সাময়িক মানবিক মানদণ্ডে নয়, আমার বিচার শাশ্বত কালের। আমার বিচারই ন্যায়বিচার। কারণ সেখানেও আমি একা নই।'

মানুষ বিচারক আমার কতটুকু জানে, কতটুকু দেখে? তার বিচার উপর-উপর, শুধু পুঁথি মিলিয়ে। কিন্তু প্রভু যীশু আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত জানেন, সমস্ত দেখেন—আমার যা অলিখিত তাও পড়েন, যা অনুচ্চারিত তাও শোনেন—তাই তাঁর বিচার এমন যথার্থ। সেখানে আমার যেমন আশ্বাস তেমনি আবার ভয়। আশ্বাস, তিনি আমার জন্যে কোথাও ফাঁক রাখবেন না—ভয়, তাঁকে কোনোকালে ফাঁকিও দিতে পারব না। আমি মানুষের তৈরি আইনের চোখে ধূলো দিতে পারি কিন্তু যীশুর দৃষ্টি আমি এড়াব কি করে? তিনি যেমন আমার সব বুঝে নিচ্ছেন তেমনি আবার ধরেও ফেলছেন। কিন্তু যতই কেন না ধরা পড়ি, আমি জানি তাঁর হাতেই রয়েছে আমার মহত্তম মার্জনা।

'বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। তোমরা শুধু আমাকে খুঁজে বেড়াবে।' আবার বললেন যীশু, 'কিন্তু আমি যেখানে যাচ্ছি তার তোমরা নাগাল পাবে না।'

এ কথার মানে কী? তবে কি উনি আত্মহত্যা করবেন?

'তোমরা সংসারের লোক, তোমাদের মন তাই সংসারেই পড়ে রয়েছে। আমি এ সংসারের নই, আমি এসেছি স্বর্গ থেকে। আমি যে সে-ই, এ বিশ্বাস যদি তোমাদের না থাকে, তাহলে তোমাদের পাপের মধ্যেই তোমাদের মরতে হবে।'

'তা হলে আপনি কে?'

এখনো ওদের এই জিজ্ঞাসা! যীশু যে ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলে ইঙ্গিত করছেন এ কি এরা এখনো উপলব্ধি করবে না?

'এখন বুঝছ না', বললেন যীশু, 'কিন্তু যখন তোমরা ঈশ্বরপুত্রকে উচ্চে তুলে ধরবে তখন বুঝবে আমিই সে-ই। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন, আছেন সহচর হয়ে। তাঁর কথামতই আমি বলছি, চলছি, কাজ করছি। আর তাঁর কাজ করার মত আনন্দ আর কী আছে? তাঁরও আনন্দ, আমারও আনন্দ।'

তবে ইনিই বোধ হয় খ্রীষ্ট! ইহুদির মধ্য থেকে আরো কেউ-কেউ বিশ্বাস করতে চাইল!

'যদি আমাতে বিশ্বাসবান হও তা হলেই আমার যথার্থ শিষ্য হতে পারবে। তাতেই জানতে পারবে সত্যকে আর সত্যই তোমাদের মুক্তি এনে দেবে।'

ইহুদিরা বললে, 'আমরা আব্রাহামের বংশধর। আমরা কোনোদিন কোনো লোকের দাসত্ব করিনি। আমাদের মুক্ত হবার কথা কী বলছেন ?'

'যে পাপ করে সে পাপের হাতে বন্দী, সে পাপের ক্রীতদাস। ক্রীতদাস কি তার মনিবের ঘরের চিরস্থায়ী বাসিন্দে ? না, কখনো না। চিরস্থায়ী বাসিন্দে একমাত্র সেই মনিবের পুত্র। সেই পুত্র যদি তোমাদের পাপ থেকে মুক্ত করে দেয় তবেই তোমাদের মুক্তি।'

'আমরা আর কাউকে মানিনা।' বললে আবার কেউ-কেউ, 'আব্রাহামই আমাদের পিতা।'

'তাই যদি হবে তবে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ না করে আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছ কেন ?'

'আমরা ঈশ্বরের সন্তান।'

'তা হলে তো আমার প্রতি তোমরা বিমুখ হতে না, আমাকে ভালোবাসতে। আসলে তোমরা শয়তানের সন্তান।' যীশু সতেজ-কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা তোমাদের পিতা শয়তানের দুই অভিলাষ পূর্ণ করতে এসেছ। এক অভিলাষ হত্যা, আরেক অভিলাষ অসত্যকথন। আমি সত্যের পূজারী। আমাকে যে তোমরা মানছ না তার কারণ সত্যে তোমাদের শ্রদ্ধা নেই। তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে পাপী বলে প্রমাণ করতে পারো ?'

ইহুদিরা প্রশ্নের পাশ কাটাতে চাইল। বললে, 'আপনি সামারিয়ার লোক, সেই কারণে আপনি আমাদেব শত্রু।'

'না। আমি কারো শত্রু নই, আমি সকলের বন্ধু, সকলের মুক্তিদাতা।'

ইহুদিরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'আপনার মধ্যেই শয়তানের বাসা।'

'না, কেননা আমি আমার পিতাকে শ্রদ্ধা করি, আমি আমার নিজের গৌরব খুঁজে বেড়াই না। তোমরাই আমাকে অসম্মান করছ, প্রত্যাখ্যান করছ। কিন্তু একজন আছেন যিনি ঠিক-ঠিক মূল্য-নির্ণয় করবেন আর সমস্ত অস্বীকৃতির ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন তাঁর সত্য মহিমা, মনুষ্যত্বের মহিমা।' বললেন যীশু, 'আমার একটা কথা বিশ্বাস করো। সে হচ্ছে এই—যে আমাকে স্বীকার করবে তাকে মৃত্যু কোনোদিন স্পর্শ করবে না।'

'আপনি যে বদ্ধ পাগল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' ইহুদিরা তর্জন করে

উঠল : 'আমাদের পিতা আব্রাহাম তো মারা গেছেন—আপনি তো আর তাঁর চেয়ে বড়ো নন।'

'আমার আবির্ভাবের দিনটির জন্যে আব্রাহাম উৎসুক হয়েছিলেন। শেষে স্বচক্ষে দেখলেন সেই আবির্ভাব আর দেখে তাঁর সে কী আনন্দ!'

'এ নিছক পাগলের উক্তি ছাড়া আর কী। আপনার বয়স তো পঞ্চাশও হয় নি, আপনি আব্রাহামকে কী করে দেখলেন?'

'হ্যাঁ, আমাকে বিশ্বাস করো,' যীশু বললেন দৃঢ়-স্বরে, 'আব্রাহামের জন্মের পূর্ব থেকেই আমি আছি।'

'আমি ছিলাম' না, আমি আছি। আগেও আছি, পরেও আছি, এখনও আছি। আমি এক অভঙ্গ বিদ্যমানতা, এক অখণ্ড উপস্থিতি। আমি নিঃসময়, আমি নিরবচ্ছিন্ন। বিগত, বর্তমান ও আগামী—সর্বকালেই আমি একরূপ। আমিই আদি-অন্তহীন শাশ্বত সত্তা।

মানবাকারে যীশু ইতিহাসের খণ্ড কালের নায়ক, বেথলেহেমে জন্ম, কালভেরিতে মৃত্যু, কিন্তু এই যীশুর মধ্যেই অবিনশ্বর ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে আব্রাহামের ঈশ্বর, আইজাকের ঈশ্বর, জেকবের ঈশ্বর, সমস্ত ঋষি-মহর্ষির ঈশ্বর। মানুষের কাছে যীশু চিরন্তন ঈশ্বর-প্রকাশ।

যীশুকে মারবার জন্যে ইহুদিরা পাথর কুড়োতে লাগল। যীশু সরে পড়লেন, চলে গেলেন মন্দিরের বাইরে।

পথ দিয়ে যেতে যেতে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল।

তুমি কে?

আমি জন্মান্ধ।

শিষ্যরা যীশুকে ধরে বসল : 'কার পাপে এর অন্ধত্ব, এর নিজের পাপে, না এর বাবা-মার?'

'কারু পাপে নয়। এ কিংবা এর বাপ-মা কেউ পাপ করেনি।'

'তবে কেন এই অবস্থা?'

'শুধু ঈশ্বরের কৃপাশক্তি দেখাবার জন্যে। তাঁর কর্মমহিমা প্রতিষ্ঠা করবার

জন্যে।' বললেন যীশু, 'আমাদের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর কাজ করবেন। রাত ঘনিয়ে আসছে, দিনের আলো শেষ হবার আগেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। যতদিন এই পৃথিবীতে আছি ততদিন আমিই দিনের আলো, আমিই জগতের আলো। দিন ফুরোবে কিন্তু আমার আলো ফুরোবে না।'

যীশু মাটিতে থুতু ফেললেন আর তা দিয়ে একটু কাদা চটকে নিলেন। সেই কাদার প্রলেপ জন্মান্ধ লোকটির দু চোখের পাতায় বুলিয়ে দিলেন। বললেন, 'চলে যাও। সিলোয়ামের পুকুরের জলে কাদার প্রলেপ ধুয়ে ফেল।'

যীশুর কথামত লোকটি গেল সেই পুকুরে। চোখ ধুয়ে ফেলতেই এ কী অঘটন! লোকটির চোখে দৃষ্টির প্রদীপ জ্বলে উঠল।

'আচ্ছা, এই লোকটি ওখানে বসে ভিক্ষে করত না?'

'হ্যাঁ, ওইই তো।'

'ও নয়, ওর মত দেখতে—সে আরেকজন।'

নানা জনে নানা রকম আওড়াতে লাগল। তখন সেই লোকটি এগিয়ে এসে বললে, 'আমিই সেই ভিক্ষুক।'

'সে কী, তোমার দু চোখের পাতা খুলে গেল কী করে?'

'যীশু বলে একটি লোক আমার চোখে প্রলেপ বুলিয়ে দিলেন আর সেই প্রলেপ সিলোয়ামের জলে ধুয়ে ফেলতেই অন্ধকার কেটে গেল—দেখতে লাগলাম।'

'সেই যীশু কোথায়?'

'তা জানিনা।'

পথচারীরা লোকটিকে ফ্যারিসিদের কাছে নিয়ে গেল। শুনুন কী আজগুবি কাহিনী।

কাহিনী নয়, সত্যকথা। লোকটি ঘটনার বর্ণনা দিলে।

ফ্যারিসিরা দেখল আজকের বারটা বিশ্রামবার। তারা ঘোষণা করল 'যে বিশ্রামবার মানে না সে ঈশ্বরের থেকে এসেছে এ কী করে হতে পারে?'

আবার কেউ বললে, 'যে জন্মান্ধদের চোখ ফুটিয়ে দিতে পারে তাকে কী করেই বা পাপী বলা যায় ?'

'আচ্ছা, তোমার কী ধারণা ?' সবাই তখন সেই চোখ-ফিরে-পাওয়া লোকটির কাছে আবেদন করল।

'আমার ধারণা তিনি দিব্য মহাপুরুষ।' লোকটি বললে সবিনয়ে।

তখন ফ্যারিসিরা ঘোষণা করল এ লোক আদৌ অন্ধ ছিল না। তার দৃষ্টি পাওয়ার গল্প একদম বানানো।

'বেশ তো, ওর বাবা-মাকে ডেকে আনো।' বললে আবার কেউ-কেউ : 'তারা এসে বলুক ও জন্মান্ধ ছিল কি না।'

ডাকিয়ে আনা হল বাবা-মাকে। 'বলুন এ কি আপনাদের ছেলে ? এ কি অন্ধ হয়ে জন্মেছিল ? যদি তাই জন্মে থাকে তবে এখন ও দেখতে পাচ্ছে কী করে ?'

বাবা-মা বললে, 'হ্যাঁ, ও আমাদের ছেলে। জন্মান্ধ। কিন্তু এখন ও কী করে দেখতে পাচ্ছে, কে ওর চোখের পাতা খুলে দিয়ে গেল কিছুই জানি না।'

'শোনেননি কিছু ?' ইহুদির দল ধমকে উঠল।

বাবা-মা ভয় পেল। যদি বলে খ্রীষ্ট এসে খুলে দিয়ে গেছেন তাহলে ইহুদিরা ওদের একঘরে করবে, সমাজ-গৃহ থেকে বহিষ্কার করে দেবে। তাই তারা বললে, 'শোনা কথা শুনে দরকার কী। যাকে নিয়ে ঘটনা সেই ছেলেই তো সব বলতে পারবে। ও তো আর ছোটটি নেই। ও সাবালক। ওকেই আপনারা জিজ্ঞেস করুন।'

তখন ইহুদিরা আবার ছেলেকে ধরল : 'ঈশ্বরের নাম করে সত্য কথা বলো। যে তোমাকে দৃষ্টি দিল বলছ সে তো পাপী।'

'পাপী কিনা তা বলতে পারি না। তবে এটুকু বলতে পারি, আগে আমি দেখতে পেতাম না, এখন দেখতে পাচ্ছি।'

'অসম্ভব।' ইহুদিরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল : 'কী করে একটা লোক এসে চোখের পাতা খুলে দিতে পারে ?'

'আমি তো আগেই বলেছি কী করে খুলে দিল। আবার তা আপনারা শুনতে চান কেন?' লোকটির নিদারুণ সাহস: 'আপনারাও কি তাঁর শিষ্য হতে চান?'

ইহুদিরা গালাগাল দিয়ে উঠল: 'শিষ্য? তুমি তার শিষ্য হওগে। আমরা মোজেসের শিষ্য। আমাদের মোজেস ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আর তোমার ঐ গুরু—চাল নেই চুলো নেই—কোত্থেকে এসেছে কেউ জানে না—'

'অথচ কী আশ্চর্য, তিনি আমার চোখের পাতা খুলে দিলেন।' লোকটি বললে আন্তরিক হয়ে, 'আমি জানি ভগবান পাপীর ডাকে সাড়া দেন না। কিন্তু যদি কেউ তাঁকে ভক্তি করে তাঁর ইচ্ছানুসারে চলে তখন সেই ভক্তের প্রার্থনায় তিনি সাড়া দেন। নইলে কে কবে জন্মান্ধের চোখ খুলে দিতে পেরেছে? ঐ মহাপুরুষ যদি ভগবানের থেকে না আসতেন তা হলে তিনি এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতেন না।'

'তোমার অবিমিশ্র পাপের মধ্যে জন্ম—তুমি আবার আমাদের শিক্ষা দিতে চাও?' ইহুদিরা তাড়িয়ে দিল লোকটিকে: 'তুমি বার হয়ে যাও সমুখ থেকে।'

সেই বিতাড়িতকে খুঁজে পেলেন যীশু।

'তুমি কি মনুষ্যপুত্রকে বিশ্বাস করো?'

'তিনি কে, প্রভু আমাকে বলে দিন। আমি যেন তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি।'

যীশু বললেন 'তিনি তো তোমার সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলছেন।'

'আমি বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি।' লোকটি যীশুর পায়ে প্রণত হল। 'জগতের বিচারের জন্যেই আমার জগতে আসা।' বললেন যীশু, 'যারা অন্ধ তারা দেখতে পাবে আর যারা দেখতে পাচ্ছে বলে অহঙ্কার করছে তারাই অন্ধ হয়ে যাবে।'

ফ্যারিসিদের কেউ বুঝি ছিল আশে-পাশে। তারা জিজ্ঞেস করলে, 'আমরাও কি অন্ধ?'

যীশু বললেন, 'তোমরা যদি অন্ধ হতে, তোমাদের কোনো দোষ হত না। কিন্তু তোমরা যখন বলছ তোমরা চক্ষুষ্মান,—তোমরা তখন জ্ঞানপাপী, তোমাদের পাপের স্খালন নেই।'

'আমিই প্রকৃত মেষপালক।'

প্রভু যীশুই বিশ্বের রাখাল, কালের রাখাল। সব সময়ে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি কেউ যেন না পথ হারায়। সবাই যেন তাঁর স্বতন্ত্র ডাকটি শোনে, মানে বোঝে—সাড়া দেয়। যেন সবাই তাঁর আশ্রয়ে সমবেত হয়, তাঁকে অনুসরণ করে। তিনি শুধু পালনই করেন না, তিনি রক্ষাও করেন। নেকড়ে বাঘ এসে আক্রমণ করলে তিনিই তাকে তাড়িয়ে দেন।

'আমার কথা বিশ্বাস করো।' বলছেন যীশু, 'মেষের খোঁয়াড়ে দরজা দিয়ে না ঢুকে যে দেয়াল ডিঙিয়ে ঢোকে সে চোর ছাড়া আর কিছু নয়। যে মেষ চরায়, সে দরজা দিয়ে ভিতরে আসে। মেষগুলিকে সে নাম ধরে ডাকে, সঙ্গে করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। মেষগুলি তার গলা চেনে বলে দিব্যি তার পিছু পিছু এগিয়ে চলে। কখনো অজানা লোকের পিছু নেয়না। বরং অচেনা গলা শুনে পালিয়ে যায়।'

যীশুর কথা কি শ্রোতারা ঠিক-ঠিক বুঝতে পারছে?

যীশু বিশদ হলেন। বললেন, 'শোনো। আমিই প্রকৃত মেষপালক। আমি কোনো মাইনে নিই না, শুধু ভালোবাসা দিয়ে মেষপালের সেবা করি। সে পরম সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিই। যে মাইনে নেয়, মজুরি খাটে, তার মেষপালের উপর দরদ কই? নেকড়ে বাঘকে আসতে দেখলেই সে তার পাল ফেলে ছুটে পালায়। পাল তার নয়, সেও পালের নয়।

পশুগুলির জন্যে তার কোনো মঙ্গলচিন্তা নেই, তার সমস্ত চিন্তা বেতনে। তাই নেকড়ে বাঘ ওদের টুকরো-টুকরো করে দিলেও সে ফিরে তাকায় না। আমার মেষপালকে আক্রমণ করে নেকড়ে বাঘের সাধ্য কী। যদি করেও, আমি পালিয়ে যাবনা, আমার আশ্রিতদের রক্ষা করবার জন্যে আমি লড়ব, আমার নিজের জীবন ঢেলে দিয়ে যাব।'

তারপর যীশু বিশ্বৈকত্ববোধের কথা বললেন। এক বিশ্ব এক নীড় এক চালক-পালক। বললেন সর্বাত্মক সমন্বয়ের কথা।

'নির্দিষ্ট মেষপালের বাইরে আমার আরো অনেক মেষ আছে। তাদেরও আমাকে চরাতে হবে! তখন বিশ্বময় এক বিরাট পাল, আর সবাই এক পালকের আশ্রয়ে।

আরো বলি, শোনো। আমার পিতা আমাকে ভালোবাসেন কেন? কারণ আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে যাচ্ছি যাতে আমি পুনর্জীবিত হতে পারি। আমার জীবন কেউ কেড়ে নিচ্ছে না, আমি স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করে যাব। যেমন মরতে পারি তেমনি আবার মৃত্যু থেকে জীবনে উত্থিত হতে পারি। এই আমার পিতার নির্দেশ।'

যীশুর সমস্ত জীবন-মৃত্যুই ঈশ্বরের নির্দেশচালিত। ঈশ্বরের ইচ্ছার ছায়াতেই আমার ইচ্ছা। আমার জীবনযাত্রা শুধু এক অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বর-বশ্যতা। আমার মৃত্যুও অবিনশ্বর ঈশ্বর-উত্তরণ।

সমস্ত ক্রশটা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন যীশু। এ কেউ তাঁর উপর চাপিয়ে দেয়নি, তিনি নিজের ইচ্ছেয়ই এটা বহন করছেন যাতে আমাদের পথশ্রমের অপনোদন হয়। তিনি ইচ্ছে করলে কি মৃত্যুর ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন না? কার সাধ্য তাঁকে হত্যা করে? কিন্তু, না, তিনি নিজেকে আহুতি দিয়ে যাবেন যাতে আমরা বাঁচতে পারি, যাতে আমরা মৃত্যুতেও থাকতে পারি অমর হয়ে।

'লোকটা নিশ্চয়ই ভূতগ্রস্ত।' ইহুদিদের মধ্যে আবার বলাবলি শুরু হল: 'নয়তো বদ্ধ উন্মাদ। ওর কথা শোনো কেন?

'শুনি কেন?' বললে আবার কেউ-কেউ: 'অন্ধ লোকের চোখের পাতা খুলে দিতে পারে এমন ক্ষমতা কি শয়তানের আছে?'

একটা মানুষকে যত বেশি জানি ততই বোধহয় তার দুর্বলতা দোষ-দৈন্য

চোখে পড়ে কিন্তু যীশুকে যত বেশি জানি ততই দেখি তাঁর অপরিসীম মহত্ত্বের অপরিমেয় ঐশ্বর্য। ত্রিকাল জুড়ে একাকী যীশু।

যীশু বুঝতে পাচ্ছেন তাঁর পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার দিন সন্নিহিত হয়েছে। বুঝতে পাচ্ছেন মদমত্ত ইহুদিদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধবে আর ওদের হিংসা ও বর্বরতার কাষ্ঠফলকে তাঁর অপাপসুন্দর প্রেমপীযূষপুঞ্জ নিরবদ্য দেহ ক্ষতবিক্ষত হবে—তা হোক, তিনি যাবেন জেরুজালেমে, সামারিয়ার মধ্য দিয়ে। সামারিয়া বিরুদ্ধ দেশ, তা হোক, বিরুদ্ধকে বন্ধু করব এই তো আমার ব্রত।

সামারিয়াদের একটি গ্রামে এসে পৌঁছুলেন যীশু। সামারিয়ার অধিবাসীরা যীশুকে প্রত্যাখ্যান করল, সামান্য আশ্রয় দিতেও রাজি হল না।

যীশুর দুই শিষ্য, জেমস আর জন, দারুণ চটে গেল। বললে, 'প্রভু, অনুমতি করুন, স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে এনে এদের ভস্মসাৎ করে দি।'

যীশু তাদের তিরস্কার করলেন। বললেন, 'এমন কথা বলতে নেই।'

এ গ্রাম যদি অস্বীকার করে, চলো আরেক গ্রামে যাই। কেউ প্রত্যাখ্যান করল বলে তুমি তার উপর প্রতিহিংসায় উদ্যত হবে এ অন্যায়। সপ্রেম সহনশীলতাই সুসঙ্গত।

'মনুষ্য-পুত্র মানুষের জীবনকে ধ্বংস করতে আসেনি, রক্ষা করতে এসেছে।' বললে যীশু।

গ্রামান্তরে এলেন। একজন শাস্ত্রবিৎ তাঁর সঙ্গ ধরল। বললে, 'প্রভু, আমি আপনাকে অনুসরণ করব।'

'আমার সঙ্গে কোথায় যাবে?' প্রভু তাকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন: 'একটা শেয়ালেরও থাকবার জন্যে গর্ত আছে, আকাশের পাখিদেরও আশ্রয়-নীড় আছে, কিন্তু মনুষ্য-পুত্রের মাথা গোঁজবার স্থান নেই।'

অর্থাৎ, মুহূর্তের ভাবাবেগে বিচলিত হয়ো না। অনুসরণ করা চারটিখানি কথা নয়। আগে হিসেব করে দেখ খরচে কুলোবে কিনা। দেখ বিচার করে—কত কৃচ্ছ্র কত ক্লেশ কত তপস্যা—কত আত্মবিলোপ! দেখ মুক্ত আকাশের নিচে শুতে পারবে কিনা, পারবে কিনা উপবাস করে থাকতে,

সর্বস্বত্যাগ করে নিঃস্ব নিষ্কিঞ্চন হয়ে যেতে। আর শুধু আর্তজনে সেবা বা অন্ধজনে আলো নয়, দেখ হিংস্রজনেও প্রেম দিতে পারবে কিনা।

সহচর সঙ্গী আরেকজন বললে, 'প্রভু, আমাকে অনুমতি করুন আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার মৃত বাবাকে কবর দিয়ে আসি।'

যীশু বললেন, 'মৃতের কবর মৃতেরাই দেবে। তুমি গিয়ে ঈশ্বররাজ্যের আবির্ভাবের ঘোষণা করো।'

অর্থাৎ জীবনের পরম লগ্ন এসে পৌঁছুলে তাকে এড়িয়ে যেতে চেওনা। সে সোনার মুহূর্ত একবারই শুধু আসে। বারে বারে আসে না। তাকে চিনতে পেরেছ কি, এক তিল দেরি না করে সর্বস্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। সে মুহূর্ত চলে যাবে মানে তোমার জীবনের অর্থও চলে যাবে।

তৃতীয় জন বললে, 'প্রভু, একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমার বাড়ির লোকেদের থেকে বিদায় নিয়ে আসি।'

যীশু বললেন, 'লাঙলে একবার হাত দিয়ে পিছন ফিরে তাকাবার আর অধিকার নেই।'

পথ চলা শুরু করবার পর আর থামা নেই, ফিরে তাকানো নেই। শুধু চলো, এগিয়ে চলো, শুধু সামনের দিকে চোখ রাখো। পেছন ফিরে তাকিয়ে কে কবে লাঙল দিতে পেরেছে, চাষের রেখা পেরেছে সিধে রাখতে? ঈশ্বরে কোনো অতীত নেই। ঈশ্বর শুধু বর্তমান। আর ঈশ্বর ভবিষ্যৎ—অনন্ত ভবিষ্যৎ।

যীশু আরও বাহাত্তর জন শিষ্য নির্বাচন করলেন। দুজন দুজন করে তাদের নানা জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, 'শস্যের অভাব নেই, কর্মীর অভাব। শস্যের যিনি মালিক তাঁর কাছে প্রার্থনা করো শস্যের জন্যে যেন কর্মী পাঠান। তোমরাই সেই কর্মী। তোমরা এগোও। মনে রেখো নেকড়ের দলে আমি মেষশাবকদের পাঠাচ্ছি কিন্তু যাঁর কাজে তোমরা যাচ্ছ তাঁর কাছে ভয় কিসের?

শোনো, সঙ্গে টাকাকড়ি নিও না, ঝোলাঝুলিও জলাঞ্জলি দাও। জুতো পরতে হবে না, রিক্ত পায়ে চলো। পথে কারু সঙ্গে দেখা হয়, সম্ভাষণ কোরো না। যখনই কোনো বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াবে, প্রথমেই বলবে, গৃহের শান্তি হোক। সেটা যদি শান্তির বাড়ি হয় তোমার কথিত শান্তিই

সেখানে উচ্চারিত থাকবে। আর সেটা যদি অশান্তির বাড়ি হয়, কিছু এসে যাবে না, তোমার শান্তি তোমাতেই ফিরে আসবে। যে বাড়িতে থাকতে পাবে সেই একই বাড়িতে থাকবে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি করবে না। জীবনধারণের জন্যে যেটুকু খাদ্য-পানীয় দরকার তাতে ক্ষেত-মজুরেরও অধিকার আছে, তাই যা খেতে দেবে তাই খাবে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। যদি শহরে কাউকে অসুস্থ দেখ তাকে রোগমুক্ত করে দেবে। আর আশ্বাস দেবে, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের নাগালের মধ্যে। আয়ত্তির মধ্যে।

এমন যদি হয় কোনো শহরে তোমাদের কেউ অভ্যর্থনা করল না, আশ্রয় দিল না, তবে সেখান থেকে সোজা বেরিয়ে এসো, তাদের বলে দিও, এই শহরের ধুলো যা আমাদের পায়ে লেগে আছে তা তোমাদের গায়েই মুছে নিলাম। কিন্তু জেনে রাখো ঈশ্বরের রাজ্যের আর দেরি নেই।

যে তোমাদের ঘরে ডেকে নিল সে আমাকেই ডেকে নিল আর আমাকে নেওয়ার অর্থ তাঁকেই নেওয়া যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। যে তোমাদের কথা শুনল সে আসলে আমার কথাই শুনল, আর আমার কথাই তাঁর কথা। যদি তোমাদের কেউ অপমান করে সে আসলে আমাকেই অপমান করল আর আমার অপমানে তাঁরই অপমান।'

বাহাত্তর শিষ্য বেরিয়ে পড়ল, ছড়িয়ে পড়ল। তাদের অভিযান শেষ করে ফিরে এল যীশুর কাছে। তারা প্রত্যেকেই এক-একটি আনন্দমূর্তি।

'প্রভু, আপনার নামের গুণে অপদূতেরাও আমাদের বশীভূত হয়েছে।' তারা বললে উৎফুল্ল হয়ে।

যীশু বললেন, 'আমি যে দেখলাম বিদ্যুৎবেগে স্বর্গ থেকে শয়তানের পতন ঘটল। শোনো, আমার শক্তিতে তোমরা পায়ের নিচে সমস্ত সাপ আর বিছেকে মাড়িয়ে যেতে পারবে—কোনো ক্রূরতা বা খলতাই তোমাদের আঘাত করতে পারবে না। অপদূতদের বশীভূত করতে পেরেছ বলে আনন্দ কোরো না, স্বর্গে উজ্জ্বল অক্ষরে তোমাদের নাম লেখা হবে বলে আনন্দ করো।'

স্বর্গ থেকে শয়তানের পতন! অন্ধকার যত নীরন্ধ্রই হোক আলো তাকে বিদীর্ণ করবেই। নাস্তিকতার দুর্গ যতই দুর্ভেদ্য হোক বিশ্বাসের শক্তি তাকে ধুলো করে দেবে। ভয় নেই, বিধ্বস্ত বর্বরতার উপরই প্রতিষ্ঠিত হবে ঈশ্বরের রাজ্য।

অহঙ্কৃত হয়ো না। অহঙ্কারেই শয়তান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল আর সেই অহঙ্কারের ফলেই তার স্বর্গ থেকে বিতাড়ন। তোমরাও তেমনি বিজয়গর্বে দিশেহারা হয়ে যেয়ো না। কার জয়? তোমার না ঈশ্বরের? গৌরব কার? তোমার না ঈশ্বরের? যে মুহূর্তে ভাববে তোমার, সেই মুহূর্তে স্বর্গের দরজায় আগল পড়ে যাবে। তুমি কী করেছ তাতে নয়, ঈশ্বর তোমার জন্যে কী করেছেন তাতেই তোমার সত্য পরিচয়।

যীশু তখন ঈশ্বরের স্তব করতে লাগলেন: হে পিতা, তুমি স্বর্গ-মর্তের অধীশ্বর, জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিবাদী যুক্তিবাদীর কাছে তুমি অগোচর কিন্তু সারল্যস্নাত শিশুর কাছে তুমি স্বপ্রকাশ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। পিতা ছাড়া কেউ জানে না পুত্র কে? আর, পুত্রই ঠিক-ঠিক জানে তার পিতাকে। আর কে জানে? আর জানে তারা যাদের কাছে পুত্র স্বেচ্ছায় তার পিতার কথা প্রকাশ করেছে।'

ঈশ্বরবিষয়ে জেনে কী হবে? স্বয়ং ঈশ্বরকে জানো। ঈশ্বর কেমনতরো এ দেখে সুখ কই? চোখের সামনে স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখ।

'কে আছ শ্রান্ত ভারাক্রান্ত, আমার কাছে এস, আমি তোমাদের শান্তি দেব।' যীশু ডাক দিলেন, 'আমার কাজের জোয়াল তোমরা নিজের কাঁধে তুলে নাও। আমাকে দেখে বিনয়ী হতে শেখ, নির্মল-কোমল হতে শেখ। দেখবে আমার কাজের জোয়ালও হালকা হয়ে গিয়েছে। অন্তরে তোমার শান্তির অন্ত নেই।' এবার যীশু নিজের শিষ্যদের সম্বোধন করে বললেন, 'তোমাদের কাছাকাছি থেকে যারা তোমাদেরই মত এ সমস্ত দেখছে ও শুনছে তারাও ধন্য। আগে-আগে কত মহর্ষি ও মহারাজা এ সমস্ত দেখবার ও শোনবার আশা করেছিল কিন্তু তা সফল হয়নি।'

যীশুই সেই প্রত্যাশার পরিপূরণ। তিনি ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করতে এসেছেন। তিনিই সকল চক্ষুর তৃপ্তি, সকল শ্রবণের রসায়ন। সকল হৃদয়ের

'যদি কেউ অনন্ত জীবন লাভ করতে চায়, সে কী করবে?' একজন শাস্ত্রবিৎ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল যীশুকে।

যীশু পালটা জিজ্ঞেস করলেন, 'শাস্ত্র কী বলে? শাস্ত্র বুঝে তুমি কী বলো?'

'ঈশ্বরকে মনে-প্রাণে সর্বশক্তি দিয়ে ভালোবাসবে আর নিজেকে যেমন ভালোবাসো তেমনি ভালোবাসবে তোমার প্রতিবেশীকে।'

যীশু শাস্ত্রজ্ঞকে সমর্থন করলেন: 'ঠিক বলেছ। এই কথাটি কাজে অনুবাদ করো, তা হলেই অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।'

'কিন্তু আমার প্রতিবেশী কে?'

যীশু একটি গল্প বলে বোঝাতে চাইলেন: 'জেরুজালেম থেকে জেরিকো যাবার পথে এক পথিক ডাকাতের হাতে পড়ল। মারধোর করে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে আধমরা অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেল ডাকাত। দৈবাৎ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক পুরোহিত, মুমূর্ষু পথিককে দেখেও দেখলনা। কিছু পরে পথে এক যাজককে দেখা গেল, সেও পাশ কাটিয়ে সরে পড়ল। তারপরে এল সামারিয়ার এক সাধারণ অধিবাসী। আহত পথিককে দেখা মাত্রই তার অন্তরের গভীরে মমতাব সঞ্চার হল। তেলে ও মদে ভিজিয়ে ক্ষতস্থানগুলি সে ধীরে ধীরে বেঁধে দিল, তারপর তার নিজের ঘোড়ার উপর পথিককে বসিয়ে একটি পান্থশালায় নিয়ে এসে শুশ্রূষা করতে লাগল। পরদিন পান্থশালার মালিককে দু শিলিং দিয়ে অনুরোধ করলে, এর আরো সেবার ব্যবস্থা করুন। অতিরিক্ত যা খরচ পড়ে আমি বাড়ি ফেরার সময় আপনাকে চুকিয়ে দেব। এখন বলো, যীশু জিজ্ঞাসুকে প্রশ্ন করলেন: ঐ তিন ব্যক্তির মধ্যে কে সেই আহত পথিকের প্রতিবেশী?'

শাস্ত্রজ্ঞ বললে, 'যে তাকে করুণা করল—সেই সামারিয়ার লোকটি।'

যীশু প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'তুমি তো ঠিক বুঝেছ। তবে সেই রকম কাজ করো।'

করুণা! মমতা! সহানুভূতি! কিন্তু শুধু মৌখিক হলে চলবে না, কাজ করে দেখাও। পুরোহিত তো তার বাহ্যিক শুচিতা নিয়েই ব্যস্ত, লোকটা মরে গেছে কিনা ঠিক নেই, মড়া ছুঁয়ে ফেললে মন্দিরের পালা থেকে যে বাদ পড়ে যাব, সুতরাং ওদিকে মনোযোগ দেবার দরকার নেই। যাজক ভাবলে, ঝামেলায় না পড়ে যাই, চুপচাপ সরে পড়াই সঙ্গত। আমি একজন পবিত্র মানুষ, আমাকে না কেউ ডাকাত বলে সন্দেহ করে। কিন্তু সামারিয়ার অধিবাসীটি ওসব স্বার্থচিন্তার ধার দিয়েও গেল না। না করল আচার-বিচারের হিসেব, না ভাবল নিজের নিরাপত্তা। সে অপরের দুঃখ দেখেই তার নিরাকরণে ছুটে গেল। হয়তো সে নাস্তিক, অবিশ্বাসী, কিন্তু তার হৃদয়জোড়া

ঈশ্বরের ভাণ্ডার—মানবমমতা। মমতায় চালিত হয়ে যে আর্ত মানুষের সেবায় আমরা কাজ করতে পারি সেই আমাদের যথার্থ প্রতিবেশী। মমতার কোনো দেশ নেই কোনো জাতি নেই কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

তাই যাও, পরসেবায় কিছু কাজ করো। শুধু মুখে দরদ দেখিয়ে লাভ কী! কাজ করে তোমার মমতাকে প্রমাণিত করো। আর সেই প্রমাণে প্রতিবেশী হও।

এক ঈশ্বর এক মানুষ এক পৃথিবী। আমাদের জন্ম গৃহে হোক, গোষ্ঠিতে হোক, আমাদের আসল জন্ম মানবসমাজে। আমাদের কোনো নির্জন নিঃসঙ্গ জীবন নয়, সকলকে নিয়ে আমাদের সম্মিলিত জীবন। পরস্পারের ভার বহন করব বলেই আমরা একে-অন্যের প্রতিবেশী। এমন কেউই নেই যে নির্দোষ, ভারশূন্য, স্বসম্পূর্ণ, সুতরাং পরস্পরকে সহ্য করা, সান্ত্বনা দেওয়া, শিক্ষা ও সাহায্য দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আমরা কেউ কর্তৃত্ব করতে আসিনি, সেবা করতে এসেছি। বাঁচতে এসেছি বিরাট মানবমমতায়।

পরের কাছে কী রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করো? তার প্রতি ব্যবহারে তুমিও সেই প্রত্যাশার সমান হও।

আমরা পরের বিচার করতে খুব পটু কিন্তু আমাদের বিচার কে করে? আমাদের আত্মবিচার কই, কই আত্মসমীক্ষা? আত্মপ্রেমই আমাদের আত্মবিচারে ব্যাঘাত ঘটায়। নিজের বিচারে নিজের থেকেই আমরা ঘুষ খেয়ে বসি, নিজের দিকে টেনে রায় দিই। আমাদের বিচারবুদ্ধিকে ধিক।

পরের দোষ ও দুর্বলতা নীরবে সহ্য করে যাও, কেননা তোমারও অনেক দোষ ও দুর্বলতা আছে যা অপরের অসহ্য। তুমি যখন নিজেকেই নিজের ইচ্ছামত গঠন করতে পারো না, তখন অন্যকে কী করে তোমার ইচ্ছামত গঠন করবে? অন্যকে শাসন করতে চাও কিন্তু নিজে চাও কি শাসিত হতে?

প্রচুর কাজ করো। সাধারণের সেবাই মহত্তম কাজ। যে বেশি ভালোবাসে সেই বেশি কাজ করে। যার কাজ সুন্দর তার কাজই প্রচুর। ঈশ্বর কাজ দেখেন না, কাজের মধ্যে কতটা ভালোবাসা আছে তার হিসেব নেন।

আরেক গ্রামে এলেন যীশু। সেখানে মার্থা নামে একটি নারী প্রভুকে নিজের

বাড়িতে অতিথিরূপে আহ্বান করল। বোন মেরী থাকে তার সঙ্গে, তাকে ডাকল, দেখে যা কে এসেছে।

দরিদ্রের কুটিরে রাজাধিরাজের পদধূলি!

কোথায় বসাবে, কী খেতে দেবে, দশ দিকে দশ হাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল মার্থা। কিন্তু মেরী—মেরী কি করছে? মেরী কোথায়?

যেখানে যীশু সেখানেই জনতা। সেখানেই যীশুর বাণীর অমৃত-উৎসার।

মেরী ছুটোছুটি না করে চুপচাপ বসে আছে। বসে আছে প্রভুর পায়ের কাছটিতে। তন্ময় হয়ে শুনছে যীশু-কথা।

'ওখানে বসে আছিস কী! উঠে আয়।' মেরীকে লক্ষ্য করে মার্থা রুক্ষ হয়ে উঠল: 'কত কাজ বাকি। কত কুটনো-বাটনা, কত রান্নাবান্না, কত ঝাঁটপাট। উঠে আয়। আমার সঙ্গে হাত লাগা।'

মেরী চঞ্চল হল না। জায়গা ছাড়ল না। প্রভুর সান্নিধ্যে ঘনতর হল।

তখন মার্থা যীশুর কাছেই নালিশ করল: 'অতিথি-পরিচর্যার সমস্ত কাজ আমার একার উপর ছেড়ে দিয়ে আমার বোন মেরী কেমন চুপচাপ বসে আছে। এটা কি তার ঠিক হচ্ছে? তাকে বলুন আমাকে সাহায্য করুক।'

'মার্থা, মার্থা', যীশু বললেন গম্ভীর হয়ে, 'তুমি বহু কাজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছ, কিন্তু প্রয়োজনীয় কাজ তো শুধু একটি। মেরী সেই শ্রেষ্ঠ কাজটিই তার নিজের জন্যে বেছে নিয়েছে। তার কাছ থেকে সে কাজ কেড়ে নেওয়া হবে না।'

প্রয়োজনীয় কাজ তো শুধু একটি! সেটি কি? ঈশ্বরের কাছে থাকা, ঈশ্বরের কথা শোনা, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে ঈশ্বরকে দর্শন করা। তুমি মার্থা, তুমি নানা রকম কাজের ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়েছ—জানি, তোমার এ সব কাজ ঈশ্বরেরই জন্যে, তাঁর জন্যে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করা, তাঁরই জন্যে বিশ্রামের আসন রচনা করা, কিন্তু বলতে কী, কাজ করতে-করতে মাঝে মাঝে তুমি বিরক্ত হয়ে পড়ছ, ছন্দ হারিয়ে ফেলছ, ঈশ্বরের স্মরণে-চিন্তনে বাধা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু মেরীর ভক্তি অবিচ্ছিন্না। সে সব সময়েই ঈশ্বরের কাছে আছে, সঙ্গে আছে, তার সমস্ত উপস্থিতিকেই উপাসনা করে তুলেছে। কর্ম

উপায়মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। ভক্তিই উদ্দেশ্য। মেরী সেই ভক্তিতে পৌঁছে গেছে। সুতরাং তাকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করার কথা ওঠে না।

কয়েকজন শাস্ত্রী আর ফ্যারিসি যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার কাছ থেকে কি কোনো একটা নিদর্শন পেতে পারি?'

'নিদর্শন?' যীশু বললেন, 'আমার নিজের চেয়ে আর বড় নিদর্শন তোমাদের কী দিতে পারি?'

উত্তরে শাস্ত্রী-ফ্যারিসির দল খুশি হল না। কী করে যীশুকে বিপদে ফেলা যায় তারই ষড়যন্ত্র করতে বসল। লোকটা বেশি কথা বলে—তাই না? সুতরাং ওকে বেশি করে ঠকাও, নানা প্রশ্ন করে বিরক্ত করো। দেখ এমন কোনো কথা বলে কিনা যার জন্যে রাজদ্বারে ওর নামে অভিযোগ আনা যায়। যীশু নানা বাক্যে নানা উপদেশে শ্রবণপিপাসু জনগণের মনোহরণ করতে লাগলেন।

জনতার মধ্য থেকে একটি নারী উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল: 'যে মাতৃগর্ভ তোমাকে জন্ম দিয়েছিল সে মার্তৃগর্ভ ধন্য। যে মাতৃবক্ষ তোমাকে আহার্য দিয়েছিল সে মাতৃবক্ষ ধন্য।'

যীশু বললেন, 'বলো, যারা ঈশ্বরের কথা পালন করে তারাই ধন্য।'

গভীর রাত্রে এক গৃহস্থের কাছে তার এক বন্ধু এসেছে। বলছে, ভাই, আমার বাড়িতে দূর দেশ থেকে এক অতিথি এসেছে, তার জন্যে আমাকে তিনটি রুটি ধার দাও। তাকে দেবার মত আমার বাড়িতে কিছুই নেই।

গৃহস্থ রুষ্ট হয়ে বললে, আমাকে অসময়ে বিরক্ত কোরো না। আমি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছি। দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আর আমি উঠে তোমাকে কিছু দিতে পারছি না। ফিরে যাও।

বন্ধু ফিরল না। কাকুতি-মিনতি করতে লাগল।

বন্ধুকে খাতির করতে এতটুকু প্রস্তুত নয় গৃহস্থ। সে যেমন নিষ্ঠুর তেমনি নিশ্চল।

মৌখিক অনুনয়ে যখন হল না তখন বন্ধু বন্ধ দরজায় ঘা মারতে লাগল। ওঠো, রুটি দাও, আমার অতিথিকে বাঁচাও।

তখন বাধ্য হয়ে উঠতে হল গৃহস্থকে। যতই বিরক্ত হোক, ক্রুদ্ধ হোক, শেষ পর্যন্ত বন্ধুর প্রার্থনা মঞ্জুর করতে হল। নাও, এই নাও রুটি।

অনুরক্ত করে পারেনি, বিরক্ত করে আদায় করে নিল।

গল্পটি বলে যীশু বললেন, 'আমিও ঐ একই কথা বলছি, চাও, চেয়ে যাও, পাবেই পাবে। খোঁজো, খুঁজতে থাকো, মিলবেই মিলবে। দরজায় ঘা মেরে যাও, দরজা খুলবেই খুলবে। তোমাদের কারো কাছে তার ছেলে যদি রুটি চায় তা হলে কি সে তাকে একখণ্ড পাথর দেবে? এক টুকরো মাছ চাইলে, সাপ? ডিম চাইলে কাঁকড়াবিছে? তোমরা পাপী হয়েও যদি তোমাদের ছেলেদের ভালো জিনিস দিতে পারো, তেমনি স্বর্গনিবাসী পিতার কাছে যারা প্রার্থনা করবে তাদের তিনি নিশ্চয়ই পবিত্র আত্মায় ভূষিত করবেন।'

'আমাদের বাড়িতে খাবেন আসুন।' যীশুকে একজন 'ফ্যারিসি' মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ করল।

'চলো।' যীশু এক বাক্যে রাজি হলেন।

ফ্যারিসির বাড়িতে গিয়ে সরাসরি খেতে বসলেন। খাবার আগে স্নান করা দূরের কথা, হাত পর্যন্ত ধুলেন না। কাণ্ড দেখে ফ্যারিসি অবাক মানল। শাস্ত্রে যে আচমনের বিধি আছে ইনি দেখি তা কিছুই মানেন না।

ফ্যারিসির মনের কথা টের পেলেন যীশু। বললেন, 'তোমরা শুধু থালাবাটির বাইরের দিকটা ধুয়ে-মেজেই খুশি থাকো, কিন্তু তোমাদের অন্তরে যে লোভ আর হিংসার ময়লা লেগে আছে তা প্রক্ষালন করো না। যিনি বাইরের দিকটা নির্মাণ করেছেন তিনি কি অন্তরের দিকটাও নির্মাণ করেন নি? তোমাদের নজর শুধু বাইরের খুঁটিনাটিতে, অন্তরে যে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সে দিকে নজর নেই। অন্তর পরিষ্কার করো দেখবে সমস্ত কিছু পবিত্র হয়ে উঠেছে।'

ফ্যারিসিদের দৃষ্টি শুধু শাস্ত্রাচারে—শুষ্কাচারে। অন্তরে হয়তো বিমুখ, নির্দয় ও লোভী, অথচ অনুশাসন সব মেনে চলছে, ফ্যারিসি-সমাজে সেই একজন ধর্মবীর। অন্তরে হয়তো দাম্ভিক, ধূর্ত ও কৃপণ অথচ বাহ্যিক অনুষ্ঠান সব পালন করছে সেও দারুণ মাননীয়। মাঠ থেকে ফসল যা পাওয়া যাচ্ছে, যা প্রধান খাদ্য-শস্য, তার এক দশমাংশ ভগবানকে নিবেদন করার নিয়ম, তাই বলে সব রকম ঘাসপাতা বা শাক-সব্জিই নিবেদন করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু মহাধার্মিক বলে প্রতিপন্ন হবার জন্যে ফ্যারিসিরা সব রকম

সব্জিরই দশমাংশ নিবেদন করে, বাদ-বাছাই করে না, ভাবে বেশি দিতে পারলেই বেশি মাহাত্ম্য। আর এই দশমাংশ নির্ধারণ করতে তাদের হিসেবের, মাপজোকের কত সূক্ষ্ম কেরামতি!

'ধিক ফ্যারিসিরা, তোমাদের ধিক।' যীশু ধিক্কার দিয়ে উঠলেন: 'ভগবানকে দশমাংশ দেবার বেলায় তুচ্ছ শাকপাতাও বাদ দাও না, কিন্তু ভগবানের আসল যে প্রাপ্য—ভালবাসা ও ন্যায়নিষ্ঠা—তাই বাদ দিয়ে দাও। তোমাদের শুধু লক্ষ্য কী করে সমাজগৃহে উচ্চ আসনে গিয়ে বসবে, কী করে বাজারে বেরুলে পাবে সকলের অভ্যর্থনা। যদি কেউ না জেনেও কোনো কবরের উপর দিয়ে হেঁটে যায় সে অশুচি হয়। তোমরা হচ্ছ সেই প্রচ্ছন্ন কবর, কত লোক না জেনে তোমাদের সংস্পর্শে এসে কলুষিত হচ্ছে তার ঠিক নেই।'

তখন একজন শাস্ত্রবিৎ বললে, 'গুরুদেব, আপনি আমাদের অপমান করছেন।' 'তোমরা শাস্ত্রী, তোমাদের শত ধিক।' যীশু বললেন স্থির কণ্ঠে, 'তোমরা মানুষের ঘাড়ে বিধি-নিয়মের প্রচণ্ড ভার চাপিয়ে দিচ্ছ অথচ সে-ভারের কণামাত্রও নিজেরা একটি আঙুল করেও বহন করছ না। দিব্যি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছ। যে সব মহাপুরুষদের তোমরা হত্যা করেছিলে তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের সম্মানে তোমরা সমাধি তৈরি করেছ। যতদিন মহাপুরুষেরা বেঁচেছিলেন ততদিন তোমরা তাঁদের গ্রাহ্য করনি, বরং তাঁদের তোমরা নির্যাতন করেছ। সে নির্যাতন তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। মৃত্যুর পরই তাঁদের উদ্দেশে তোমাদের সমাধিরচনা। তোমাদের ধিক। মৃত মহর্ষিদের সম্মান, জীবিতদের প্রতি নয়। তোমাদের কথা হচ্ছে, যতক্ষণ জীবিত আছেন তাঁকে উৎপীড়ন করো, তারপর মৃত্যু হলে সুন্দর একটি সমাধি তৈরি করে দিও।'

ফ্যারিসি ও শাস্ত্রীর দল চঞ্চল হয়ে উঠল। একটা কিছু প্রতিকার ভাবতে হয়। 'কিন্তু আমি বলছি, ভগবানের দিব্য বাণী শোনো।' যীশু বললেন উজ্জ্বল কণ্ঠে: 'ভগবান বলছেন আমি আমার বাণীদূতদের পাঠাব তাদের কাছে। তাদের মধ্যে অনেককে তারা হত্যা করবে, অনেককে করবে নিষ্ঠুর নিগ্রহ। তার জন্যে এ যুগের মানুষকেই জবাবদিহি করতে হবে। জ্যাকারিয়াসকে হত্যা করা হয়েছিল, হত্যা করা হয়েছিল এ্যাবেলকে—সমস্ত রক্তপাতের জন্যে বর্তমান জাতিকেই দায়ী হতে হবে। শাস্ত্রজ্ঞানের চাবি তোমরা নিজেদের হাতের মুঠোয় রেখেছে, দরজা খুলে নিজেরাও ঢোকনি, যারা ঢুকতে চেয়েছিল তাদেরও দাওনি ঢুকতে।'

শাস্ত্রজ্ঞ ও ফ্যারিসির দল ভাবতে বসল কী রকম ফাঁদ পেতে যীশুকে বিপদে ফেলা যায়।

বিরাট এক জনতা ঘিরে ধরেছে যীশুকে। শোনো উনি কী বলেন।

প্রথমে যীশু তাঁর শিষ্যদের সম্বোধন করে বললেন, 'মনে রেখো গুরুর চেয়ে শিষ্য বড় নয়। প্রভুর চেয়ে ভৃত্য বড় নয়। শিষ্য যদি গুরুর মত হতে পারে আর ভৃত্য তার প্রভুর মত, তা হলেই হয়ে গেল।'

কী বোঝাতে চাইছেন যীশু ? তোমরা যদি আমার শিষ্য হও তা হলে আমার মত দুঃখ সহ্য করতে শেখ। আমার মতই ক্রুশ বহন করতে প্রস্তুত হও। আর এই ভেবে আশ্বস্ত হও সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ সমস্ত যন্ত্রণা-লাঞ্ছনাই তোমার শিষ্যত্বের, তোমার মনুষ্যত্বের সম্মান।

তারপরে আরো বললেন যীশু : 'ফ্যারিসিদের প্রভাব থেকে দূরে থাকো, ওদের সমস্তই ভণ্ডামি। এমন কিছুই প্রচ্ছন্ন নেই যা প্রকাশিত হবে না। এমন কিছুই রহস্য নেই যা অজ্ঞাত থাকবে। অন্ধকারে যা বলেছ তা দিনের আলোতেই প্রতিধ্বনিত হবে। গোপন কক্ষে যা কানে-কানে বলেছ, ছাদের উপর থেকে শুনবে তার ঘোষণা। সুতরাং কিসের ভয়, কাকে ভয় ?'

নির্ভীকতার উপর আবার জোর দিলেন যীশু : 'যারা শুধু দেহকে ধ্বংস করতে পারে, তার বেশি আর কিছু করতে পারে না, তাদেরকে ভয় কোরো না। কিন্তু যিনি তোমাকে হত্যা করে নরকে নিক্ষেপ করতে পারেন তাঁকে ভয় কোরো। চড়াই পাখি কত শস্তা ! দু পয়সায় পাঁচটা পাওয়া যায়। তোমার কাছে কত তুচ্ছ, কিন্তু ভগবান পাঁচটার মধ্যে একটাকেও ভুলে থাকেন না। তোমার মাথার প্রত্যেকটি চুল তাঁর গোনা, প্রত্যেকটির চুলচেরা হিসেব তাঁর খাতায় লেখা। মাঠময় যে এত ঘাস দেখছ প্রত্যেকটি ঘাস তাঁর নিজের হাতে মাজা-ঘষা রঙ-করা। শুধু ভগবানে বিশ্বাস রাখো। তিনিই দেখছেন-শুনছেন তিনিই দেখবেন-শুনবেন। আর এ আমি তোমাদের বলছি মানুষের সামনে আমাকে যারা স্বীকার করবে, ভগবানের দূতদের কাছে মনুষ্যপুত্রও তাদের স্বীকার করবে। আর যারা আমাকে অস্বীকার করবে, ভগবানের দূতদের কাছে তারাও অস্বীকৃত হবে।'

'কিন্তু আমাদের যদি বিচারের জন্যে রাজকর্মচারীদের সামনে দাঁড় করানো হয় তখন আত্মরক্ষার জন্যে আমরা কী জবাব দেব ?'

যীশু অভয় দিলেন : 'তার জন্যে ভেবো না। তেমন সময় এলে তোমাদের কোনো কথা বলতে হবে না, তোমাদের মধ্য থেকে পবিত্র আত্মাই কথা বলবেন। পবিত্র আত্মাই দাঁড়াবেন উকিল হয়ে।'

জনতার মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এল যীশুর কাছে। বললে, 'গুরুদেব, আমার ভাইকে বলুন, আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তির একটা ন্যায্য অংশ আমাকে দিয়ে দিক।'

যীশু প্রশ্ন করলেন : 'তোমাদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেবার জন্যে আমাকে কি কেউ নিযুক্ত করেছে?' তাকালেন জনতার দিকে : 'অতৃপ্তির আগুন থেকে সাবধান থেকো। মানুষ যদি প্রচুরেরও অধিকারী হয়, তার আয়ু যৎকিঞ্চিৎ। প্রচুরের মালিক তো সে, কিন্তু আয়ুর মালিক?'

তখন যীশু একটি গল্প বললেন :

'একটি ধনী লোকের জমিতে প্রচুর ফসল ফলেছিল। তার ভাবনা ধরল এত ফসল সে রাখে কোথায়? তার গোলা যেগুলি আছে সব ভর্তি হয়ে গিয়েও অনেক-অনেক বেশি থাকবে। তখন ঠিক করল গোলাগুলি ভেঙে ফেলে আরো বড় গোলা তৈরি করি। সমস্ত শস্য সেখানে মজুত রাখি। শুধু শস্য নয় মজুত রাখি আরো খাদ্যবস্তু। আর মনকে বলি, মন, দীর্ঘদিন বিশ্রাম করো, আর খাও-দাও, আনন্দ করে বেড়াও। কিন্তু ভগবান বললেন, ওহে মূর্খ, আজ রাতেই তোমাকে প্রাণত্যাগ করতে হবে। তোমার সঞ্চিত শস্য নিয়ে যাবে সঙ্গে করে?

তাই বলি সমস্তটাই নিজের জন্যে জমিয়ো না, কিছুটা ভগবানের জন্যে জমাও। যে ভগবানের জন্যে সঞ্চয় করে সে নির্ভয়। যত বেশি সঞ্চয় করে তত বেশি নির্ভয়।'

ঈশ্বররাজ্যের সন্ধান নাও। এই পৃথিবীতেই সে রাজ্যের বিস্তৃতি। যখন মানুষ ঈশ্বরে ভাবিত হবে চালিত হবে মিলিত হবে তখনই তো ঈশ্বর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। প্রেমের সমৃদ্ধিই তো এ রাজ্যের সমৃদ্ধি। মহামিলনেই তো এ রাজ্যের মর্যাদা। নম্রতা, মিত্রতা, পবিত্রতা এই তো তার ত্রি-নীতি।

কী সব অসার বস্তুর জন্যে লালসা করছ? মরণান্তে ওসব কি তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে? মৃতের পোশাকে কি পকেট থাকে?

নিত্যধনে ধনী হও। সেই ঐশ্বর্যেই ঈশ্বররাজ্য।

আসল কথা |:জেগে থাকো। কান খাড়া করে থাকো। কোমর বেঁধে থাকো প্রস্তুত হয়ে। এমন যেন না হয় যে দণ্ডে তাঁর অপেক্ষায় থাকোনি সেই দণ্ডেই তিনি এসে পড়েছেন।

বললেন আবার যীশু, 'সব সময় দীপ জ্বেলে রাখো, থাকো দৃঢ়বদ্ধপরিকর হয়ে। কখন সেই মহাচোর এসে সিঁধ কাটবেন কেউ জানো না। এমন যেন না হয় তোমরা লুকিয়ে ছিলে, তোমরা তাঁকে চিনতে পারো নি, ধরতে পারো নি, দরজা খুলে পারোনি অভ্যর্থনা করতে।

মনিব বিয়ে-বাড়ি থেকে ফিরে আসবে, তাঁর ভৃত্যেরা কি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে না? ফিরে এসে মনিব দরজায় ধাক্কা দেবেন আর সে দরজা তক্ষুনি-তক্ষুনি উন্মুক্ত হবে না? না, তোমরা প্রস্তুত থেকো, যাতে ধাক্কা শোনা মাত্রই দরজা খুলে দিতে পারো।

দ্বিতীয় প্রহরে হোক বা তৃতীয় প্রহরেই হোক তিনি যদি ফিরে এসে দেখেন তোমরা তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করে আছ তিনি অপরিমিত আনন্দিত হবেন, আর আমাকে বিশ্বাস করো তিনি নিজেই তোমাদের খাওয়াবেন, কোমর বেঁধে পরিবেশন করবেন সবাইকে।'

পিটার জিজ্ঞেস করল, 'এই উপমাটি কি আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, না সকলের জন্যে?'

যীশু বললেন, 'মনিব তার সমস্ত সংসারের ভার একজন বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত গৃহ-সরকারের হাতে ছেড়ে দেবেন যাতে সে বাড়ির সকলকে সময়মত খেতে দিতে পারে। মনিব যদি ফিরে এসে দেখেন সরকার ঠিক-ঠিক কাজ নির্বাহ করেছে বা করছে, সরকার ধন্য হয়ে যাবে। মনিবও আনন্দিত হয়ে সরকারকে অভিনন্দিত করবেন। চাই কি মনিবের সমস্ত সম্পত্তির ভার দিয়ে দেবেন সরকারকে। নইলে, রাত বেশি হচ্ছে দেখে সরকার যদি সিদ্ধান্ত করে মনিব আর ফিরবেন না কিংবা তাঁর ফিরতে আরো দেরি হবে, আমি এই সুযোগে ফূর্তি করে নিই আর সেই বিবেচনায় সে যদি পানভোজনে মত্ত হয়, মাতলামি করে, অন্যান্য দাসদাসীদের প্রহার করে, তখন একসময় মূঢ়চোখে তাকিয়ে দেখবে অপ্রত্যাশিত দিনে অজ্ঞাতসারে মনিব এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর উপস্থিত হয়েই তাকে তাড়িয়ে দেবেন কাজ থেকে আর এমন এক জায়গায় পাঠাবেন যেখানে শুধু অবিশ্বাসীদের বাসা, যেখানে নিরন্তর অসন্তোষ, নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ।

যে ভৃত্য তার মনিবের অভিলাষ জেনেও প্রস্তুত থাকেনি বা প্রস্তুত করে রাখেনি, তাকে মনিবের হাতে চাবুক খেতে হবে। যে অজ্ঞান, যে মনিবের অভিলাষ জানত না, অথচ অন্যথাচরণ করেছে, তার শাস্তি কিছু লঘু হবে। যাকে অনেক দেওয়া হয়েছিল তার কাছ থেকে অনেক চাওয়া হবে। যার অনেক অধিকার তারই অনেক দায়িত্ব। যার অধিক দাবি তারই অধিক দায়।

সোজা সরল কথা। কর্তব্য সম্পাদনে করো, পুরস্কার নাও। কর্তব্যে অবহেলা করো, নাও শাস্তি, নাও প্রত্যাখ্যান। কাজ ছোট বলে কুণ্ঠিত হয়ো না, কাজ যাই হোক তার সম্পাদনের তৃপ্তিই তোমার অমেয় পুরস্কার।'

কখন চারদিক অাঁধার করে আসবে, দিন ফুরিয়ে যাবে, কেউ বলতে পারে না। হাতে অনেক সময় আছে, পরে ধীরেসুস্থে হাতের কাজ সাঙ্গ করবে এ যে ভাবে সে সর্বনাশকেই ডেকে আনে। কে জানে তার রজনী আর প্রভাত হল না।

মনিব বাড়ি নেই, উচ্ছৃঙ্খল ফুর্তি করে নিই, পরে মনিব ফিরলে ধর্মকর্ম করা যাবে এ যার হিসেব সে ধর্মও বোঝেনি কর্মও বোঝেনি। জীবনের কোনো অধ্যায়ে কোনো পৃষ্ঠায়ই মনিব অনুপস্থিত নন। আমরা চোখ ঠারতে পারি কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষে-অলক্ষ্যে আমাদের উপর চোখ রেখেছেন। দেখছেন আমাদের সমস্ত কর্মই ধর্ম হয়ে উঠছে কিনা।

সর্বদা প্রস্তুত থাকো। যেন অসতর্ক অবস্থায় মৃত্যু তোমাকে না ধরে। যেন একটি মুহূর্তও না বিফলে যায়। এই উপস্থিত মুহূর্তই তোমার অমূল্য ধন। একেই নিত্যস্থায়ী ধন করে তোলো। সমস্ত প্রাণ ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের দিকে উত্তোলন করো কেননা এখানে তোমার নিত্যস্থায়ী কোনো আবাস নেই। কিসের চিন্তা? শুধু ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তিত হও। ঈশ্বরচিন্তনই চিরন্তন হয়ে থাক।

জগৎব্যাপারে পদে-পদে মরতে শেখো যাতে পরিণামে যীশুর সঙ্গে শাশ্বত জীবনের অধিকারী হতে পারো।

যীশু পৃথিবীতে কেন এসেছেন তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন।

'আমি কি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি? না, আমি এসেছি পৃথিবীতে আগুন জ্বালাতে। বিভেদের আগুন, বিরোধের আগুন। এর পর থেকে

একই বাড়িতে দেখবে পাঁচজনের মধ্যে পরস্পরের মিল হবে না। তিনজন যাবে দুজনের বিরুদ্ধে আর দুজন আলাদা দল পাকাবে। বাবা যাবে ছেলের বিপক্ষে, ছেলে বাপের। মা যাবে মেয়ের বিপক্ষে আর মেয়ে মার। শাশুড়ি যাবে বউয়ের বিপক্ষে আর বউ শাশুড়ির। ঘরে ঘরেই শত্রু সৃষ্টি হবে। শত্রুর জন্যে বাইরে তাকাতে হবে না, তোমার দোরগোড়ায়ই শত্রু দাঁড়িয়ে।'

তখন কেউ যীশুকে নেবে, কেউ নেবে না, কেউ সাড়া দেবে, কেউ দেবে না, কেউ প্রাণ ঢেলে ভালোবাসবে, কেউ থাকবে মুখ ফিরিয়ে। কেউ ক্রুশ কাঁধে তুলে নেবে, কেউ বা ক্রুশ ফেলে দিয়ে পালাবে অন্ধকারে।

'তোমরা বেছে নাও পার্থিবতার জীবন, না খ্রীষ্টীয় জীবন। ক্রুশ কাঁধে যারা আমার পিছে পিছে আসে তারা আমার সঙ্গ-সান্নিধ্যের উপযুক্ত নয় আর যারা আমার চেয়ে তাদের বাপ-মাকে বা অন্য আত্মীয়কে বেশি ভালোবাসে তারা আমার ভালোবাসার যোগ্য হয় কি করে ?'

এমন সময় কজন লোক একটা সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হল।

'পাইলেট কজন গ্যালিলির লোককে হত্যা করে তাদের বলির রক্তের সঙ্গে তাদের নিজেদের রক্ত মিশিয়ে দিয়েছে।'

গ্যালিলির ঐ লোকগুলি পাপী ছিল বলেই তারা নিহত হয়েছে—সংবাদটার এই বোধ হয় ইঙ্গিত ছিল। যীশু বললেন, 'তোমরা কি মনে করো অন্যান্য গ্যালিলিবাসীর চেয়ে ওরা বেশি পাপী ? আমি তোমাদের বলছি, তা নয়। সিলোয়ামের মিনার ভেঙে পড়লে আঠারো জন মারা গিয়েছিল, তোমরা কি মনে করো অন্যান্য জেরুজালেমবাসীর চেয়ে ওরা বেশি পাপী ? আমি বলছি, তা নয়। অনুতাপ করো, যদি অনুতাপ না করো, তাহলে তোমরাও ওদের মত একদিন ধ্বংস হবে।'

যীশু বুঝি জেরুজালেমের আসন্ন সর্বনাশের চেহারা দেখছিলেন। যদি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে শুধু পার্থিবতার সাম্রাজ্যই স্থাপন করতে চাও উৎসন্ন হয়ে যাবে—অনুতাপ করো, মুখ ফেরাও, ঈশ্বরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করো।

তখন যীশু আরেকটি গল্প বললেন—অফলা ডুমুরগাছের গল্প।

'একটি লোক তার দ্রাক্ষাবনে একটি ডুমুরগাছ পুঁতেছিল। ফল পাড়তে এসে দেখে একটাও ফল হয়নি। শুধু একবার নয়, বার বার তিন বছর

ধরে এই নিষ্ফলতা। তখন মালিকে বললে, তিন বছরেও একটা ফল পেলাম না, তুমি এ গাছ কেটে ফেল। মিছিমিছি জমিটাকে পতিত ফেলে রেখে লাভ কি? তখন মালি বললে, প্রভু, আরেক বছর দেখুন। আমি গাছের চারদিক খুঁড়ে সার লাগিয়ে দি, দেখি, পরের বছর হয়তো ফল ধরবে। যদি না ধরে, তখন ওটাকে কেটে ফেলতে আর কতক্ষণ!'

নিরর্থক হয়ে থাকা তো মৃত্যুরই নামান্তর। সংসারে এসে তুমি কোন কাজে লাগলে? বছরের পর বছর একটিও ফল ধরাতে পারলে না, মুখ দেখাবে কি করে? তারপর এত নিলে, মাটির থেকে এত রস এত স্নেহ অথচ বিনিময়ে কিছুই দিতে পারলে না এই ব্যর্থতাই তো পাপ। খালি ঋণী হয়ে রইলে, পরিশোধ করতে পারলে না এই দারিদ্র্যই তো অপরাধ। কিন্তু যীশু আরেকবার সময় দেবেন—আর একবার। মাটি খোঁড়ো, সার দাও, কে জানে হয়তো অসাধ্যসাধন হবে। ফুল ফুটতে না ফুটতেই ফল ধরে যাবে। প্রয়াসই নিয়ে আসবে প্রসাদের পরিপূর্ণতা।

আবার বিশ্রামবারের বিধি ভাঙলেন যীশু।

সমাজগৃহে উপদেশ দিচ্ছিলেন, একটি রুগ্ন নারী এসে উপস্থিত হল! শরীর ভেঙে পড়েছে, মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না। এমনি আঠারো বছর। দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে অপদূতের প্রকোপ।

যীশু নিজের থেকে তাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'মা, তুমি এই রোগ থেকে মুক্ত হলে।' বলে তাঁর স্নেহহস্তখানি রাখলেন তার মাথার উপর।

সঙ্গে সঙ্গে নারী সোজা হয়ে দাঁড়াল। স্বপ্নের চেয়েও স্বপ্ন, রইল চিত্রার্পিত হয়ে।

কিন্তু সমাজগৃহের অধ্যক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে জনতার কাছে অভিযোগ করল: 'সপ্তাহের ছদিন তোমাদের কাজের জন্যে ধার্য আছে। সে ছ'দিনের মধ্যে যে কোনো একদিন এসে তাঁর চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারো না? রবিবার বা বিশ্রামবারে আস কেন?'

'ভণ্ডের দল! কথা বোলো না।' যীশুও ক্রুদ্ধ হলেন: 'তোমরা রবিবার তোমাদের গোয়াল-ঘর থেকে গরু-গাধা মুক্ত করে এনে জল খাওয়াও না? আব্রাহামের এই মেয়েটিকে শয়তান আঠারো বছর বন্দী করে রেখেছিল। এই

বিশ্রামবারেই প্রথম সুযোগ পেয়ে তাকে যদি তার বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, সেটা অন্যায় হবে ?'

এর পর আর কারু কোনো কথা নেই। আর কোনো যুক্তি খাটে না। শত্রুর দল লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইল আর অনুগতের দল উল্লাসে ভরে-ভরে উঠল।

যীশু জেরুজালেমের পথে অগ্রসর হলেন।

জেরুজালেমে মন্দিরের সোলোমন-মণ্ডপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যীশুকে ইহুদিরা ঘিরে ধরল।

'আপনি আর কতকাল আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবেন জিজ্ঞেস করি। আপনি যদি খ্রীষ্ট হন তাহলে আমাদের সোজাসুজি বলুন।'

'আমি তোমাদের বলেছি কিন্তু তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছ না।' যীশু বললেন, 'আমার পিতার নামে আমি যা সব করছি তাই আমার প্রমাণ। অথচ তোমরা তা স্বচক্ষে দেখেও আমাকে পারছ না বিশ্বাস করতে। এর কারণ কী জানো ?'

'কী কারণ ?'

'কারণ তোমরা আমার দলের মেষ নও। আমার মেষগুলি আমার গলা চিনতে পারে, সর্বক্ষণ আমার পিছু-পিছু ঘুরে বেড়ায়। আমি তাদের কী দিই জানো ?'

'কী দাও ?'

তিনটি জিনিস দিই। প্রথম দিই, অনন্ত জীবন, অর্থাৎ ঈশ্বরে বসবাস। দ্বিতীয়, অনশ্বরতা, মৃত্যুতেও তাদের বিলোপ নেই। আর তৃতীয়ত—তৃতীয় হচ্ছে নিরাপত্তা, কেউ তাদের আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। সবচেয়ে মূল্যবান এই সম্পত্তি আমার পিতা আমার হাতে গচ্ছিত রেখেছেন ! কার সাধ্য আমার পিতার হাত থেকেই বা তা কেড়ে নেয় ? আমি আর আমার পিতা এক।'

ইহুদিরা পাথর কুড়োতে লাগল। পাথর ছুঁড়ে মারবে যীশুকে

'আমি আমার পিতার শক্তিতে অনেক ভালো কাজ করেছি, আমার কোন কাজের জন্যে তোমরা আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারতে চাও ?'

'কোনো ভালো কাজের জন্যে তোমাকে আমরা পাথর মারব না। তোমাকে পাথর মারব তুমি ভগবানের অপমান করেছ বলে ! তুমি সামান্য মানুষ হয়ে নিজেকে ভগবান করে তুলছ বলে।'

যীশু বললেন, 'তোমাদের শাস্ত্রের কথা ভুলে যাও কেন ? সেখানে লেখা আছে, যাদের কাছে সেদিন ভগবানের প্রকাশ হয়েছিল তারা সবাই দেবতা। সে সব মানুষ যদি দেবতা হ'তে পারে তা হলে আমার বেলায় আপত্তি হবে কেন ? আমি নিজেকে ভগবানের পুত্র বলে প্রচার করাতে বলছ আমি ভগবানকে অপমান করছি। আমি যদি আমার পিতার কাজ না করি, আমাকে বিশ্বাস কোরো না। আর যদি তেমন কাজ কিছু করি, আমাকে বিশ্বাস না করলেও আমার কাজকে বিশ্বাস কোরো। তা হলেই তোমরা বুঝতে পারবে আমার পিতা আমার মধ্যে রয়েছেন আর আমিও আমার পিতার মধ্যে রয়েছি। আমি আর আমার পিতা এক।'

ইহুদিরা মারমুখো হয়ে যীশুকে ধরতে গেল, যীশু তাদের এড়িয়ে দিব্যি পালিয়ে গেলেন।

জর্ডন নদীর অন্য পারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

এই সেই শান্তির স্থান যেখানে দীক্ষাগুরু জন অনুরক্তদের দীক্ষা দিতেন। এই-খানেই দীক্ষা দিয়েছিলেন যীশুকে। এইখানেই ঈশ্বরের পরম বাণী এসে পৌঁচেছিল যীশুর কাছে—'তুমি আমার প্রিয়পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীতিমান।'

যীশু বুঝতে পারছেন তাঁর মর্তজীবন শেষ হয়ে আসছে, তাই এই শান্তির স্থানটির জন্যে তাঁর শেষ মমতা।

আবার বহু লোক এসে জমতে লাগল। বলাবলি করতে লাগল, 'জন নিজে কিছু নিদর্শনকার্য করেননি কিন্তু এই লোকটির সম্বন্ধে যা বলে গিয়েছিলেন সব সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

'বাছা-বাছা অল্প কয়েকজনই কি মুক্তি পাবেন ?' একজন এসে জিজ্ঞেস করল যীশুকে।

যীশু বললেন, 'দরজা সংকীর্ণ, আপ্রাণ প্রয়াস করো ঢুকতে। অনেকে অনেক

চেষ্টা করেও সক্ষম হয়নি, ফিরে গিয়েছে। বাড়ির মালিক দরজা বন্ধ করে দিলেও জানি তোমরা ফিরবে না, দরজায় ধাক্কা মেরে বলবে, প্রভু, আমরা আপনার লোক, দরজা খুলে দিন। বাড়ির মালিক বলবেন, কে তোমরা? তোমাদের তো কই চিনতে পারছি না। তখন তোমরা তোমাদের অনেক পুণ্য কর্মের ফিরিস্তি দেবে, আমরা হ্যানো করেছি, ত্যানো করেছি, কত আচার-অনুষ্ঠান, কত উপবাস-উপাসনা। বাড়ির মালিক তিরস্কার করে উঠবেন, তোমরা পাপী, তোমরা ভণ্ড, তোমরা দূর হয়ে যাও।

খোলা দরজা দিয়ে দেখবে ঘরের মধ্যে আব্রাহাম ব'সে আছেন। পাশে আছেন ইশায়াক, জেকব, আরো অনেক মহর্ষি। শুধু মহর্ষিরাই নন, সাধারণ সামান্য লোকেরাও এসেছে, পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিকবিদিক থেকে। শুধু তোমাদেরই জায়গা হয়নি, তোমরাই শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছ। তবে এটা জেনে রাখো যারা শেষে আসবে তাদের অনেকেই প্রথম দিকে স্থান পাবে আর যারা প্রথম এসেছে তাদের অনেককেই দাঁড়াতে হবে শেষের দিকে।'

বিরুদ্ধবাদীর দল বাড়তে লাগল বিপুল হয়ে।

কয়েকজন ফ্যারিসি এসে যীশুকে বললে, 'এখান থেকে পালান।'

'কেন?'

'হেরড আপনাকে মেরে ফেলবার উদ্যোগ করেছে।'

যীশু বললেন, 'ঐ শেয়ালটাকে গিয়ে বলো আরো তিন দিন আমি আছি। আজ আর কাল এই দুদিন আমি অপদূতদের তাড়াব, রোগীদের অসুখ সারাব আর তৃতীয় দিনেই আমার কাজ সমাপ্ত হবে। এই তিন দিনই পথ চলতে হবে আমাকে। জেরুজালেমের বাইরে আমি যাবনা। জেরুজালেমের বাইরে কোনো মহর্ষিকে হত্যা করা হয় না।'

হেরড গ্যালিলির রাজা। সে চায় যীশুকে হত্যা করতে। তাকে বলে দিয়ো যীশু রাজারও রাজা। সম্রাটেরও সম্রাট।

আবার বিশ্রামবার। আবার অমৃত চিকিৎসা।

গণ্যমান্য এক ফ্যারিসি যীশুকে নিমন্ত্রণ করলে, আমার বাড়িতে চলুন, আহার করবেন। যীশু কারু নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন না। যদিও তিনি জানেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাঁর খুঁত ধরার ফিকির খোঁজা, তাঁকে সমালোচনা করার সুযোগ নেওয়া, তবু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। করুক বিরূপ মন্তব্য, ধরুক কাল্পনিক ত্রুটি, তবু তাঁর রাগ নেই, বিরক্তি নেই। শান্তকণ্ঠে বললেন, চলো।

সে বাড়িতে ইচ্ছে করেই একটি রুগী ধরে আনা হয়েছিল। শোথের রুগী, শরীরে জল জমেছে। দেখি না রুগী দেখে কী বলে, কী করে, কতটা এগোয়।

রুগী কাতর-দৃষ্টিতে তাকাল প্রভুর দিকে। আর সকলে যীশুর আচরণ লক্ষ্য করছে, আর রুগী সমস্ত ষড়যন্ত্রের বাইরে থেকে একান্তে ভিক্ষা করছে প্রভুর করুণা।

অনেক শাস্ত্রবিৎও আহূত হয়েছে। তাদের লক্ষ্য করে যীশু বললেন, 'বিশ্রামবারে কি কারু অসুখ সারিয়ে দেওয়া উচিত ?'

আশ্চর্য, সবাই চুপ করে রইল। কেউ বলতে সাহস পেল না, না, উচিত নয়। বিশ্রামবার যখন, তখন ধন্বন্তরিও বিশ্রাম নিক।

'তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে বিশ্রামবারে কুয়োর মধ্যে তার গরু পড়ে গেলে তখুনি তা সে টেনে তুলবে না ?'

যীশু তাকালেন তাদের দিকে। ফ্যারিসিরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল .

'আর যদি হেলে পড়ে যায় ? তোমরা নিশ্চেষ্ট থাকবে ?'

কারু মুখে কথা নেই ।

যীশু রুগীর গায়ে তাঁর কর-পদ্ম বুলিয়ে দিলেন । লোকটি নিরাময় হয়ে গেল ।

খাবার ডাক পড়ল । নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আসন নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল । কে-কে আগে-ভাগে প্রধান-প্রধান আসনগুলি নেবে তার জন্যে প্রতিযোগিতা ।

যীশু বললেন, 'সভায় গিয়ে প্রথমেই প্রধান আসনে গিয়ে বোসো না । ধরো, কোনো বিয়ে বাড়িতে তুমি নিমন্ত্রিত হয়েছ, তুমি গিয়ে একেবারে প্রথম শ্রেণীতে আসন নিলে—এটা ঠিক নয় । তুমি জানো না আরো কাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে । হয়তো তোমার চেয়ে সম্ভ্রান্ত কোনো লোক এসে উপস্থিত হল । তখন তোমাকে গৃহস্বামী এসে বললে, ঐ সম্ভ্রান্ত লোকটির জন্যে আপনাকে এ আসন ছেড়ে দিতে হবে, আপনি দয়া করে পিছনে সরে বসুন । তখন তোমাকে লজ্জিত হয়ে শেষের জায়গাটিতে বসতে হবে । বরং, আমি বলি, শেষের জায়গাটিতে বসো আগের থেকে । দেখবে গৃহস্বামী তখন এগিয়ে এসে বলবে, বন্ধু, ওখানে কেন, সামনের দামী আসনে এসে বসো । তখন তুমি সকলের সামনে সকলের চোখে সম্মানিত হবে । যে নিজেকে বড় করে দেখায় সে ছোট হয়, আর যে নিজেকে ছোট করে রাখে সেই বড় হয়ে ওঠে ।'

নম্র হও, নিরহঙ্কার হও । উপরের দিকে তাকাও আর শির নত করো । কিসের তুমি জাঁক করছ ? বিদ্যার ? বিজ্ঞানের ? কতটুকু তুমি জানো, কতটুকু তোমার আয়ত্তে ? অন্তহীন জ্ঞান-সমুদ্রের পারে ক্ষুদ্র একটু জায়গায় বসে কটি উপলখণ্ড কুড়োতে পারলে ? তোমার জানার চেয়ে কত—কত বেশি অজানা ! তবে কিসের অহঙ্কার ? রূপের, ঐশ্বর্যের, একাধিপত্যের ? হায়, কতটুকু তোমার আয়ু ? একটি নিশ্বাসের ক্ষীণ তন্তু দিয়ে বাঁধা । যে কোনো মুহূর্তে তা ছিঁড়ে যেতে পারে, নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতে । কে জানে এইটিই তোমার সেই অন্তিম শ্বাস কিনা । আর, এমনি আশ্চর্য, তুমি চলে গেলে এ বিরাট পৃথিবীতে কোথাও একটি রেখা ফুটবে না । আগের মতই বয়ে যাবে জনস্রোত ।

সুতরাং নম্র হও। নম্রতম মহত্তম মানুষটিকে দেখ।

যে খেতে ডেকেছিল তাকে লক্ষ্য করে যীশু আবার বললেন, 'যদি খাওয়াবে তো ভাই বন্ধু আত্মীয় বা ধনী প্রতিবেশী কাউকে ডেকো না। তারা আবার পালটা তোমাকে নিমন্ত্রণ করে তোমার ভদ্রতার পরিশোধ করে দেবে। ডাকবে তো গরিব পঙ্গু অন্ধ খঞ্জদের ডাকো, তাদের খাওয়াও। তারা প্রতিদানে তোমাকে কিছু দিতে পারবে না। তুমি প্রতিদান পাবে সেই ধার্মিকদের পুনরুত্থানের দিন।'

দীন হয়ে দীনকে দান করো। দান করো অহঙ্কার জাহির করতে নয়, স্বার্থবুদ্ধিতে নয়—না, কর্তব্যবুদ্ধিতেও নয়, দান করবে শুধু দয়ায়, ভালোবাসায়। যেমন করে ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। আমাদের প্রত্যাশারও প্রত্যাশা রাখেন নি।

নিমন্ত্রিতদের থেকে একজন বললে, 'যে ভগবানের রাজ্যে বসে ভোজন করবে সেই কৃতার্থ।'

যীশু বললেন, 'একদিন একটি লোক বিরাট ভোজের আয়োজন করেছিল। বহু লোকের নিমন্ত্রণ হয়েছিল সে-ভোজে। কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তবু কারু দেখা নেই। গৃহস্বামী তখন তার চাকরকে পাঠাল নিমন্ত্রিতদের খোঁজ নিতে। নানা জনে নানা ওজুহাত দেখাতে লাগল। কেউ বললে, নতুন একটা জমি কিনেছি, সেখানে গিয়ে আমার সেটা দেখা দরকার। সুতরাং মার্জনা করবেন। আরেকজন বললে, পাঁচ জোড়া বলদ কিনেছি, সেগুলি এখন একবার যাচাই করতে হবে। সুতরাং যাই কী করে? তৃতীয়জন বললে, আমি সদ্য বিয়ে করেছি, যাওয়ার কথা ভাবতেই পারছি না। চাকর ফিরে এসে মনিবকে সব বললে। মনিব চটে গিয়ে চাকরকে হুকুম দিলে, তুমি শিগগির গিয়ে শহরের কাণা-খোঁড়া অন্ধ-আতুরদের ডেকে নিয়ে এস। চাকর যত পারল দুঃখী-পরিবারদের ডেকে নিয়ে এল। মনিবকে বললে, অনেককেই ডেকে এনেছি, তবু জায়গা এখনো খালি আছে। মনিব বললে, রাস্তায় বেরিয়ে যাকে পাও তাকেই ধরে নিয়ে এস, অমনি না আসে ধরে নিয়ে এস। দেখো আমার বাড়ি যেন ভর্তি হয়ে যায়। আর দেখো যাদের প্রথম নিমন্ত্রণ করেছিলাম তারা যেন খেতে না ঢোকে।'

ঈশ্বরের রাজ্য—সে এক বিরাট ভোজ, বিরাট আনন্দ-আস্বাদ। নিমন্ত্রণ তো

কবেই এসে গেছে, কেউ যাচ্ছি না ডাক শুনে। মনে করিয়ে দিলেও যাচ্ছি না। কেউ আছি বিষয় নিয়ে, কেউ বা বাসনা নিয়ে, কেউ বা ক্ষুদ্র সংসারে আবদ্ধ হয়ে। সময় নেই, সময় করতে পাচ্ছি না। এত বড় একটা বিনা পয়সার ভোজ ভোগে এল না।

পথে বহু লোক যীশুর পিছু নিল। যীশু পিছন ফিরে তাদের সম্বোধন করে বললেন, 'আমার জন্যে যদি সংসারকে তুচ্ছ করতে না পারো তবে আমার সঙ্গে এস না। যদি আমার চেয়েও তোমার বাপ-মা স্ত্রী-পুত্রকে বেশি ভালোবাসো এস না আমার সঙ্গে। যদি আমাকে সত্যি অনুসরণ করতে চাও, নিজের ক্রুশ নিজের কাঁধে বহন করো। যদি তাতে সম্মত না হও, আমার শিষ্য হতে চেয়ো না।'

আবার বললেন, 'আগে হিসেব করে নাও খরচ কত পড়বে, তারপর কাজে হাত দাও। যদি কেউ একটা মিনার তৈরি করতে চাও, তাহলে প্রথমেই হিসাব করে দেখ রসদ আছে কিনা। নইলে ভিত তৈরি করার পর যদি দেখ টাকা নেই, তখন কী হবে? তখন সবাই তো উপহাস করবে। বলবে, এই লোকটা মিনার করবে বলে কাজে নেমেছিল, কিন্তু দেখ কাজটা শেষ করতে পারল না।'

কাজ অসমাপ্ত রাখার মত বড় পরাজয় আর কী আছে? সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়ে কাজে লেগে থাকো, প্রভুই তোমাকে সাহায্য করবেন। যদি দুর্গম পথে ডাক দিয়ে থাকেন দেখবে তিনি তোমার সঙ্গে-সঙ্গে চলেছেন। দেখবে কাঁধের ক্রুশ হালকা হয়ে গিয়েছে।

'রাজা যুদ্ধে নামবার আগে তার সৈন্যবল নির্ণয় করে নেবে না?' যীশু সম্বোধন করলেন জনতাকে: 'যে বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করতে আসছে তার বিরুদ্ধে লড়তে রাজার দশহাজার সৈন্য যথেষ্ট কিনা, নিশ্চয় রাজা তা ভেবে দেখবে। যদি রাজা বোঝে তার শক্তি পর্যাপ্ত নয় সে দূরে থেকেই সন্ধির প্রস্তাব পাঠাবে। তেমনি যদি বোঝো তুমি অসমর্থ তুমি আমার শিষ্য হতে চেয়ো না।'

কিন্তু এমনি রহস্য, যদি বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে প্রভুর পথে পা বাড়াও তিনিই তোমাকে শক্তি জোগাবেন। তখন কে বলবে তুমি অযোগ্য, তুমি অসমর্থ?

যারা সমাজে পাপী বা দুর্জন বলে চিহ্নিত তারাও যীশুর উপদেশ শুনতে ভিড় করেছে। তাদের দেখে ফ্যারিসি ও শাস্ত্রজ্ঞের দল ক্রুদ্ধ হল—দোষ গিয়ে

পড়ল যীশুর উপর। এ কেমনতরো লোক পাপীদের সমাদর করে, দুর্জনদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে খায়!

'তোমার যদি একশোটি ভেড়া থাকে আর তা থেকে যদি একটি হারিয়ে যায়, তুমি কী করো?' যীশু নিন্দুকদের লক্ষ্য করলেন: 'তখন কি নিরানব্বইকে ফেলে সে হারানো একটিকে খুঁজে বেড়াও না? আর যদি সেই হারানো ভেড়াটিকে পেয়ে যাও তখন তাকে আদর করে কাঁধে নিয়ে মহানন্দে বাড়ি ফেরনা? আর সকলকে ডেকে বলো না আমাব সঙ্গে আনন্দ করো, আমি আমার হারানো ভেড়াটিকে খুঁজে পেয়েছি। তেমনি যদি একশোর মধ্যে একটি পাপীও অনুতাপ করে, তবে সেই পথহারা অনুতপ্ত পাপীকে নিয়ে ভগবানের দূতও আনন্দ করে।'

ঈশ্বরের জিনিসও হারিয়ে যায়। তারপর যদি তিনি তা ফিরে পান তিনিও ঐ ভেড়াওয়ালার মতই আনন্দিত হন। একশোর মধ্যে তিনি একটিও ছাড়েন না।. আমরা পাপীরাই তো তাঁর হারানো জিনিস। যে মানুষ ঠিক পথে আছে, ঠিক পথে চলেছে, তাকে ঈশ্বর খুব ভালোবাসেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তার জন্যে ঈশ্বরের কোনো উদ্বেগ নেই, উত্তেজনা নেই। কিন্তু আমরা যারা পথ হারিয়েছি, আমরা যদি অনুতাপের অনল-আলোকে পথ চিনে তাঁর হাতে ধরা দিই তিনি আমাদের পেয়ে আনন্দ করে উঠবেন। আর-আররা ঈশ্বরকে শান্তি দিক, আমরা তাঁকে আনন্দিত করব। আর-আরদের ঈশ্বর কোলে রাখুন, আমাদের তিনি বুকে ধরবেন।

ঈশ্বরের ভালোবাসা চুপ করে বসে থাকে না, খুঁজে বেড়ায়। তা সমগ্র ভাবে সকলের জন্যে তো বটেই, তার চেয়ে বড়ো কথা, বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রত্যেকের জন্যে। মূর্খ বলে অন্ধ বলে পাপী বলেও কাউকে বাদ দেয় না। রাখাল তার নগণ্যতম, নিরীহতম ভেড়াটিকেও কি ছেড়ে যেতে দেয়? ঈশ্বরের ভালোবাসা শুধু খুঁজে-পেতে টেনেই আনে না, ঘনিষ্ঠ স্পর্শে মহামূল্যবান করে তোলে। যে জঘন্যতম সেও পবিত্রতম হয়ে ওঠে।

'একটি স্ত্রীলোকের কাছে যদি দশটি রৌপ্যমুদ্রা থাকে, আর তা থেকে যদি একটি হারিয়ে যায় তখন স্ত্রীলোকটি কী করে? আলো জ্বেলে সারা বাড়ি ঝাঁটপাট দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে না? তারপর যদি সে সেই হারানো মুদ্রাটি খুঁজে পায়, তখন, বলো, তার খুশির কি আর সীমা থাকে? সবাইকে তখন হাঁকডাক করে বলে না, ওগো দ্যাখো আমি হারানো মুদ্রাটি খুঁজে পেয়েছি।'

খুঁজে পাওয়া সেই হারানো মুদ্রার দাম কি বাকি নয়টি মুদ্রার চেয়েও বেশি হয়ে ওঠে না ? আমরা পাপীরাই শুধু লুকিয়ে থাকি, ঈশ্বর আমাদের খুঁজে ফেরেন। ঝাঁটপাট দেবার সময় হারানো মুদ্রাটি যেমন টুং করে বেজে উঠেছিল তেমনি আঘাতে আঘাতে আমরাও যদি প্রার্থনার সুরে বেজে উঠতে পারি, তখন ঈশ্বর আমাদের ঠিক কুড়িয়ে নেবেন। তাঁর আনন্দে আমাদের কান্নাও তখন আনন্দ হয়ে উঠবে।

যীশু আরেকটি গল্প বললেন—অপব্যয়ী পুত্রের গল্প। কিংবা বলা যাক, পরমপ্রেমময় পিতার গল্প।

'একজনের দুটি ছেলে ছিল। ছোট ছেলে বাপকে বললে, সম্পত্তিতে আমার যেটুকু হিস্সা তা আমাকে দিয়ে দিন। বাপ দু ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিল। ছোট ছেলে তার ভাগ নিয়ে চলে গেল বিদেশে। সেখানে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে সর্বস্বান্ত হল। তারপর সে-দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। তখন সেই ছেলে কী করে, এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইল। সে ব্যক্তি তাকে মাঠে শুয়োর চরাবার কাজ দিল। কিন্তু কিছুই খেতে দিল না—শুয়োররা যা খায় তাও না। তখন সে-ছেলের চেতনা হল। ভাবল, আমার বাবার বাড়িতে কত চাকর কাজ করে, সবাই তারা পেট ভরে খেতে পায়। আর আমি কিনা এখানে খিদের জ্বালায় মরছি। যাই, বাবার কাছে ফিরে যাই, গিয়ে বলি, আমি ভগবানের কাছে, তোমার কাছে পাপ করেছি। আমি তোমার ছেলে বলে পরিচিত হবার যোগ্য নই। আমাকে তোমার চাকর রাখো।

ছেলে বাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। তখনো সে বেশ দূরে আছে, বাপ দেখতে পেয়ে স্নেহে ও করুণায় উছলে উঠল, ছুটে গিয়ে ছেলেকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগল। ছেলে বললে, বাবা, আমি ঘোর পাপী—ঈশ্বরের কাছে শুধু নয়, তোমারও কাছে—আমাকে কি তুমি আর তোমার ছেলে বলে স্বীকার করবে ?

বাবা তখুনি চাকরদের হুকুম দিলেন ঃ শিগগির যাও, সব চেয়ে ভালো পোশাক বের করে এনে ওকে সাজিয়ে দাও। আংটি এনে পরিয়ে দাও ওর আঙুলে। পায়ে জুতো দিয়ে দাও। তারপরে সবচেয়ে পুষ্ট বাছুরটাকে কাটো—উৎসবের ভোজ লাগাও। আজ আমি আমার মৃত পুত্রকে ফিরে পেয়েছি।

বড় ছেলে মাঠে ছিল। ফেববার পথে বাড়ির কাছাকাছি এসে শুনল গানবাজনা হচ্ছে। ব্যাপার কী? চাকর বললে, আপনার ভাই সুস্থ দেহে ফিরে এসেছে, আর তাকে ফিরে পেয়ে আপনার বাবা উৎসব লাগিয়েছেন, সব চেয়ে পুষ্ট বাছুরটাকে কেটেছেন। বড় ছেলে দারুণ রেগে গেল, বললে, ঢুকবনা বাড়িতে। খবর পেয়ে বাপ বেরিয়ে এসে সাধতে লাগল, চল, ভেতরে চল। বড় ছেলে বললে, আমি কত বছর তোমার সেবা করেছি, একটি দিনের জন্যেও তোমার আদেশ অমান্য করিনি, তবু বন্ধুদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করার জন্য কোনোদিন একটা ছাগলছানাও দাওনি। আর তোমার যে ছেলে কুসঙ্গে কুপথে সমস্ত বিত্ত উড়িয়ে দিল, সে বাড়ি ফিরে এসেছে বলে পুষ্ট বাছুরটাকে কেটে ভোজ দিচ্ছ! এ বৈষম্যের অর্থ কী?

বাবা তখন বড় ছেলেকে বললে, 'বাবা, তুমি তো সব সময়েই আমার কাছে আছ। আমার যা কিছু আছে সব তোমার। কিন্তু তোমার ভাই তো মারা গিয়েছিল, সে এখন বেঁচে উঠেছে। যাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম তাকে আবার খুঁজে পেয়েছি—বলো উৎসব করবনা?'

বড় ছেলে স্নেহবুদ্ধিতে বাবাকে সেবা করেনি—কর্তব্যবুদ্ধিতে করেছে। শুধু নিয়মমাফিক হুকুম তামিল করেছে, অনুরাগে আত্মসমর্পণ করেনি। ছোট ভাইয়ের প্রতি তার কী নিদারুণ ঈর্ষা। কিন্তু বাবা কী ক্ষমাময়! সে যেন গোড়া থেকেই প্রতীক্ষা করে ছিল কখন ছোট ছেলে ফিরে আসে। কেউই বাবার কাছ থেকে সরে থাকে না! কেউ কাছাকাছিই থাকে, আবার কেউ দূরে গেলেও সময় হলেই বাড়ি ফেরে।

শুধু সহাবস্থান নয়, প্রত্যাবর্তন নয়, চাই ঈশ্বরে আত্মবিসর্জন, সমস্ত স্বত্বস্বামিত্বের প্রত্যর্পণ।

মানুষের কাছে ফিরে যাওয়া হয়তো কঠিন কিন্তু ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়া কত সহজ!

বিষয়ব্যাপারে যীশু আরেকটি গল্প বললেন ঃ

'এক ধনীর এক সরকার ছিল। কর্তার কাছে খবর এল সরকার সম্পত্তির অপচয় করছে। কর্তা সরকারের কাছ থেকে হিসেব তলব করল, বললে, তোমাকে আর রাখতে পারব না। কাজ গেলে খাব কী—সরকার ফাঁপরে

পড়ল। শক্তি নেই যে মাটি খুঁড়ি, সাহস নেই যে ভিক্ষেয় বেরুই। এমন কিছু করতে হবে যাতে চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার পরেও এই চাকরির জোরেই আশ্রয় পাই। তখন সরকার মনিবের খাতকদের একে-একে ডাকতে লাগল। তুমি আমার মনিবের কাছে কত ধারো? প্রথম খাতক বললে, 'ন শো গ্যালন তেল।' সরকার বললে, এই তোমার খতের কাগজ নাও, ন শোর জায়গায় চারশো পঞ্চাশ লিখে দাও। দ্বিতীয় খাতককে জিজ্ঞেস করলে, তোমার কত ধার? 'এক হাজার বুশেল গম।' নাও তোমার এই খতের কাগজ, হাজার কেটে আটশো লিখে দাও। শুধু সরকারই অসাধু নয়, খাতকেরাও অসাধু। তারা খতের কাগজ সংশোধন করে নিজেদের দেনা কম করে দেখাল।

সরকার শুধু অসাধু নয়, ধূর্ত। দেনা কমে গেল বলে খাতকেরা তাকে আশ্রয় দেবে, চাই কি ধরা পড়লে খাতকেরাও জড়িয়ে পড়বে তার সঙ্গে। মনিব কি চাইবে খাতকদের বিপদে ফেলতে? খাতক যদি উৎখাত হয় মহাজনেরই সর্বনাশ। সুতরাং রক্ষা হবে নিশ্চয়ই। খাতকের সঙ্গে মীমাংসা অর্থই সরকারের সঙ্গে মিটমাট।

যীশু বললেন, 'মনিবও অসাধু। সে দেখল অসাধু সরকার বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছে। ছাঁটকাট করে নিয়ে তার বিষয়রক্ষা করেছে। কোথায় মনিব ক্ষিপ্ত হবে, সে উলটে সরকারের প্রশংসা করতে লাগল।'

এমনি বিষয়সংশ্লেষ। মানুষকে ধূর্ত, কপট, অসৎ করে ছাড়ে।

'তবু ধনসম্পদ, যা কিনা অনর্থের মূল, তা হাতে পেলে সৎকাজে লাগাও। তা দিয়ে বন্ধু সংগ্রহ করে রাখো। যখন তোমার সম্পত্তি শেষ হবে তখন এই বন্ধুরাই তোমাকে অনন্তধামে অভ্যর্থনা করে নেবে। ক্ষুদ্রতম ব্যাপারে যাকে বিশ্বাস করা যায় তাকে বৃহৎ ব্যাপারেও বিশ্বাস করা যাবে। আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অসাধুতা করে সে বৃহৎ ব্যাপারেও অসাধুতা করবে। তোমরা যদি পার্থিব ধনসম্পদের বেলায়ই অসাধু হও তা হলে তোমাদের হাতে আসল ধনসম্পদ কে রাখবে বিশ্বাস করে? পরের সম্পত্তির বেলায়ই যদি অবিশ্বাসী হও তা হলে তোমাদের নিজের সম্পত্তিরই বা ভরসা কী?

শোনো, আমি আগেও বলেছি, মানুষ এক সঙ্গে দু' মনিবের চাকরি করতে পারে না। ভগবান আর বিষয়-আশয়—এক সঙ্গে দুয়ের পূজা করা সম্ভব নয়।'

ঈশ্বরসেবা উদ্বৃত্ত সময়ের চাকরি নয়, নয় একটা কোনো বাড়তি চর্চা। ঈশ্বর আমার অহোরাত্রের অস্তিত্ব। হয় আমি সর্বতোভাবে সর্বাঙ্গীণ ঈশ্বরের, নয় আমি কিছু নয়।

অর্থদাস ফ্যারিসিরা যীশুকে বিদ্রূপ করতে লাগল।

যীশু বললেন, 'তোমরা অর্থের জোরে ধার্মিক সেজে বেড়াও কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন। তোমাদের কাছে যা গরিমার বস্তু ঈশ্বরের কাছে সেটা ঘৃণার।'

ধনী বলেই তুমি সৎ নও, সভ্য নও, নও বা ধর্মের ধুরন্ধর। টাকা দিয়ে আর যাকেই কেন, ঈশ্বরকে কেনা যায় না।

যীশু তারপর ল্যাজারাস-এর গল্প বললেন। ভিক্ষুক ল্যাজারাস আর উদাসীন ধনীর গল্প।

'এক ধনী ছিল। রঙচঙে ফিনফিনে পোশাক পরত আর প্রত্যহ সমারোহ করে ভোজন করত। তার দুয়ারে বসে থাকত ল্যাজারস, গরিব ভিক্ষুক, সারা গায়ে কদর্য ঘা। ধনীর টেবিল থেকে যে সমস্ত রুটির টুকরো মাটিতে পড়ত, তার ইচ্ছে করত যদি সেগুলো দিয়ে পারত ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে। কিন্তু কে তাকে রুটির টুকরো কুড়িয়ে দেবে? ক্লান্ত হয়েই সে দোরগোড়ায় শুয়ে পড়ত আর রাস্তার কুকুর তার ঘা চাটত। দিন যেতে-যেতে ল্যাজারাস একদিন মরে গেল, আর স্বর্গদূতেরা তাকে সটান পৌঁছে দিল আব্রাহামের কোলে।

ধনীও একদিন মারা গেল কিন্তু সে গেল নরকে। যন্ত্রণায় চোখ মেলে সে আব্রাহামকে দেখতে পেল, দেখল তার কোলে সেই ভিক্ষুক ল্যাজারাস। তখন সে চিৎকার করে বললে, পিতা আব্রাহাম, আমাকে দয়া করুন। ল্যাজারাসকে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে। আমি আগুনে পুড়ে যাচ্ছি সে জলে তার আঙুল ডুবিয়ে আমার জিভে ফোঁটা ফেলে আমার দগ্ধ জিভটা ঠাণ্ডা করে দিক।

আব্রাহাম বললেন, পুত্র, জীবনে তুমি বিস্তর সৌভাগ্য পেয়েছিলে আর ল্যাজারাসের জুটেছিল বিস্তর যন্ত্রণা। এখন ল্যাজারাস আরামে আছে, তুমি আছ ক্লেশে-কষ্টে। এপার থেকে তোমার কাছে যাবার কোনো উপায়

নেই, তোমারও সাধ্য নেই ওপার থেকে উঠে আস। তোমার আর আমাদের মধ্যে অপার ব্যবধান।

তা হলে দয়া করে এক কাজ করুন, ধনী আব্রাহামের কাছে মিনতি জানাল, ল্যাজারাসকে আমার পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিন। আমার পাঁচ-পাঁচটা ভাই এখনো জীবিত আছে, সে গিয়ে তাদের সতর্ক করে দিক তারা যেন এই যন্ত্রণার ঘরে এসে না পড়ে।

আব্রাহাম বললেন, তারা মোজেস ও অন্যান্য মহর্ষিদের পেয়েছে, তাদের উপদেশ ওরা পালন করুক।

ওরা তা করবে না। ধনী বললে, মৃতব্যক্তিদেব মধ্য থেকে যদি কেউ ওদের সামনে গিয়ে আবির্ভূত হয় তবেই ওরা বিশ্বাস করবে।

আব্রাহাম বললেন, যদি ওরা মহর্ষিদের কথা না শোনে মৃতব্যক্তিদের মধ্য থেকে কেউ পুনরুত্থান করলেও ওরা বিশ্বাস করবে না।

ধনী ব্যক্তি কী অপরাধ করেছিল? সে তো ল্যাজারাসকে তার দরজা থেকে তাড়িয়ে দেয়নি, মারধর করা দূরেব কথা, কটুকাটব্যও করেনি। তবে তার কেন এ-শাস্তি? বলো, তার বিরুদ্ধে কিসের অভিযোগ?'

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে উদাসীন থেকেছে। সে চোখ চেয়ে দেখেনি কী দারিদ্র্য ও ক্ষুধা, কী অপরিসীম অসহায়তা তার দোরগোড়ায় স্তূপীভূত হয়ে আছে। সে রোজ এই দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া করেছে, ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে ল্যাজারাসকে বুঝতে চায়নি, তার দিকে বাড়িয়ে দেয়নি সাহায্যের হাত দূরের কথা, সাহায্যের একটি কড়ে আঙুল। ল্যাজারাসের তো ফেলে দেওয়া রুটির টুকরোর বেশি আকাঙ্ক্ষা ছিল না, ধনী ব্যক্তি তার গুঁড়োগাড়াও তাকে দেয়নি। হয়তো যে কুকুরটা ল্যাজারাসের ঘা চাটত সেই সেগুলো খেয়েছে। নিষ্ঠুরতা শুধু সক্রিয় আচরণে নয়, নিষ্ক্রিয় উপেক্ষায়ও। চোখ থাকতেও তুমি সন্নিহিত মানুষের দুঃখ দেখবে না, কান থাকতেও শুনবে না তার কান্না, সামর্থ্য থাকতেও তার দারিদ্র্যের লাঘব করবে না, প্রচুর থাকলেও দেবে না কিছু ছিটেফোঁটা, উপবাসী রেখে নিজে ঘটা করে রোজ ভূরিভোজ করবে—এই নির্মমতার জন্যেই শাস্তি।

ধনী ব্যক্তি এমনিতে অন্যায় করেনি হয়তো কিন্তু আসলে কিছু ন্যায়ও করেনি। পরদুঃখে ঔদাসীন্যও ঘোরতর অন্যায়।

যীশু তারপর সেই অভাজন চাকরের কথা বললেন।

বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কারু চাকর থাকে সে যদি বাইরের কাজ সেরে বাড়ি ফেরে—ধরো মাঠে হাল দিয়ে বা ভেড়া চরিয়ে, তখন ফেরামাত্রই কি তাকে খেতে বসতে বলো? না। তাকে বলো আমার রাতের খাবারের ব্যবস্থা করো, তারপর আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে তুমি নিজে খাও। হুকুম পালন করেছে বলে কি চাকরের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হবার কোনো কারণ আছে? আমার মনে হয়, নেই। সে তার কর্তব্য করেছে মাত্র। তেমনি তোমাদের যা সব আদেশ করা হবে তা নির্বাহ করে বলবে, আমরাও সেই অভাজন চাকর, আমাদের কর্তব্যটুকু সম্পন্ন করা ছাড়া আমরা আর কিছুই করিনি।'

অফিসের কাজ, আইনের কাজ শেষ করা যায় কিন্তু ভালোবাসার দাবি শত ভালোবেসেও পূরণ করা যায় না।

জেরুজালেমের দিকে এগোচ্ছেন যীশু। একদিকে সামারিযা, অন্যদিকে গ্যালিলি--দুই প্রদেশের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে। একটি গ্রামে ঢুকেছেন, দশজন কুষ্ঠরোগী দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে আকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠল ঃ প্রভু, আমাদের দয়া করুন। আমাদের ভালো করে দিন।

সেই দশজনের মধ্যে একজন সামারিয়ার লোক, বাকি নজন ইহুদি। এমনিতে ইহুদি আর সামারিয়াবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ, কেউ কারো ছায়া মাড়ায় না, কিন্তু এখন এক যন্ত্রণায়, এক প্রযোজনে, সবাই মিলিত হয়েছে।

দেশে-দেশে মানুষে-মানুষে কত বিভেদ, কত মতান্তর, কিন্তু কবে এক প্রয়োজনে, এক ঈশ্বর-প্রযোজনে আমরা একত্র হব? কিংবা, কে জানে, এক যন্ত্রণাই কি আমাদের মিলন ঘটাবে?

যীশু বললেন, 'তোমরা পুরোহিতদের কাছে গিয়ে তোমাদের চেহারা দেখাও।'

যেতে-যেতেই পথিমধ্যে ওরা নিরাময় হযে গেল। পুরোহিতরা ওদের দেখুক, দেখে অবাক মানুক, ওদের আকৃতিতে আর বিকৃতি নেই।

দশজনের মধ্যে একজন, সেই সামারিয়াবাসীই ফিরল। ফিরল উচ্চকণ্ঠে ভগবানের স্তব করতে করতে। ফিরে এসে যীশুর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ল। বললে, 'প্রভু, আপনার কৃপায় আরোগ্য লাভ করেছি।'

'বাকি ন-জনও কি আরোগ্য লাভ করেনি?'

'প্রভু, আমরা সবাই ভালো হয়ে গেছি।'

'তবে ওরা ভগবানের স্তব করতে তো কই ফিরে এল না?'

সামারিয়াবাসী এর উত্তরে কী বলবে কিছু ভেবে পেল না। যারা আকাঙ্ক্ষিত

ধন পেয়ে চলে গেল, দাতাকে সামান্য একটু ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলনা, তাদের সম্পর্কে কী বলবার আছে ?

যীশু বললেন, 'ওঠো, নিজের কাজে চলে যাও। আমার কৃপায় নয়, তুমি তোমার নিজের বিশ্বাসের গুণেই আরোগ্যলাভ করেছ।'

অকৃতজ্ঞতার মত দীনতা আর কী হতে পারে ? দীনহীন হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সে প্রার্থনা পূরণ হয়ে গেলে আর তাঁর দিকে ফিরে তাকাই না, তাঁকে দূরে ঠেলে দি, দিনে-দিনে আবার বিস্মরণের ধুলো জমাই। শুধু প্রার্থনায় থাকবেন, অভ্যর্থনায় নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে যেন আমাদের এই বন্দোবস্ত। জীবনভোর তিনিই শুধু দেবেন, না চাইলেও দেবেন, বিনিময়ে আমরা কিছুই দেবনা। অন্তরের কৃতজ্ঞতাটুকু দিতেও আমাদের কার্পণ্য। যার কৃতজ্ঞতাও নেই সে দীনাধম।

ফ্যারিসিরা জিজ্ঞেস করল, 'ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসবে ?'

যীশু বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য বিজ্ঞাপন দিয়ে আসবেনা। অলক্ষ্যেই এসে একদিন আবির্ভূত হবে। এখানে না ওখানে তার কোন সীমারেখা নেই।'

'তবে তা কোথায় ?'

'ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের নিজের অন্তরে।'

হৃদয়ের পরিবর্তনেই সেই ঈশ্বর-রাজ্যের আবির্ভাব।

কিন্তু তোমরা দেখেও দেখছ না, বুঝেও বুঝছ না, হৃদয়ের বদল ঘটাবে কী করে ? যে তোমাদের কাছে মহিমাময় সংবাদ নিয়ে এসেছে তাকেই তোমরা ফিরিয়ে দিলে। কিন্তু আমি জানি আবার তোমরা তাকে প্রত্যক্ষ করতে চাইবে। মনুষ্যপুত্র আবার আসবেন, বিদ্যুতের মত সমস্ত আকাশ আলোকিত করে আসবেন। কাল পর্যাপ্ত হলেই আসবেন। শুধু ধৈর্য ধরে যার যা নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করে যাও। সব সময় সজাগ থাকো। যেন চকিতে চিনতে পারো সেই বিদ্যুৎ-উদ্ভাস। তারপর ঝড় আসুক বন্যা আসুক, নেবে মাথা পেতে। যে যাবার যাবে, যে থাকবার থাকবে।

'নিরুৎসাহ না হয়ে নিয়ত প্রার্থনায় বাস করো।' যীশু বললেন শিষ্যদের। বললেন, 'এক শহরে এক বিচারক ছিল। সে ভগবানকে ভয় করত না, মানুষকেও গ্রাহ্য করত না। তার কাছে সেই শহরের এক বিধবা নারী এসে বিচার চাইল। বিচারপতি, আমার শত্রু প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিচার চাই।

সহায়সম্বলহীন, দরিদ্র নারী—তার দিকে বিচারক ফিরেও তাকালনা। যদি ঘুষ দিত, তাহলে শুনত। যদি অন্যভাবে পারত বশীভূত করতে, ফিরিয়ে দিত না। কিন্তু বিচার চাই, বিচার চাই, সেই নারী বারে-বারে এসে আবেদন করতে লাগল। তাড়িয়ে দিলেও দাবি ছাড়ল না। বলো তুমি না শুনলে কে শুনবে, কে বিচার করবে? আর কে আছে, আর কার কাছে যাব?

বিচারক উত্যক্ত হয়ে উঠল। ভাবল, আর পারা যাচ্ছে না, বিধবার মামলার এবার একটা সুবিচার করে দিই। নইলে সে আমাকে অতিষ্ঠ করে ছাড়বে, এক দণ্ড সোয়াস্তি দেবে না। কানের কাছে সর্বক্ষণ বিচার চাই বিচার চাই আর্তনাদ করলে কী করে স্থির থাকি? আর কিছুকে ভয় না করি, আর্তনাদ বড় চঞ্চল করে।

বিচারক তখন বিচারাসনে বসে বিধবার মামলা ডাকলেন।

এই তো দেখলে অধার্মিক বিচারকের অবস্থা। আর যিনি পরমকারুণিক, পরম স্নেহাসক্ত, সেই ঈশ্বর কি মানুষের কাতর কান্নায় উদাসীন থাকবেন? পারবেন নিশ্চল থাকতে? বারে-বারে কাঁদো, বারে-বারে প্রার্থনা করো, জানাও তোমার লাঞ্ছনার কথা, অপমানের কথা, দেখি তিনি কেমন প্রতিকার না করে পারেন? কেমন পারেন নির্লিপ্ত থাকতে?

প্রথম-প্রথম হয়তো তাঁকে নিষ্ঠুর মনে হবে, মনে হবে বৈষম্যবাদী, অনুগ্রহে পক্ষপাতিত্ব করছেন। কিন্তু তাঁর বিচার করি আমাদের এমন সাধ্য কী। তাঁর বিচার তাঁর কাছে। তুমি প্রার্থনা করেছ বলেই তুমি পাবার অধিকারী তোমাকে এই অহঙ্কার যেন পেয়ে না বসে। তুমি শুধু চেয়ে যাও, কেঁদে যাও, আর জানো, তোমার ইচ্ছা নয়, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

তবে যে আহত-আনত হয়ে তাঁর কাছে দিনরাত কান্নাকাটি করছে, বিশ্বাস রাখো, ঈশ্বর তার সম্পর্কে সুবিচার করবেনই করবেন। কষ্টের কান্না শুনলে তিনি ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসেন, তাঁর এতটুকু দেরি হয়না।

কিন্তু তোমাদের কি সেই বিশ্বাস আছে, সেই অকাপট্য? মনুষ্যপুত্র যেদিন আসবে সেদিন কি পৃথিবীতে খুঁজে পাবে সেই বিশ্বাসের কণিকা?

আসল হচ্ছে বিশ্বাস।

'যদি সর্ষের একটি ছোট দানার মতও তোমার বিশ্বাস থাকে,' বললেন যীশু,

'তুমি তাই দিয়ে অঘটন ঘটাতে পারো। এই গাছটাকে বলতে পারো এখান থেকে উঠে গিয়ে ঐ সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াও। মাটি থেকে উন্মূলিত হয়ে জলের মধ্যে রোপিত হও। দেখবে গাছ তোমার কথা শুনবে। সমুদ্র তোমার কথা শুনবে।'

মানুষের জীবনে পরমতম পবিত্রতম প্রার্থনা শুধু একটিই। সেটি হচ্ছে, হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পরিপূর্ণ হোক।

যে অহঙ্কারী সে প্রার্থনা করতে পারেনা। স্বর্গের দরজা এত নিচু যে হামাগুড়ি না দিয়ে ঢোকা যায় না সেখানে।

মাথা উঁচু করে রেখে ধর্মলাভ হয় না। ধূলোর মানুষ। ধূলোর মত নম্র হতে শেখ।

দু ব্যক্তি মন্দিরে প্রার্থনা করতে গেল। একজন ফ্যারিসি আরেকজন করগ্রাহক। যীশু আবার গল্প বললেনঃ ফ্যারিসি প্রার্থনা করবার নামে শুধু নিজেরই গুণগান করতে লাগল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, হে ঈশ্বর, যারা চুরি করে প্রবঞ্চনা বা ব্যভিচার করে, আমি তাদের দলে নই। এই যে করগ্রাহক এখানে দাঁড়িয়েছে, আমি তার চেয়ে উঁচু। এ জন্যে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি ধর্মবিধি যথারীতি পালন করি। সপ্তাহে দুদিন উপোস দিই, আয়ের দশমাংশ উৎসর্গ করি তোমাকে।

এটা কি প্রার্থনা? এটা তো আত্মস্তুতি। বাগাড়ম্বর।

কিন্তু করগ্রাহক কী করছে? সে উঁচুতে, আকাশের দিকে চোখ তুলল না। শুধু বুকে করাঘাত করে বলতে লাগল, ভগবান, আমি পাপী, পাপীকে করুণা করো। করুণা করো।

এই বুকভাঙা আর্তনাদই আসল প্রার্থনা।

যীশু বললেন, ফ্যারিসির চেয়ে করগ্রাহকই বেশি লাভ করে বাড়ি গেল। যে নিজেকে বড় করবে তাকে নিচু করা হবে তার যে নিজেকে নত করবে তাকেই উঁচু করা হবে।

ফ্যারিসিরা কত ভাবে পরীক্ষা করছে যীশুকে। মানুষের বিবাহ-বন্ধন সম্পর্কে তাঁর মতামত যাচাই করছে। মানুষ কি নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে?

যীশু বললেন, না। ভগবান স্ত্রী-পুরুষ-রূপে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। বলেছিলেন মা-বাবাকে ত্যাগ করে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর আসক্ত হবে, এক দেহ হয়ে উঠবে। ভগবান যা এক করে দিয়েছেন কোনো মানুষ যেন তা বিচ্ছিন্ন না করে।

কতগুলি লোক একদল শিশু এনে হাজির করল। যীশুকে বললে, দয়া করে এদের স্পর্শ করে দিন।

যীশুর শিষ্যেরা বকতে লাগল, এতগুলি শিশু এনে ভিড় করাবার কী দরকার ছিল? প্রভু এমনিতেই শ্রান্ত হয়েছেন চলেছেন জেরুজালেমে।

যীশু বললেন, শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও। তোমরা কেউ ওদের বাধা দিও না। ওরাই তো ঈশ্বর-রাজ্যের অধিবাসী। শিশুর মত সরল মনে যে না গ্রহণ করে সে কোনোদিন ধর্মরাজ্যে ঢুকতে পারবে না।

শিশুরা যীশুকে ঘিরে দাঁড়াল। তিনি তাদের আলিঙ্গন করে গায়ে হাত রাখলেন।

শিশুর মত হও। শিশুর মুখেই তো ঈশ্বরের ঠিকানা। তার কত গুণ। সে সরল সে বিশ্বাসী সে বাধ্য-বিনম্র। সব চেয়ে বড় কথা, সে সহজেই ক্ষমা করতে পারে, পুরোনো আঘাত সে মনে করে রাখেনা। আর দেখেছ সব সময়েই তার দু-চোখে বিস্ময়ের আলো, আনন্দের সংবাদ। সে যেন কাকে দেখেছে, কার কথা যেন সে বলতে চায়। যত শৈশবে তত ঈশ্বরের নৈকট্যে। যতই সে বড় হবে ততই সে সরে আসবে। ততই ঈশ্বরকে দূরে রাখবে।

যীশু শিষ্যদের দিকে তাকালেন। যীশু কখনো শ্রান্ত হন না, যত দুঃসাধ্য হোক, সমস্ত ভার সকলের ভার তিনি বহন করতে পারেন।

যাত্রা আবার শুরু হল। এক ধনী যুবক ছুটে এসে যীশুর পায়ে পড়ল, জিজ্ঞেস করল, 'করুণাময়, অনন্ত জীবন পেতে হলে আমাকে কী করতে হবে?'

যীশু বললেন, 'তুমি আমাকে করুণাময় বলছ কেন? একমাত্র ঈশ্বরই করুণাময়।'

'বলুন কী করলে আমি সেই অনন্ত বিত্তের অধিকারী হব?'

'শাস্ত্রের আদেশ তো তুমি জানো, সেই আদেশ পালন করো।'

'শাস্ত্রের কোন আদেশ?'

'নরহত্যা কোরো না। ব্যভিচার কোরো না। চুরি কোরো না। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না। কারো কোনো ক্ষতি কোরো না। পিতা-মাতাকে সম্মান কোরো। আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবেসো।'

শুধু এইটুকু? কাতর মুখে হতাশার সুরে যুবক বললে, 'আমি এসব শাস্ত্রবিধি সমস্ত পালন করি। খুঁটিনাটি কোনো আচারই আমি লঙ্ঘন করি না। তবু আমার অতৃপ্তি কেন? আমার মধ্যে কিসের অভাব? কোথায় আমার অপরাধ?'

যীশু যুবকের দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন! যুবকের প্রতি প্রীতিতে ও স্নেহে তাঁর মন আপ্লুত হল। বললেন, 'তোমার ব্যাধির নাম ধনমদ। আমি এ ব্যাধি সারিয়ে দিতে পারি। তুমি বাড়ি গিয়ে তোমার যথাসর্বস্ব সমস্ত বিক্রি করে দাও। তারপর সেই অর্থ গরিবদের বিলিয়ে দাও। অকিঞ্চন হয়ে যাও। তারপর ফিরে এসে আমার অনুসরণ করো। তা হলেই তুমি তৃপ্তি পাবে, পাবে পূর্ণতার আস্বাদ। দেখবে তোমার ধনরত্ন যা ছিল কিছুই খোয়া যায়নি, সমস্তই স্বর্গে জমা হয়ে আছে।'

বিরাট জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হল যুবক। পারবে? নিঃস্বের সেবায় পারবে নিঃস্ব হতে? শূন্য হয়ে পূর্ণতায় উপনীত হতে? পারবে না। যুবকের মুখ ম্লান হয়ে গেল, দুই চোখে জল ভরে এল। সে যে ওষুধ পেয়েও প্রয়োগ করতে পারল না, পথ পেয়েও পারল না পৌঁছুতে। সে যে অক্ষম, অপারগ। তার যে অনেক টাকা, অনেক সম্পত্তি।

কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে চলে গেল যুবক।

'যাদের ধনসম্পত্তি আছে', শিষ্যদের লক্ষ্য করে যীশু বললেন, 'তাদের পক্ষে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা খুবই কঠিন। তার চেয়ে ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে উটের গলে যাওয়াও সহজ।'

এ কথা শুনে শিষ্যেরা আশ্চর্য হয়ে গেল। বলাবলি করতে লাগল, তা হলে কোন লোকটা মুক্তি পাবে?

'মানুষের পক্ষে তা অসম্ভব, কিন্তু ভগবানের পক্ষে নয়। তাঁর কৃপাশক্তির কোথাও কোনো অবধি নেই।'

পিটার জিজ্ঞেস করলে, 'আমরা যে সব কিছু ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি আমাদের কী হবে ? আমরা কী পাব ?'

তা হলে পিটারও প্রত্যাশা করে। যীশুর জয়ই তার জয় নয় ? কৃচ্ছ্রসাধনার সেও তবে বেতন চায় ! যীশু তাকে তিরস্কার করতে পারতেন, করলেন না। বললেন, 'যারা আমার জন্যে বাড়ি-ঘর বিষয়-আশয় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ত্যাগ করবে তারা যা হারিয়েছে তার চেয়ে একশোগুণ দামী জিনিস অর্জন করবে। অর্জন করবে ভগবানের রাজ্যে অনন্ত জীবনের অধিকার। কিন্তু ভগবানের বিচার মানুষের মাপকাঠি দিয়ে হবে না। যারা শেষে আছে তারা হয়তো এগিয়ে যাবে, যারা প্রথমে আছে তারাই হয়তো পড়বে পিছিয়ে। যেমন দ্রাক্ষাক্ষেতের মজুরদের বেলায় হয়েছিল।

যীশু আরেকটি কাহিনী বললেন ঃ

এক দিন ভোরবেলা এক গৃহস্থ তার আঙুর ক্ষেতে কাজ করবার জন্যে মজুর যোগাড় করতে বেরিয়ে পড়ল। এক দিনের মজুরি এক টাকা এই শর্তে কজন মজুরকে সে ক্ষেতে পাঠিয়ে দিল। বেলা নটার সময় বেরিয়ে গৃহস্থ বাজারের মধ্যে আরো কজনকে বেকার দেখতে পেল। আমার আঙুরের ক্ষেতে কাজ করবে ? দিন-মজুরি এক টাকা। তারা রাজি হয়ে খাটতে গেল। দুপুর বারোটায় ও বিকেল তিনটায় দুই দফায় দুই ঝাঁক নতুন মজুর কাজে লাগল—সবার সঙ্গে এক চুক্তি—এক টাকায় এক দিন। আবার পাঁচটার সময় বেরিয়ে গৃহস্থ আবার কজন বেকারের সন্ধান পেল। এ কি, তোমরা এখনো বেকার দাঁড়িয়ে আছ ? তারা বললে, কী করব, আমাদের তো কেউ ডাকেনি। গৃহস্থ বললে, বেশ, আমি ডাকছি, তোমরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেতে খাটতে যাও। তারা খুশি হয়ে খাটতে গেল।

দিনান্তে গৃহস্থ তার সরকারকে বললে, মজুরদের ডেকে তাদের মজুরি দিয়ে দাও। যারা শেষে এসেছে তাদের থেকে শুরু করে যারা প্রথমে এসেছে তাদের দিয়ে শেষ করো। যারা বিকেলে পাঁচটায় কাজে লেগেছিল তারা একটি করে টাকা পেল। ক্রমে প্রথম দলের পালা এল। তারা আশা করেছিল তারা বেশি পাবে। কিন্তু তাদের বেলায়ও ঐ এক টাকা বরাদ্দ। তারা গৃহস্থের কাছে গিয়ে নালিশ করল ঃ শেষ দলটা মাত্র এক ঘণ্টা কাজ করেছে আর আমরা ভোর থেকে কাজে লেগে দিনভর রোদে কষ্ট পেয়েছি, আমাদের সবার সমান মজুরি ? এ আপনার কেমনতরো বিচার ? গৃহস্থ বললে, ভাই, আমি তোমাদের প্রতি অন্যায় করিনি। যে মজুরি

স্থির হয়েছিল আমি তাই দিয়েছি। তুমি তোমার প্রাপ্য নিয়ে চলে যাও, পরের প্রাপ্তি নিয়ে ঈর্ষা করছ কেন? আমার খুশি, আগে এসেছ বলে এক জনকে যত দেব দেরিতে এসেছে বলে আরেকজনকেও ঠিক ততই দেব। আমার টাকা আমার ইচ্ছেমত খরচ করবার কি আমার স্বাধীনতা নেই? নিশ্চয়ই আছে। আমি দয়ালু বলে তোমরা আপত্তি করছ কেন?

ঈশ্বর কেন অন্যকে বেশি কৃপা করলেন, আমাকে করলেন না, তাই নিয়ে আমার গঞ্জনা। কিন্তু আমাকে যা দিলেন তার জন্যেই বা আমার কবে সাধনা ছিল, কবেই বা তার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করলাম? অন্যকে বেশি দিয়েছেন বলে আমার ঈর্ষা কেন? আমাকেও তো কম দেননি—না চাইতেই দিয়েছেন—বরাদ্দের ঢের বেশি দিয়েছেন—এ কথাটাই বারে বারে ভুল হয়ে যায় কী করে?

ঈশ্বর কাজ দেখেন না, মন দেখেন। বিকেল পাঁচটার সময় যারা কাজে লেগেছিল তারা কোনো চুক্তি করে আসেনি, তারা শুধু খাটতেই এসেছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল ক্ষেতের মালিক যখন কাজে লাগিয়েছে তখন নিশ্চয়ই তার প্রসন্নতার কিছু ভাগ দেবে। তারা বেতন চায়নি, চেয়েছিল অনুগ্রহ। মুনাফা নয়, করুণা। তাই আমাদের হিসেবে পরের লোক যদি বেশি পায় আমাদের আপত্তি করা বৃথা। আমাদের হিসেব পচে গিয়েছে।

যে পুরস্কারের জন্যে খাটে তার পুরস্কার মেলে না। আর যে পুরস্কারের কথা ভুলে গিয়ে খাটে তার ভাগ্যেই পুরস্কার।

'প্রভু, আপনি যাকে ভালোবাসেন সে অসুস্থ।'

বেথানি গ্রাম থেকে যীশুর কাছে সংবাদ এল। যীশু বুঝতে পারলেন যার কথা বলছে সে মেরী ও মার্থার ভাই ল্যাজারাস। সেই মেরী যে প্রভুর পায়ে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে মাথার চুলে মুছিয়ে দিয়েছিল আর সেই মার্থা যে সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিল সর্বক্ষণ।

খবর পেয়ে যীশু বললেন, 'এই রোগের শেষ মৃত্যু নয়। ভগবানের মহিমা দেখাবার জন্যেই এই রোগ। এতে ঈশ্বর-পুত্র মহিমান্বিত হবে।'

যেখানে এই খবর পেলেন সেখানেই দু-দিন চুপচাপ অবস্থান করলেন যীশু। তৃতীয় দিন ভোরে শিষ্যদের জাগিয়ে তুলে বললেন, 'চলো আবার জুডিয়ায় যাই। ল্যাজারাসের ঘুম ভাঙিয়ে আসি।'

আবার জুডিয়ায় যাবেন ! সেখানে ওরা আপনাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল। সেখানে যাওয়া কি ঠিক হবে ?'

যীশু বললেন, 'দিনের আলো কি বারো ঘণ্টা থাকে না ? জগতের আলোতে সব দেখতে পাওয়া যায় বলে কেউ দিনের বেলা হাঁটতে গেলে হেঁাচট খায় না। কিন্তু রাতে যখন সেই আলো আর নেই তখন অন্ধকারে হাঁটতে গেলেই পদস্খলন।'

দিনের আলো বারো ঘণ্টা। সেই বারো ঘণ্টা ফুরোবার আগে দিনের আলো নিঃশেষ হবে না। বারো ঘণ্টা যা নির্দিষ্ট আছে তার ছাঁটকাট নেই, এই বারো ঘণ্টাই অনেক—তাই পুরোপুরি খেটে যেতে হবে। ব্যস্ত হয়ে তাড়াহুড়ো করে লাভ কী, হয়তো তাতে বরাদ্দ কাজটুকুই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যার যা পরিমিত জীবন, ছোট হোক বড় হোক, তার মধ্যেই ঈশ্বরের দেওয়া কাজটুকু নির্বাহ কবা যায়, রূপায়িত করা যায় তাঁর ইচ্ছাকে। একটি মুহূর্তই হতে পারে নিত্যকাল।

তবু বারো ঘণ্টা বারো ঘণ্টাই। তাই দেখো একটি ক্ষণখণ্ডও না বিফলে যায়। আলস্যে অমনোযোগে অপচয় না করে বসি।

যীশু বললেন, 'আমাদের বন্ধু ল্যাজারাস এখন ঘুমোচ্ছে। আমি তাকে জাগাবার জন্যে যাচ্ছি।'

মেরী বা মার্থা কেউ তাঁকে আসতে বলে নি, তবু যীশু যাচ্ছেন। শিষ্যরা অবাক হয়ে ভাবলে, ঘুমন্ত রুগীকে জাগানো কেন ? বললে, 'প্রভু, ঘুম হলেই তো রুগী সেরে উঠবে।'

যীশু বললেন, 'এ সাধারণ ঘুম নয়, এ মৃত্যু। ল্যাজারাস্ মারা গেছে।'

'মারা গেছে ?'

'হ্যাঁ, আমি যে তখন সেখানে ছিলাম না এতে আমি আনন্দিত। এবার তোমরা সবাই বিশ্বাস করতে পারবে। চলো তার কাছে যাই।'

শিষ্যেরা ভাবল প্রভু মৃত্যুর দিকে যাচ্ছেন। টমাস বললে, 'চলো তাঁর সঙ্গে আমরাও মরি।'

দুর্দম সাহস দেখাল টমাস। শেষ পর্যন্ত প্রভুকে অাঁকড়ে থাকব। মরি-বাঁচি, প্রভুর সঙ্গছাড়া হব না।

যীশুর এসে পৌঁছুবার চার দিন আগেই ল্যাজারাসের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়েছে। প্রথামত দলে দলে ইহুদিরা আসছে শোক জানাতে। সান্ত্বনা দিতে। জেরুজালেমের দু-মাইলের মধ্যে বেথানি, তাই বাড়িতে অনেক লোকজন।

প্রভু আসছেন ! খবর শুনেই মার্থা বেরিয়ে পড়ল ব্যাকুল হয়ে। কাজের মেয়ে মার্থা, সে মেরীর মত চুপচাপ বসে থাকতে জানে না। সে ছুটে এসে যীশুকে ধরল, বললে, 'আপনি আসতে এত দেরি করলেন কেন ? আপনি এসে দাঁড়ালে আমার ভাই মারা যেত না।'

মার্থার ভৎর্সনা-ভরা চোখের দিকে যীশু তাকালেন করুণ নেত্রে।

আর্তির পরেই মার্থার কণ্ঠে বাজল এবার প্রত্যয়ের সুর : 'এখনো, এখনো আপনি ইচ্ছে করলে অসাধ্য-সাধন করতে পারেন। ঈশ্বর আপনার কোনো ইচ্ছাই অপর্ণ রাখবেন না।'

'ভয় নেই', যীশু বললেন দৃঢ়স্বরে, 'তোমার ভাই পুনরুত্থান করবে।'

সে তো জানা কথা। মৃত্যুর পরে পরলোকে সকলেই তো পুনরুত্থান করে। মার্থাও সেই মামুলি অর্থে বুঝল যীশুকে। বললে, 'শেষ দিনে পুনরুত্থানের সময় সে উঠবে, তা আর নতুন কী !'

যীশু তখন চরম কথা বললেন। বললেন, 'আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন—পুনর্জীবন। যে আমাতে বিশ্বাস রাখে সে মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকে। আর যে আমাকে বিশ্বাস করে বাঁচে—বেঁচে থাকে, অনন্তকালেও তার মৃত্যু হয় না। তুমি একথা বিশ্বাস করো ?'

'করি, প্রভু করি।' মুহূর্তে যেন মার্থার কাছে বাক্যের দিব্যার্থ উদ্ঘাটিত হল: 'আমি বিশ্বাস করি, আপনিই জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র। আপনিই পৃথিবীতে আগত সেই খ্রীষ্ট।'

আমরা পৃথিবীতে সবাই মৃত জীবন বহন করে চলেছি। আমরা তবে মৃত? হ্যাঁ, মৃত—আমরা আমাদের আদর্শের কাছে মৃত। আমরা দৈনন্দিন কত নীচতায় দীনতায় হিংস্রতায় কলুষিত—আমরা মৃত আমাদের উদার নীতি-বোধের কাছে; বিশ্বমৈত্রীর সমানচেতনার কাছে। আমরা স্বার্থে মরেছি, লোভে মরেছি, হিংসায় মরেছি—মরেছি ক্ষুদ্রতায়, মূঢ়তায়, অসাধুতায়। অহঙ্কারে দূরে সরে থেকে মরেছি প্রেমের কাছে, আর্ত-দুঃস্থকে দেখেও বাড়িয়ে দিইনি উপশমের হাত—মরেছি মানবমমতার দুয়ারে। প্রতি মুহূর্তে মরেছি আত্মসম্মানের কাছে। কত বড় মানী আমি, অথচ ব্যবহার করছি দীনহীনের মত, ভিক্ষুকের মত। সত্যের কাছে মরে গিয়ে কেবলই ফাঁপিয়ে তুলেছি মিথ্যের বিপণি। আর পদে পদে যখনই নিজেকে অসহায় ও ও অসমর্থ মনে করি, নিরাশ ও নিরাশ্রয়, সমস্ত দিক-দেশ শূন্যময় দেখি, তখন সেটাও আধ্যাত্মিক মৃত্যু ছাড়া আর কী।

মোটকথা, আমরা বাস করছি এক পাপের রাজ্যে, নৈষ্ফল্যের রাজ্যে। যীশু সেই পাপরাজ্যের অবসান, চিরনবায়মান সফল জীবনের অধীশ্বর।

তাই আমরা যখন যীশুর দিকে যাই আমরা আর মৃত্যুর দিকে, মিথ্যের দিকে যাইনা, যাই শাশ্বত জীবনের দিকে, যীশুময়জীবিত হবার দিকে। পাপের সমাধি থেকে নবজীবনের অভ্যুত্থান হয়।

মার্থা বাড়ি ফিরে গিয়ে মেরীকে চুপিচুপি বললে, 'প্রভু এসেছেন। ডাকছেন তোমাকে।'

পথে যেখানে যীশু দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে চলল মেরী। বাড়িতে সবাই যারা সমবেত হয়েছিল তারা ভাবল মেরী বুঝি সমাধিস্থলে কাঁদবার জন্যে যাচ্ছে, তাই তারাও অনুসরণ করলে।

কিন্তু এ কী, গ্রাম্য পথের প্রান্তে করুণানিলয় যীশু দাঁড়িয়ে! সকলে একেবারে অভিভূত!

মেরী ছুটে গিয়ে যীশুর পায়ে পড়ল। কান্নায় উথলে উঠে বললে, 'প্রভু, আপনি এখানে থাকলে আমার ভাই চলে যেত না।'

মেরীকে কাঁদতে দেখে জনতাও কাঁদতে লাগল।

আর, কী আশ্চর্য, দেখ যীশুরও চোখে জল। দেখ, চক্ষুকে সার্থক করো, মানুষের দুঃখে ভগবান কাঁদছেন!

তাহলে ভগবান আমাদের কত পরিচিত, কত সন্নিহিত, কত আপনার জন!

'ল্যাজারাসকে কোথায় কবর দিয়েছ?' যীশু জিজ্ঞেস করলেন জনতাকে।

'এই যে এই দিকে। আপনি দেখবেন তো আসুন।'

যীশু সমাধির দিকে এগিয়ে গেলেন। তখনো তাঁর চোখে জল। সবাই বলাবলি করতে লাগল; 'ল্যাজারাসকে উনি কত ভালোবাসতেন!'

ইহুদিদের মধ্যে থেকে এমন কথাও কেউ-কেউ বললে, 'যিনি অন্ধের চোখ খুলে দিয়েছেন তিনি ইচ্ছে করলে কি মৃত্যু রোধ করতে পারতেন না?'

একটা গুহার মধ্যে সমাধি। গুহার মুখে একটা পাথর চাপা দেওয়া।

যীশু বললেন, 'পাথর সরিয়ে নাও!'

মার্থা বললে, 'চারদিন হল কবর দেওয়া হয়েছে, পাথর সরিয়ে নিলে দুর্গন্ধ বেরুবে।'

'তোমাকে আমি বলিনি তোমার যদি বিশ্বাস থাকে তা হলে তুমি ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে। আমি বলছি, পাথর সরিয়ে নাও।'

তখন অনেকে মিলে পাথর সরিয়ে নিল।

যীশু আকাশের দিকে তাকালেন, বললেন, 'পিতা, তুমি আমার প্রার্থনা শুনেছ, তোমাকে ধন্যবাদ। আমি জানি আমার সব প্রার্থনাই তুমি শোনো। কিন্তু এই যে জনতা আমার চারদিকে আজ ছড়িয়ে আছে এদের বোঝাবার জন্যেই আমি একথা উচ্চারণ করছি। এরা এবার যেন বোঝে, বিশ্বাস করে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ।'

বলে যীশু মুক্ত গুহাকে উদ্দেশ করে ডাক দিলেন: 'ল্যাজারাস, উঠে এস।'

উঠে এস। যে-ডাকে মৃত্যুর মৃত্যু সেই চিরঞ্জীব ডাক উত্থিত হল। মৃত্যু মিথ্যে, সমাপ্তি মিথ্যে, অবসান মিথ্যে। শুধু উত্থান, শুধু অগ্রগমন।

যে মানুষ মরে গিয়েছিল সে উঠে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। তার হাত-পা-

শরীর সমাধিবস্ত্র দিয়ে জড়ানো, মুখ চাদর দিয়ে ঢাকা। যীশু বললেন, 'ওর সব বাঁধন খুলে দাও। ও সুস্থ ও মুক্ত, ও বাড়ি চলে যাক।'

যে শক্তির বলে যীশু এই অঘটন ঘটালেন সে ঈশ্বরের শক্তি—আর তার আবির্ভাব প্রার্থনায়। সমস্ত অলৌকিক ঘটনাই প্রার্থনার প্রত্যুত্তর।

যীশুতেই পুনরুত্থান। যীশুতেই নবজীবন।

ফ্যারিসি আর পুরোহিতের দল দ্রুত সভা ডাকল। আমরা এখন কী করি? এই লোকটা যে নিদারুণ কাণ্ড করল—সমাধিস্থ লোককে তুলে আনল কবর থেকে। ওকে বাধা না দিলে এখন থেকে সবাই যে ওকে বিশ্বাস করতে শুরু করবে আর রোমানরা আমাদের অধিকার ও আধিপত্য কেড়ে নেবে। জাতি হিসেবে আমাদের আর মর্যাদা থাকবে না।

সে বছরের মহাযাজক কাইয়াফা বলে উঠল, 'তোমরা নিতান্তই নির্বোধের মত কথা বলছ। একটা জাতি বড় না একজন ব্যক্তি বড়?'

জাতি বড়। এ আবার কে না জানে।

কাইয়াফা বললে, 'একটা জাতিকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবার জন্যে একজন ব্যক্তির মৃত্যুবরণ অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়।'

মহাযাজকরূপে কাইয়াফাও একজন ভবিষ্যৎবক্তা। তাই সে বলতে পারল, যীশু এই জাতির জন্যে মৃত্যুবরণ করবেন। শুধু এই জাতির জন্যে নয়, ঈশ্বরের যে সব সন্তান চারদিকে ছড়িয়ে আছে তাদের সকলকে একত্র করবার জন্যে।

সেই থেকে শুরু হল যীশুহত্যার ষড়যন্ত্র।

কাইয়াফা কিছু ভুল বলেনি। তিনি জাতিকে বাঁচাতে মৃত্যুবরণ করবেন। তবে সে-জাতি সমগ্র মানবজাতি। আর তাঁর মৃত্যুবরণ নয়, তাঁর প্রাণদান।

অগোচরে সত্য কথাই বুঝি বললে কাইয়াফা।

যীশু প্রকাশ্যভাবে ইহুদিদের মধ্যে আর ঘোরাফেরা করলেন না, সশিষ্য চলে গেলেন এফ্রায়ামে, মরুভূমির সীমান্ত-শহরে।

ইহুদিদের নিস্তারপর্ব সমাসন্ন। দলে-দলে লোক জমতে লাগল জেরুজালেমে। ফ্যারিসি আর পুরোহিতেরা হুকুম জারি করেছে, যদি কেউ যীশুর দেখা পায়

যেন তাকে ধরিয়ে দেয়, অন্তত খবর দেয় তাদের। বিনিময়ে পুরস্কার যে পাবে তা বলাই বাহুল্য।

মন্দিরে-মন্দিরে লোক যীশুকে খুঁজতে লাগল। তোমার কী মনে হয়? পর্বের সময় তিনি কি আসবেন? না কি আর আসবেনই না? হুকুমের ভয়ে পালিয়ে বেড়াবেন?

এলে পরে তারা কী করবে? যীশুকে ধরিয়ে দেবে? না কি যীশুর হাতে সবাই ধরা দেবে?

চিন্তা নেই, যীশু নিজেই আসবেন। বিপদকে তাঁর ভয় নেই, যন্ত্রণাকে তাঁর ভয় নেই, মৃত্যুকে তাঁর ভয় নেই, সময় সম্পূর্ণ হলেই তিনি আসবেন।

'আমরা এখন জেরুজালেমে যাচ্ছি।' পথের নির্জনে তাঁর বারো জন শিষ্যকে ডেকে নিলেন যীশু, বললেন, 'সেখানে মনুষ্যপুত্রের কী হবে আমি তা তোমাদের বলে রাখছি।'

কী হবে! শিষ্যরা বুঝি দুর্দান্ত কোনো স্বপ্ন দেখছিল। ভেবেছিল তাঁর প্রলয়ঙ্কর শক্তিতে যীশু জেরুজালেমকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেবেন, ঔদ্ধত্যকে পদানত করে বসবেন রাজাসনে, সোনার মুকুটকে শিরোভূষণ করে। কিন্তু যীশুর কণ্ঠে এ কী নম্রতার সুর!

'জেরুজালেমে শাস্ত্রী পুরোহিতদের হাতে মনুষ্যপুত্রকে ধরিয়ে দেওয়া হবে।' বললেন যীশু, 'মনুষ্যপুত্রকে তারা মৃত্যুদণ্ড দেবে। তারপর তাকে তারা বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেবে। বিজাতীয়েরা তাকে বিদ্রূপ করবে, তার গায়ে থুতু দেবে, তাকে চাবুক মারবে, গঞ্জনার একশেষ করে হত্যা করবে। কিন্তু তিন দিন পর—'

কী তিন দিন পর? শিষ্যরা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

'কিন্তু তিন দিন পর মনুষ্যপুত্র পুনরুত্থান করবে।'

শিষ্যরা কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারল না, হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল।

কণ্টকের মুকুটই আসল জয়ের মুকুট। কণ্টকিত বৃন্তের উপরই রক্তক্ষরণ গোলাপের প্রস্ফুটন। তাই কাঁটা জেনে ভয় পেয়ো না, কাঁটার পরেই গোলাপের রাজত্ব। তাই ক্রুশ জেনেও হতাশ হয়ো না, ক্রুশের পরেই পুনরুত্থান।

কষ্ট-ক্লেশই শেষ কথা নয়, পরের পৃষ্ঠাতেই আরোগ্য-আরাম। পরাভবই শেষ কথা নয়,' পরের পৃষ্ঠাতেই অনন্ত জীবনের পরিচ্ছেদ।

কোন কষ্ট কোনো অপমান কোনো পরাজয়কেই যীশু গ্রাহ্য করেন না, তবু তাঁর কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি বেদনার টান কেন? কী তাঁকে ব্যাথা দিচ্ছে?

ব্যথা দিচ্ছে মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা। তাঁরই শিষ্য জুডাস তাঁকে পুরস্কারের লোভে ধরিয়ে দেবে।

বারো শিষ্যের আরো দুই শিষ্য, জেমস আর জন, অন্যরকম ভাবল। তারা চাইল তাদের ভবিষ্যতের আসন পাকা করে নিতে। মজবুত হাতে গুছিয়ে নিতে মুনাফা। তাদের দোষ কী। ঘর ছেড়েছে বলে উচ্চাভিলাষ ছাড়বে— তার কী কথা আছে। সাধুরাও যদি দল বাঁধে, দলপতি হয় কে? আর সব আকাঙ্ক্ষা ছাড়া যায়, মানাকাঙ্ক্ষা ছাড়াই কঠিনতম।

'আমরা আপনার কাছে একটি ভিক্ষে চাই।' জেমস আর জন বললে, 'আপনাকে তা দিতে হবে।'

'কী ভিক্ষে?'

'আপনার জয়ের দিনে আপনার রাজ্যে আপনি যখন সিংহাসনে বসবেন তখন আপনার দুপাশে আমরা দুভাই বসব।'

আকাঙ্ক্ষা যতই স্বার্থপরের মত শোনাক, দু-ভাইই বিশ্বাস করেছে—যীশুর জয় হবেই, যীশুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবেই, আর তারা কিছুতেই সেই রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, তারা চিরদিন যীশুর সন্নিহিত সঙ্গী হয়ে থাকবে।

'কী অদ্ভুত প্রার্থনা তোমাদের।' যীশু বললেন, 'যে পাত্র থেকে আমি পান করতে চলেছি সেই পাত্র থেকে তোমরা পান করতে পারবে?'

জেমস আর জন উত্তর দিল: 'পারব।'

'যে নিদারুণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হবে সে পথে যাবার মত তোমাদের ক্ষমতা আছে?'

'আছে।'

'ভালো কথা। তবু আমার কোন পাশে কার আসন হবে এ স্থির করা আমার কাজ নয়। আমার পিতা স্থির করবেন।'

পারব—আছে—সমীচীন উত্তর দিল দুই ভক্তবীর, জেমস আর জন—তবু মানের আসনে তাদের অধিকার নেই। যদি ঈশ্বর নির্বাচন করেন তবেই তারা মানাসীন। আর ঈশ্বরের কৃপা হলে তাদের জন্যে ধূলির আসনেই সিংহাসন পাতা।

বাকি দশজন শিষ্য জেমস আর জনের উপর বিরক্ত হল। এ কী ক্ষুদ্র প্রতিযোগিতা!

যীশু সকলকে কাছে ডেকে নিলেন, সমমর্মিতার সুরে বললেন, 'কেউ কারু উপর প্রভুত্ব খাটাতে যেও না। চেয়ো না ডিঙিয়ে যেতে। তোমরা সকলেই সমান, সকলেই সকলের পার্শ্ববর্তী। যদি কেউ বড় হতে চাও, সেবায় বড় হও, ভালোবাসায় বড় হও। যে প্রভু হতে চায় সে আগে দাস হোক। যে প্রধান হতে চায় সে আগে প্রণত হতে শিখুক। একথা শুধু তোমাদের বেলায় নয়, স্বয়ং মনুষ্যপুত্রের বেলায়ও। আদায় করা কথা নয়, দিয়ে দেওয়াই হচ্ছে কথা। প্রশ্ন এ নয়, কত সেবা আদায় করছি। প্রশ্ন—কত সেবা ঢেলে দিতে পারছি অকাতরে! শেষ পর্যন্ত বহু লোকের মুক্তিমূল্য হিসেবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারছি কিনা।'

দলের ভাঙন রোধ করলেন যীশু। সবাইকে নিয়ে চললেন জেরিকোর অভিমুখে। শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে জুটল এক বিরাট জনতা। অনেক পদশব্দ অনেক কোলাহল—তবু সমস্ত ভেদ করে ছুটে এল এক কাতর আর্তনাদ : হে ডেভিডের পুত্র যীশু, আমাকে দয়া করো।

কে কাঁদে! কে ডাকে!

অনর্গল কাঁদে। অনর্গল ডাকে।

যে কাঁদছিল সে পথের এক অন্ধ ভিক্ষুক নাম বার্তিমেকাস, তাকে সবাই ধমকে উঠল, বললে চুপ করতে। এটা কি ভিক্ষে করার জায়গা নাকি, আর এখন, এই সময়? বার্তিমেকাস কোনো বারণ শুনল না, তার আর্তনাদ সে আরো তীব্র করে তুলল, আরো মর্মস্পর্শী : হে ডেভিডের পুত্র, শোনো, আমার দিকে তাকাও। তাকাও বলছি।

যীশু চলতে চলতে থেমে পড়লেন। বললেন, 'ওকে আমার কাছে ডেকে আনো।'

'ওহে, ওঠো, প্রভু তোমাকে ডেকেছেন।'

খবর শুনেই বার্তিমেকাস লাফিয়ে উঠল। গায়ের জামা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলে এল যীশুর কাছে।

'কী চাই তোমার ?' জিজ্ঞেস করলেন যীশু।

'কী চাই ! আমার একটিই শুধু প্রার্থনা।'

'সে প্রার্থনাটি কী !'

'আমার চোখ। আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও। আমি আবার দেখি। তোমাকে দেখি।'

কিছুতেই তাকে স্তব্ধ করা গেল না। নিবৃত্ত করা গেল না। সে আসবেই যীশুর কাছে। জানাবেই তার প্রাণের আবেদন।

যীশু বললেন, 'যাও ! তোমার বিশ্বাসই তোমার দৃষ্টিশক্তিকে ফিরিয়ে এনেছে।'

এ কী ! বার্তিমেকাস যে সব কিছু দেখতে পাচ্ছে—দেখতে পাচ্ছে দিনের আলো, দিনাধিপতির আলো। দেখতে পাচ্ছে মানুষের মুখ, ভগবানের মুখ। কিন্তু যীশু কি তাকে চলে যেতে বলেছেন ? না, বলেন নি, বললেও সে যীশুকে ছেড়ে চলে যাবে না। সে অকৃতজ্ঞ নয়। প্রার্থনাপূরণের পর সে আর চোখ ফেরাতে পারবে না। কাজ গুছিয়ে সরে পড়বার মত সে স্বার্থান্ধ নয়। অন্ধতা যখন গিয়েছে, স্বার্থান্ধতাও গিয়েছে। তার কণ্ঠে আর আর্তনাদ নেই। তার কণ্ঠে এখন শুধু ঈশ্বরের স্তব, ঈশ্বরের জয়ধ্বনি।

যারা তাকে নিবারণ করতে চেয়েছিল তারাও মুক্তকণ্ঠে ঈশ্বরের স্তুতি করতে লাগল।

জেরিকোর ধনী করগ্রাহক, নাম জ্যাকিয়াস, যীশুকে দেখবার জন্যে পথে বেরোল। কিন্তু বেঁটে বলে ভিড়ের মধ্যে যীশুকে দেখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখন সে ছুটে গিয়ে কাছাকাছি একটা ডুমুর গাছে উঠল। ঐখানে উঁচুতে দাঁড়িয়ে যে যীশুকে পরিষ্কার দেখতে পাবে। যীশু যখন গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন তখন তিনিই দেখতে পেলেন জ্যাকিয়াসকে। বললেন, 'শিগগির নেমে এস।'

কী না জানি অপরাধ করেছে—জ্যাকিয়াস হতভম্ভ হয়ে গেল।

'শিগগির নেমে এস বলছি ।' যীশু আবার তাড়া দিলেন : 'আমি আজ তোমার বাড়িতে অতিথি হব ।'

আমার বাড়িতে যীশু অতিথি ! জ্যাকিয়াস অবিশ্বাস্য আনন্দে অধীর হয়ে উঠল । গাছে ওঠবার চেয়ে, গাছ থেকে নামবার আগ্রহ এখন তার অনেক বেশি ।

নেমে এসেই সাদরে অভ্যর্থনা করলে যীশুকে : 'আসুন আপনার পদার্পণে আমার গৃহকে ধন্য করুন ।'

উপস্থিত সবাই ভীষণ অসন্তুষ্ট হল । বললে, 'এক পাপীর বাড়িতে উনি অতিথি হচ্ছেন !'

পলকে পটপরিবর্তন হয়ে গেল । জ্যাকিয়াস বললে, 'প্রভু, আমার ধন-সম্পত্তির অর্ধেক আমি গরিবদের দিয়ে দিচ্ছি । শোনো তোমরাও শুনে রাখো, যদি আমি কারো কোনো ক্ষতি করে থাকি, আমি তাকে তার চারগুণ ফিরিয়ে দেব । পাপী ! আমি পাপী বই কি । পাপী বলেই তো সকলের নিন্দিত হয়ে পড়ে আছি এক পাশে । কখনো দেখা পাব ভাবিনি । ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছি । আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে সকলে আমার দৃষ্টি অবরোধ করেছে । কিন্তু প্রভুর করুণা কে অবরোধ করে ? গাছে উঠলেও প্রভু আমাকে নামিয়ে আনলেন, আমার সমস্ত খর্বতা দূর হয়ে গেল ।'

যীশু বললেন, 'আজ জ্যাকিয়াসের বাড়িতে মুক্তি এল । কিন্তু মনুষ্যপুত্র এসেছে কেন ? যা হারিয়ে গেছে তাকে ফের খুঁজে উদ্ধার করার জন্যেই তার আসা ।'

জ্যাকিয়াস যখন ঈশ্বর থেকে সরে গিয়েছিল, তখনই তো সে হারিয়ে গিয়েছিল । যীশু তাকে ভিড়ের মধ্য থেকে খুঁজে বের করলেন আর তাকে মুক্ত করে দিলেন ।

ঈশ্বরের রাজ্য শিগগির উপস্থিত হচ্ছে না কেন, যীশুকে কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করছিল । যীশু বললেন, 'শোনো এক রাজার গল্প শোনো ।

রাজা নতুন রাজ্য জয় করবে ভেবে দূর দেশে যাত্রা করল । যাবার আগে তার দশজন চাকরকে ডেকে প্রত্যেককে একটি করে মোহর দিল ! বললে, আমি যদ্দিন বাইরে থাকি তোমরা এই মোহর খাটিয়ে ব্যবসা করো । দেশবাসীরা রাজাকে ঘৃণা করত, তারা কেউ-কেউ পিছু-পিছু ধ্বনি তুলল, তুমি আর

ফিরো না, তোমাকে আমরা চাই না, তোমাকে আর মানিনা রাজা বলে। কিন্তু রাজা নতুন রাজ্য জয় করে ঠিক দেশে ফিরল। দেশে ফিরেই তলব করল চাকরদের। তোমাদের যে বিশ্বাস করে মোহর দিয়ে গিয়েছিলাম তার কী করলে ?

প্রথম চাকর বললে, আপনার একটি মোহর থেকে দশটি মোহর হয়েছে।

রাজা খুশি হয়ে বললে, সামান্য ব্যাপারেও তোমার পরিপূর্ণ মনোবল আছে। তোমার হাতে দশটি শহরের কর্তৃত্ব অর্পণ করলাম।

দ্বিতীয় চাকর এসে বললে, আমি একটি মোহরকে পাঁচটি মোহর করেছি।

তুমি তবে পাঁচটি শহরের কর্তৃত্ব পাবে।

তৃতীয় চাকর এসে বললে, এই আপনার সেই মোহর, যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে।

তেমনটি আছে ? তার মানে ?

আমি এটিকে একটি রুমালে বেঁধে তুলে রেখেছিলাম। আপনি কী ভীষণ কড়া লোক তা তো আমি জানি, আপনাকে আমার তাই দারুণ ভয়। যা আপনি দেন না, তাই আপনি দাবি করেন, বপন না করেই ফসল চান।

বটে ? রাজা বললে, বপন না করেই ফসল চাই ? কিন্তু যে মোহরটা আমি তোমার হাতে বপন করেছিলাম তার ফসল—তার সুদ কই ?

তৃতীয় চাকর ঘাবড়ে গেল : সুদ ?

হ্যাঁ, মোহরটা মহাজনের ব্যবসায় খাটাওনি কেন ? তাহলে আমি সুদসমেত টাকা পেতাম। রাজা তখন হুকুম দিলেন : ওর থেকে মোহরটা কেড়ে নিয়ে প্রথম জনকে দিয়ে দাও।

কেউ-কেউ আপত্তি করল, হুজুর, ওর তো দশটা মোহর আছে।

রাজা বললে, আমি তোমাদের বলছি, যার আছে তাকেই দেওয়া হবে। আর যার নেই তার যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে। আর আমাকে যারা রাজা বলে মানতে চায় না সেই সব শত্রুদের আমার সামনে ধরে নিয়ে এস। তাদের টুকরো-টুকরো করে কাটো।'

যীশু গল্প শেষ করে এগোলেন জেরুজালেমের দিকে।

যার যেটুকু মূলধন আছে তাই নিয়োগ করো। নিয়তপ্রযত্নে শক্তিকে বাড়িয়ে তোলো। যেন নালিশ শুনতে না হয় আমি আলস্য করেছি, অবহেলা করেছি। আমি শুভলগ্ন বারে বারে বয়ে যেতে দিয়েছি। মোহরকে রেখেছি সিন্দুকে বন্ধ করে।

যার সম্বল নেই সে নিঃসম্বল নয়। সম্বল থেকেও যে তা কাজে লাগাল না সেই নিঃসম্বল।

যে হৃদয়ভরা ভালোবাসা পেয়েও ঈশ্বরকে তা দিতে পারল না সেই চিরদরিদ্র।

বেথানিতে কুষ্ঠরোগী সিমোনের বাড়িতে যীশুর খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন ল্যাজারাস। মরা লোক বেঁচে উঠে কবর থেকে বেরিয়ে এসেছে—তাকে দেখবার জন্যে সকলের অদম্য কৌতূহল।

মার্থা কাজের মেয়ে—যথারীতি পরিবেশন করতে লাগল।

আর মেরী ?

মেরী প্রেমের মেয়ে—নিয়ে এল তার সুগন্ধি নির্যাস। পাত্র ভেঙে ফেলে সবটুকু নির্যাস যীশুর পায়ে ঢেলে দিল। উপুড় করে ঢেলে দিল।

ঢেলে দিয়ে মেরী তার আলুলায়িত চুল দিয়ে যীশুর পা দুখানি মুছে দিল।

খোলা চুলে বাইরের লোকের সামনে বেরুনো বারণ। কিন্তু যেখানে যীশু উপস্থিত, সেখানে আর বাইরের লোকের কথা কে ভাবে ? প্রেম যে সর্ব-ভোলা।

মনোরম গন্ধে ঘর-বার বিহ্বল হয়ে উঠল। এক বিন্দুর গন্ধেই যেখানে চারদিক আমোদিত হয়, সেখানে কিনা একসঙ্গে একপাত্রের সুরভি !

কী অপচয় ! যীশুর শিষ্য, ইস্কারিয়তের অধিবাসী, জুডাস আপত্তি করে উঠল। যেখানে এক ফোঁটা দিলে চলে সেখানে এক পাত্র ঢালে কে ?

শুধু প্রেম ঢালে। প্রেমই সমস্ত শূন্য করে, বিনিঃশেষ করে, উৎসর্গ করে দেয়। নিজের জন্যে এতটুকুও রাখে না। প্রেমে অপচয় বলে কিছু নেই। তার সমস্তই সঞ্চয়—তার রিক্ততাও ঐশ্বর্য। শূন্যতাও পূর্ণতা।

প্রেমের খবর জুডাস কী রাখবে ? পথে পাওয়া টাকা পয়সার হিসেব রাখার ভার তার উপর, যদি পারে তো সে কিছু বরং তার থেকে আত্মসাৎ করে,

কিন্তু প্রেমে আত্মসাৎ নেই, প্রেম আগাগোড়া বেহিসেবী। প্রেমই দু-কূল-ছাপানো।

আর দেখ মেরীর কী ভক্তি, কী ভালোবাসা। কী প্রাণ-ঢালা সমর্পণ! তার ঘরের সবচেয়ে যা দামী জিনিষ তাই সে অকাতরে দান করেছে। তার এই শুধু আপশোস কেন তার আরো ছিল না, কেন আরো সে দিতে পারল না উজাড় করে?

সুবাসে চারদিক ভরে গেল। এ শুধু নির্যাসের সুবাস নয়, এ ভালোবাসার সুগন্ধ।

'এ নির্যাস বিক্রি করা হল না কেন?' জুডাস তিরস্কার করে উঠল: 'এমনি মিছিমিছি নষ্ট করার কারণ কী? বিক্রি করলে প্রায় তিন শো টাকা পাওয়া যেত। তিন শো টাকা কি কম? তিন শো টাকা দিয়ে গরিবদের কত উপকার করা যেত তার ঠিক আছে?'

গরিবদের জন্যে জুডাসের যেন কত মাথাব্যথা! আসলে বিক্রি করে মোটা টাকা হাতে পেলে সে কিছু এদিক সেদিক করতে পারত, সোজাসুজি চুরি করতেও তার বাধত না একটুও। সে কেমন লোক যীশু তো তা জানেন, ভবিষ্যতে সে কী রূপে আত্মপ্রকাশ করবে তারও আভাস তিনি দিয়েছেন, তবু তাঁর কী মহত্ত্ব, বিশ্বাস করে জুডাসকেই তাঁর পরিক্রমার খাজাঞ্চি করেছেন। বিশ্বাসে যদি তার চরিত্রে বল আসে, যদি সে আত্মসম্মানে সচেতন হয়।

ঈশ্বর চিরকাল আমাদের বিশ্বাস করেন। আমরাই বারে বারে বিশ্বাসভঙ্গ করি। ঈশ্বরে কার্পণ্য নেই, আমরাই কপটচারী।

জুডাসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আরো অনেকে বকতে লাগল মেরীকে। এমন করে কি কেউ অপব্যয় করে?

যীশু বাধা দিয়ে বললেন, 'রূঢ় কথা বলে ওকে তোমরা কেউ দুঃখ দিও না। ও যা করেছে সুন্দর করেছে। গরিবদের সেবা করতে চাও, তা ফুরিয়ে যাচ্ছে না। যখন ইচ্ছা করবে তখনই তার সুযোগ পাবে। গরিবেরা সব সময়েই থাকবে তোমাদের আশে-পাশে। কিন্তু আমি আর কত দিন!'

কথা শুনে শিষ্যরা বুঝি চঞ্চল হল।

আরো বিশদ হলেন: 'ওর যা সাধ্য তাই ও করেছে। সমাধিতে

পাঠাবার আগে দেহে মলম মাখিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক নয় ?·: তবে তোমাদের আমি এই কথা বলে রাখছি পরে যখনই মঙ্গল সমাচার প্রচারিত হবে তখন সেই সঙ্গে এই মেরীর কথাও কীর্তিত হবে, তার দানের সুগন্ধটুকু কেউ ভুলতে পারবে না।'

অনেক ইহুদি এসে জমায়েত হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য শুধু যীশুকে দেখা নয়, ল্যাজারাসকেও দেখা। ল্যাজারাসেই বরং তাদের বেশি কৌতূহল। এ লোকটাই মৃত্যু থেকে উত্থিত হয়েছে। এ লোকটাই যীশুর ঈশরত্বের জীবন্ত প্রমাণ।

সকলের রাগ গিয়ে পড়ল ল্যাজারাসের উপর। তার জন্যই বহু ইহুদি দল ছেড়ে যীশুর দিকে চলে যাচ্ছে, যীশুকে বিশ্বাস করছে।

পুরোহিতের দল ষড়যন্ত্রে বসল—ল্যাজারাসকে হত্যা করতে হবে। একবার যখন সে মরেছিল তখন আরেকবার মরুক।

মৃতের পুনর্জীবন তারা বিশ্বাস করে না। ল্যাজারাসের মাধ্যমে যদি যীশুর মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তো তাদের সমস্ত প্রতাপ-প্রতিপত্তির অবসান হবে। কে জানে হয়তো সেই থেকেই সুরু হবে প্রজাবিদ্রোহ। পুরোহিতদের ধর্মধ্বজা আর উড্ডীন থাকবে না।

সুতরাং যীশুর পক্ষের এই প্রামাণ্য দলিল ল্যাজারাসের নিধন চাই।

যীশু জেরুজালেমের পথে বেথফাগের দিকে এগিয়ে চললেন। দুজন শিষ্যকে ডেকে বললেন, 'সামনের গ্রামে ঢুকে যাও। গ্রামে ঢুকেই দেখবে একটি মাদী-গাধার পাশে একটি বাচ্চা-গাধা বাঁধা আছে! সেই বাচ্চা-গাধাটা খুলে আমার কাছে নিয়ে এস। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, ওটা নিয়ে যাচ্ছ কেন, সরাসরি বোলো, প্রভুর দরকার, প্রভুর দরকারে নিয়ে যাচ্ছি। তখন কেউ আর তোমাদের বাধা দেবে না, নিয়ে যেতে দেবে।'

শিষ্য দুজন এগিয়ে দিয়ে দেখল, ঠিক তাই, মাদী-গাধার পাশে বাচ্চা-গাধা বাঁধা আছে। বাঁধন খুলতে যাচ্ছে, গাধার মালিক রেগে জিজ্ঞেস করলে, 'এ কি, ওর দড়ি খুলছ কেন ?'

শিষ্যরা বললে, 'প্রভুর দরকার।'

প্রভুর দরকার ? প্রভু চেয়েছেন ? গাধার মালিক আর কথা বললে না। গাধাটাকে নিয়ে যেতে দিল।

সেই গাধার পিঠে শিষ্যরা তাদের গায়ের জামা বিছিয়ে দিল। সেই আচ্ছাদনে আসন করে বসলেন যীশু, গাধার পিঠে চড়ে চললেন জয়যাত্রায়।

জেরুজালেমের রাজা ঢুকছেন জেরুজালেমে! শুধু রাজা নয়, রাজার রাজা—শুধু জেরুজালেমের নয়, সর্ব পৃথিবীর অধীশ্বর। ঈশ্বর—মনোনীত মানবায়িত ঈশ্বর।

সে যুগে প্যালেস্টাইনে গাধাকে মহৎ জন্তু বলে মনে করা হত। যে নিরীহ নিস্পৃহ ও নির্বিরোধ, যে আরোপিত সমস্ত ভার অক্লেশে বহন করে অথচ অভিযোগ করে না—তার মত মহৎ আর কে আছে ? সে যুগে রাজারা যে ঘোড়ায় চড়ে সে শুধু যুদ্ধের সময় সশস্ত্র অভিযানে—শান্তির সময় ঐ গাধাই তাদের বাহন। আর কে না জানে যীশু শান্তির রাজা, সেবার রাজা, ভালোবাসার রাজা। নিরীহ, নিরাড়ম্বর।

জনতার মধ্য থেকে অনেকেই গায়ের জামা খুলে রাস্তায় পেতে দিল, কেউ কেউ বা গাছ থেকে ডাল কেটে এনে বিছিয়ে দিতে লাগল। আগে-পিছে মানুষের দল বলতে লাগল ঃ 'যিনি ঈশ্বরের নির্বাচিত হয়ে আসছেন, তিনি ধন্য। তিনি নির্বিঘ্ন হোন, দীর্ঘজীবী হোন, স্বর্গে-মর্তে তাঁর প্রভুত্ব অব্যাহত থাক।'

পুরাকালে মহর্ষিরা তো এই কথাই বলে গিয়েছিলেন। 'জেরুজালেমকে বলো, তোমার রাজা ভারবাহী গাধার বাচ্চার পিঠে চড়ে কত স্বচ্ছন্দে তোমার কাছে আসছেন। তাঁকে চোখ তুলে দেখ, নয়ন সার্থক করো।'

যিনি আসবার তিনিই আসছেন। আর তাঁকে প্রতিহত করা যাচ্ছে না।

ফ্যারিসিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল ঃ দেখতে পাচ্ছ আমরা আর কিছুই করে উঠতে পারছি না। জগৎ-সংসার ওর পিছু-পিছু ছুটছে। ওদের ঠেকায় এমন কারু সাধ্য বুঝি আর নেই।'

চারদিকে জয়ধ্বনি। আনন্দকোলাহল।

একজন ফ্যারিসি যীশুর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল ঃ 'গুরুদেব, আপনার শিষ্যদের সংযত করুন।'

যীশু বললেন, 'ওরা স্তব্ধ হলে পাথরগুলো যে চেঁচিয়ে উঠবে।'

আরো কিছুদূর এগোলে জেরুজালেম যীশুর চোখে পড়ল। প্রভুর দু নয়ন অশ্রু-সজল হয়ে উঠল। তিনি শহরের উদ্দেশে বলে উঠলেন: 'হায়, তুমি যদি বুঝতে কোন পথে তোমার শান্তি। কিন্তু সেদিন আর দূরে নেই তোমার শত্রুরা তোমাকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলবে, তোমাকে ধূলিসাৎ করে দেবে। একটি পাথরের উপর একটি পাথরও আর দাঁড়িয়ে থাকবে না। কেন, কিসের জন্যে এই সর্বনাশ? হায়, ভগবানের শুভাগমনের দিনটি তুমি চিহ্নিত করতে পারো নি।'

সমস্ত শহর চঞ্চল হয়ে উঠল। এ কে? এ কে এল আমাদের মধ্যে?

সমবেত জনতা বললে, 'ইনিই গ্যালিলির নাজারেথ শহরের মহর্ষি।'

মন্দিরের মধ্য থেকে ছোট-ছোট ছেলেরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল: 'ডেভিডের সন্তানের জয় হোক।'

'ওরা এ সব কী বলছে?' ক্রুদ্ধ ফ্যারিসিরা যীশুকেই দায়ী করল।

'ঠিকই বলছে।' যীশু বললেন, 'তোমরা একথা শোননি যে ভগবান ছোটদের মুখে, এমন কি স্তন্যপায়ী শিশুদের মুখেও তাঁর স্তব-গান রচনা করেন?'

শিশুরাই তো স্বচ্ছতার আধার, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। ওরাই ঠিক দেখে, ঠিক বোঝে, ওদেরই যথার্থ বিচার।

গ্রীসদেশের কজন লোক এসে ফিলিপকে বললে, 'আমাদের যীশুকে দেখবার খুব বাসনা হয়েছে। আমাদের একবার দেখিয়ে দিতে পারেন?'

ফিলিপ ওদের নিয়ে এল শিষ্য এনড্রুর কাছে। এনড্রু জানালেন যীশুকে। যীশু বললেন, 'এবার মনুষ্যপুত্রের মহিমা প্রকাশের সময় এসেছে। দেখবে বৈ কি, সবাই দেখবে। কিন্তু শুধু চর্মচক্ষের দেখায় কী লাভ? শোনো, আমি বলছি, আমার কথা বিশ্বাস করো। গমের দানা জমিতে পড়ে না মরলে, সেই একটি দানা একটি দানাই থেকে যায়। কিন্তু সে যদি জমিতে পড়ে মরে যায় তা হলে সেই একটি দানা থেকেই বহু শস্যের জন্ম হয়। যে শুধু নিজের প্রাণকেই ভালোবাসে সে সহজেই তা খুইয়ে বসে। কিন্তু যে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে অন্যের সেবায় উৎসর্গ করতে পারে সে-ই অনন্ত প্রাণের অধিকারী হয়। কেউ যদি আমার সেবা করতে চায় তা হলে

সে আমাকে শুধু দেখে কী করবে, সে আমাকে অনুসরণ করুক। আমি যেখানে থাকব সেও সেইখানে থাকবে। আমার যে সেবক আমার পিতা তাকে গৌরবান্বিত করবেন।'

জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সহ্য-শক্তি। বৃহৎ দুঃখের মধ্যেই মহৎ আনন্দের অধিষ্ঠান। আর নিজের ক্রুশ নিজে বহন করে নিয়ে যাওয়াই সর্বোচ্চ গৌরব।

'আমি এক সঙ্কটময় মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছি।' যীশু প্রার্থনা করলেন, 'পিতা, তোমার মহিমা প্রকাশ করো।'

আকাশবাণী ধ্বনিত হল ঃ 'আগেও প্রকাশ করেছি, আবার প্রকাশ করব।'

'আকাশে বাজের শব্দ হল না ?'

'না,' কেউ-কেউ বললে, 'স্বর্গদূত যীশুর সঙ্গে কথা বললেন।'

'আমার জন্যে নয়, তোমাদের জন্যেই এই বাণী উচ্চারিত হল। এই জগতের বিচার প্রত্যাসন্ন। পৃথিবীর অধিপতিকে এখন বহিষ্কৃত করে দেওয়া হবে। কিন্তু যখন আমি মৃত্তিকা থেকে উত্থিত হব তখনই বিশ্ববাসী আমার দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসবে। আমিই তখন সকল অগতির গতি হব।'

জনতা প্রতিবাদ করল ঃ 'শাস্ত্র বলেছে যে খ্রীষ্ট চিরদিন টিকে থাকবেন। মনুষ্য-পুত্রকে উত্থিত করা হবে—এ বলে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন ? কে মনুষ্য-পুত্র ?'

বোঝালেও বা কে বোঝে ? যা আলোর মত স্বচ্ছ তাকে তো আলোতেও দেখতে পায়না।

'তোমাদের মধ্যে আলো আর বেশিক্ষণ নেই। যতক্ষণ আছে,' যীশু বললেন, 'তার মধ্যেই যাত্রা করো। অন্ধকার ঘিরে ধরলে আর পথ পাবে না। কোন দিকে যাচ্ছ, অতলেই তলিয়ে যাচ্ছ কিনা, হদিস পাবেনা। আরো কিছুক্ষণ আলো আছে। আরো কিছুক্ষণ। আলোর মত ভালো আর কিছু নেই। সে বদান্য বন্ধুর উপর নির্ভর করো। তোমরা সবাই আলোকের সন্তান, জ্যোতির তনয় হও।'

পথে যীশু ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। অদূরে দেখতে পেলেন একটি পল্লব-সমৃদ্ধ ডুমুরগাছ। ফল পাবেন এই আশা করে যীশু সমীপস্থ হলেন। কিন্তু

দেখলেন গাছে একটিও ফল ধরে'নি। শুধু পাতার বাহার ছড়িয়ে রেখেছে, আসল বস্তু যে ফল তাই ফলায়নি একটিও।

যীশু গাছের উদ্দেশে বললেন, 'আজ থেকে কোনোদিন যেন মানুষে তোমার ফল না খায়।'

যীশুকে কি নির্দয় শোনাচ্ছে? হয় তো শোনাচ্ছে কিন্তু এই নির্দয়তার তাৎপর্য আছে। গাছ শুধু নিষ্ফল বাহুল্যবিস্তার করেছে, তার আসল যে কর্তব্য—ফল-প্রসব—তাই বিস্মৃত হয়েছে। পাতার মধ্যে মিথ্যে আশা পুঞ্জীভূত করে রেখেছে, অথচ যা তার প্রাণের সম্পদ, সেই ফলের দেখা নেই! শক্তি থেকেও যে অক্ষমতা দেখায়, প্রাণায়িত না হয়ে সে যদি শুধু রূপায়িত হয়, তাকে ভগবান ক্ষমা করেন কী করে?

মন্দিরে গিয়ে যীশু উপদেশ দিতে বসলেন। সেখানে যারা দোকানদারি করছে তাদের তাড়িয়ে দিলেন, বললেন, 'কথা ছিল আমার গৃহ প্রার্থনা-গৃহ হবে, এসে দেখছি তোমরা একে ডাকাতের ডেরা বানিয়ে ফেলেছ।'

শুধু পুরোহিতেরা নয়, জাতীয় নেতারাও সিদ্ধান্ত করলেন যীশুকে হত্যা করাই উচিত হবে। কিন্তু তার সুযোগ কোথায়? যীশুকে কোথায় কখন পাওয়া যাবে নিরিবিলি? সব সময়েই যে লোকজন তাকে ঘিরে আছে। দিনে-দিনে বাড়ছে তার গুণকীর্তন। সবাই তার মুগ্ধ শ্রোতা—তারো চেয়ে বেশি, একান্তচিত্ত ভক্ত।

পরদিন সেই ডুমুর গাছের তলা দিয়ে দল-বল নিয়ে যাচ্ছেন, সবাই দেখতে পেল ডুমুরগাছটি আমূল শুকিয়ে গিয়েছে।

পিটার বললে, 'গুরুদেব, যে গাছটাকে আপনি অভিশাপ দিয়েছিলেন তার চেহারা দেখুন। শিকড় পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে।'

যে প্রতিশ্রুতি দেয় অথচ তা পালন করে না তার পরিণাম এ ছাড়া আর কী!

যীশু বললেন, 'ভগবানে বিশ্বাস রেখো। তুমি যদি তোমার প্রার্থনায় দৃঢ় হও, আন্তরিক হও আর যদি এই পাহাড়কে বলো এখান থেকে সরে গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, পাহাড় ঠিক গিয়ে ঝাঁপ দেবে। যদি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না রেখে চাইবার মতো করে চাইতে পারো ভগবান তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেনই করবেন।'

প্রার্থনা দুর্বলের মিনতি নয়, বিশ্বাসবানের আত্মসমর্পণ। প্রার্থনা পলায়ন নয়, জীবনের জয়-ঘোষণা।

মন্দিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যীশু, শাস্ত্রী-পুরোহিতের দল তাঁকে প্রশ্ন করল : 'আপনি যে এই সব কাজ করে বেড়াচ্ছেন, আপনার অধিকার কী ?'

'তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।' যীশু বললেন, 'দীক্ষাগুরু জন যে দীক্ষা দিয়েছিলেন তা কোন অধিকারে ? তিনি কোত্থেকে সেই অধিকার পেয়েছিলেন—স্বর্গ থেকে না মানুষের কাছ থেকে ?'

শাস্ত্রীর দল ফাঁপরে পড়ল। যদি বলে, স্বর্গ থেকে, তাহলে প্রশ্ন হবে তবে তোমরা তাকে গ্রহণ করনি কেন ? যদি বলে মানুষের থেকে, তাহলে অগণন সাধারণ মানুষ যারা জনের থেকে দীক্ষা নিয়েছে, তাদের বিরূপভাজন হবে। সুতরাং স্পষ্ট করে কিছু না বলাই নিরাপদ। তাই বললে, 'আমরা তা বলতে পারি না।'

যীশু বললেন, 'তাহলে আমার অধিকারের কথাও তোমাদের অজানা থাকবে।'

আচ্ছা তোমাদের একটা গল্প বলি—এক বাপের দুই ছেলের গল্প। যীশু গল্প সুরু করলেন : এক বাপের দুই ছেলে ছিল। বড় ছেলেকে বাপ তার আঙুর-ক্ষেতে কাজ করতে বললে। বড় ছেলে রুক্ষ স্বরে অস্বীকার করলে, বললে, পারব না। ছোট ছেলেকে বলতে সে একবাক্যে স্বীকার হল, মধুর স্বরে বললে, যাচ্ছি বাবা। কিন্তু কথা দিয়েও ছোট ছেলে গেলনা কাজ করতে। এদিকে বড় ছেলের অনুতাপ হল, কিছু দেরি হলেও সে মাঠে গিয়ে কাজে লাগল। এখন বলো, দু ছেলের মধ্যে কে বাপের আদেশ পালন করল ?'

উত্তর দিতে কারু দেরি হল না। সবাই সমস্বরে বললে, 'বড় ছেলে।'

'তবে এবার বিচার করে দেখ। দীক্ষাগুরু জন তোমাদের দেশে এসেছিলেন। তোমরা তোমাদের অহঙ্কারে তাঁকে বিশ্বাস করোনি। সাধারণ করগ্রাহক বা বারাঙ্গনা—তাদের কোনো ধর্মাভিমান নেই, তাঁকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছিল। তাদের বিশ্বাস করতে দেখেও তোমাদের বিশ্বাস হয়নি, অনুতাপ জাগেনি। এখন বলো ভগবানের রাজ্যে কে আগে প্রবেশ করবে ? তোমরা না তারা ?'

শাস্ত্রীর দল চুপ্ করে রইল।

'আমার কাছ থেকে খবর নাও ঐ করগ্রাহক আর বারাঙ্গনারই ভগবানের রাজ্যে আগেই প্রবেশ করেছে। এখন ভগবান অপেক্ষায় আছেন কবে তোমাদের অনুতাপ জাগে, কবে তোমরা বিশ্বাস করতে শেখ।'

শাস্ত্রীর দল নিজেদের কেমন অসহায় বলে অনুভব করল।

এবার তবে সেই আঙুরক্ষেতের উত্তরাধিকারীর গল্প শোনো। যীশু আরেকটি অর্থবহ গল্প বললেন ঃ

এক গৃহস্থ সুন্দর করে একটি আঙুরক্ষেত তৈরি করল। পাঁচিল তুলে দিয়ে ঘিরল সেই ক্ষেত, প্রবেশপথে একটি বুরুজ নির্মাণ করল। ফলন যাতে ভালো হয় তার জন্যে একটি সুরাকুণ্ডেরও ব্যবস্থা করল। তারপরে সেই ক্ষেত কয়েকজন আঙুরচাষীদের কাছে বিলি করে দিয়ে মালিক অন্যত্র চলে গেল। ফসলের সময় হলে মালিক তার এক চাকরকে পাঠাল, খাজনাটা এবার আদায় করে আনো।

খাজনা আবার কিসের? চাষীরা চাকরকে মারধোর করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিল।

গৃহস্থ আরেক চাকর পাঠাল। তাকে চাষীরা মাথায় পাথর মেরে জখম করে ফেরত পাঠাল।

গৃহস্থ তখনো ধৈর্য হারাল না। তৃতীয় চাকর পাঠাল।

তৃতীয় চাকরকে চাষীরা খুন করে ফেলল।

তখন গৃহস্থ তার আদরের একমাত্র পুত্রকে পাঠাল। তার কুলপ্রদীপ। তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। ভাবল, চাষীরা নিশ্চয়ই এর সম্মান রাখবে। নিশ্চয়ই একে লাঞ্ছনা করবে না।

ছেলে এসে পৌঁছুতেই চাষীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি সুরু করল। এই উত্তরাধিকারী। প্রদীপের এই শেষ সলতে। এস একে আমরা মেরে ফেলি, নিবিয়ে দিই ফু' দিয়ে। তা হলেই এই সম্পত্তি ষোল আনা আমাদের হয়ে যাবে।

যেমন বুদ্ধি তেমন কাজ। মালিকের ছেলেকে চাষীরা খুন করে তার দেহটাকে ক্ষেতের বাইরে ফেলে দিল। এখন বলো, মালিক কী করবে?

মালিক এসে চাষীদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আর আঙুরক্ষেত এমন লোকের কাছে ইজারা দেবে যে প্রাপ্য খাজনা দিতে অবহেলা না করে।

গল্প শুনে শ্রোতার দল ভয় পেল। আর্তনাদ করে উঠল, 'ভগবান করুন এমনটি যেন না হয়।'

গল্পের ইঙ্গিত যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। যাতে এরকম গল্প আর বলতে না পারে তারই জন্যে বক্তাকে হত্যা করা দরকার!

ভক্তের দল অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল। দেখ ভগবানের কী অসীম ধৈর্য, কী অমেয় ক্ষমা!

ভগবানই মালিক, ইস্রায়েলই আঙুরক্ষেত। এই ক্ষেত ভগবানই রচনা করেছেন। তিনিই প্রাচীর তুলেছেন, বুরুজ তুলেছেন, এনেছেন সুরাস্রোত। সমস্ত রচনা করে মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন। তুমি তোমার ইচ্ছামত ফসল ফলাও। আর তোমার সমৃদ্ধির স্বীকারে আমাকে সামান্য ভালোবাসা দাও। সেইটুকুই আমার প্রাপ্য, আমার মুনাফা। তুমি সেই সামান্য খাজনাটুকুও দিলে না। এমন ভাব করলে যেন তুমিই বাগানের মালিক, তুমিই সর্বেসর্বা। আমার ভক্তকে পাঠালাম তোমাকে তোমার কর্তব্য মনে করিয়ে দিতে। তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করলে। তারপর আরেকজনকে পাঠালাম। তুমি তাকে প্রহার করলে। তৃতীয় জনকে পাঠালে তাকে তোমার খুন করতেও বাধল না।

তবু দেখ আমি ধৈর্য ধরেছি, ক্ষমা করে এসেছি। তুমি তোমার দুর্মতি থেকে মুক্ত হবে এই আশায় তোমার দুর্গতি ঘটাইনি।

শেষকালে আমি আমার প্রিয়তম পুত্রকে পাঠালাম। তাকেও তোমরা রেহাই দিলেনা। তাকে কাষ্ঠফলকে বিদ্ধ করে মারলে।

বলো তারপর কার জয় হল? মালিকের, না, ইজারাদারের?

শেষ পর্যন্ত জয় মালিকের, জয় ঈশ্বরের।

আগে-আগে ঈশ্বর অনেক ভক্ত-সাধক ঋষি-মহর্ষি পাঠিয়েছেন। সর্বশেষে পাঠালেন তাঁর পুত্রকে, প্রিয়তম পুত্রকে। যীশুই সেই প্রিয়তম পুত্র। ভৃত্য নয় দূত নয় প্রতিনিধি নয়, যীশুই স্বয়ং ঈশ্বর। গৃহীতদেহ ভগবান।

'আমি তোমাদের বলছি,' যীশু আবার বললেন, 'তোমাদের হাত থেকে ভগবানের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে। যারা ফসল ফলিয়ে উপযুক্ত খাজনা দেবে তারাই নতুন পত্তনি পাবে। আর শাস্ত্রে তোমরা পড়নি যে পাথরটিকে রাজমিস্ত্রিরা প্রথমে প্রত্যাখান করেছিল, গৃহ-নির্মাণের সময় সেই পাথরটিরই ডাক পড়ল ? সেই পাথরটিই হয়ে দাঁড়াল গৃহের প্রধান বনিয়াদ !'

শাস্ত্রীরা একে-অন্যের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এ-সব কী বলছে লোকটা ?

'পাথর অত্যন্ত শক্ত ও দৃঢ়। যে এই পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খাবে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আর এই পাথরও যদি কারু উপরে গিয়ে পড়ে, সে আস্ত থাকবে না, ধুলো হয়ে উড়ে যাবে বাতাসে।'

এ সব তো আমাদের ইঙ্গিত করা—শাস্ত্রী-পুরোতের দল চঞ্চল হয়ে উঠল। এস এখুনিই লোকটাকে ধরি, কে হাওয়ায় উড়ে যায় দেখাই।

কিন্তু যীশুর গায়ে হাত দেয় এমন ওদের সাহস নেই। যীশুকে ঘিরে যে অনেক লোকের জটলা। অনেকে যে আবার যীশুর কথা শোনে তন্ময় হয়ে।

'ভগবানের রাজ্যের আরেকটা গল্প শোনো।' যীশু আবার গল্প বললেন :
'এক রাজা তার ছেলের বিয়েতে বিরাট ভোজ দিলেন, নিমন্ত্রণ করলেন

অনেককে। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়—নিমন্ত্রিতেরা কেউ আসে না। রাজা তখন তাদের ডাকতে চাকর পাঠালেন। 'বলো গে, খাবার তৈরি হয়ে গেছে, এখুনি চলে আসুন। হৃষ্টপুষ্ট অনেক পশু মারা হয়েছে, হয়েছে চর্ব্য-চুষ্যের বিস্তীর্ণ আয়োজন। এসেছে অনেক বাদ্যভাণ্ড, উৎসবের বহুতর উপাচার। আর দেরি করবেন না।'

নিমন্ত্রিতেরা সে আহ্বান অগ্রাহ্য করল। বললে, আমাদের অন্য কাজ আছে। কেউ গেল নিজের জমিজমা দেখতে, কেউ বা ব্যবসার তদারকিতে। বাকি যারা ছিল তারা শুধু উপেক্ষাই করল না, রাজার চাকরদের ধরে অপমান করলে। শুধু অপমানই নয়, শারীরিক নির্যাতন করলে। নির্যাতন পরিণত হল হত্যায়।

এত দূর! রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্য পাঠালেন। সৈন্যরা হত্যাকারীদের নিধন করলে, আগুন ধরিয়ে দিলে শহরে।

রাজা বললেন, যাদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম তারা এ উৎসবের যোগ্য নয়। তারা জানেনা কী আনন্দ কী আস্বাদ থেকে তারা বঞ্চিত হল। চাকরদের হুকুম করলেন, যাকে যেখানে পাও নিমন্ত্রণ করে এস। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। এস উৎসবের অংশীদার হও। বেলা পার করে দিও না।

ঈশ্বরের নিমন্ত্রণ তো এই উৎসবে নিমন্ত্রণ। তাঁর নিমন্ত্রণে জীবনই তো বিপুল উৎসব। তিনি যে ভোজের আয়োজন করেছেন সে তো আনন্দের ভোজ, অমৃতের ভোজ, অপরিমেয় আস্বাদের ভোজ। চলো যাই সামিল হই গে।

চাকরেরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, যাকে কাছে পেল তাকেই আহ্বান করল। ভালো-মন্দ কিছুই বাছ-বাছাই করল না। দেখতে-দেখতে নিমন্ত্রিতের দলে ঘর ভরে গেল।

রাজা ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলেন। লক্ষ্য করলেন একজন বিয়ের উৎসবের উপযুক্ত পোশাক পরে আসেনি। রাজা অসন্তুষ্ট হলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'উপযুক্ত পোশাক না পরে তুমি এখানে এসেছ কেন?'

লোকটি কোনো উত্তর দিল না, নীরবতায় রূঢ় হয়ে রইল।

রাজা চাকরদের হুকুম দিলেন, হাত-পা বেঁধে ওকে বাইরে অন্ধকারে ফেলে দাও। অনেককেই ডাকা হয় কিন্তু নির্বাচন করা হয় অল্প কয়েকজনকে।

উপযুক্ত পোশাকটি কী ? উপযুক্ত পোশাক হচ্ছে নম্রতা, নবীনতা, পবিত্রতা। মলিন অহঙ্কার ছেড়ে নবীন বিশ্বাসে-ভক্তিতে শুচিসুন্দর হয়ে ওঠা।

ইহুদিরা ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগল। দেখ যীশুকে তার নিজের কথার ফাঁকে আটকানো যায় কি না। চর পাঠাল। বললে, ধার্মিক সেজে যীশুর সঙ্গে কথা বলো। তারপর কথায় কথায় ওর মুখ থেকে এমন কথা বের করো যাতে ওকে রাজদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করা যায়।

ধার্মিক সেজে চরের দল এগিয়ে গেল।

'গুরুদেব, আমরা জানি আপনি শুধু সত্যবাদী নন, আপনি স্পষ্টবাদী। তাছাড়া আপনি নিরপেক্ষ, কারু মুখ চেয়ে কথা বলেন না। আমাদের একটি প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দিন।'

'কী প্রশ্ন ?'

'সীজারকে, সম্রাটকে কি আমাদের কর দেওয়া উচিত ? আপনার কী মত ?'

ওদের ধূর্ততা যীশু ধরে ফেললেন। যদি বলেন কর দেওয়া অনুচিত তা হলে রাজ-কর্মচারীর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করবে। যদি বলেন, উচিত, তা হলে ইহুদি জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হবে। কর দিতে কার ভাল লাগে ? তাছাড়া তাদের মতে ভগবানই একমাত্র সম্রাট, যা দেবার তাঁকেই দেওয়া যাবে। পার্থিব কোনো সম্রাটকে কর দেওয়ার অর্থ ভগবানের সর্বাধিপত্যকেই অস্বীকার করা। হ্যাঁ বা না যাই যীশু বলুন, অসুবিধেয় পড়বেন।

'আমাকে বুঝি পরীক্ষা করতে চাইছ ? বেশ, আমাকে একটি রৌপ্যমুদ্রা দেখাও।'

ওরা একটি '*দিনার*' বা রৌপ্যমুদ্রা দেখাল যীশুকে।

যীশু প্রশ্ন করলেন : 'কার ছবি, কার নাম এর উপর খোদাই করা হয়েছে ?'

'সীজারের।'

'তবে আর কী। সীজারের জিনিস সীজারকে দাও আর ভগবানের জিনিস ভগবানকে।'

যারা দোষ ধরতে এসেছিল উত্তর শুনে নির্বাক হয়ে গেল। কোনো দিক থেকেই তো এ বাক্যে ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তুমি যুগপৎ দুই রাজ্যের নাগরিক—এক রাজ্য রাজার আরেক রাজ্য ঈশ্বরের, পৃথিবীর আর স্বর্গের। তুমি দুই রাজ্যেরই সৎ নাগরিক হও। তোমার দেশকে যা দেবার তাও দাও, আবার ঈশ্বরকে যা দেবার তাতেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য কোরো না।

এবার স্যাড্যুসি সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক নতুন প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে এল। এরা পুনরুত্থান বিশ্বাস করে না। বললে, 'মোজেস আমাদের বিধান দিয়ে গেছেন যদি কেউ নিঃসন্তান মরে তবে তার ভাই যেন তার বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে ক'রে তার বংশ রক্ষা করে। আমাদের মধ্যে এক পরিবারে সাত-সাতটি ভাই ছিল। বড় ভাই নিঃসন্তান মারা গেলে দ্বিতীয় ভাই বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করল। দ্বিতীয় ভাইও মারা গেল নিঃসন্তান। তখন তৃতীয় ভাই বিয়ে করল বিধবাকে। এমনিভাবে পর পর সাত ভাই-ই সেই নারীকে বিয়ে করলে, কারু ঘরেই কোনো সন্তান হল না। সাত-সাত স্বামীর মৃত্যুর পর সেই নারী মারা গেল। এখন, পুনরুত্থানের সময় কে এই নারীর স্বামী হবে?'

যীশু বললেন, 'তোমরা ভুল বুঝেছ। স্বর্গের বিধান মর্তের অনুরূপ নয়। মর্তের সংসারে মানুষের বিয়ে হয় কিন্তু স্বর্গরাজ্যে বিয়ে নেই। যারা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশের উপযুক্ত বলে নির্বাচিত হবে তারা সেখানে বিয়ে করবে না। তারা সেখানে অনন্ত জীবনের অধিকারী ঈশ্বরের পুত্র বলে বিবেচিত হবে। মর্ত জীবনের নিয়ম দিয়ে অমর্ত জীবনের নিরূপণ হবে না। যারা মরে ঈশ্বর তাদের ঈশ্বর নন। যারা মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে ঈশ্বর তাদের ঈশ্বর। যারা ঈশ্বরের উপাসক, তাদের মৃত্যু নেই। তারাই চিরজীবী।'

স্যাড্যুসিরা চুপ করে গেল। তখন আবার ফ্যারিসিরা এগিয়ে এল। বলুন শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান কী?

'সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান—ভগবানই তোমার একমাত্র উপাস্য। ভগবানকেই ভালোবাসো। কায়মনোবাক্যে ভালোবাসো। আরো একটি সমতুল্য বিধান, তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো। নিজের মত ভালোবাসো। এই দুটিই ধর্মের সার কথা, শ্রেষ্ঠ উপদেশ।'

ধর্ম কোথায়? ধর্ম ঈশ্বরপ্রেমে। যে ভগবানকে সত্যি-সত্যি ভালোবাসে সেই যথার্থ ধার্মিক। ভগবানকে ভালোবাসবে আর তিনি যাকে তাঁরই ছাঁচে

সৃষ্টি করেছেন সেই মানুষকে, তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে না ? মানুষকে ভালো না বাসলে ভগবানকে ভালোবাসা হবে কী করে ? মানুষকে সম্মান না করলে যে ভগবানের অসম্মান । মানুষকে তাই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান জেনে ভালোবাসো, সেবা করো । ভালোবাসার অর্থই হচ্ছে সেবা, আত্মোৎসর্গ । মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা ।

যীশুকে আর প্রশ্ন করে পরীক্ষা করতে সাহস হলনা কারো । বরং এস শুনি তিনি কী বলেন ।

যীশু বললেন, 'ফ্যারিসি আর শাস্ত্রীর দল মোজেসের আসনে এসে বসেছে । তারা উপদেশ দেয়, কিন্তু নিজেরা তা পালন করে না । কী কঠিন দুর্বহ বোঝা-ই না ওরা মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছে, অথচ বোঝা হালকা করবার জন্যে একটি আঙুলও তুলছে না । তাদের যত কাজ শুধু লোক-দেখানো । ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন এঁটে ঝালরওয়ালা লম্বা আলখাল্লা পরে ঘুরে বেড়ায় । ভোজসভায় বা সমাজগৃহে প্রথম সারিতে গিয়ে বসে, যেন তারাই সর্বেসর্বা । বাজারের মধ্যে সাধারণ মানুষের মেলায় যখন হাঁটে তখন আশা করে সবাই তাদের প্রণাম করবে, সম্ভাষণ করবে গুরু বলে । গুরু ডাক শোনবার জন্যে কান পেতে থাকে । তোমরা কিন্তু কেউ গুরু হতে যেও না । তোমাদের এক গুরু, এক নেতা । তোমাদের পিতাও এক । স্বর্গবাসী সেই পিতা ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে পিতা বলে ডেকো না । তোমাদের নেতা খ্রীষ্ট, তোমাদের পিতা ভগবান ।

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে ? যে বড় সে নত হয়ে সকলের সেবা করবে । যে জাঁক করে নিজেকে বড় করতে চাইবে তাকেই নামিয়ে দিয়ে ছোট করা হবে, আর যে সেবায়-নম্রতায় নিজেকে ছোট করে রাখবে তাকেই বড় করে তোলা হবে ।'

যীশু এবার ফ্যারিসি ও শাস্ত্রীদের উদ্দেশে প্রচণ্ড ধিক্কার দিয়ে উঠলেন : 'তোমরা ভণ্ডের দল, তোমাদের ধিক্ । তোমরা মানুষের মুখের উপর স্বর্গ-রাজ্যের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছ । স্বর্গরাজ্যে তোমরা নিজেরাও যাবে না, অন্যকেও যেতে দেবে না । বিধিনিষেধের প্রাচীর তুলে বিচিত্র সংস্কারের কণ্টকে পথ আটকাচ্ছ । সারল্য ও শুভ্রতার মন্দিরে দীপ্যমান যে সত্য তার সম্মুখীন হতে দিচ্ছ না ।

তোমরা যে বাড়িতে বসে প্রার্থনা করবে তা মন্দির হয়ে যাবে এই ওজুহাতে

অনেক দুঃস্থ বিধবার ঘর-বাড়ি তোমরা আত্মসাৎ করেছ—তোমাদের এই পাপের ক্ষমা নেই।

তোমাদের যত সব অসার মূল্যবিচার! কেউ যদি মন্দির ছুঁয়ে শপথ করে, তোমরা তাকে অগ্রাহ্য করো কিন্তু যদি সে মন্দিরের সোনা ছুঁয়ে দিব্যি করে তোমরা তখন তার গুরুত্ব দাও। অন্ধ মূর্খের দল! কোনটা বড়? সোনা, না সোনাকে যে পবিত্র করে তোলে সেই মন্দির? কেউ যদি বেদী ছুঁয়ে শপথ করে তোমরা তাকে নিরর্থক বল কিন্তু যদি সে বেদীর উপরকার নৈবেদ্যের দিব্যি দেয় তোমরা তখন তার মূল্য দাও। অন্ধ-মূর্খের দল! কোনটা বড়? নৈবেদ্য, না, নৈবেদ্যকে যে পবিত্র করে তোলে সেই বেদী?

যদি প্রতিশ্রুতি করে থাকো তবে ছল-ছুতোয় এড়িয়ে যেওনা, সত্য রক্ষা করো। বেদী নিয়ে শপথ করলে নৈবেদ্যেরও শপথ করা হল। আর যে মন্দিরের শপথ দেয় সে সেই মন্দিরবাসী ঈশ্বরের কাছেই অঙ্গীকার করে বসে। সেই অঙ্গীকার আর ভাঙা যায় না। যে সত্যকে রাখে সে ঈশ্বরকেও রাখে।

শাস্ত্রে বলেছে প্রাপ্ত ফসলের দশমাংশ ভগবানকে দান করো। তোমরা তোমাদের জিরে-মৌরিরও দশমাংশ ভগবানকে দিচ্ছ, ভালো কথা, কিন্তু শাস্ত্রের অন্যান্য আদেশ, ন্যায়, দয়া আর বিশ্বস্ততা—এ সবের এক শতাংশও তো পালন করো না। পানীয়ের মধ্যে একটা মশা বা পিঁপড়ে পড়লে তাকে নিয়ে কত ছাঁকাছাঁকি করো—কিন্তু একটা উট—একটা উট তোমরা স্বচ্ছন্দে গিলে ফেল।

তোমরা আগাগোড়া ভণ্ড। তোমরা ঘটি-বাটির বাইরের দিকটাই মেজে রাখো, ভিতরের দিকটা লোভে-কামে অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। ঘটি-বাটির ভিতরটা আগে মেজে-ঘষে পরিষ্কার করো, দেখবে বাইরের দিকটা আপনিই কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

তোমরা যেন সব চুনকামকরা কবর। বাইরে থেকে দেখতে বেশ সুন্দর, কিন্তু ভিতরে শুধু মৃত হাড় আর জঞ্জাল-জঙ্গল। বাইরে থেকে লোকে ভাবে কত না জানি ন্যায়পরায়ণ ও নিরহঙ্কার অথচ তোমরা ভিতরে প্রচণ্ড অসাধু ও উচ্ছৃঙ্খল। বাইরের দৈন্য তোমাদের দম্ভেরই ছদ্মবেশ। আর যে মুখে ঐ মৃদু মধুর হাসি ওটি আসলে হিংসারই শাণিত ছুরি।

তোমরা মহর্ষিদের সমাধি-মন্দির গড়ে দাও, ধার্মিকদের স্মৃতিস্তম্ভ সাজিয়ে রাখো। ঠাট করে বলো, আমাদের পিতৃপুরুষদের আমলে যদি আমরা থাকতাম

তা হলে মহর্ষিদের হত্যায় আমরা হাত লাগাতাম না। তাহলে সে সব ঘাতকদের 'তোমরা পূর্বপুরুষ বলে মানছ। কালসাপ—তোমরা সব কাল-সাপের বংশ। নরকের আগুন তোমরা কী করে এড়াবে? তোমাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করবার জন্যে আমি মহর্ষিদের পাঠাচ্ছি—পাঠাব, আর তোমরা তাদের কাউকে হত্যা করবে, কাউকে বা ক্রুশবিদ্ধ করবে। কাউকে সমাজ-গৃহে নিয়ে গিয়ে কশাঘাত করবে, কাউকে বা নির্যাতনের লক্ষ্য করে শহর থেকে শহরে তাড়া করে ফিরবে। মনে নেই এবেল-কে তোমরা মেরেছিলে, মেরেছিলে জ্যাকারিয়াকে, মন্দিরের মধ্যে, বেদীর সামনে? সমস্ত রক্তপাতের জন্যে তোমরা দায়ী হবে—তোমরা, বর্তমান যুগের উত্তরপুরুষেরা। তোমাদের নিষ্কৃতি নেই।'

যীশু জেরুজালেমকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন: 'জেরুজালেম, এখনো তুমি মহর্ষিদের হত্যা করছ, মারছ পাথর ছুঁড়ে-ছুঁড়ে। পক্ষীমাতা যেমন তার পক্ষপুটে শাবকদের আশ্রয় দেয়, তেমনি আমার স্নেহচ্ছায়ায় তোমার সন্তানদের কত বার সমবেত করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি অনবরত বাধা দিয়েছ। জেনে রাখো তোমার বাড়ি-ঘর সব জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকবে, তোমার সমস্ত রূপচ্ছটা বিলীন হবে অন্ধকারে। যতক্ষণ না বলবে, ভগবানের নামে যিনি বেঁচে আছেন তিনিই ধন্য, ততক্ষণ আমার দেখা পাবে না।'

মন্দিরের কোষাগারের সামনে যীশু বসে আছেন। দেখছেন ধনভাণ্ডারে লোকে কেমন টাকাপয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে। যারা ধনী তারা ঢেলে দিচ্ছে অজস্র। প্রভূত আছে, দিচ্ছেও প্রচুর। একটি দরিদ্র বিধবা এসে দাঁড়াল। সে তার গ্রন্থি খুলে দুটি সিকি-পয়সা দান করল।

ওই তার শেষ সম্বল। তাই সে দিল নিঃশেষ করে।

যীশু বললেন, 'আর সকলে অংশ দিয়েছে, ও দিল তার সর্বস্ব। ঐ দুটি মুদ্রাই ওর সমস্ত উপার্জন, আজকের সংস্থান। কিন্তু দিতে এসে দ্বিধা করল না, একটি রাখলনা নিজের জন্যে।'

ভগবানকেও এমনি ভাবে দাও। রেখে-ঢেকে হিসেব করে দিও না। ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সমস্ত বর্তমানকে তুলে দাও তাঁর হাতে। যে দানে আত্মবিসর্জন নেই, নেই স্বার্থবিলুপ্তি, তা দানই নয়। তা সংসারের হাটে এক বেলাকার লেনদেন।

যা বাহ্যিক অভাব ঘটিয়ে তোমাকে ক্লেশ দেবে অথচ অন্তরের সম্পদে তোমাকে ভরে দেবে সে-দানই দান। উদ্বৃত্ত দেওয়া দান নয়, সর্বস্ব দেওয়াই দান।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছেন যীশু, তাঁর শিষ্যদের থেকে কে বললে, 'প্রভু, দেখুন, কী বিরাট মন্দির, কেমন মজবুত বনেদ, আর কী শক্ত পাথরের গাঁথুনি!'

যীশু বললেন, 'একটি পাথরও খাড়া থাকবে না। সমস্ত ধূলিসাৎ হবে।'
'কবে হবে আমদের বলুন। কী ভাবে হবে? আমরা কি পূর্বলক্ষণ কিছু টের পাব?'

মন্দিরের সামনে জৈতুন পর্বতে যীশু রাত্রিবাস করছেন, শিষ্যদের মধ্যে আছে পিটার আর জেমস্, জন আর এনড্রু, সেখানে কথোপকথন হচ্ছে।

'সাবধানে থেকো, কেউ যেন না তোমাদের বিভ্রান্ত করে।' বলছেন যীশু, 'অনেকে আমার নাম ধরে আসবে, বলবে আমিই সেই, বলে ঠকাবে অনেককে। তোমরা ঠকোনা। অনেক 'যুদ্ধের রব উঠবে, তোমরা ভয় পেয়ো না। এ সমস্ত হবেই। এক জাতির বিরুদ্ধে আরেক জাতি অস্ত্রধারণ করবে, এক দেশের বিরুদ্ধে আরেক দেশ। নানা জায়গায় ভূমিকম্প হবে। দুর্ভিক্ষ হবে। দেখা দেবে মহামারী।

এ সমস্তের আগে, তোমাদের বলছি, তোমাদের গায়ে হাত পড়বে, তোমাদের উপর নির্যাতন হবে। ওরা তোমাদের ধরে-বেঁধে সমাজগৃহে টেনে নিয়ে যাবে, জেলে পুরে রাখবে, হাজির করাবে শাসনকর্তাদের সামনে। তোমাদের অপরাধ তোমরা আমার শিষ্য। বিচারে হাজির হয়ে তোমাদের লাভ হবে তোমরা সত্য প্রচার করবার সুযোগ পাবে। কী ভাবে জবাবদিহি করবে আগে থেকে প্রস্তুত হবার দরকার নেই। বিশ্বাস করো আমি তোমাদের মুখে এমন ভাষা দেব, তোমাদের বক্তব্যে দেব এমন যুক্তি, তোমাদের বিপক্ষদল দাঁড়াতে পারবেনা, ভেঙে পড়বে। আরো শোনো, তোমাদের মা-বাবা ভাই-বোন জ্ঞাতি-বন্ধু সবাই তোমাদের ত্যাগ করবে। কিন্তু জেনো আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা আমার নাম করে বেড়াও বলে সমস্ত পৃথিবী তোমাদের ঘৃণা করবে কিন্তু আমার ভালোবাসার স্পর্শে সে ঘৃণায় কোনো দাহ থাকবে না। এমন কি তোমাদের অনেককে হত্যা করা হবে। কিন্তু তবুও আমি বলছি তোমাদের মাথার একটি চুলও নষ্ট হবে না। শেষ পর্যন্ত যে স্থির থাকবে তারই অক্ষয় মুক্তি।'

যে যীশুকে নিয়ে বাস করে, যীশুতে ওতপ্রোত থাকে তার আবার মৃত্যু কী। তার মরণেও মহাজীবন। তার কারাগার রাজপ্রাসাদ, শিলাসনই তার সিংহাসন। সে সব কিছু হারাতে পারে কিন্তু তার আত্মা সে হারাবেনা। তার আত্মা অক্ষত থাকবে, অক্ষুণ্ণ থাকবে।

'যখন দেখবে জেরুজালেম চারদিকে সৈন্যবেষ্টিত হয়ে পড়েছে,' যীশু আবার বললেন, 'তখন বুঝবে তার সর্বনাশ আসন্ন। যারা তখন জেরুজালেমে আছে তারা যেন পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়, শহরের লোকে যেন শহর ছেড়ে চলে যায়, গ্রামের লোক যেন শহরে না ফেরে। চরম দুর্দিন এসে উপস্থিত হবে। এই জাতির উপর সেইটেই হবে প্রতিশোধ নেবার সময়। শাস্ত্রে যা লেখা আছে কিছুই ব্যর্থ হবে না। জেরুজালেম বিজাতীয়দের পদতলে নিষ্পিষ্ট হবে।

তোমরা সতর্ক থেকো। তোমরা ধর্মরাজ্যের সংবাদপ্রচারে বিরত হয়ো না। সমগ্র জাতি যেন সত্যের সন্ধান পায়। অনেক ভণ্ড খ্রীস্ট ও ভণ্ড মহর্ষির আবির্ভাব হবে। অনেক তারা অভিজ্ঞান দেখাবে। দেখাবে অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ। ফলে অনেক মনোনীত লোকও পথভ্রষ্ট হবে। তোমরা ঠিক থেকো, তোমাদের ভক্তিকে শিথিল হতে দিও না। যে শেষ পর্যন্ত সহ্য করে সেই মুক্তি পায়।'

'কিন্তু কবে, কখন সে দুর্ঘটনা ঘটবে ?' শিষ্যরা চঞ্চল হয়ে উঠল।

'নানা লক্ষণ দেখা দেবে। তোমরা উপর দিকে চেয়ে থেকো, মাথা হেঁট করে রেখো না। গাছের দিকে তাকিয়ে দেখ ফল ধরল কিনা। ফলের আভাস থেকেই বুঝবে গ্রীষ্ম সমাগত। তেমনি ওসব দুর্ঘটনা থেকেই বুঝবে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার আর দেরি নেই। দেখবে সূর্য-চন্দ্র অন্ধকার হয়ে গেছে, এক-এক করে তারা খসে পড়ছে আকাশ থেকে। তখন আকাশে মনুষ্য-পুত্রের নিদর্শন দেখতে পাবে—মহামহিমান্বিত সে নিদর্শন। মনুষ্য-পুত্র তার দূতদের পাঠিয়ে দেবেন, অনুতাপজর্জর পৃথিবীর চারদিক থেকে ডেকে এনে মনোনীতদের একত্র করবেন।'

'সে কবে ? কখন ?'

'কবে কখন সে সময় আসবে কেউ বলতে পারে না। মনুষ্য-পুত্রেরও তা জানা নেই। একমাত্র পরমেশ্বর পিতাই বলতে পারেন। কিন্তু যখনই আসুক, তোমরা সতর্ক থেকো। উল্লাসে-আলস্যে জীবনের কেনাবেচার মত্ততায়

যেন অচেতন হয়ে থেকোনা। অজানতে সেই দিনটি এসে অপ্রস্তুত তোমাদের না পরাস্ত করে। সতর্ক থাকো। প্রার্থনাপরিপূর্ণ হয়ে থাকো, যেন সমস্ত বাধাবিঘ্ন নিরাপদে অতিক্রম করবার মত শক্তির উপযুক্ত হও। যেন মনুষ্য-পুত্রের সামনে দাঁড়াতে পারো সোজা হয়ে।'

শুধু সজাগ থাকো, কান খাড়া করে থাকো। কখন ডাক পড়ে, কখন বাঁশি বাজে, কখন বা কড়া নড়ে দরজায়। হাতের কাছে সবটুকু সম্বল জোগাড় করে রাখো। ডাক পড়লে যেন না অন্য কাজে ছুটোছুটি করতে হয়। এক-বস্ত্রে বেরিয়ে পড়ো।

থাকো ব্যাকুল হয়ে। দু'হাতে নির্দিষ্ট কাজ করো আর মন রাখো ভগবানের দিকে। কখন তিনি আসেন, কখন তাঁর পায়ের ধ্বনি শোনা যায়।

'যখন সে দিন আসবে, স্বর্গরাজ্যকে মনে হবে সেই দশকুমারীর দশার মত।' গল্প বলছেন যীশু: 'দশটি কুমারী হাতে আলো নিয়ে বর-কনেকে বরণ করে আনতে পথে এগিয়ে গেছে। এদের মধ্যে পাঁচ জন খেয়ালশূন্য, আলো নিয়েছে বটে কিন্তু সঙ্গে তেল নেয়নি। বাকি পাঁচ জন বুদ্ধিমতী, আলাদা পাত্রে তেল নিয়েছে মজুত করে। বরের আসতে অনেক দেরি হল। কুমারীরা ঝিমোতে-ঝিমোতে ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ বাদেই রব উঠল, ঐ যে বর বেরিয়েছে, এগিয়ে যাও আলো নিয়ে। কুমারীরা আলো ঠিক করতে বসল। যারা সঙ্গে করে বাড়তি তেল আনেনি, তারা বুদ্ধিমতী বাকি পাঁচ জনকে বললে, ভাই, তোমাদের তেল থেকে আমাদের কিছু দাও, আমাদের আলো মিটমিট করছে। বা, তা কী করে হয়? এ তেলে সকলের যদি না কুলোয়? বুদ্ধিমতীরা বললে, তোমরা বরং দোকানদার বা আড়তদারের কাছে চলে যাও, তেল কিনে আনো। উপায় কী, যখন পাঁচ কুমারী দোকান খুঁজতে-খুঁজতে দূরে গিয়ে তেল কিনছিল, বর এসে হাজির। যারা আলো হাতে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা বরকে বাড়িতে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তখন অপর পাঁচ কুমারী দোকান থেকে ফিরে বরের বাড়ির দরজায় গিয়ে চেঁচাতে লাগল, প্রভু, আমাদের দরজা খুলে দিন। ভিতর থেকে বর বললে, তোমরা কে, তোমাদের আমি চিনি না।'

দেরি হয়ে গিয়েছে—দেরি করে ফেলেছি—এই তো আমাদের কান্না। যদি তেলটুকু সংস্থান করে রাখতাম তবে ঠিক জ্বলতাম আলো হয়ে। ঘরের বাইরে অন্ধকারে পড়ে থাকতাম না।

প্রস্তুত থাকো। প্রস্তুতিই প্রার্থনা। প্রস্তুতিই প্রকৃষ্ট-স্তুতি।

আরেকটি কাহিনী শোনো। যীশু বললেন ঃ

'দেশভ্রমণে যাবার আগে একটি লোক তার চাকরদের জিম্মায় তার টাকাকড়ি রেখে গেল। তুমি রাখো পাঁচ ট্যালেণ্ট অর্থাৎ পাঁচ তাল সোনা, তুমি রাখো দু তাল আর তুমি শুধু এক। যার যেমন দক্ষতা তাকে তেমনি ভার দিলে। তোমরা এখন কে কী করো দেখি।

যে পাঁচ তাল সোনা পেয়েছিল সে তাই দিয়ে ব্যবসা করল। ব্যবসা করে সে আরো পাঁচ তাল উপার্জন করলে। যে দু তাল সোনা পেয়েছিল সেও তাই ব্যবসায় খাটিয়ে দ্বিগুণ করলে। আর যে এক তাল সোনা পেয়েছিল সে মাটিতে গর্ত করে তা পুঁতে রাখল। প্রভু ফিরে এলে তাকে ঠিক-ঠিক ফিরিয়ে দেবে।'

এই তৃতীয় চাকরটিই অকর্মণ্য। কূপমণ্ডূক। তার জীবনের বৃদ্ধিও নেই, বিস্তারও নেই। সে সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণচিত্ত। ধর্মকে সে শুধু প্রথা বলে মানে, আচারের বাইরে তার আর কোনো বিচার নেই। অচলায়তনে বন্দী হয়ে থাকতেই ভালোবাসে, পক্ষাঘাতকেই জীবন বলে মানে। নতুন দিনের হাওয়ার জন্যে জানলা খুলে দিয়েছ কী, সর্বনাশ!

কিন্তু ঈশ্বর তো প্রথায় নন, ঈশ্বর প্রাণে ঈশ্বর তো কারাকক্ষের বাসিন্দে নন, ঈশ্বরের মুক্ত হাওয়ায় বিহরণ।

'শোনো তারপর কী হল।

বহুদিন পরে চাকরদের প্রভু প্রত্যাবর্তন করল। চাকরদের ডেকে জিজ্ঞেস করল, সোনা দিয়ে কে কী করেছ হিসেব দাও। যে পাঁচ তাল সোনা

পেয়েছিল সে বললে, এই দেখুন, পাঁচ তাল সোনা খাটিয়ে দশ তাল করেছি। প্রভু খুশি হয়ে বললেন, তুমিই সৎ ও বিশ্বাসী। সামান্য জিনিস সম্পর্কে তুমি বিশ্বাসের যে প্রমাণ দিলে তাতে তোমাকে আরো বড় জিনিসের ভার দেওয়া হবে। তারপর, তুমি কী করলে? দ্বিতীয় চাকরকে জিজ্ঞেস করল মনিব। দেখুন আমি দু তালকে চার তালে পরিণত করেছি। মনিব খুশি হয়ে বললে, তুমিও খাঁটি লোক, বিশ্বাসী লোক। তোমাকেও অনুরূপ বড় কাজের ভার দেব। আর তুমি?

তৃতীয় চাকর বললে, প্রভু, আমি জানি আপনি খুব কড়া লোক। যেখানে আপনি বীজ বোনেন নি সেখান থেকেও আপনি ফসল কাটেন। তাই আপনার জিনিস আপনাকে ঠিকঠাক ফিরিয়ে দেব বলে লুকিয়ে রেখেছি। দেখুন এক তাল সোনা যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই আছে।

মনিব বললে, তুমি অলস, অপদার্থ। তুমি জানো আমি যেখানে বীজ বুনিনা সেখানে ফসল কাটি। এই অবস্থায় আমার টাকা তোমার মহাজনের ঘরে জমা দেওয়া উচিত ছিল, তাহলে সুদ-সমেত সে টাকা আমি ফেরত পেতাম। এই বলে মনিব হুকুম দিল, ওর থেকে সোনার তালটা কেড়ে নাও। কেড়ে নিয়ে, যার দশ তাল সোনা আছে তাকে দিয়ে দাও। হ্যাঁ, যার আছে তাকেই দেওয়া হবে, কেননা তার মধ্যেই সমৃদ্ধিবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি। আর যার নেই তার যেটুকু আছে সেটুকুও থাকবে না, সেটুকুও কেড়ে নেওয়া হবে। সুতরাং আমি বলছি ঐ নিষ্কর্মা চাকরটাকে বাইরে দূর করে দাও।'

ঈশ্বর নানা জনে নানা মাপের সামর্থ্য দিয়েছেন, নানা জনে নানা অঙ্কের মূলধন। কাউকে পাঁচ, কাউকে দুই, কাউকে এক। কে কত পেয়েছে এটা প্রশ্ন নয়, মূলধনকে কে কতটা খাটিয়েছে, কাজে লাগিয়েছে সেইটেই প্রশ্ন। অল্প হোক, সামান্য হোক, তবু যে বসে থাকেনি, সেই যৎকিঞ্চিতেরই পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে সে-ই ঈশ্বরের আশীর্বাদের যোগ্য। সব মানুষ শক্তিতে সমান নয়, কিন্তু সবাই শ্রমে ও উদ্যমে সমান। তপস্যায় সমান। যার যেটুকু আছে তারই পরিপূর্ণ বিকাশসাধনই ঈশ্বরের ইচ্ছাপূরণ।

কাজের পুরস্কার বিশ্রাম নয়, কাজের পুরস্কার আরো কাজ। আরো উদ্যোগ, আরো উৎসাহ। প্রথম দুই চাকরকে তাই আরো দায়িত্ব দেওয়া হল, আরো গুরুভার। আর শাস্তি পেল কে? যে বিমুখ যে নিরুদ্যম। যে গুণের

মর্যাদা রাখল না। ব্যবহার করল না। ক্ষয়ে যাওয়াও তো ভালো ছিল—এ যেমন পিণ্ড তেমন পিণ্ডই রয়ে গেল!

তুমি কত ধনী কত বিদ্বান কত তোমার কীর্তিকাহিনী এ দেখে ঈশ্বর বিচার করেন না, ঈশ্বর বিচার করেন তোমার ভালোবাসা দেখে, তোমার সেবা দেখে। তুমি কতটা মানুষকে ভালোবাসো, কতটা তার দুঃখ দূর করতে এগিয়ে আস, কতটা তুমি আন্তরিক।

'মনুষ্য-পুত্র যখন নিজের মহিমায় প্রকাশিত হয়ে নিজের গৌরবময় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন, তখন তাঁর সামনে সকল জাতির সমাবেশ ঘটবে। মনুষ্য-পুত্র সমাগত লোকদের দুই গোষ্ঠীতে ভাগ করে আলাদা-আলাদা বসাবেন। রাখাল যেমন তার মেষের পাল আর ছাগলের পাল আলাদা করে রাখে। মেষের পাল থাকবে ডান দিকে আর ছাগলের পাল বাঁ দিকে। যারা ডান দিকে থাকবে তাদের রাজা আশ্বাস দেবেন। বলবেন, তোমরা পিতার আশীর্বাদের পাত্র। পৃথিবী সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই যে আরেক রাজ্য নির্মিত হয়েছিল সেই রাজ্যে তোমরা এবার প্রবেশ করো, তার দখল নাও।

কিসে তোমাদের সেই অধিকার হল জানতে চাও? আমাকে ক্ষুধার্ত দেখে যে তোমরা আমাকে এক মুষ্টি খাদ্য দিয়েছিলে, তৃষ্ণার্ত জেনে জল দিয়েছিলে পাত্র ভরে, তার জন্যে। আমি বিদেশী ছিলাম, তবু তোমরা আমাকে পরিহার করনি, আমাকে অতিথিজ্ঞানে সেবা করেছিলে। আমাকে অনাবৃত দেখে বস্ত্র দিয়েছিলে, রুগ্ন দেখে ওষুধ-পথ্য। তারপর যখন আমি বন্দীশালায় ছিলাম তোমরা আমাকে দেখতে গিয়েছিলে, করেছিলে কুশলজিজ্ঞাসা।

আমরা কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত জেনে খেতে দিয়েছিলাম, কবে করেছিলাম তৃষ্ণাহরণ? ডান দিকের জনতা বিস্ময় প্রকাশ করবে: কবে আপনাকে বিদেশী জেনেও বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলাম? কবে দিয়েছিলাম আচ্ছাদন, কবেই বা করেছিলাম চিকিৎসার ব্যবস্থা? আপনি কারারুদ্ধই বা হলেন কবে আর আমরাই বা কখন দেখা করতে গেলাম?

রাজা বললেন, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমার ভায়েদের মধ্যে যারা অকিঞ্চন তাদের প্রতি যে কোমল ব্যবহার করেছিলে সেটা আমার প্রতিই আনুকূল্য। সাধারণ একটি মানুষকে খাওয়ানোই আমাকে খাওয়ানো। তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা দূর করার অর্থই আমাকে তৃপ্ত করা। পরের সেবাই পরমের সেবা। নগ্নকে যে আচ্ছাদন দিয়েছে, রুগ্নকে যে চিকিৎসা, সে তো আমারই

আরামের জন্য। কারাকক্ষে যে বন্দীকে সম্ভাষণ করেছিলে সে তো আমাকেই সম্ভাষণ।

তারপর রাজা বাঁ দিকের জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

তোমরা অভিশপ্ত, তোমরা আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। শয়তান আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের জন্যে যে অগ্নিকুণ্ড তৈরি হয়েছে তোমরা তার মধ্যে প্রবেশ করো। কারণ আমি যখন খিদের জ্বালায় কেঁদেছিলাম তোমরা আমাকে একমুঠো খেতে দাওনি। পিপাসায় আমার বুক শুকিয়ে গিয়েছিল তবু দাওনি এক অঁজলা ঠাণ্ডা জল। যখন বিদেশী হয়ে এসেছিলাম, নিরাশ্রয় জেনেও বাড়িতে নিয়ে যাওনি, দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলে। বিবস্ত্র দেখেও দাওনি আচ্ছাদন, রোগার্ত দেখেও দাওনি এতটুকু স্নেহসেবা। আর আমি যখন কারাকক্ষে বন্দী ছিলাম আমার ঠিকানা জেনেও আসনি দেখা করতে।

তখন বাঁ দিকের জনতা বিস্মিত হয়ে বলবে ঃ সে কী! আমরা কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত দেখলাম? কবে আপনি বিদেশী হয়ে আমাদের দরজায় এসে দাঁড়ালেন? আপনার পরনে বস্ত্র নেই সে আবার হল কবে? কবে আপনি অসুস্থ হলেন, কবে বা কারারুদ্ধ? কবে আপনার সেবা করতে আমরা কুণ্ঠিত হলাম?

রাজা তখন বলবেন ঃ

আমার কথা বিশ্বাস করো, আমার ভায়েদের মধ্যে যারা দীনহীন তাদের যখন তোমরা সেবা করতে অস্বীকার করেছিলে তখনই আমাকে সেবা করতে অস্বীকার করেছ। ওদেরকে বঞ্চনা অর্থ আমাকেই বঞ্চনা।

তাই রাজা হুকুম দেবেন, বাঁ দিকের পাপীর দল অনন্ত শাস্তি ভোগ করবে আর ডানদিকের পুণ্যবানের দল লাভ করবে অনন্ত জীবন।'

সেবা কত সরল কত সহজ কত অনাড়ম্বর। এক মুঠো অন্ন, এক অঞ্জলি জল, এক টুকরো বস্ত্র। হয়তো বা এক রাত্রির আশ্রয়। একটি স্নিগ্ধ স্পর্শ, একটি মধুর হাসি, একটি প্রিয়সম্ভাষ। সব গিয়ে পৌঁছুল ঈশ্বরে। সমস্ত ঈশ্বর পেলেন।

আবার আর্তকে যা দিলাম না, ঈশ্বরকেই দিলাম না। স্নেহের হাত সেবার হাত সাহায্যের হাত যে বাড়িয়ে দিলাম না তার অর্থ ঈশ্বরকেই দূরে রাখলাম, ঈশ্বরকেই ঠেলে সরিয়ে দিলাম।

এত কথা বলা হল, প্রকাশ্যে এত নিদর্শন দেখানো হল তবু ইহুদিরা যীশুকে বিশ্বাস করল'না। এই অন্ধ অবিশ্বাসও বুঝি ঈশ্বরেরই ইচ্ছা।

কেন, মহর্ষি ইসাইয়া তো আগেই বলেছিলেন : 'তিনি তাদের অন্ধ করে দিয়েছেন, তাই তারা প্রত্যক্ষকেও দেখতে পারে না, চিনতে পারে না। হৃদয় পাষাণ করে দিয়েছেন তাই অনুভব করতে পারে না, উপলব্ধি করতে পারে না। আমার দিকেও পারে না মুখ ফেরাতে, মন ফেরাতে। কেননা আমি যে তাদের বলে দেব, বুঝিয়ে দেব, কোথায় তাদের ব্যাধির আরোগ্য, তাদের ব্যথার উপশম!'

ইসাইয়া তো এই যীশুর কথাই বলে গিয়েছিলেন।

কেউ-কেউ অন্তরে বিশ্বাস করলেও মুখে স্বীকার করল না। স্বীকার করতে ভয় পেল, পাছে শাসনকর্তাদের কোপে পড়ে, পাছে সমাজগৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হয়। ভগবানের প্রিয় হওয়ার চেয়ে মানুষের প্রভু হওয়াতেই এদের বেশি মর্যাদা।

যীশু উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন : 'যে আমাকে বিশ্বাস করে, সে আমাকে নয়, আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকেই বিশ্বাস করে। আমাকে দেখা অর্থ আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকেই দেখা। পৃথিবীতে আমি আলো হয়ে এসেছি যাতে আমাকে যারা বিশ্বাস করবে তারা আর অন্ধকারে না থাকে। যে আমার কথা শোনে অথচ তা পালন করে না তাকে আমি দণ্ড দিই না। আমি দণ্ড দিতে আসিনি, ত্রাণ করতে এসেছি। যে আমাকে সমূলে অস্বীকার করে ও আমার কথা অমান্য করে, তাকে বিচার করবার অন্য লোক আছে। আমি রোষ নিয়ে আসিনি, এসেছি ভালোবাসা নিয়ে।'

যীশুর দাবি—আমাকে দেখ, আমাকে শোনো, আমার মধ্যেই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করো। ঈশ্বরও আমার মধ্যেই মানুষকে সাক্ষাৎ করছেন। আমার মধ্যেই ঈশ্বরের মানুষ হয়ে আসা, আমার মধ্যেই মানুষের ঈশ্বর হয়ে ওঠা।

যীশু ঈশ্বরের স্পর্শমণি। দেখ তাঁকে ছুঁয়ে তুমি ঈশ্বরে আকৃষ্ট হও কিনা। ঈশ্বরের অতলশীতল ভালোবাসার স্বাদ পাও কিনা। হও কি না হও, পাও কি না পাও, তুমিই বিচার করো। তোমার বিচারক আর কে? তুমিই তোমার বিচারক।

যীশু আরো বললেন, 'আমি নিজের প্রেরণায় কিছু বলছি না। আমার

পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমি যা বলছি সব তাঁর নির্দেশ। যে সমাচার আমি ঘোষণা করছি সব তাঁর সমাচার। তাঁর আদেশই অনন্ত জীবন।'

'আমিই সত্যিকার দ্রাক্ষালতা, আর সেই দ্রাক্ষাকুঞ্জের মালী হচ্ছেন আমার পিতা। তিনিই আমার পালক-পোষক।' বলছেন আবার যীশু : 'আমার যে শাখায় ফল ধরে না তাকে তিনি কেটে বাদ দেন আর যে শাখায় ফল ধরে তাকে ছেঁটে দেন যাতে সে আরো ফলবান, আরো বলবান হয়। তোমাদের কাছে আমি যে বাণী প্রচার করে গেলাম তাতেই তোমরা পরিশুদ্ধ হয়েছ। তোমরা আমাতে অবস্থান করবে, আমিও তোমাদের মধ্যে অবস্থান করব। মূল লতার সঙ্গে যুক্ত না থাকলে শাখা যেমন নিজের শক্তিতে ফল দিতে পারে না তেমনি আমার সঙ্গে যুক্ত না থাকলে তোমরাও নিষ্ফল হবে।'

শিষ্যদের দিকে স্নেহনেত্রে তাকালেন যীশু। বললেন, 'আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা। যে আমার মধ্যে বাস করে ও আমি যার মধ্যে বাস করি সে-ই প্রচুর ফল দেয়। আমাকে ছাড়া কোনো কিছু করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। যদি কেউ আমাকে বাদ দিয়ে বাইরে থাকে তবে শুকনো শাখার মতই সে কাটা পড়বে। তখন তাকে কুড়িয়ে এনে জ্বালানি করে আগুনে দেওয়া হবে। যতদিন আমার বাণী তোমাদের মধ্যে কাজ করবে, যতদিন তোমরা আমাতেই বেঁচে থাকবে, ততদিন তোমাদের কোনো প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকবে না। আমার শিষ্যরূপে তোমরা যদি প্রচুর ফল দাও তাহলে আমার পিতার নামই মহিমান্বিত হবে।'

তারপর যীশু ব্যক্ত করলেন তাঁর ভালোবাসা।

'আমার পিতা যেমন আমাকে ভালোবাসেন আমিও তোমাদের তেমনি ভালোবাসি। আমার এই ভালোবাসার নিত্যধামে চিরকাল অবস্থান করো। আমি যেমন আমার পিতার আদেশ পালন করে তাঁর ভালোবাসার মধ্যে বাস করছি, তেমনি তোমরাও আমার নির্দেশ পালন করে আমার ভালোবাসায় ওতপ্রোত হও।'

যীশুই অনন্ত ভালো। সেই ভালোতে বাস করার নামই ভালোবাসা। যীশুই অনন্ত আলো। ভালোবাসা তো আলোর মতই সহজ, আলোর মতই প্রাণঢালা। কে না ভালোবাসতে পারে? কে না যীশুর দিকে

তাকালে ভালো না বেসে থাকতে পারবে ? আর যীশুকে ভালোবাসার অর্থই মুহূর্তে আলো হয়ে যাওয়া।

'আমি তোমাদের এসব কথা বলছি কেন ? বলছি যাতে আমার আনন্দ তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, প্রবাহিত হয়। আমি তোমাদের যে রকম ভালোবেসেছি তোমরাও পরস্পরকে তেমনি ভালোবাসবে। এই আমার আদেশ। একজন তার বন্ধুর জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে তার চেয়ে মহত্তর ভালোবাসা কী হতে পারে ? তোমরা যদি আমার কথা শোনো, তোমরাও আমার বন্ধু। আমি তোমাদেরকে আমার ভৃত্য বলি না, প্রভু কী করছে না করছে ভৃত্য তার কী জানে। আমি তোমাদের বন্ধু যেহেতু আমার কিছু লুকোছাপা নেই, আমার পিতা আমাকে যা কিছু বলেছেন সমস্ত আমি তোমাদের কাছে ব্যক্ত করেছি। তোমরা আমাকে নির্বাচিত করোনি, আমিই তোমাদের নির্বাচিত করেছি। তোমাদের আমি কাজে নিযুক্ত করেছি। সে কাজ হচ্ছে বেরিয়ে পড়ো, ছড়িয়ে পড়ো, প্রচুর ফল দাও—এমন ফল, যা কিছুতেই পচে যাবে না, স্বাদে-গন্ধে যা চিরদিন পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে।'

ভক্ত ছাড়া ভগবান যাবেন কোথায় ? বাঁচবেন কী করে ? তাঁর সমস্ত প্রেম যে বৃথা হয়ে যাবে। তাঁর আনন্দ তবে আর কোথায় উদ্ভাসিত হবে ? কোন দর্পণে ?

আমরা ঈশ্বরকে বেছে নিইনি, তিনিই আমাদের বেছে নিয়েছেন। বেছে নিয়েছেন তাঁর আনন্দের বিজ্ঞাপন হব বলে। তাঁর ভালোবাসার পাত্র হব বলে। আমাদের তিনি বন্ধু করেছেন, সমকক্ষ করেছেন। সমান-সমান না হলে বন্ধুতা হবে কী করে ? তিনিই যখন আমাদের বন্ধু, আমরা পরস্পর বন্ধু হতে পারব না কেন ?

'তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো।' এই তো যীশুর সারকথা।

বন্ধুর জন্যে আত্মোৎসর্গ—এই তো শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা। যীশু নিজেই সেই ভালোবাসা সপ্রমাণ করলেন। যাদের তিনি ভালোবেসেছেন সেই অগণন বন্ধুর জন্যেই তিনি প্রাণ দিলেন।

আমরা শুধুই তাঁর বন্ধু নই, আমরা তাঁর দূত, তাঁর বার্তাবহ। বেরিয়ে পড়ো, ছড়িয়ে পড়ো, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে তাঁর বাণীতে প্রতিধ্বনিত হও। তাঁর জয়শঙ্খ হয়ে ওঠো। রুদ্ধকক্ষে বসে শুধু প্রার্থনা করা নয়, মুক্ত প্রাঙ্গণে বিস্তৃত জনপদে দেশ হতে দেশে তাঁর বাণীর পতাকা বহন করে বেড়াও।

'যদি সংসার তোমাদের হিংসা করে, জেনো, সর্বাগ্রে সে আমাকেই হিংসা করছে।' বললেন আবার যীশু: 'তোমরা যদি সংসারের লোক হতে তাহলে সংসার তোমাদের বরণ করে নিত, ভালোবাসতে কার্পণ্য করত না। যেহেতু তোমরা সংসারের নও, সংসারের মাঝখান থেকে আমি তোমাদের ডাক দিয়ে এনেছি, সেই হেতুই সংসার তোমাদের হিংসা করবে। ভুলো না, আমাকে তারা যেমন নির্যাতন করেছে, তোমাদেরও তেমনি নির্যাতন করবে।'

হয় তুমি সংসারের, নয় তো তুমি আমার, আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁর—ঈশ্বরের। এর আর মাঝামাঝি স্থান নেই। তোমরা পক্ষ বেছে নিয়েছ, সংসারের থেকে মুখ ফিরিয়েছ, চিনেছ আমাকে। তোমাদের উপর সংসার অত্যাচার করবে—অকথ্য অত্যাচার—তা আর বিচিত্র কী। কিন্তু যতই কেন না অত্যাচার করুক, তোমাদের কেউ টলাতে পারবে না। যারা ঈশ্বরে মাতোয়ারা তাদের কাছে অত্যাচারও ঈশ্বরেরই উপহার। তারা স্বতন্ত্র, তারা অনন্য, তারা আঘাতচিহ্নিত।

'আমি যদি না আসতাম, আমার পিতার কথা না শোনাতাম, যদি বা অদৃষ্টপূর্ব কিছু না দেখাতাম, তাহলে বিপক্ষীয়দের কোনো অপরাধ হত না। ওরা জেনে-শুনেই হিংসা করছে, অকারণে হিংসা করছে—আর আমাকে হিংসা করার অর্থই হচ্ছে আমার পিতাকে হিংসা করা—তাই অপরাধের দায় তারা কী করে এড়াবে?'

কিন্তু তারা যদি কৃত পাপের জন্যে অনুতপ্ত হয়? অনুতাপ জাগলেই ক্ষমা এসে আবির্ভূত হবে। পাপ তো সব সময়েই নির্দিষ্ট ও পরিমিত, কিন্তু ক্ষমা অন্তহীন। কান্না কতটুকু, কৃপারই কূল-কিনারা নেই।

'তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, তোমাদের লাঞ্ছনার সীমা পরিসীমা থাকবে না। তোমাদের পথে ওরা পাথর ছড়িয়ে রাখবে, তবু দেখো তোমাদের পদস্খলন যেন না হয়। সমাজগৃহ থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেবে, তোমাদের জন্যে থাকবে বিশ্বের সমাজগৃহ। এমনকি ওরা খুন করতেও পশ্চাৎপদ হবে না, ভগবানের দোহাই দেবে, বলবে ভগবানের কাজের জন্যেই নাকি এই খুনের প্রয়োজন ছিল। তোমরা হাসবে, বলবে, হ্যাঁ, ভগবানের জন্যে, যে ভগবান আমার পিতা হয়ে পাঠিয়েছেন আমাকে। মৃত্যুতে পাবে আমারই আলিঙ্গন, নির্বাসনে পাবে আমারই উপস্থিতি, সমস্ত দুঃখকষ্টে পাবে আমারই কল্যাণকরুণা।

সাক্ষী চাও ? তোমরাই আমার সাক্ষী। সাক্ষী সেই সত্যস্বরূপ পবিত্র আত্মা, যাকে আমি আমার পিতার কাছ থেকে পাঠিয়ে দেব তোমাদের। তোমাদের চিত্তে, চাই কি সর্বমানুষের চিত্তে, সেই সত্যের জাগরণ হবে।'

প্রভু কি আজ বেশি কথা বলছেন ? শিষ্যেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

'হ্যাঁ, সব বিশদ করে বলছি কারণ আমার চলে যাবার সময় এসেছে।' যীশু একমুহূর্ত স্তব্ধ রইলেন। বললেন, 'চলে যাবার সময় অর্থ ফিরে যাবার সময়। আমি আমার পিতার কাছেই ফিরে যাচ্ছি।'

যীশু দেখলেন শিষ্যদের হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, চোখে-মুখে বেদনার ছায়া। বললেন, 'আমার যাওয়াই তোমাদের পক্ষে মঙ্গলকর। আমি না গেলে, সেই সত্যস্বরূপ পবিত্র আত্মা, সেই সত্য সহায়কের আসা হবে না। তাঁকে আমি গিয়েই পাঠিয়ে দেব। তিনি এসে পাপ, ন্যায়পরায়ণতা ও শেষ বিচার সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করবেন। পাপ ? অবিশ্বাসই পাপ। ওরা আমাকে বিশ্বাস করল না। আর ন্যায়পরায়ণতা—সাধুতা ? ওরা দেখবে, বুঝবে, আমি সত্য কথাই বলেছি, সত্য পথেই চলেছি। আমি আমার পিতার কাছ থেকে এসে আবার পিতার কাছেই ফিরে গিয়েছি। আর শেষ বিচার ? ওরা দেখবে, বুঝবে, সমস্ত জগৎ একজনের বিচারের অধীন, একজনের অমোঘ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। ওরা দেখবে, বুঝবে সেই বিচারের সম্মুখে ওদেরও দাঁড়াতে হবে। কী করে বুঝবে ? পবিত্র আত্মা, যাকে আমি পাঠিয়ে দেব, তিনিই বুঝিয়ে দেবেন।'

বুঝিয়ে দেবেন কী আমাদের পাপ, কে আমাদের উদ্ধারক ? আমাদের নিভৃত হৃদয়েই সেই বিচারাসন পাতা হবে। আমরা নিশ্চিন্ত হব। যেমন পাপকে চিনব তেমনি চিনব পরিত্রাতাকে। চিনব এক ক্রুশবিদ্ধ ইহুদিই আমাদের ঈশ্বর, আমাদের পরিত্রাতা।

ক্রুশই ঈশ্বরের রাজসনদ।

কিন্তু ভয় নেই, যীশু চলে গেলেও আবার আসবেন।

'আর কিছু পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবেনা, আবার কিছু পরেই তোমরা আমাকে দেখতে পাবে।'

শিষ্যেরা অবাক হয়ে গেল। এ কী হেঁয়ালি ! এর মানে কী ?

'তোমরা কাঁদবে, হাহাকার করবে। পরে দেখবে তোমাদের এই কান্নাই আনন্দে পরিণত হয়েছে। সন্তান প্রসব করার সময় মায়ের কত কষ্ট কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর মায়ের আর কষ্ট নেই। শুধু কষ্ট নেই নয়, কষ্টের কথা মনেও নেই। পৃথিবীতে একটি নতুন মানুষ জন্মেছে এই তার আনন্দ, এই তার গৌরব। তোমাদেরও এখন সেই রকম অবস্থা। এখন তোমাদের দুঃখ হচ্ছে কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আবার যখন দেখা করব তখন তোমাদের আনন্দের অবধি থাকবে না। সেই আনন্দই শাশ্বত আনন্দ, কারু সাধ্য নেই তা কেড়ে নেয়। সেই আনন্দেই তোমাদের জ্ঞানে পূর্ণতা আসবে। তখন আর আমার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের কিছু জানতে হবে না। তখন, বিশ্বাস করো, আমার নাম করে পিতার কাছে যা প্রার্থনা করবে তাই তিনি পূরণ করবেন।'

প্রার্থনা, বিশ্বাসের প্রার্থনা। মনে যদি দ্বিধা থাকে সংশয় থাকে দৌর্বল্য থাকে, তাহলে তো শুধু আবৃত্তি, প্রার্থনা কোথায়? প্রার্থনা—যীশুর নামে প্রার্থনা। যা চাইছি তা কি যীশু সমর্থন করবেন? যদি বিবেক বলে, করবেন, তবেই বোসো প্রার্থনায়, নচেৎ নয়। শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্যে প্রার্থনা, সে অমৃতের বদলে বিষের দিকে হাত বাড়ানো। আর প্রার্থনা শরণাগতের মিনতি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক এই অঙ্গীকার। তুমি জানো দেবে কিনা, না, আমাকে না দিলেই ভালো হবে। তোমার বঞ্চনাই দেখা দেবে করুণা হয়ে।

তিনি যখন আমাদের পিতা তাঁর কাছে আমাদের আর সঙ্কোচ কী। সারল্যের দরজা যে তখন খুলে গিয়েছে। আমরা যীশুর নামে এসেছি, যীশুর নামে ডেকেছি। যে যীশুকে ভালোবাসে তাকে ঈশ্বর কি না ভালোবেসে পারবেন?

না, আর উপমা কোথায়—হেঁয়ালি কোথায়? যীশু তো এখন সাদা কথায়ই বললেন সব স্পষ্ট করে। আর কোনো ভাবের কুয়াশা নেই, বুদ্ধির জড়তা নেই। যীশু যথার্থই ঈশ্বরপ্রেরিত।

শিষ্যেরা পরিপূর্ণ বিশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হল। বললে, 'আমরা স্থির জানি আপনি সব কিছু জানেন। আর কোনো কথা আপনাকে আমাদের জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। ভগবানই আপনাকে পাঠিয়েছেন।'

'বিশ্বাস হয়েছে? কিন্তু আর দেরি নেই, শেষ মুহূর্ত এসে গেল বলে।

তোমরা এখন যে যার পথ ধরবে, শেষ মুহূর্তে তোমদের আর আমি খুঁজে পাব না। আমাকে তোমরা ত্যাগ করলেও তোমাদের আমি ত্যাগ করব না।' যীশু আশ্বাস দিলেন : 'আমি কখনো একা নই কেননা আমার পিতা আমার সঙ্গেই আছেন। এই সংসারে তোমরা কেবল দুঃখ পাবে, কিন্তু সাহস রাখো, শুধু সত্যে আর সাহসেই জয় করবে সংসারকে। আমি সংসারকে জয় করেছি।'

যত দূরেই যাও, যীশু তোমার সঙ্গে থাকবেন। তুমি ছাড়লেও তিনি তোমাকে ছাড়বেন না। যত দুঃখই পাও যীশুর নামেই শান্তি। যীশুই প্রাণারাম। যখন যীশু আছেন তখন আর হতাশা কিসের, কিসের পরাজয়? যীশুই আমাদের সাহস, আমাদের সংগ্রামের সহায়। শুধু জয়ে আমাদের সুখ নেই। সংগ্রাম করে জয়ী হব এই আমাদের গৌরব।

আমাদের যীশুও সংগ্রাম কবেই জয়ী হযেছেন।

নিস্তার-পর্বের আর দুদিন মাত্র বাকি।

ইহুদি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রে বসল। যীশু কি আসবে এই উৎসবে? মন্দির সে বর্জন করেছে, কিন্তু জনতাকে ত্যাগ করেনি। আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। এখন, আর দেরি নয়, সুযোগ বুঝে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। গ্রেপ্তার অর্থই রাজদণ্ড। রাজদণ্ড অর্থই হত্যা।

অনেক আমাদের ভৎসনা করেছে, ধিক্কার দিয়েছে। বলেছে কপট, কৃত্রিম, কদাচারী। কত দোষে যে আমাদের দোষী করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আর সহ্য হয় না অপমান। তারপর কত কী বাণী প্রচার করছে, জনতা শুনছে তন্ময় হয়ে। যেখানে যাচ্ছে সেখানেই ভিড় করছে। বাণীর চেয়েও ভয়াবহ তার কাণ্ডকারখানা। সব চেয়ে প্রচণ্ড কাণ্ড ল্যাজারাসকে বাঁচিয়ে তোলা। ল্যাজারাসের মৃতদেহ যে গোর দেওয়া হয়েছিল তা কে না জানে। কত তার প্রত্যক্ষসাক্ষী। সেই ল্যাজারাসকে কিনা কবর খুঁড়ে জ্যান্ত তুলে আনা হল! কোথায় সেই কবরের আচ্ছাদন, ল্যাজারাস দিব্যি হাঁটছে চলছে কথা বলছে। অসুখের নাম-লেশও আর নেই।

জনতাকে আর যীশুর থেকে কী করে বিচ্ছিন্ন করা যায়! এখন তো আবার ল্যাজারাসের কাছেও ভিড়! দাঁড়াও, ল্যাজারাসকেও শেষ করব।

সর্বাগ্রে যীশু। সে গেলে তার দৃষ্টান্তও লোপ পাবে। আর যদি সে না যায় তা হলে আর আমাদের রাজত্ব করতে হবে না। আমাদের সমস্ত আধিপত্যের অবসান হবে।

কিন্তু নিস্তার-পর্বের উৎসবের মধ্যে তাকে ধরব কী করে? তখন তো চারধারে

অনেক লোকজন। তখন ধরতে গেলে লোকজন না গোল বাধায়। নিরিবিলিতে ধরতে হবে। কখন নিরিবিলি ? কে তার সন্ধান দেয় ?

মহাযাজক কাইয়াফাব রাজপ্রাসাদে ষড়যন্ত্রীদের সভা বসেছে। খবব নাও যীশু কোন নির্জনে কোথায় বিশ্রাম করে ?

খবর অযাচিত ভাবে এসে পৌঁছুল।

রাতের অন্ধকারে চুপি-চুপি কে একজন এগিয়ে এল। দ্বারের প্রহরীকে বললে, 'আমাকে মহাযাজকের কাছে নিয়ে চলো। নাজারেথের যীশুর খবর এনেছি।'

প্রহরী তাকে সভাকক্ষে নিয়ে গেল।

'কী বলতে চাও ?' জিজ্ঞেস করলে কাইয়াফা।

'গোপনে বলতে চাই।' লোকটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখল চারদিক।

'এখানে সমস্তই গোপন। যা বলবার নিঃসঙ্কোচে বলো। কোনো ভয় নেই।'

'আমি যীশুকে ধরিয়ে দিতে পারি।'

'পারো ?' ষড়যন্ত্রীর দল উল্লসিত হয়ে উঠল : 'সত্যি ? কে তুমি ?'

'আমি জুডাস। যীশুর বারো জন শিষ্যের একজন। তার একেবারে কাছের মানুষ। কিন্তু', জুডাস লোভালু চোখে তাকাল : 'ধরিয়ে দিলে কত পাওয়া যাবে ?'

'কত চাও ?'

'আপনারাই বলুন।'

'তিরিশ মুদ্রা পাবে।'

তিরিশ মুদ্রা ! এত কম !

কিন্তু এখন আর জুডাসের ফিরে যাবার পথ নেই। তার বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এখন ফিরে গেলে উলটে তাকেই ধরবে। বলবে, এই দেখ কী জঘন্য মানুষ, শিষ্য হয়ে ঘুষের লোভে গুরুকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল ! বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি তাতে কম হবে না।

তিরিশ মুদ্রা ! তিরিশ মুদ্রাই বা কম কী !

অথচ তারই চোখের সামনে মেরী প্রায় তিন শো টাকার সুগন্ধি নির্যাস অকাতরে যীশুর পায়ে ঢেলে দিয়েছিল ! ভালোবাসায় ভরা ছিল বলে এক বিন্দুও অপচয় বলে মনে করেনি। ভালোবাসায় ভরা ছিল বলে ছিলনা কোনো বিনিময়ের প্রত্যাশা। ও নিয়ে জুডাসই গিয়েছিল টাকা-আনার হিসেব করতে। বলেছিল, বেচে-পাওয়া টাকাটা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিলে ভালো হয়। কে গরিব ? দেখা যাচ্ছে সব চেয়ে গরিব, সব চেয়ে দুঃস্থ জুডাস নিজে !

নইলে সামান্য তিরিশ টাকার জন্যে সে যীশুকে ধরিয়ে দেয় ?

কিন্তু কেন, কেন এমন হল ? একদিন যীশুই তো তাকে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। তার মাঝে সততার প্রতিশ্রুতি ছিল বলেই তো সে নির্বাচিত হয়েছিল। কত তাকে বিশ্বাস করতেন যীশু। পথ-খরচের টাকা-পয়সার ভার তার উপর ছিল। তার মানে কখনো সে যীশুর সঙ্গবিচ্যুত হয়নি। তবু সে নষ্ট হল কেন ? কে তাকে নষ্ট করল ?

সন্দেহ কী, লোভ, অর্থগৃধ্নুতা। সে ভাবেনি মাত্র ত্রিশ টাকা পাবে। এত বড় একটা শিকার—ভেবেছিল প্রকাণ্ড দাঁও মারবে বুঝি। কিন্তু শাসক-শাস্ত্রীদের দরের উপর বৃহত্তর দর সে হাঁকতে পারল না। কেননা যে মুহূর্তে সে বিশ্বাসহননে সম্মত হয়েছে সে মুহূর্তে সে প্রতিপক্ষের কব্জার মধ্যে চলে গিয়েছে। অতএব যথালাভ ! ত্রিশ টাকাই বা ফেলনা কিসে ?

লোভের চেয়েও বড় শত্রু উচ্চাকাঙ্ক্ষা। প্রাধান্যের অভিলাষ। জুডাস বুঝি ভেবেছিল যীশু তাঁর অলৌকিক শক্তিতে প্রভুত্ব বিস্তার করে নিজেই দেশের রাজা হয়ে বসবেন আর শিষ্যত্বের জোরে জুডাস কোনো এক উচ্চপদে সমাসীন হবে। তার সেই পার্থিব স্বপ্নের পূরণ হল কই ? জুডাস তাই বিরক্ত, ব্যর্থমনোরথ।

তৃতীয় শত্রু ঈর্ষা। জুডাসের ধারণা শিষ্যদের মধ্যে জন আর জেমসই যীশুর বেশি প্রিয়। তার স্থান ওদের নিচে, অন্তত যীশুর অন্তরঙ্গতার উত্তাপ থেকে একটু বেশি দূরে। ঈর্ষা যদি একবার হৃদয়ে ছিদ্র করতে পারে সেই ছিদ্র দিয়েই ঢুকে পড়বে ঘৃণার বিষাক্ত সাপ। সেই সাপেরই আরেক নাম শয়তান।

তবু জুডাস বোধহয় বোঝেনি যে তার ধরিয়ে দেবার ফলে যীশুর প্রাণদণ্ড হবে। যদি বুঝত, তবে সে নিজের প্রাণ নিজেই নিতে গেল কেন ?

লোকে লোকারণ্য জেরুজালেম। জীবনে অন্তত একবার নিস্তার-পর্বের খাবার খেয়ে নিতে হবে এই প্রত্যেক পুণ্যার্থীর কামনা। তাই দেশ-দেশান্তর থেকে ইহুদির সমাবেশ ঘটেছে। ইজিপ্টের দাসত্ব থেকে মুক্তি-অর্জনের স্মরণে এই উৎসব। অথচ এই নিয়তির পরিহাস, নিস্তার-পর্বেই মানুষের পরম পরিত্রাতা পরম নিস্তারকের হত্যা।

যীশু পিটার ও জনকে ডাকলেন। বললেন, 'যাও আমাদের নিস্তার-পর্বের খাবারের আয়োজন করো।'

'কোথায় আয়োজন করব ?'

'শহরে যাও, দেখতে পাবে একটি লোক একটা জলের কলসী নিয়ে চলেছে।' বললেন যীশু, 'তাকে তার বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করবে। বাড়িতে পৌঁছে গৃহস্বামীকে বলবে, গুরুদেব বলে পাঠিয়েছেন যে ঘরে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসে নিস্তার-পর্বের খাবার খাবেন সেই ঘর কোথায় ? তখন গৃহকর্তা তার বাড়ির দোতলার একটি বড় ঘর তোমাদের দেখিয়ে দেবে। সেইখানে তোমরা সব তৈরি করে গুছিয়ে রাখবে।'

নিঃসন্দেহ কোনো ভক্তের বাড়ি। যীশুই পূর্বাহ্নে সব যোগাযোগ করে রেখেছেন।

জন আর পিটার অগ্রসর হল। জল-নিতে-আসা লোকটির সন্ধান পেয়ে বাড়ি খুঁজে নিতে দেরি হল না। গৃহস্বামী উপরের ঘর দেখিয়ে দিল। বেশ সাজানো-গোছানো বড় ঘর। সুন্দর নিরিবিলি। এইখানে যীশু তাঁর শিষ্য-বন্ধুদের নিয়ে শেষ ভোজ খাবেন।

বৃহস্পতিবারের সন্ধে। এই যীশুর সশিষ্য শেষ ভোজ।

যীশু বুঝতে পেরেছেন তাঁর ফিরে যাবার সময় এসেছে। মানুষের পাপস্খালনের জন্যে কঠিন যন্ত্রণায় তাঁকে তাঁর দেহের পবিত্র রক্ত ঈশ্বরের পায়ে উৎসর্গ করতে হবে। তার আগে তাঁকে জানিয়ে যেতে হবে মানুষকে তিনি কত ভালোবাসেন।

ভোজের কক্ষে বারো জন শিষ্য নিয়ে বসলেন যীশু। শিষ্যরা কত তাঁর আপনার, কত তাদের তিনি ভালোবাসেন, তারই প্রমাণ এই শেষ ভোজ।

অথচ এই বারো-র মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক। তার পকেটে তিরিশটি রৌপ্য মুদ্রা।

যীশু শিষ্যদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আমার যন্ত্রণার মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। তার আগে এই একটি দিন তোমাদের সঙ্গে বসে নিস্তার-পর্বের উৎসবের ভোজ খাব এ আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হল।'

যীশু একবার যাকে ভালোবাসেন তাকে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসেন। আর সব-কিছুতে ছেদ-বিচ্ছেদ আছে, যীশুর ভালোবাসা একটানা।

আঙুরের রসে ভরতি একটি পাত্র তুলে ধরলেন যীশু। বললেন, 'এই বস তোমাদের মধ্যে ভাগ করে নাও।'

ভাগ করতে যেতেই যত দ্বন্দ্ব—কার বেশি, কার কম। কে বড় কে ছোট। কে আগে কে পরে। কে ডান পাশে বসবে, কে বা বাঁ-পাশে। কারাই বা দূরে-দূরে।

যীশুর শিষ্যদের মধ্যেও এই দ্বন্দ্ব দেখা দিল। কে প্রধান, কে অপ্রধান। কার চেয়ে কার মান বেশি। কে যীশুর প্রিয়, কে বা প্রিয়তর।

যীশু বললেন, 'তোমরা ঝগড়া কোরোনা। আমার রাজ্যে তোমাদের পার্থিব হিসেব চলে না। আমার রাজ্যে সেই সব চেয়ে উঁচু যে সব চেয়ে নম্র, সব চেয়ে সহিষ্ণু। যে সেবক সে-ই সেখানে রাজা। তোমরা কাকে বড় বলবে? যে খেতে বসেছে, না, যে তাকে পরিবেশন করছে? নিশ্চয়ই যে খেতে বসেছে তাকে। যে পরিবেশন করছে সে তো ভৃত্যমাত্র। কিন্তু আমার কাছে অন্য হিসেব। যে পরিবেশন করছে, সেবা করছে, সেই অগ্রগণ্য।'

তারপর দেখ—সেবা দেখ।

যীশু উঠে পড়লেন। উঠে জামা-কাপড় খুলে রেখে একখানি গামছা নিয়ে কোমরে জড়ালেন। তারপর একটি বড় পাত্রে জল ঢেলে নিচু হয়ে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিতে লাগলেন—যদিও শিষ্যদের মধ্যে একজন আছে

যে বিশ্বাসঘাতক ! শুধু ধুয়েই দিলেন না, কোমরে-জড়ানো গামছা দিয়ে সস্নেহে মুছে দিতে লাগলেন ।

'এ কী, আপনি পা ধুয়ে দিচ্ছেন ?' পিটার আপত্তি জানাল ।

'আমি কী যে করছি তা এখন বুঝবে না, পরে বুঝবে ।'

'দরকার নেই বুঝে ।' পিটার আর্তস্বরে বললে, 'আপনাকে আমার পা ছুঁতে দেব না ।'

'আমাকে যদি তোমার পা ছুঁতে না দাও, তা হলে বুঝব আমার সঙ্গে তুমি আর সম্পর্ক রাখতে চাও না ।'

'তা হলে শুধু আমার পা নয়, আমার মাথাও ধুয়ে দিন ।'

'যে স্নান করেছে তার আবার মাথা ধুতে হবে কেন ? তার পা-ই বরং ধোয়া চলে । পা ধোবার পরই তো তুমি সম্পূর্ণ নির্মল । তুমি—তোমরা নির্মল, এখনো নির্মল । কিন্তু সবাই—সবাই কি তাই ?'

সকলের পা ধুয়ে দিয়ে জামা-কাপড় পরে বসলেন যীশু । বললেন, 'এটা কী করলাম কিছু বুঝলে ? তোমরা আমাকে প্রভু বলো গুরুদেব বলো অথচ প্রভু ও গুরুদেব হয়েও তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম । আমাকে দেখে তোমরা শেখ । যাতে তোমরাও পরস্পরের পা ধুয়ে দিতে পারো ।'

কিসের অভিমান কিসের সম্ভ্রমমর্যাদা—একবার শুধু দেখ যীশু মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিচ্ছেন—যাদের মধ্যে একজন জুডাস, পকেটে ঝকঝকে তিরিশটি রুপোর টাকা । তবে সেবায় কার সঙ্কোচ হবে, কার কার্পণ্য !

'আমি তোমাদের সকলের জন্যে ভাবছি না, কিন্তু শাস্ত্রের এক বচন এখনো পূর্ণ হতে বাকি আছে ।'

'সে বচন কী ?'

'সে বচন এই—যে আমার সঙ্গে রুটি খাচ্ছে সেই আমাকে লাথি মারবে । একথা আগেভাগে বলে রাখছি এরি জন্যে যে পরে যখন ঘটনাটা ঘটবে তখন মিলিয়ে নিয়ে বুঝতে পারবে আমি আসলে কে । আমাকে বিশ্বাস করো । আমি যাকে পাঠাব তাকে যে আদর করে ডেকে নেবে সে

আমাকেই ডেকে নেবে। আর আমাকে ডেকে নেওয়ার অর্থ আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকেই ডেকে নেওয়া।'

'আরো শোনো'। যীশু দুঃখিত মুখে বললেন, 'তোমাদের মধ্যেই আমাকে একজন ধরিয়ে দেবে।'

সভাকক্ষ স্তম্ভিত হয়ে গেল। হতবাক শিষ্যরা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। এ কী নিদারুণ কথা! কে সে? কে সে বিশ্বাসঘাতক?

'প্রভু, আমি কি?' উতলা হয়ে একজন জিজ্ঞেস করলে।

'আমি কি?' 'আমি কি?' এমনি আরো অনেকেই প্রশ্ন করে উঠল।

'যে ষড়যন্ত্র করেছে সেই ভালো জানে।' বললেন যীশু।

'প্রভু, আমি কি?' আশ্চর্য, সাধুর মত মুখ করে জুডাসও জিজ্ঞেস করলে।

জুডাসের চোখে চোখ রাখলেন যীশু। বললেন, 'তা তুমিই জানো।'

আর-সকলে কিছু সন্দেহ করল না, কে কাকে সন্দেহ করবে, কিন্তু যীশুর কিছু অগোচর নেই। তবু তিনি স্পষ্ট করে জুডাসকে চিহ্নিত করলেন না। যদি স্পষ্ট করে ঘোষণা করতেন, জুডাসই সেই বিশ্বাসঘাতক, তাহলে জুডাসকে কেউ আস্ত রাখত না, ছিঁড়ে খেত। ঘোষণা করবারই বা কী দরকার! যীশু ইচ্ছে করলে নিজেই তো জুডাসকে নিরস্ত করতে পারতেন। কত পঙ্গুকে তিনি সুস্থ করেছেন, ইচ্ছে করলে জুডাসকে তিনি পারতেন না পঙ্গু করতে?

কিন্তু, না, ভগবান প্রহার করতে জানেন না, শুধু প্রার্থনা করতে জানেন। আমাদের প্রার্থনা ভগবান শোনেন না বলে আমরা অভিযোগ করি কিন্তু আমরাই কি ভগবানের প্রার্থনা শুনি? হ্যাঁ, ভগবানের প্রার্থনা। তিনি অহরহ আমাদের কাছে কত আবেদন করছেন, মিনতি করছেন, আমরা শুনেও শুনিনা, গ্রাহ্য করি না। তবুও তিনি আমাদের ধ্বংস করেন কই? আমরাই শুধু স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।

উনি কার কথা বলছেন? এক পাশ থেকে একজন যীশুর বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলে, 'প্রভু, সে কে?'

যীশু বললেন, 'থালায় ডুবিয়ে এই রুটির টুকরোটি যাকে দেব সে।'

আরেক পাশে ঘেঁসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ছিল জুডাস। রুটির টুকরো থালায় ডুবিয়ে যীশু জুডাসকে দিলেন। বললেন, 'যা করবার তাড়াতাড়ি করো।'

ব্যাপারটা যে কী হল সবাই ভালো বুঝে উঠতে পারল না। মনে করল জুডাসের কাছে টাকার থলে থাকে, প্রভু বুঝি তাকে বাজারে পাঠালেন। ভোজের জন্যে আরো কোনো জিনিসের বোধহয় প্রয়োজন আছে তাই তাকে বললেন কিনে আনতে। যেন পথে না দেরি করে। কিংবা হয়তো বললেন, অভুক্ত গরিবদের কিছু খেতে দিয়ে এস।

জুডাস চলে গেল। চলে গেল রাতের অন্ধকারে।

যীশুর থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে, জুডাসের তো এখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই তো শয়তানের বাসা।

জুডাস তো জেনে গেল প্রভু জেনেছেন। তাকে স্থান দিয়েছিলেন পাশটিতে, নইলে জনান্তিকে ত্বরা করার কথা বললেন কী করে? যা তোমার কাজ তা তাড়াতাড়ি সমাধা করো। অথচ, ধরা পড়ে গিয়েও সে ফিরল না। লজ্জায় মুখ ঢাকল না। পায়ের উপর পড়ল না শতখান হয়ে।

কী করে ফিরবে? তাকে যে তখন শয়তানে ধরেছে।

যীশু একটি রুটি নিয়ে আশীর্বাদ করে ভেঙে-ভেঙে শিষ্যদের দিতে লাগলেন। বললেন 'খেয়ে নাও, এই আমার দেহ। তোমাদের জন্যে এই দেহ আমি উৎসর্গ করব।' পরে একটি পরিপূর্ণ পাত্র ঈশ্বরের নামে তুলে ধরলেন। বললেন, 'তোমরা সকলে এই পাত্র থেকে আমার রক্ত পান করো—এ রক্তেই ভগবানের সঙ্গে মানুষের নতুন চুক্তির স্বাক্ষর হবে। এই রক্তেই মানুষ পবিত্র হবে, পাপমুক্ত হবে, ঈশ্বরায়িত হবে।'

আরো বললেন, 'এইবার মনুষ্য-পুত্র মহিমান্বিত হল। অর্থাৎ মনুষ্য-পুত্রে ঈশ্বর মহিমান্বিত হলেন। অর্থাৎ ঈশ্বরেরই মহিমা মনুষ্য-পুত্রে অভিব্যক্ত হল। শিগগিরই মনুষ্য-পুত্রের ঐশ্বরিক মহিমা দেখতে পাবে।'

সেই মহিমার চিহ্ন কী? সেই মহিমার চিহ্ন—ক্রুশ।

'বৎসগণ, তোমাদের সঙ্গে আমি আর বেশিক্ষণ নেই। আমি শিগগিরই চলে যাব। তোমরা আমাকে খুঁজে ফিরবে, কিন্তু আমার জায়গায় যেতে পারবে না। তোমাদের আমার একটি নতুন কথা বলবার আছে। সে

হচ্ছে, তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো। আমি যেমন তোমাদের ভালো-বেসেছি সেই ভাবে ভালোবাসো। তোমাদের পরস্পরের ভালোবাসা দেখে লোকে যেন বুঝতে পারে তোমরা আমার শিষ্য, আমারই অনুগত।'

পরে যীশু দুঃখাবহ ভবিষ্যদবাণী করলেন। বললেন, 'আজ রাত্রে আমার দরুন তোমাদের সকলের পদস্খলন হবে। শাস্ত্রবাক্য সত্য না হয়ে যায় না। শাস্ত্রে লেখা আছে আমি মেষপালককে আঘাত করব আর মেষগুলি চারদিকে ছত্রখান হয়ে পড়বে। ভয় নেই, পুনরুত্থানের পর আবার মিলব তোমাদের সঙ্গে—গ্যালিলিতে।'

ক্রুশের বাইরেও দেখতে পাচ্ছেন যীশু, দেখতে পাচ্ছেন পুনরুত্থান। যন্ত্রণাই শুধু নিশ্চিত নয়, বিজয়ও নিঃসংশয়।

পিটার জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু, আপনি সত্যি কোথায় যাচ্ছেন?'

'যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোমরা আমাকে অনুসরণ করতে পারবে না। পরে করবে। কিন্তু এখন নয়। এই দেখ শয়তান অনুমতি চাইছে যেন তোমাদের সে গমের মত চালতে পারে। কিন্তু ভয় নেই, আমি তোমার জন্যে প্রার্থনা করেছি যেন তোমার বিশ্বাস না সম্পূর্ণ শিথিল হয়। পরে তুমি যখন ফিরবে, তখন তোমার ভাইদের আরো শক্তিশালী করে তুলো।'

'কেন আপনাকে এক্ষুনি অনুসরণ করতে পারবনা?' পিটার প্রতিবাদ করে উঠল: 'আপনার জন্যে আমি জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যেখানে যাবেন আমি সেখানে যাব! সে জেলখানাই হোক, হোক বা গোরস্থান। আর সকলের পদস্খলন হোক, আমার হবে না।

পিটারের আত্মবিশ্বাস কি একটু বেশি নয়? এর মধ্যে কি স্পর্ধা ও আত্মশ্লাঘাই প্রকাশ পাচ্ছে না? এর মধ্যে নম্রতা কোথায়, শরণাগতি কোথায়, কোথায় বা 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক'-এর প্রার্থনা?

'কিন্তু বিশ্বাস করো', যীশু বললেন, 'আজ রাতেই দুবার মুরগি ডাকার আগেই তুমি আমাকে অস্বীকার করবে।'

পিটার আস্ফালন করে উঠল: 'আমি আপনাকে কখনো অস্বীকার করব না।'

'না, না, না।' বাকি সকলে সমস্বরে সমর্থন করলে।

যীশু বললেন, 'তোমাদের মন যেন দুঃখে ভেঙে না পড়ে। তোমরা যেমন

ঈশ্বরে বিশ্বাসী তেমনি আমাতেও বিশ্বাসী হও। আমার পিতার বাড়িতে আমার অনেক থাকবার জায়গা আছে। যদি তাই না থাকত, আমি কি তোমাদের বলতাম, তোমাদের জন্যে জায়গার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি? আমি যাচ্ছি বটে কিন্তু জেনো আমি আবার ফিরে আসব। তখন তোমাদের আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। যেখানে আমার জায়গা সেখানে তোমাদেরও স্থান হবে।'

কত বড় আশ্বাসের কথা, তিনি ফিরে আসবেন। কত বড় আশ্বাসের কথা, আমাদেরও স্থান হবে। আর সে স্থান যীশুরই উপস্থিতি দিয়ে আলো-করা। যেখানে তিনি সেখানেই আমরা। যেখানে আমরা তিনিও সেই-খানেই। স্বর্গের মধ্যেই পৃথিবী, পৃথিবীর মধ্যেই স্বর্গ। আর আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বর্গ আর পৃথিবী একাকার।

টমাস বললে, 'কোথায় যাচ্ছেন তা আমরা জানি না। সেখানে যাবার পথই বা কী তাও আমাদের অজানা।'

যীশু বললেন, 'আমিই সেই পথ, আমিই সেই পরম গন্তব্য। সত্যও আমি, জীবনও আমি। শুধু আমাকে ধরেই যেতে পারবে পিতার কাছে।'

'পিতাকে আমাদের দেখান।' ফিলিপ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'আমাকে যে দেখেছে সে আমার পিতাকেই দেখেছে।' বললেন যীশু, 'আমি আমার পিতার মধ্যে, আমার পিতাও আমার মধ্যে। আমার কথা বিশ্বাস করো—কথায় না হয়, আমার কাজ দেখে বিশ্বাস করো। শুধু চোখ মেলে দেখ। কান পেতে শোনো। আর প্রাণ ঢেলে বিশ্বাস করো।'

কত সহজ! দেখা, শোনা আর নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা।

'তারপর প্রার্থনা করো।' বললেন যীশু, 'আমার নামে পিতার কাছে যা প্রার্থনা করবে আমি তা পূরণ করব যাতে পুত্রের মধ্যে পিতা মহিমান্বিত হতে পারেন। সোজাসুজি যদি আমাকেই ডাকো আমিই চলে আসব তোমার কাছে। বলো কী চাই, কী করতে হবে।

আমাকে যদি সত্যিই ভালোবাসো তবে আমার কথামত কাজ কোরো। সত্যস্বরূপ পবিত্র আত্মাকে তোমাদের কাজের সহায়করূপে তোমাদের পাশেই দেখতে পাবে। সংসার তাকে না চিনুক, তোমাদের চিনতে ভুল হবে না। শুধু পাশে নয়, তাকে দেখতে পাবে হৃদয়ের মধ্যে। তোমাদের হৃদয়ের

মধ্যে যে ভালোবাসা। যে আমাকে ভালোবাসে তার কাছে আমি প্রকাশিত।'

'আপনি শুধু আমাদের কাছেই প্রকাশিত হবেন, জগতের সামনে হবেন না?' আরেক শিষ্য প্রশ্ন করল।

'বলেছি তো যে আমাকে ভালোবাসবে, আমার উপদেশ মত কাজ করবে, সেই আমাকে দেখবে, উপলব্ধি করবে। ভয় নেই, আমি তোমাদের সুদৃঢ় শান্তি দিয়ে যাচ্ছি। উদ্বিগ্ন হয়ো না, বিচলিত হয়ো না—আমি যে আমার পিতার কাছে চলে যাচ্ছি সে তো আনন্দের কথা, তোমরাও আনন্দিত হও। চলে গেলেও তোমাদের ফেলে যাব না। তোমাদের কাছে আবার ফিরে আসব।

আর বেশি কথা বলার সময় নেই। রাজা আসছে—মাটির রাজা। তার সঙ্গে এবার মোকাবিলা হবে। তখন জগৎ বুঝবে আমি আমার পিতাকে কত ভালোবাসি, কত তাঁর কথা শুনি। আর রাজার যত ক্ষমতা থাক, আমার কাছে সে পরাভূত। ওঠো, চলো, আমরা এগোই।'

যীশু আকাশের দিকে চোখ তুললেন। বললেন, 'পিতা, এবার তুমি তোমার পুত্রের মহিমা প্রকাশ করো। পুত্রও যেন তোমার মহিমা প্রকাশ করে। আমার হাতে যে নশ্বর মানুষের ভার দিয়েছ তাদের যাতে অনন্ত জীবনের অধিকারী করতে পারি, দিয়েছ আমাকে সেই অধিকার। যীশুর প্রেরয়িতা তুমিই একমাত্র ঈশ্বর। তোমাকে ও যীশুকে জানাই অনন্ত জীবন।

সময় প্রত্যাসন্ন। দেখ, আমাকে যে কাজ দিয়েছিলে তা আমি সম্পূর্ণ করেছি। জীবন দিয়ে তোমার মহিমাই প্রতিষ্ঠিত করেছি পৃথিবীতে। এবার মৃত্যু দিয়ে তোমার মহিমাকে অক্ষয় করে রাখব।'

জীবনের মহিমাই মৃত্যু। মৃত্যুই পরমপ্রকাশ। কী করে মরলে কী ভাবে মরলে কী বলে মরলে। ক্রুশের দিকে তাকিয়ে দেখ। ক্রুশই জীবনের পরমমহিমা। ক্রুশই মৃত্যুহীন অনন্ত জীবনের পতাকা।

ক্রুশই মানুষকে চিনিয়েছে। ডেকেছে, টেনেছে, পথ দেখিয়েছে। নিয়ে গিয়েছে ঈশ্বরসামীপ্যে। যদি ক্রুশ না থাকত, তা হলে কী থাকত!

যীশু এবার তাঁর শিষ্যদের লক্ষ্য করে প্রার্থনা করলেন : 'যাদের বাছাই করে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিলে তাদের আমি তোমার বাণী শুনিয়েছি। তারা বুঝেছে, বিশ্বাস করেছে যে তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ, আমার কথা অর্থ তোমারই কথা, আমার দান অর্থ তোমারই করুণা। আমি আমার শিষ্যদের জন্যে প্রার্থনা করছি, আমার শিষ্য, কিন্তু তোমার নির্বাচিত। আমি যেমন তোমার, ওরাও তোমারই। আমি যেমন সংসারের নই, ওরাও তেমনি সংসারের নয়, তাই সংসার ওদের শুধু ঘৃণাই করল, ভালোবাসল না।

আমি আর এখানে থাকব না, তোমার কাছে চলে যাব। যতদিন আমি ছিলাম আমি ওদের রক্ষা করেছি, তোমার নামে বিশ্বাসী রেখেছি। ওদের মধ্যে একজন ছাড়া কেউ নষ্ট হয়নি। আমি যখন থাকব না তখন তুমি ছাড়া কে ওদের দেখবে, কে রক্ষা করবে? তুমি ওদের সংসারের মধ্যে থেকে সরিয়ে নেবে আমি এ প্রার্থনা করি না, শুধু তুমি ওদের পাপের থেকে রক্ষা কোরো। তুমি যেমন আমাকে সংসারে পাঠিয়েছ, আমিও তেমনি ওদের সংসারে পাঠিয়েছি। আমার যা কিছু আছে সব তোমার, তোমার যা কিছু আছে সব আমার। আমি আর তুমি যেমন এক, ওরাও যেন তেমনি এক হয়। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমার আনন্দেই যেন ওরা অনুপ্রাণিত থাকে। তোমার বাণীই একমাত্র সত্য, এই সত্যের আলোকে তুমি ওদের উজ্জ্বল করো, পবিত্র রাখো।'

যীশু আর ঈশ্বর এক। আমার যা কিছু আছে সব তোমার—এ কথা অনেকেই বলতে পাবে, কিন্তু তোমার যা কিছু আছে সব আমার—যীশুর মত কে আর কবে বলতে পেরেছে? ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি সমস্ত করুণা সমস্ত গৌরব যীশুর। যীশু আর ঈশ্বর একীভূত।

কারা যীশুর শিষ্য? এগারোজন সাধারণ সামান্য লোক। কিন্তু সামান্যের মধ্যেই অসামান্যের আবির্ভাব। যীশুর যে মানুষে বিশ্বাস, মহত্ত্বে বিশ্বাস, দৈবে বিশ্বাস। সুতরাং অন্তহীন ভবিষ্যতে বিশ্বাস। এই এগারোজন নিরীহ শিষ্যই আমার যথেষ্ট, দেখ এদের দিয়েই কেমন করে মর্ত্যকে স্বর্গ করে তুলি। সংসারের রূপান্তর ঘটাই।

শিষ্যদের যীশু কী দিচ্ছেন? দিচ্ছেন আনন্দ, অবিচ্ছিন্ন আনন্দ। আর দিচ্ছেন সংসারপ্রাতিকূল্য। তারা সংসারের হয়েও সংসারের নয়, তাদের মূল্যবোধ সাংসারিক মানদণ্ডের বাইরে। সংসার এ জন্যে তাদের ঘৃণা করবে, শত্রুতা করবে, তবু তারা বিচলিত হবে না, নিরাশ হবে না। তারা যুদ্ধ করবে, তারা জয়ী হবে। যুদ্ধ করাই জয়ী হওয়া। শুধু জয়েই আনন্দ নয়, যুদ্ধেও আনন্দ। চিরন্তন আনন্দই যীশু।

'আমি শুধু ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের জন্যেই প্রার্থনা করছি না, আমি দূরকালের দূরদেশের ভবিষ্যৎ ভক্তদের জন্যেও প্রার্থনা করছি। যারা আমাকে বিশ্বাস করবে তাদের জন্যেই আমার প্রার্থনা। তারা সকলে যেন এক হয়। তুমি যেমন আমার মধ্যে অবস্থান করছ আর আমি যেমন তোমার মধ্যে, তেমনি

তারা যেন আমাদের মধ্যে এসে এক হয়। তারা যেন বোঝে আমাকে যেমন তুমি ভালোবাসো, তাদের প্রতিও তেমনিই তোমার ভালোবাসা। তারাও যেন এমনি করেই ভালোবাসে—শুধু তোমাকে নয়, আমাকে নয়, পরস্পরকে।'

যীশু শিষ্যদের নিয়ে এগোলেন। কেদরন ঝরনা পার হয়ে পাহাড়ের গায়ে গেথসিমেনের বাগানে এসে পৌঁছুলেন।

'তোমরা এখানে বসো।' শিষ্যদের বললেন যীশু, 'আমি গিয়ে নির্জনে প্রার্থনা করে আসি।'

যীশুর সঙ্গে চলল পিটার আর জন আর জ্যাকব। যীশু বললেন, 'আমি এক গভীর যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছি। সে যন্ত্রণা প্রায় মৃত্যুর মত। তোমরা এখানে থাকো, ঘুমিয়ে পড়ো না।'

যীশু এবার একা চললেন। একেবারে একা। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন: 'পিতা, তোমার পক্ষে সমস্ত সম্ভব। যদি ইচ্ছে করো এই বিষের পাত্র আমার মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নাও। আসন্ন সঙ্কটের লগ্ন পার করে দাও। তাই বলে, আমার কথা নয়, তোমার ইচ্ছারই পরিপূর্ণ জয় হোক। তোমার ইচ্ছায় বিষ অমৃত হয়ে উঠুক, সঙ্কটই হয়ে উঠুক জগৎজোড়া উৎসবের ভূমিকা।'

মরতে কে চায়? যীশুও চাননি। বিষের পাত্র সরিয়ে নাও, সঙ্কট থেকে ত্রাণ করো। এই প্রার্থনায়ই তো সেই উচ্চারণ। কিন্তু সেইটাই শেষ কথা নয়। শেষ কথা, তোমার ইচ্ছাই চরিতার্থ হোক। তুমি যদি চাও আমি যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দেব। আমি পালিয়ে যাব না। দুর্বহ ক্রুশ তুলে নেব কাঁধে।

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এ নিরাশের ক্রন্দন নয়, নয় ভীরুর বশ্যতা। এ বীরের ঘোষণা, ভক্তের শরণাগতি। ঈশ্বর হয়ে ঈশ্বরকে সম্ভাষণ।

মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলেন যীশু। তাঁর স্বেদবিন্দু রক্তের ফোঁটার মত মাটিতে ঝরে পড়ল।

ফিরে এসে দেখলেন শিষ্যরা ঘুমিয়ে পড়েছে। পিটারকে বললেন, 'এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে? আমার সঙ্গে এক ঘণ্টা রাতও জেগে থাকতে

পারলে না ? জেগে থাকো, সতর্ক হয়ে জেগে থাকো, প্রলোভন এসে না গ্রাস করে। মন ইচ্ছুক কিন্তু শরীরই দুর্বল।'

মন উদ্যত শরীরই অসমর্থ। মন সম্মত শরীরই উদাসীন।

যীশু আবার নির্জনে গেলেন দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করতে।

শিষ্যরা ঘুমিয়ে পড়েছে। যীশু নিঃসঙ্গ। যীশু নিদ্রাহীন। তোমার আত্মার নির্জনে তুমি একা-একা লড়ো, একলাই জেগে থাকো। একাকী হয়েই প্রার্থনা করো। 'পিতা, আমার জীবনে তোমার ইচ্ছাই প্রস্ফুটিত হোক।' তুমি যখন আমার পিতা, তখন তোমাকে আত্মসমর্পণের অর্থ তোমাতেই আশ্রয় নেওয়া। তখন আর ভয় কী, দ্বিধা কিসের !

দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করে এসেও দেখলেন শিষ্যরা ঘুমিয়ে আছে। যদি বা কেউ জাগল, চোখের পাতা মেলে রাখতে পারল না, ঘুমের ভারে ঢুলে পড়ল। যীশু তৃতীয়বার প্রার্থনা করলেন। সেই একই প্রার্থনা, একই স্বীকারোক্তি। তুমি আমার পিতা আর আমি তোমার ইচ্ছারই প্রতিচ্ছবি।

'এবার ঘুমোও, বিশ্রাম নাও।' ফের ফিরে এসে যীশু বললেন শিষ্যদের, 'আর দেরি নেই। পাপীদের হাতে মনুষ্য-পুত্রকে এবার ধরিয়ে দেওয়া হবে। যে বিশ্বাসঘাতক ধরিয়ে দেবে সে এসে পড়েছে। ওঠো চলো এগোই।'

এখন আর প্রার্থনা নয়, নির্জনে যাওয়া নয়, এখন অত্যাচারীর সম্মুখীন হওয়া। ঈশ্বরের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তবের সামনাসামনি দু পায়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ানো।

গেথসিমেনের বাগানে যীশু শিষ্যদের নিয়ে আছেন এ খবর জুডাসের জানা ছিল। আগে-আগে সেও যীশুর একজন হয়ে ওখানে বেড়িয়ে গেছে। পথ-ঘাট অন্ধিসন্ধি সব তার নখদর্পণে।

ফ্যারিসিরা জুডাসের সঙ্গে অনেক সৈন্য-সামন্ত দিয়ে দিয়েছে, অনেক মশাল, অনেক অস্ত্রশস্ত্র। যীশু যেন পালিয়ে যেতে না পারে। যেন ঠিক-ঠিক তাকে ধরে আনা হয়। শাসক-যাজকের ঘুষের টাকাটা যেন জলে না যায়।

'কোন ব্যক্তি যীশু চিনব কী করে?' প্রহরী-শাস্ত্রীরা জুডাসকে জিজ্ঞেস করল। '

জুডাস বললে, 'যাকে গিয়ে আমি চুম্বন করব সেই যীশু।'

চুম্বন অভিনন্দনের প্রতীক। অভিনন্দন বিশ্বাসঘাতকতার আবরণ।

'গুরুদেব, প্রণাম।' অনুরাগের উচ্ছ্বাসে জুডাস এসে যীশুকে চুম্বন করল।

যীশু বললেন, 'চুম্বন তোমার বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য? আপনজনকে, মনুষ্য-পুত্রকে ছল করে ধরিয়ে দিলে?'

জুডাসের পিছনে ফ্যারিসিদের লোক—সশস্ত্র জনতা, মারমুখো। যীশু বেরিয়ে এলেন, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কাকে খুঁজছ?'

'আমরা নাজারেথের যীশুকে খুঁজছি?' ইহুদিরা চেঁচিয়ে উঠল।

'আমিই সেই নাজারেথের যীশু। ধরতে চাও তো আমাকে ধরো।' যীশু বললেন দৃপ্ত কণ্ঠে, 'আর এদের, আমার অনুগামী শিষ্যদের ছেড়ে দাও।'

প্রহরীরা যীশুকে ধরে শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

অতটা পিটারের সহ্য হল না। সে তলোয়ার বের করে প্রধান যাজকের চাকর মালখাসের কানে আঘাত করে বসল।

যীশু তিরস্কার করে উঠলেন: 'ও কি! তলোয়ার কেন? তলোয়ার খাপের মধ্যে ভরে রাখো। তলোয়ার যারা ধরবে তারা তলোয়ারেই মরবে।'

মালখাসের কানের উপর হাত রাখলেন যীশু। তার ব্যথা সারিয়ে দিলেন।

পিটারকে লক্ষ্য করে আবার বললেন, 'আমি কি বাধা দিতে সমর্থ নই? আমি কি নিঃসহায়? আমি যদি আমার পিতাকে ডাকি, তিনি এই মুহূর্তে দশ-বিশ বাহিনী স্বর্গ-দূত পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি আঘাতের বদলে আঘাত করতে আসিনি। আমি শাস্ত্রবাক্য পূর্ণ করতে এসেছি। পিতা আমার জন্যে যে দুঃখের পাত্র সাজিয়ে রেখেছেন সে পাত্র থেকে কি আমাকে পান করতে দেবেনা? বারণ করবে?'

জনতার মধ্যে অনেক প্রবীণ-প্রধান ব্যক্তি, মন্দিরের অনেক কর্মচারী। তাদের সম্বোধন করে যীশু বললেন, 'এত লাঠি-সোটা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে এসেছেন

কেন? আমি কি ডাকাত? মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসে দিনের পর দিন কত উপদেশ দিয়েছি, কত দেখেছেন আমাকে। আমার সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, নেই কোনো রণসম্ভার। তবু আমাকে ধরবার জন্যে এত সশস্ত্র আয়োজন কেন?'

আয়োজন—কেননা যীশুকে না মানলেও ভয় করে ইহুদিরা। এমনিতে নিরীহ, কিন্তু কখন কী অসাধ্যসাধন করে বসে তার ঠিক নেই। তাই বিস্তৃত ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। রাখতে হয়েছে অস্ত্রের প্রতিষেধ।

হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে যীশু অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন। মারমুখো জনতার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে যেতে পারতেন পায়ে হেঁটে। অক্ষত দেহে।

কিন্তু তা হলে বেদনার পেয়ালায় চুমুক দেবে কে?

সর্বোপরি ঈশ্বরের আনুগত্য। ঈশ্বর-ইচ্ছার পরিপূর্তি। 'ঈশ্বর আমার জন্যে যে পাত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তোমরা কি চাও না সে পাত্র থেকে আমি পান করি?'

প্রহরীরা এবার যীশুর হাত বেঁধে ফেলল। চলো মহাযাজকের দরবারে।

সময় বুঝে শিষ্যরা যীশুকে ত্যাগ করল, যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। কাউকে ধরা গেল না।

একটি যুবক যাচ্ছিল যীশুর পিছু পিছু, খালি গায়ে শুধু একটি চাদর জড়িয়ে। অনুমান করা যাচ্ছে, সে মার্ক। কী সন্দেহ করে প্রহরীরা তাকে ধরে ফেলল। দেখল শুধু গায়ের চাদরটাই তারা ধরতে পেরেছে, যুবক পালিয়ে গিয়েছে অন্ধকারে, নগ্নগাত্রে।

মহাযাজক কাইয়াফার শ্বশুর আন্নার কাছে প্রথমে আনা হল যীশুকে। জেরুজালেমের সিংহাসনের পিছনে যে শক্তি তার প্রতিভূ আন্না। যীশু সেই প্রতিপত্তি হ্রাস করতে চাইছে, সুতরাং তাকে বন্দী দেখার আনন্দ আন্না ছাড়ে কেন? বদ্ধ অবস্থায় আগে আমার কাছে নিয়ে এস সেই বিপ্লবীকে, তার বিড়ম্বনাটা উপভোগ করি।

বদ্ধ অবস্থায়ই আবার যীশুকে কাইয়াফার কাছে পাঠানো হল। এই মহাযাজক কাইয়াফাই একদিন ইহুদিদের পরামর্শ দিয়েছিল। সমগ্র জাতির মঙ্গলের জন্যে যদি এক ব্যক্তি মারা যায় সেইটেই অভিপ্রেত।

মহাযাজকের বিচার-সভায় শাস্ত্রী-পুরোহিতেরা সমবেত হয়েছে। সেখানে এসে দাঁড়ালেন যীশু।

দেখ আরো কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ারে। সমস্ত পথ দূরে-দূরে থেকে সে যীশুকে অনুসরণ করেছে। কিছুতেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারেনি। যদি পারি তো শেষ পর্যন্ত দেখি প্রভুর কী হয়, যদি পারি তো শুধু মনের অনুভব দিয়ে তাঁর ক্লেশের লাঘব করি।

যে এসেছে সে পিটার—সেই শিষ্য পিটার। পালিয়েও যে পালাতে পারেনি। আশ্চর্য সাহসে চলে এসেছে চুপিচুপি। প্রাণের টানই জুগিয়েছে এই সাহস, এই সামর্থ্য। মহাযাজকের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন এক যীশু-ভক্তের থেকে আশ্বাস পেয়েই পিটারের এই চলে আসা। এই যীশু-ভক্ত কে? কেউ বলে নিকোদিমাস, কেউ বলে, স্বয়ং শিষ্য জন।

যীশু-ভক্ত সভাকক্ষে ঢুকে গেল, পিটার রইল বাইরে দাঁড়িয়ে। দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে। যীশু-ভক্ত দারোয়ানকে বলে পিটারকে ভিতরে নিয়ে নিল। কাঠকয়লার আগুন করে চারদিকে দাঁড়িয়ে কর্মচারী ও চাকরেরা আগুন পোয়াচ্ছে, তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল পিটার।

এ কে এক নতুন লোক আগুন পোয়াচ্ছে, মহাযাজকের এক পরিচারিকার কৌতূহল হল। বুঝি চিনতে পেরেছে পিটারকে। সে এগিয়ে এসে শুধোল, 'নাজারেথের যীশুর সঙ্গে তুমিও তো ছিলে। কী, ছিলে না?'

'না, না, আমি ছিলাম কোথায়?' কে জানে কেন, পিটার অস্বীকার করে বসল। তার সাহসের আগুন নিবে গেল সহসা। ভালোবাসার উত্তাপও ম্লান হয়ে এল। বললে, 'এসব ব্যাপার আমি কিছুই জানি না।'

ভয়ের শীত তখন জমাট বেঁধেছে। পিটার আবার কক্ষের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। শুনতে পেল কোথায় একটা মোরগ ডাকছে।

এবার মহাযাজকের সামনে সুরু হল প্রাথমিক তদন্ত। তারপর প্রকাশ্য বিচার হবে, রোম্যান আদালতে, গভর্নর পাইলেটের সামনে।

কে-কে তোমার শিষ্য? জিজ্ঞেস করল কাইয়াফা।

যীশু নীরব রইলেন। বারোজন আমার শিষ্য। তার মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দিল। রাত্রে এমন সময় আমাকে ধরতে এল যখন সমস্ত

শহর-গ্রাম ঘুমিয়ে রয়েছে, আমার ভক্তের দল শ্রোতার দল, যারা আমার পিছনে দাঁড়াতে পারত, কেউ জানতেও পেল না। শিষ্যদের বললাম জেগে থাকতে, পাহারা দিতে, তারা ঘুমে ঢুলতে লাগল। বারোজনের সেই একজন আমাকে প্রভু বলে অভিনন্দন করলে, চুম্বন করে চিনিয়ে দিল প্রহরীকে। বললে, ধরো, বেঁধে ফেল। যেন না বাঁধলে আমি পালিয়ে যেতাম। বাকি শিষ্যেরা যে যার পথ দেখল। তবু তারই মধ্যে একজন প্রতিবাদে প্রখর হয়ে উঠেছিল, তারপর গোপন পায়ে আমার পিছে-পিছে চলে এসেছিল এত দূর, কিন্তু এখন দেখ সেও আমাকে অস্বীকার করছে।'

'কী উপদেশ দিয়েছ এতদিন ?'

'যা বলেছি, সকলকে বলেছি, প্রকাশ্যে বলেছি। যে জায়গায় ইহুদিরা সমবেত হয় সেই সমাজগৃহে, মন্দিরে বসে বলেছি। কী বলেছি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ?' যীশু বললেন দৃপ্তকণ্ঠে, 'যারা শুনেছে তাদের ডাকুন। কী বলেছি তারাই ভালো বলতে পারবে।'

'মহাযাজকের সঙ্গে এই কি আসামীর কথা বলার ধরন ? কাছেই ছিল এক সরকারী কর্মচারী, সে যীশুকে এক চড় মেরে বসল।

যীশু ব্যস্ত হলেন না। বললেন, 'আমার কথায় অন্যায়টা কোন খানে ? আমাকে দেখিয়ে দিন। আর যদি কোথাও অন্যায় না থাকে, আমাকে মারছেন কেন ?'

পরিচারিকা পিটারকে দেখিয়ে আরেকবার বলে উঠল ঃ 'ঐ লোকটা নাজারাথের যীশুর সঙ্গে ছিল, আমি দেখেছি।'

পিটার আবার অস্বীকার করল। শপথ করে বললে, 'যীশু বলে কাউকে আমি চিনি না।'

'না, তুমি চেন।' আশপাশের লোক পিটারকে ছেঁকে ধরল ঃ 'তোমার কথার টানেই বোঝা যাচ্ছে তোমার দেশ গ্যালিলি, নির্ঘাত তুমি যীশুর দলের লোক।'

'তোমাকে দেখেছি বাগানে। কী, দেখিনি ?' মালখাস যার কান কাটা গিয়েছিল তার এক আত্মীয় বলে উঠল।

পিটার অভিশাপ দিয়ে শপথ করল ঃ 'যার কথা বলছ যাকে ধরে এনেছ, তাকে আমি একেবারেই চিনি না।'

দ্বিতীয়বার মোরগ ডাকল।

যীশুর চোখ পড়ল পিটারের চোখে। বুকের মধ্যে জ্বালা করে উঠল, মনে পড়ল প্রভুর সেই ভবিষ্যদবাণী ঃ দুবার মোরগ ডাকার আগেই আমাকে তুমি তিনবার অস্বীকার করবে। পিটার বাইরে বেরিয়ে গেল আর কাঁদতে লাগল অঝোরে।

কত শৈথিল্য, কত দৌর্বল্য, কত অপূর্ণতা। নিঃশঙ্ক হবার স্বচ্ছতার মধ্যে থেকেও সর্বক্ষণ ভয়ে কুঁকড়ে আছি। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মিথ্যার কেনাবেচা করছি। তোমাকে জাজ্বল্যমান দেখেও কই তোমাকে ভালোবাসতে পারলাম, তোমার জন্যে কই পারলাম জীবন উৎসর্জন করতে? আমার আর সব যাক, শুধু চোখের জল যেন অক্ষয় হয়ে থাকে, অনন্ত হয়ে থাকে। দেখি চোখের জলেই আমি পরিশুদ্ধ হই কিনা, পাই কিনা তুমি-ময় হবার পরিতৃপ্তি।

'তোমার বিরুদ্ধে নানাজনের নানা অভিযোগ আছে, কী তোমার বক্তব্য?' কাইয়াফা গর্জে উঠল।

কার কী অভিযোগ তার যীশু কী জানেন? যীশু কথা বললেন না।

মহাযাজক ও তার পরামর্শদাতাদের ইচ্ছা যীশু তার নিজের বক্তব্য নিজেই বিবৃত করুক। এমনিতে পরিষ্কার সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, আর যা বা পাওয়া যাচ্ছে, পরস্পরবিরোধী। তার উপর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না। বরং যীশুকে দিয়ে যদি কিছু বলানো যায় তা হলে সেই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই দণ্ডটা চরম হয়ে উঠতে পারে। তা হলে আর সাক্ষীসাবুদের ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় না।

'আমরা ওকে বলতে শুনেছি মানুষের হাতের তৈরি এই মন্দির আমি ভেঙে ফেলব।' একজন উঠে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল ঃ 'তারপর, আরো বলেছে, তিন দিনের মধ্যে গড়ে তুলব নতুন এক মন্দির যা মানুষের তৈরি নয়।'

'কী, বলেছ এমন কথা?' কাইয়াফা আবার গর্জে উঠল।

যীশু যেমন নীরব তেমনি নীরব।

মহাযাজক ক্রোধে অধীর হয়ে উঠল, বললে, 'আমি জীবন্ত ঈশ্বরের দোহাই দিচ্ছি তুমি সত্যি করে বলো তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীস্ট?'

যীশু মুখ খুললেন। স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই ঈশ্বরপুত্র খ্রীস্ট।

আপনাদের বলে রাখছি আপনারা মনুষ্য-পুত্রকে আবার দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পাশে বসে সে আকাশপথে মেঘের রথে করে নেমে আসছে।'

'শুনুন আপনারা।' মহাযাজক কাইয়াফা ক্রোধে নিজের গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলে সমবেত সদস্যদের উদ্দেশ করে বললে, 'এই লোকটা ঈশ্বর সম্পর্কে অপভাষ প্রচার করছে। আমাদের আর সাক্ষীর প্রয়োজন কী? বলুন এই জঘন্য ঈশ্বরনিন্দার শাস্তি কী হতে পারে?'

কোনো দ্বিমত হল না। সকলে একবাক্যে বললে, 'মৃত্যু।'

যীশু নিরুত্তর, নির্বিকার। বিকল্পশূন্য।

এটা হল প্রাথমিক তদন্তের সিদ্ধান্ত। এর সমর্থন পেতে বিষয়টা যাবে এবার রোমান শাসক পাইলেটের আদালতে। পাইলেট যদি সিদ্ধান্তে সম্মত না হয় তা হলে যীশু খালাস হয়ে যেতে পারে। আর যদি সম্মত হয় তা হলে যীশুর মৃত্যু অনিবার্য।

মহাযাজকের সিদ্ধান্ত খণ্ডে যাবে এ সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

কাল শুক্রবার ভোরে পাইলেটের আদালতে যীশুকে হাজির করানো হবে। আজ রাত্রে মহাযাজকসভার কোনো অন্ধকার কক্ষে সে অপেক্ষা করুক।

সুরু হল ইতিহাসের ঘৃণ্যতম লাঞ্ছনা। রক্ষী প্রহরীরা যীশুকে বিদ্রূপ করতে লাগল। শুধু বাক্যযন্ত্রণা নয়, দিতে লাগল দেহযন্ত্রণা। কেউ-কেউ যীশুর গায়ে থুতু ছিটোল। ক'জন তাঁর চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধল আঁট করে, তারপরে গালে শক্ত এক চড় মেরে একজন জিজ্ঞেস করল, 'বলো তো কে মারল? খুব তো দৈববাণী করো, এবার তোমার বাণী শোনাও—যে মারল তার নাম কী?'

এমনি ভাবে কাটবে বাকি রাত। তারপরে ভোর হবে।

যীশুর প্রাণদণ্ড হয়েছে এ খবরে সব চেয়ে বেশি বিচলিত হল জুডাস। পরদিন সকালে যখন সে দেখল পাইলেটের আদালতে যীশুকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন বিবেকদংশনে সে প্রায় পাগল হয়ে গেল। সে কখনো ভাবেনি যীশু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। যীশুর মৃত্যু হতে পারে এ তার ধারণার অতীত।

আশ্চর্য, কেউ তাঁকে রক্ষা করবার নেই ? জনতা কোথায় ? কোথায় তাঁর বিভূতিশক্তি ?

এই মর্মন্তুদ ঘটনার মূল কারণ আমি। আমার হীনতা, আমার বিশ্বাসঘাতকতা। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে জুডাস মন্দিরে ছুটে গেল, প্রধান পুরোহিতদের বললে, 'একটি নিষ্পাপ লোককে ধরিয়ে দেবার জন্যে আপনারা যে ত্রিশটি মুদ্রা দিয়েছিলেন তা ফেরত নিন। এ পাপ আমি আর বইতে পারছি না।'

'বইতে পারছ না, তা আমরা কী করব ?' পুরোহিতেরা মুখ ফেরাল : 'তোমার পাপ, তুমি বোঝ গে।'

মুদ্রাগুলি মন্দিরের মেঝের উপর ছুঁড়ে মারল জুডাস। যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল ঝড়ের মত।

ছড়ানো মুদ্রাগুলি কুড়িয়ে নিল পুরোহিতেরা। পরামর্শ করে স্থির করল এ টাকা মন্দিরের অর্থভাণ্ডারে রাখা যাবে না, কেননা এ রক্তের টাকা।

এ টাকা দিয়ে জমি কেনা হল, চলতি নাম, 'কুমোরের মাঠ।' এ জমিতে বিদেশীদের কবর দেওয়া হবে। এখন মাঠের নাম বদলে গেল—হল 'রক্তের মাঠ।'

সেই মাঠের দিকেই ছুটল জুডাস। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল।

আত্মহত্যাও পাপ। সে-পাপ না করে জুডাস কী করতে পারত ? পুরোহিতদের অনুগ্রহে দিব্যি একজন কেওকেটা হতে পারত। ত্রিশ টাকা সুদে খাটিয়ে হতে পারত বড়লোক। ধন আর প্রতিপত্তির জন্যেই তো সংসার করা। ঘুষের দৌলতে সমৃদ্ধি আর মুরুব্বির দৌলতে রাষ্ট্রপ্রাধান্য এ তো জুডাসের হাতের পাঁচ ছিল। জুডাস একেবারে সমস্ত তাস—তাসের সমস্ত ফোঁটা—ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করলে।

এমন আত্মহত্যাও হয়তো আছে যা ঠিক পাপ নয়, যাকে ঈশ্বর ক্ষমা করেন।

পাপীরাও তো ঈশ্বরের বুকের কাছে গিয়ে কথা কয়, বুকের কাছে গিয়ে কথা শোনে।

পরদিন সকাল বেলা রোমান গভর্নর পাইলেটের বিচারালয়ে যীশুকে নিয়ে আসা হল।

সে যুগে রোমান আদালতে কোনো সরকারী উকিল বা পাবলিক প্রসিকিউটর ছিল না, নাগরিকদের অভিযোগের ভিত্তিতেই যত বিচার-বিবেচনা।

'এই আসামীর বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কী ?' জিজ্ঞেস করলে পাইলেট।

'ও যদি অপরাধী না হত তা হলে ওকে আপনার কাছে আনলাম কেন ?'

কী অদ্ভুত উত্তর ! অভিযোগের বর্ণনা নেই অথচ অপরাধী, আর সেই অপরাধের বিচার !

কঠোর দণ্ডধর যে পাইলেট, সেও বিরক্ত হল। বললে, 'এ আদালতে বিচার করতে হলে নির্দিষ্ট অভিযোগ চাই। আসামী যদি তোমাদের সামাজিক বিধি-নিষেধ কিছু লঙ্ঘন করে থাকে তবে তোমরা তোমাদের আইনমত ওর বিচার করো।'

ইহুদিরা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাদের যে প্রাণদণ্ড দেবার অধিকার নেই।'

তাহলে ওরা যীশুকে প্রাণদণ্ড দেবে বলেই আগে থেকে সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু প্রাণদণ্ডের হুকুম জারি করবার ক্ষমতা আছে শুধু রাজা হেরডের নয়তো তার প্রতিনিধি রোমান শাসক পাইলেটের। তাই শুধু চূড়ান্ত হুকুম জারির জন্যেই ওরা পাইলেটের দ্বারস্থ হয়েছে।

কিন্তু রোমান বিচার প্রহসন নয়। ফাঁকা আওয়াজের উপরে প্রাণদণ্ড হয় না। প্রথমত নির্দিষ্ট অভিযোগ চাই, দ্বিতীয়ত চাই পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ। আসামী জনতার খেলার পুতুল নয়।

ইহুদিরা তখন যীশুর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ উচ্চারণ করল ঃ প্রথম, লোকটা আমাদের জাতিকে বিকৃত করছে ; দ্বিতীয়, লোকটা সম্রাটকে কর দিতে বারণ করছে ; আর, তৃতীয়, লোকটা নিজেকে খ্রীস্ট বা ইহুদিদের রাজা বলে ঘোষণা করছে ।

প্রথম অভিযোগ অস্পষ্ট । কাকে বলে বিকৃতি ? তার ভাষ্য-ভাষণ কী ?

দ্বিতীয় অভিযোগ অসত্য । যীশু বরং উলটোটা বলেছেন । বলেছেন যার যা প্রাপ্য তাকে তা দাও । সিজারের প্রাপ্য সিজারকে, ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে ।

তৃতীয় অভিযোগই গুরুতর । এটা রাজদ্রোহের সামিল । পাইলেট তা উপেক্ষা করতে পারে না ।

'তুমি দোষী না নির্দোষ ?' প্রথামতই প্রশ্ন করল পাইলেট ঃ 'তুমি কি ইহুদিদের রাজা ?'

যীশু বললেন, 'এ কি আপনি নিজের থেকে বলছেন না কি অন্যের শেখানো কথার পুনরুক্তি করছেন ?'

পাইলেট রুষ্ট হল ঃ 'আমি কারুর শেখানো কথার ধার ধারিনা । আমি কি ইহুদি ? তোমার জাত-ভাই ইহুদিরাই তোমাকে আমার কাছে ধরে এনেছে । প্রধান পুরোহিতেরাই তোমার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত । বলো, তুমি কী করেছ ? কী বলেছ ? তুমি রাজা ?'

যীশু বললেন, 'হ্যাঁ, আমি রাজা । কিন্তু আমার রাজত্ব এই সংসারের নয় । তা যদি হত তাহলে আমার কর্মচারীরা আমাকে ধরা পড়তে দিত না । যাতে ধরা না পড়ি তার জন্যে তারা যুদ্ধ করত ।'

'তাহলে তুমি নিজেকে রাজা বলে দাবি করো ? কী, সত্য ?'

'সর্বৈব সত্য ।' যীশু বললেন প্রগাঢ়স্বরে, 'আমি সত্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেই এই সংসারে এসেছি । আমি সমস্ত সত্য-সন্ধানীর রাজা । যারা সত্যের জন্যে উৎসুক তারা সকলেই আমার কথা শোনে । শুনতে পায় ।'

এ আবার কোন ধরনের কথা ! পাইলেট ফাঁপরে পড়ল ! বললে, 'সত্য কী তা কে বলবে ।'

দেখি পুরোহিতেরা কী সাক্ষ্য দেয় ! কী পরিমাণ প্রমাণ আনে !

অনেকে অনেক কথা যীশুর বিরুদ্ধে বললে। কিন্তু সমস্তই কথার কথা। এমন একটা কোনো প্রমাণ দিতে পারল না যে যীশু রাজদ্রোহমূলক কোনো কাজ করেছে। কিংবা এমন কোনো তার অভিসন্ধি আছে যে সে সিজারের সাম্রাজ্যের উৎখাত চায়।

তাই সত্যিকার বিচার করতে হলে যীশুকে নির্দোষ বলে ছেড়ে দিতে হয়। তাকে রাজদ্রোহ বা রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে দোষী করা যায় না।

কিন্তু কথাই কি একরকম কাজ নয়? যে নিজেকে সমস্ত জাতির রাজা বলে প্রচার করে সে কি সিজারের সার্বভৌম প্রভুত্বকে অস্বীকার করেনা? সে অপপ্রচার কি বিদ্রোহ নয়?

অধীনস্থ কর্মচারী, পাইলেট স্বভাবতই সিজারকে ভয় করে। কিন্তু ভুললে চলবে না, পাইলেট বিচারক, বিচারের কোনো ভয়-লোভ, ক্ষয়-ক্ষোভ, কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। বিচারের তৌলে রাজায়-প্রজায় ভেদ নেই, তার চোখে সর্বত্র সমদর্শন।

তাই যীশুকে যে দোষী বলব তার মধ্যে দুরভিসন্ধি কোথায়? যার বিন্দুমাত্র দুরভিসন্ধি নেই তাকে চরম দণ্ডে নিহত করি কী করে? তাকে সতর্ক করে ছেড়ে দিই।

কিন্তু এদিকে রয়েছে সিজারের ভয়। তার কাছে রিপোর্ট যাবে, লোকটা প্রত্যক্ষ আদালতে নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করেছিল। হ্যাঁ, বলেছিল, সে সমস্ত জাতির রাজা, পরিত্রাতা। ইহুদিরা, এমন কি তার অনুচরেরা পর্যন্ত এ দাবিকে স্পষ্ট বিদ্রোহ বলেই নির্ণীত করেছিল কিন্তু ধুরন্ধর পাইলেট তাকে সন্দেহের অবকাশে ছেড়ে দিলে! সকলের সমবেত ইচ্ছার চেয়ে তার নিজের ব্যাখ্যাটাই বড় হল!

ধাঁধায় পড়ে গেল পাইলেট। বিচারক হয়ে সে তার নিজের বিবেকের কণ্ঠরোধ করবে?

পাইলেটের স্ত্রী অনুচরের হাত দিয়ে স্বামীকে একটি চিঠি পাঠাল। চিঠিতে লেখা: 'তুমি এই নিষ্পাপ লোকটিকে নিয়ে কিছু করতে যেয়ো না। কাল রাতে আমি ওঁকে স্বপ্ন দেখেছি আর ওঁর জন্যে অনেক কষ্ট পেয়েছি।'

চিঠি পেয়ে পাইলেট আরো ঘাবড়ে গেল। স্বপ্নদর্শন যে ভীষণ অর্থবহ।

এদিক বা ওদিক কোনো ভয়েই আমি বিপর্যস্ত হব না। আমি আমার বিবেককে তৃপ্ত রাখব। সে তৃপ্তিই সকলের ঊর্ধ্বে।

সমবেত জনতা ও পুরোহিতদের উদ্দেশ করে পাইলেট বললে, 'আমি তো একে দোষী বলতে পারছি না।'

'সে কী, সমস্ত জাতিকে এ ক্ষেপিয়ে তুলেছে,' প্রচণ্ড কোলাহল উঠল ঃ 'গ্যালিলি থেকে সুরু করে সমস্ত জুডিয়ায় তার প্রচার—'

কী বললে, গ্যালিলি? কোলাহলের মধ্য থেকে ঐ গ্যালিলি শব্দটাই পাইলেট আত্মত্রাণের মন্ত্র বলে কুড়িয়ে নিল। তবে কি আসামী গ্যালিলির লোক? গ্যালিলি তো খোদ হেরডের এলাকা, আর ভাগ্যক্রমে হেরড এখন জেরুজালেমে। তবে এ মামলা আমি করি কেন। যার এক্তিয়ার সেই এর নিষ্পত্তি করুক।

পাইলেট যীশুকে হেরডের কাছে পাঠিয়ে দিল।

যীশুকে পেয়ে হেরড খুব খুশি। বহুদিন ধরেই তাঁকে তার দেখবার বাসনা, আজ তা পরিপূর্ণ হবে। নিশ্চয়ই অনেক তাঁর কাণ্ড-কারখানা দেখতে পাবে। অনেক ইন্দ্রজাল। হেরডের চোখে যীশু কোনো ব্যক্তি নন, শুধু একটা তামাসা। জানবার মানুষ নন, দেখবার দৃশ্য।

যীশুকে অনেক প্রশ্ন করল হেরড। কিন্তু দীক্ষাগুরু জন-এর যে হত্যাকারী তার সামনে যীশু মুখ খুললেন না। কিছু একটা বিস্ময়কর দেখতে চেয়েছিলে না? আমার এই নীরবতা দেখ।

পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞের দল তখনও উচ্চস্বরে যীশুর উদ্দেশে বক্রোক্তি করে চলেছে। আহা মরি, কী আমাদের রাজা রে, বিদ্রূপ করে হেরড একটা রঙচঙে পোশাক যীশুর গায়ে চাপিয়ে দিল। ভীষণ ধূর্ত, নিজে কোনো ঝক্কি নিল না, পাইলেটের কাছেই আবার পাঠিয়ে দিল যীশুকে।

পাইলেট দেখল দায়িত্ব এড়ানো গেল না। তখন সে অন্য উপায় খুঁজল। প্রতি বছর নিস্তারপর্বের সময় দেশের লোকের ইচ্ছে মতো একজন বন্দীকে পাইলেট মুক্তি দিত। সে ভাবল এই পথে যীশুকে মুক্তি দেওয়া যায় কিনা।

'চলতি প্রথামত আমি তো একজনকে এই পর্বের সময় মুক্তি দিতে পারি।' জনতাকে সম্বোধন করে বললে পাইলেট, 'তোমাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছে বলে যে লোককে আমার এজলাসে ধরে এনেছ তার বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো

নালিশই যুক্তিসিদ্ধ নয়। আমি আসামীকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, জেরা করেছি, কিন্তু কোনো অভিযোগেরই ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছি না। হেরডও কিছু পাননি, তাই তিনি আসামীকে আমার কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন। তাই, দেখা যাচ্ছে একে প্রাণদণ্ড কী, কোনো দণ্ডই দেওয়া যায় না। কী বলো, তোমাদের কী ইচ্ছা? ইহুদিদের রাজা, নাজারেথের যীশুকে তা হলে মুক্তি দিয়ে দিই।'

'না, না, একে নয়, একে নয়,' 'সমবেত জনতা তুমুল চিৎকার করে উঠল: 'আমরা বারাব্বাসকে চাই। বারাব্বাসকে মুক্তি দিন! বারাব্বাসকে মুক্তি দিন!'

বারাব্বাস রাজনৈতিক দস্যু, খুনে বিপ্লবী। রোমের সম্রাটের বিরুদ্ধে তার আক্রমণ। অধুনা সে কারাগারে বন্দী। বন্দী হলে কী হয়, সে দেশপ্রিয়, সে জনতা-সমর্থিত। সে অনেক বেশি রঙচঙে। যে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন করেছে তাকে উগ্রপন্থীরা অভিনন্দন করতে চাইবে এ বিচিত্র কী।

যীশু নয়, বারাব্বাসই তাদের আরাধনার ধন। যীশু শৃঙ্খলা, বারাব্বাস উচ্ছৃঙ্খলতা। বারাব্বাসই তাই তাদের কামনীয়। তারা শান্তির বদলে যুদ্ধ নির্বাচন করল, ক্ষমার বদলে ঘৃণা। প্রেমের মধুর বদলে তিক্ততার বিষ।

কিন্তু পাইলেট ক্ষমতাসীন কর্তৃত্ববান বিচারক, সে কেন দ্বিধা করতে গেল? সে কি জানে না দ্বিধাই দৌর্বল্য আর বিচারক দুর্বল হলে ন্যায়ই ধূলি-লুণ্ঠিত। সে বিবেকের কথা না ভেবে কেন তার চাকরির কথা ভাবতে গেল? অপক্ষপাত ন্যায়ের দিকে না তাকিয়ে সে দেখতে গেল কেন জনতার মুখ, সিজারের মুখ?

তবু শেষবারের মত পাইলেট আবেদন করল: 'তাহলে এই যীশুকে নিয়ে আমি কী করব—সেই নাজারেথের যীশু, যাকে লোকে খ্রীস্ট বলে?'

'তাকে ক্রুশে দিন, তাকে ক্রুশে দিন।' উঠল জনতার উত্তেজিত গর্জন।

পাইলেট যীশুর মুখের দিকে তাকাল, সেই দুটি স্বপ্নভরা অপরূপ চোখ—এমনটি সে আর কখনো দেখেনি। এই দুটি চোখই বুঝি স্বপ্নে দেখেছিল স্ত্রী, এই দুটি চোখের কথা ভেবেই বুঝি সে যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছিল। কিন্তু এই অপূর্ব মানুষটিকে নিয়ে সে কী করবে? সে কঠোর বিচারক, তার আবার মমতা কিসের? তার মমতা যেমন থাকবেনা তেমনি তো তার ভীরুতাও থাকবেনা। সে তো অন্তরের অন্তরে জানে যীশু নির্দোষ, তবু সে সাহসী হতে পাচ্ছে না কেন? কেন তার জনপ্রিয়তার প্রতি মমতা জাগছে?

তবু প্রাণপণ শক্তিতে পাইলেট বললে, 'কেন ওকে ক্রুশে দেব ? ওর দোষটা কী ? আমি ওকে শুধু তিরস্কার করে ছেড়ে দেব ।'

'না, না, ওকে ক্রুশে চড়ান ।' জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। 'আমরা যীশু আর বারাব্বাসের মধ্যে বারাব্বাসকে নির্বাচন করেছি। বারাব্বাস মুক্তি পাবে আর যীশু ক্রুশে উঠবে । আমাদের কথা রাখুন ।'

খুনী দস্যু বিদ্রোহী বারাব্বাসকে মুক্তি দেওয়া হল ।

আর যীশু ?

পাইলেট বললে, 'আমি যীশুকে ক্রুশে দিতে পারব না। আমি ওকে কশাঘাতের হুকুম দিয়ে ছেড়ে দেব ।'

আগে কশাঘাত তো হোক, পরে ছেড়ে দেওয়া ।

যীশুকে প্রহরীদের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল । একটা দৃঢ় খুঁটির সঙ্গে অনাবৃত পিঠে যীশুকে চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা হল শক্ত করে, তারপর সুরু হল উদ্দাম কশাঘাত ! যীশুর ঘাড় পিঠ বেয়ে বইতে লাগল রক্তস্রোত ।

যীশু নীরব, নিথর, অচঞ্চল ।

তারপর পাইলেটের সৈন্যরা এল যীশুকে নিয়ে তামাসা করতে। যীশুর গায়ের জামা-কাপড় খুলে নিয়ে হেরডের সেই লাল পোশাকটা চাপিয়ে দিল। কাঁটা দিয়ে মুকুট গেঁথে পরিয়ে দিল মাথার উপর । হাতে ধরতে দিল একটা নলখাগড়ার ডাঁটা । তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলতে লাগল, রাজা মশাই, নমস্কার ।

কেউ এসে নলখাগড়ার ডাঁটাটা কেড়ে নিল হাত থেকে । কেউ থুতু ছিটোতে লাগল । ইহুদিদের রাজা, নমস্কার ।

পাইলেট বললে, 'এবার যীশুকে বাইরে নিয়ে এস ।'

তবে এবার কি পাইলেট যীশুকে ছেড়ে দেবে ?

মাথায় কাঁটার মুকুট, গায়ে লাল পোশাক, সেই লালে রক্তের লাল ঢাকা যায় নি, যীশু বাইরে এসে দাঁড়ালেন ।

'দেখ এই সেই মানুষটি ! দেখ ।' পাইলেট বললে, 'আমি তো এর মধ্যে কোনো দোষ দেখতে পেলাম না ।'

'আমরা আর কিছু শুনতে চাই না, দেখতে চাই না।' পুরোহিত ও শাস্ত্রবিদদের জনতা উত্তাল হয়ে উঠল: 'ওকে ক্রুশে দিন, ক্রুশে দিন। ও নিজেকে ভগবানের পুত্র বলে দাবি করেছে।'

ভগবানের পুত্র! পাইলেট ভয় পেল। তার বদ্ধ সংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

'যে নিজেকে ভগবানের পুত্র বলে দাবি করেছে তার মৃত্যু চাই।' পুরোহিত দলের ইহুদিরা চিৎকার করে উঠল: 'আমাদের ধর্মব্যবস্থায় ওরকম স্পর্ধার মৃত্যুই একমাত্র দণ্ড। আপনি না দেন, আমরাই সেই দণ্ড দেব। ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।'

পাইলেট আবার যীশুর সম্মুখীন হল।

'বলো তুমি কোথা থেকে এসেছ?' জিজ্ঞেস করলে পাইলেট।

যীশু নিরুত্তর রইলেন। কাকে কী বলবেন? কে শুনবে? কে বিশ্বাস করবে?

'কথা বলছ না কেন?' পাইলেট ধমকে উঠল: 'আমার অধিকারের খবর রাখো না? সেই অধিকারে আমি তোমাকে ক্রুশে দিতে পারি, ইচ্ছে করলে ছেড়েও দিতে পারি—তুমি জানো না কিছু?'

যীশু বললেন, 'ঊর্ধ্বলোক থেকে অধিকার না পেলে আমার উপর আপনার কোনো অধিকারই থাকত না। তাই আপনার চেয়েও যারা আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে তারা বেশি পাপী।'

পাইলেটের বিবেক আবার দংশন করল। শত হলেও সে বিচারক, সে ন্যায়ের অনুগামী। সে সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে, ব্যক্তি-বিবেচনার ঊর্ধ্বে। কতগুলি লোক একজনকে ধরে এনে ক্রুশে দিতে চাইলেই বিচারক তাকে প্রাণদণ্ড দিতে পারে না। তার হাতে রোমান আইনের অমর্যাদা হবে এই বা সে চায় কী করে?

পাইলেট আবার মুক্তির দিকে ঝুঁকল।

ইহুদিরা আবার গগনভেদী চিৎকার তুলল: যদি আপনি ওকে মুক্তি দেন তাহলে আমরা বুঝব আপনি সম্রাটের শত্রু। যে লোক নিজেকে রাজা বলে সে আমাদের সম্রাটের বিরোধিতা করে আর যে বিচারক সেই রাজাকে ছেড়ে দেয় সেও সমান প্রতিকূল।

দেখ এই সেই মানুষটি। দেখ এই সেই রাজরাজেশ্বর। কশাহত রক্তাক্ত দেহে কণ্টক-কিরীট মাথায় পরে বিচারের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়েছে নতনেত্রে।

'তোমাদের এই রাজাকে আমি ক্রুশে পাঠাব?' পাইলেট যেন নিজেই মিনতি করল।

'রাজা! সিজার ছাড়া আমাদের কোনো রাজা নেই।' ক্ষিপ্ত জনতা ক্ষিপ্ততর হল: 'যে বলে আমি রাজা, সেই রাজদ্রোহীকে শেষ করে ফেলুন, শেষ করে ফেলুন!'

বিচার তখন পাইলেটের হাত জেড়ে জনতার হাতে চলে গিয়েছে। পাইলেটের আর সাধ্য নেই জনতাকে নিরস্ত করে। দ্বিধা ও দুর্বলতার তরঙ্গে দুলতে-দুলতে সে অবশেষে দেখল নৌকোর হাল আর তার হাতে নেই, জনতার হাতে চলে গিয়েছে।

তখন পাইলেট নিজের হাত ধোবার জন্যে জল চাইল। জনতাকে উদ্দেশ করে বললে, 'আমাকে জল এনে দাও।' সবাই ভাবলে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, জলটা খাবে বোধহয়। কিন্তু জল এলে দেখা গেল পাইলেট সকলের চোখের সামনে নিজের হাত ধুচ্ছে।

হাত ধুতে-ধুতে পাইলেট বললে, 'এই আমি হাত ধুয়ে ফেলছি। এই নির্দোষ লোকটির মৃত্যুর জন্যে আমার কোনো দায়িত্ব নেই। সমস্ত দায়িত্ব তোমাদের।'

সমগ্র জনতা আনন্দে কোলাহল করে উঠল: 'ওর রক্তপাতের সমস্ত দায়িত্ব আমাদের। সে দায়িত্ব শুধু আমরা নয়, আমাদের সন্তানেরাও মাথা পেতে নেবে।'

এতক্ষণে পরাভূত হল পাইলেট। জনতার মনস্তুষ্টির জন্যে তাদের হাতে যীশুকে ছেড়ে দিল। তারা যদি চায় তো যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করুক।

পাইলেট হাত ধুয়ে নিয়েছে। যেন হাত ধুলেই দায়িত্ব মুছে ফেলা যায়। শত ধুলেও পাইলেটের দুর্বলচিত্ততার কলঙ্কমোচন হবে না।

বারে বারে সে উদ্বুদ্ধ হয়েছে তার নীতিবোধে, তার বিচারবুদ্ধিতে, তার বিবেকে, এমনকি তার স্ত্রীর স্বপ্নও তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, তবু সে

পারল না, জনতার কাছে হেরে গেল, এখন জলের ছলনা করলে কী হবে, রক্ত না থাকলেও তার হাত থেকে রক্তের দাগ উঠে যাবে না।

পন্টিয়াস পাইলেট। কোনো দুর্বৃত্ত দুরাচার নয়, এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির অসহায় নায়ক। শোনা যায় আজও নাকি তার প্রেতচ্ছায়া কবর থেকে উঠে এসে জল দিয়ে হাত ধোয়।

চোখের জল ছাড়া শুধু-জলে কি দাগ ওঠে?

যীশু নিজেকে কখনো বলেছেন মনুষ্য-পুত্র, কখনো ঈশ্বরপুত্র। 'শেয়ালদেরও গর্ত আছে, উড়ন্ত পাখিরও বাসা আছে কিন্তু মাথা গোঁজবার জন্যে মনুষ্য-পুত্রের ঠাঁই নেই।' 'যারা হারিয়ে গেছে তাদের খুঁজে বার করা ও বাঁচবার জন্যেই মনুষ্য-পুত্রের আসা।' 'তোমরা ধন্য যেহেতু মনুষ্য-পুত্রের জন্যে মানুষ তোমাদের ঘৃণা করে, নিন্দা করে, পরিহার করে, পরিত্যাগ করে।' 'মনুষ্য-পুত্রকে বহু কষ্ট সহ্য করতে হবে।' 'প্রধান পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞের হাতে মনুষ্য-পুত্রকে সমর্পণ করে দেওয়া হবে, তারা তাকে বিদ্রূপ করবে, অপমান করবে, কশাঘাতে জর্জরিত করে ক্রুশে বিদ্ধ করবে।'

যে মনুষ্য-পুত্র সেই ঈশ্বরপুত্র। মানুষী ও ভাগবতী দুই বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, যীশুতে এক সত্তা। যে ঈশ্বরপুত্র সেই ঈশ্বর। যীশু নরায়িত ঈশ্বর। পরিত্রাতা রাজা, আর ক্লেশবিদ্ধ সেবক একসঙ্গে। ক্লেশবিদ্ধ সেবকের ভূমিকায় তাঁর ক্রুশ, পরিত্রাতা রাজার ভূমিকায় তাঁর অন্তহীন ঐশ্বর্য, অন্তহীন মহিমা।

আর কত বিদ্রূপ করবে! যে স্থির ও প্রশান্ত, নির্বাক ও নিষ্কম্প, তাকে বিদ্রূপে কী করবে? এবার ওকে বধ্যভূমিতে নিয়ে চলো, গল্‌গথা বা কালভারি-তে, যে কালভারি-র অপর নাম 'করোটির মাঠ।'

যাকে ক্রুশে দেওয়া হবে তাকেই নিজের ক্রুশ বহন করতে হবে। যীশুও তাই তাঁর নিজের ক্রুশ নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে চললেন।

লাল পোষাক খুলে নিয়ে তাঁকে তাঁর নিজের কাপড় পরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যেন তাঁকে চিনতে আর কারু ভুল না হয়।

চামড়ার বেত দিয়ে তাঁকে প্রহার করা হয়েছে, নির্লজ্জ বাক্যবাণে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে, তারপর কত জেরা কত কূটতর্ক, মানুষের শরীর যেন আর টানতে

পারছে না। ক্রুশের ভারে যীশুও টলে-টলে পড়ছেন, যেতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে।

রোমান সৈন্যরা চারিদিকে তাকাল, কোনো সাহায্য পাওয়া যায় কি না।

ঐ যে কে একজন আসছে এদিকে।

গ্রামাঞ্চল থেকে শহরের দিকে আসছিল সিমন। আসছিল নিস্তারপর্বের ধর্মীয় ভোজ খেতে। কত দিনের সাধ তার এই ভোজ খাওয়া, তার কতদিনের তীর্থভ্রমণের প্রতীক্ষা। ধরো ঐ লোকটাকে ধরো। রোমান সেনাধ্যক্ষ বর্শার সমতল পিঠ দিয়ে যাকে ছোঁবে সেই আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে যাবে। এই দেশের নিয়ম। অধিকৃত দেশ, কোনো ইহুদিরই অবাধ্য হবার সাধ্য নেই। সিমনের কী দুর্ভাগ্য, তাকেই বর্শা স্পর্শ করল। বলা হল, যীশুর ক্রুশ বয়ে নিয়ে চলো।

উপায় নেই। কী লজ্জার কথা, সিমনকে অবাক্যব্যয়ে যীশুর ক্রুশ কাঁধে নিতে হল।

কিন্তু এ কি লজ্জা? এ যে অতুলন গৌরব!

যীশু যে সিমনের কাঁধে নয়, সিমনের হৃদয়ে এসে বসেছেন!

এই তো আসল নিস্তারপর্বের ভোজ। আমরণ তীর্থভ্রমণ।

ঈশ্বর আর ঈশ্বরপুত্র একসঙ্গে।

ঈশ্বর আর প্রচ্ছন্ন নন, আবৃত নন, ঈশ্বর প্রকাশিত। শুধু জ্ঞানী-গুণী বুদ্ধিজীবীদের কাছে নয়, আপামর সাধারণের কাছে। সেই প্রকাশিত উদ্ভাসিত ঈশ্বরই যীশু।

যীশু ঈশ্বরকে জানাতে এসেছেন। ঈশ্বরের বিষয় জানাতে আসেননি, স্বয়ং ঈশ্বর হয়ে ঈশ্বরকে জানাতে এসেছেন। ঈশ্বরকে জানার অর্থই ঈশ্বরকে ভালোবাসতে জানা। যীশুই সেই অশেষ-নিঃশেষ ভালোবাসা।

আমরা তাঁর কাছে যেতে পারছি না বলেই তিনি আমাদের কাছে এসেছেন। এসেছেন স্নেহে ক্ষমায় অনুকম্পায়। এসেছেন ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শেখাতে। আর কি আমাদের ভুল হবে? এসেছেন ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করার ভাষা শেখাতে। সরলতার, ব্যাকুলতার, আন্তরিকতার সেই ভাষা কি আমরা শিখবনা?

যীশুর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখ। যিনি নিঃস্বার্থভাবে শুধু দিলেন, প্রতিদানে কিছু চাইলেন না। বিতাড়িত-লাঞ্ছিত হয়েও যিনি বদান্য-বরদ। আমাদের সমস্ত পাপ ও বেদনার ভার বহন করলেন অথচ অভিশাপ দিলেন না, ক্ষমা করে গেলেন। দেখ ঈশ্বরকে। আমরা তাঁকে না মানলেও তিনি আমাদের টানেন। তাড়িয়ে দিলেও ধরে থাকেন।

যীশুর ঈশ্বর মুখ ফিরিয়ে থাকেন না, তিনি কথা কন, তিনি ডাকেন। পরবাসী, আপন ঘরে চলে এস। কে আছ শ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত, এস আমার

কাছে, আমি তোমাদের শান্তি দেব, ভারমোচন করব। এমন ঈশ্বর কোথায় পাবে যিনি অহর্নিশ পাপী-তাপীকে ডাক দিয়ে ফিরছেন, যাঁর চিকিৎসা শাসন-পীড়ন নয়, শুধু ক্ষমা আর দাক্ষিণ্য। শুধু ডাক দিয়ে ফিরছেন না, খুঁজে ফিরছেন। রাখাল যেমন তার হারানো বাছুর খুঁজে ফেরে। শুধু খুঁজেই ক্ষান্ত হন না, উদ্ধার করেন। ঈশ্বরের কাছে কেউ আমরা নিখোঁজ নই, নিরুদ্দেশ নই। সমাজ-সংসারে যে মূল্যহীন, ঈশ্বরের কাছে তারও দাম আছে। এমনিতে যে তুচ্ছ সেও ঈশ্বরের বরণীয়।

ঈশ্বরের রাজ্যে আমরা কেউ হারিয়ে যাই না, ফুরিয়েও যাই না।

ঈশ্বর ভাব নন, ঈশ্বর ব্যক্তি। সেই অর্থে, সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা স্থাপন করবার জন্যেই ঈশ্বর পিতা। জাতির জনক নন, 'প্রত্যেকটি মানুষের পিতা। ঈশ্বর ব্যক্তি বলেই তো মানুষকে চাইছেন। মানুষ যাতে ঈশ্বর হতে পারে।

এ এক বৈপ্লবিক ভালোবাসা। মানুষকে বদলে দেবার সঞ্জীবনী। অন্ধ দেখতে পাচ্ছে, পঙ্গু হাঁটতে পারছে, ক্ষুধিত খেতে পাচ্ছে, মৃতজন জেগে উঠেছে প্রাণ পেয়ে। এমনকি যে সমাধিস্থ সে উঠে আসছে কবর থেকে। এই ভালোবাসায় সমস্ত পতিত-ব্যথিত ক্ষুধিত মানুষের অভ্যুত্থান।

আর নিয়তি নয়, ভাগ্য নয়, অদৃষ্ট নয়, এখন শুধু ভালোবাসার ভগবান।

বিরাট জনতা যীশুকে অনুসরণ করছে। চলেছে কালভারির দিকে।

নগর-প্রাচীরের বাইরে এই কালভারি বা 'করোটির মাঠ'। জনপ্রবাদ এই, প্রথম মানুষ আদমের মাথার খুলি এইখানে কবরস্থ হয়েছিল বলে ঐ জায়গার ঐ নাম। জয়গাটা পাহাড়ের উপর আর ঐ পাহাড়টার আকার মাথার খুলির মত বলেও ঐ নাম হতে পারে।

জনতার মধ্যে অনেক নারী। তারা যীশুর জন্যে কাঁদছে। কেউ কেউ বা বুক চাপড়াচ্ছে, আর্তনাদ করছে।

যীশু তাদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আমার জন্যে কেঁদো না। নিজেদের জন্যে কাঁদো, কাঁদো তোমাদের পুত্র-কন্যার জন্যে। জেনো এমন দিন আসছে যখন লোকে বলবে বন্ধ্যা নারী যারা গর্ভে সন্তান ধারণ করেনি, সন্তানকে

স্তন্যপান করায়নি, তারাই সুখী। তারা তখন পর্বতকে ডেকে বলবে, আমাদের উপর ভেঙে পড়ো, আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দাও। সবুজ চারাগাছেরই যদি তারা এই দশা করে তবে শুকনো গাছের বেলায় কী করবে ?'

যীশু বুঝি জেরুজালেমের ধ্বংস দেখতে পাচ্ছেন। ইহুদিদের কাছে বন্ধ্যাত্ব একটা অভিশাপ। কিন্তু এমন দিন আসবে যখন বন্ধ্যাত্বকে আশীর্বাদ বলে মনে হবে। মনে হবে ধ্বংসই বাঞ্ছনীয়, ধ্বংসই অনিবার্য। আর যদি নিরীহ নিষ্পাপের বেলায় এই নির্যাতন তখন অপরাধীদের বেলায় তারা কী বিধান করবে ? যদি চারা গাছকেই মারে, শুকনো কাঠকে কী করবে ?

আরো দুজনকে যীশুর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হবে বলে নিয়ে আসা হল। এরা কে ? এরা জঘন্য চুরির দায়ে অপরাধী।

যীশুকে দুই দস্যুর মাঝখানে রাখা হল। মৃত্যুর সময়েও প্রভু পাপীদের সঙ্গ দিলেন।

যীশুকে গন্ধরস মেশানো মদ দেওয়া হল—যীশু তা প্রত্যাখ্যান করলেন। ক্রুশের যন্ত্রণার তীব্রতাটা কমাবার জন্যেই এই মদের ব্যবস্থা। ধনী ইহুদি রমণীরা দয়াপরবশ হয়ে এই মদ নিজের হাতে তৈরি করে আনেন যাতে এ খেয়ে ক্রুশবিদ্ধের যন্ত্রণার কিছু লাঘব হয়। একবিন্দুও পান করলেন না যীশু যেহেতু তিনি একবিন্দু বেদনাও পরিহার করতে চান না। অনুভবের মধ্যে যন্ত্রণাকে তীব্রতম রেখেই তিনি মৃত্যুকে বরণ করতে চান।

একটি কটিবস্ত্র পরিয়ে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করলে। তাঁর ডান পাশে একজন, বাঁ পাশে আরেকজন—দুই দস্যুরও সেই দশা। দুই দুষ্কৃতকারীর মধ্যে যীশু। চরম মুহূর্তেও তিনি পাপীকে দুষ্কৃতকারীকে ত্যাগ করেন না। চরম মুহূর্তে তাদের তিনি সঙ্গী হন।

যীশু বললেন, 'পিতা, তুমি এদের ক্ষমা করো। এরা কী করছে তা এরা জানে না।'

জগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর এই বাণী : যারা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে তাদের তুমি ক্ষমা করো। আর সে যন্ত্রণা অমানুষিক যন্ত্রণা। শুধু বেত মেরে রক্তাক্ত করা নয়, দুই করতলে পেরেক পুঁতে পা বেঁধে দিয়ে কাঠের ফলকে ঝুলিয়ে রাখা। এ বর্বর যন্ত্রণা যারা দিচ্ছে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা—তাদের প্রতি

কোনো ক্ষোভ নয় ক্রোধ নয় অভিশাপ নয়, তাদের প্রতি ক্ষমা, তাদের জন্যে প্রার্থনা।

যেন তাদের পক্ষেও কিছু বলবার আছে। তারা অজ্ঞান—তারা জানেনা তারা কী করছে। যদি জানত তাহলে এ কাজ করত না। যারা জ্ঞান-হীন তাদের উপর কি রাগ করা চলে? তাদের জন্যে ক্ষমা নয় তো কার জন্যে ক্ষমা?

'পিতা, তুমি এদের ক্ষমা করো। এরা কী করছে তা এরা জানেনা।'

যীশু তো জানেন, এরা কিছুই জানেনা। এরা কত অন্ধ কত ভ্রষ্ট কত নিষ্ঠুর। এদের কত সংশয় কত সংস্কার কত ঔদ্ধত্য। যারা না-জেনে-শুনে ভুল করছে তাদের প্রাপ্য তো ক্ষমাই।

এই তো যীশুর হৃদয়। ঈশ্বরের হৃদয়।

'এরা জানেনা।' সমস্ত পৃথিবীই তো জানে না। কিন্তু একদিন জানবে, সমস্ত পৃথিবীই জানবে—ঐ ক্রুশের কী অর্থ, কী ইঙ্গিত। ঐ কালো ক্রুশ কোনো স্বর্ণোজ্জ্বল বিজয়বৈভবের গৌরবপতাকা। অত্যাচারী মানুষের লজ্জা ও কলঙ্কই দেখবে না, দেখবে মানুষের জন্যে ঈশ্বরের আত্মদান। তাই দেখে মানুষও জগৎ জুড়ে উৎসর্গের উৎসবে মেতে উঠবে।

পাইলেট এল। ক্রুশের উপর একটি শিরোনাম লিখে দিতে হবে। ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছে এ একটি কে? কী এর পরিচয়? লোকের জানতে যাতে ভুল না হয়।

পাইলেট লিখল: 'নাজারেথের যীশু, ইহুদিদের রাজা।'

বোঝা যাচ্ছে ইহুদিদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে পাইলেট। ইহুদিরা তো সিজার ছাড়া আর কাউকে রাজা বলে মানেনা—তারই জন্যে তো এত বিচার-বিক্ষোভ, অথচ দোষী সাব্যস্ত হবার পর আবার যীশুকেই রাজা বলা! এ তবে কেমনতরো কথা! বিচার কি তবে প্রহসন?

পুরোহিতের দল পাইলেটকে বললে, 'শিরোনামায় "ইহুদিদের রাজা" কথাটা লেখা আপনার ঠিক হয় নি। "এই লোকটা বলে, আমি ইহুদিদের রাজা"—এমনিধারা লেখাই আপনার উচিত ছিল।'

পাইলেট দৃঢ়স্বরে বললে, 'আমি যা লিখেছি তা লিখেছি।'

বিচারের সময় পাইলেট যদি এই দৃঢ়তা দেখাতে পারত! তখন যদি এককর্ণে শুনত বিবেকের কথা। তখন যদি ইহুদিদের ভয়ে ইহুদিদের হাতে যীশুকে ছেড়ে না দিত। আসল জায়গায় দুর্বল হয়ে এখন একটা শিরোলিখন নিয়ে সে দৃঢ়তা দেখাচ্ছে। এমনি দ্বিধার এমনি আত্মখণ্ডনের শিকার এই পাইলেট।

হে ঈশ্বর, পাইলেটকেও ক্ষমা কোরো। দুর্জন যদি ক্ষমা পায়, দুর্বলও ক্ষমা পাবে।

চারজন সৈন্য যীশুকে নিয়ে এসেছিল। যীশুকে ক্রুশে আরোপিত করে এরা যীশুর পোশাক নিয়ে ভাগাভাগি করতে বসল।

সাধারণ ইহুদিদের মতই যীশুর পায়ে জুতো, পরনে জামা, কোমরবন্ধ, উপরে বহির্বাস, মাথায় পাগড়ি। জামাটা রেখে বাকি চারটে জিনিস একটা করে প্রত্যেকে নিয়ে নিল—বিবাদ হলনা। কিন্তু জামাটা কে নেয়? এও কি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে চারজনে ভাগ করে নেবে? ছিঁড়লে আর জামার থাকবে কী! ওটা আস্তই নেবে একজনে। কী সুন্দর জামাটা, এক ফোঁড় সেলাই নেই কোথাও। একসঙ্গে সমস্তটা বুনে তোলা।

এস জুয়ো খেলা যাক। দেখা যাক কার ভাগ্যে জামা পড়ে।

যীশু তীক্ষ্ণতম যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছেন আর তাঁরই ক্রুশের নিচে বসে চার-চারটে সৈন্য জুয়ো খেলছে!

এত বড় নির্মম ঔদাসীন্যের দৃশ্য আর কী হতে পারে? অবহেলিত নিপীড়িত মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আর্তনাদ করছেন আর আমরা মদগর্বিত সভ্য মানুষের দল তাকিয়েও দেখছিনা। কে কোন ভোগের বস্তুটা আয়ত্ত করব তারই চেষ্টায় জুয়ো খেলে চলেছি।

ঐ জামাটা যীশুর মা মেরী যীশুকে বুনে দিয়েছেন। যীশুর বাড়ি ছেড়ে বেরুবার আগে ঐটিই তার মায়ের শেষ উপহার। মা, তুমি কোথায়?

মাতা মেরী ছুটে এসেছেন ছেলের কাছে। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর ছেলের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে সে মৃত্যুর প্রহর গুনছে, মেরী স্থির থাকতে পারেননি, ছুটে এসেছেন কালভারিতে। যাকে সবাই ছেড়েছে, তার মা তাকে ছাড়েননি। যীশুর আর কেউ না থাক, মা আছেন। মৃত্যুকালে যীশু আর একা নন, তাঁর মা এসে দাঁড়িয়েছেন পাশটিতে।

ঐ, ঐ তাঁর ছেলে ! ছোট্টটি হয়ে যে তাঁর কোলে এসেছিল, যাকে তিনি বুকে করে বড় করেছিলেন। সেই বালক যীশু যে নাজারেথের গ্রামে খেলে বেড়াত। সেই কিশোর যীশু যে বাড়ির দোকানে খাটত-পিটত, কাজ করত। তারপর সেই যুবক যীশু যে জোসেফের মৃত্যুর পর নিজেই একা চালাতে লাগল কারখানা। তার দিকে তার কষ্টের দিকে এখন আর তাকানো যাচ্ছেনা। খোলা রোদে যীশুর শরীর ক্রমশ কালো হয়ে যাচ্ছে। চারদিক থেকে কত লোক কত পরুষ ভাষায় উপহাস করছে তাকে। মেরী শুনতে পাচ্ছেন না, দেখতে পাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে বড়-বড় ধারালো পেরেক যেন তাঁরও বুকের পাঁজরে বেঁধা।

মেরী শুনেছেন যীশুই জগৎত্রাতা, সকলের মত তাঁরও যীশুই উপাস্য। তবু একথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছেন না যীশু তাঁর ছেলে, তাঁর অন্তরের ধন, তাঁর অঞ্চলের নিধি। তবু আজ তাঁর সাধ্য নেই যীশুর কপালে একটু হাত বুলিয়ে দেন, এক চুমুক ঠাণ্ডা জল খাওয়ান।

অশ্রু নেই ভাষা নেই, প্রস্তরীভূত শোকপ্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছেন মা।

মেরীর সঙ্গে আরো কজন নারী এসেছেন। একজন মেরীর বোন, সালোম, জেমস আর জনের মা। যীশুর রাজ্যে তার দুই ছেলে জেমস আর জন যেন উচ্চ আসন পায় তারই লোভে সালোম যীশুকে পক্ষপাতিত্ব করতে অনুরোধ করেছিলেন। যে রাজ্যেই হোক উচ্চাভিলাষ দোষের, এই বলে মাসিমাকে তিরস্কার করেছিলেন যীশু, আরো বলেছিলেন যে তাঁর পথ যন্ত্রণার পথ—সে পথে সাথি হতে কে আসে না আসে তার ঠিক কী। তিরস্কৃত হয়েও অভিমান করেননি সালোম, ক্রুশের কাছে ঠিক এসে উপস্থিত হয়েছেন। জানাতে এসেছেন তাঁর ভক্তি আর বিনম্রতা।

আরেক নারী মেরী ম্যাগডেলিন, পাপের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে যাকে যীশু অন্তহীন প্রেমের জগতে নিয়ে এসেছেন। যেন সাত-সাতটা দৈত্যের কবলে ছিল ম্যাগডেলিন, সব কটা দৈত্যকেই বিনাশ করেছেন যীশু। ম্যাগডেলিন এখন সেবা আর পবিত্রতা। তিনি যীশুকে দেখতে আসবেন না তো কে আসবে ?

ক্রুশের এত ক্লেশ এত গৌরবের মধ্যেও মা'র কথা মা'র ভবিষ্যতের কথা ভুলতে পারেননি যীশু। ভগবান যীশু আবার মা'র ছেলে। যীশু চলে যাচ্ছেন, তাঁর অভাবে মাকে কে দেখবে, কে যত্ন করবে ? যীশুর ছোট

ভায়েরা যীশুকে বিশ্বাস করেনা অথচ তার মাসতুতো ভাই জন তার প্রিয়তম শিষ্য ও সুহৃৎ। তাই জনকে লক্ষ্য করে মাকে যীশু বললেন, 'মা, ঐ তোমার ছেলে।' আর জনকে বললেন, 'ঐ তোমার মা।'

সকাল নটায় যীশুকে ক্রুশে তুলেছে। কিন্তু দুপুর থেকেই আকাশ আস্তে-আস্তে কালো হতে সুরু করল।

পথচারী লোকেরা যীশুকে গালি দিচ্ছে, বিদ্রূপ করে বলছে, 'কত তো তুমি মন্দির ভেঙে ফেলে তিন দিনে গড়ে দাও! এত তো তোমার ক্ষমতা। কই নিজেকে বাঁচাও। দেখি তুমি কেমন ভগবানের পুত্র। যদি তুমি ভগবানের পুত্র হও তাহলে নেমে এস ক্রুশ থেকে।'

শাস্ত্রী ও পুরোহিতদের ব্যঙ্গ আরো মর্মান্তিক: 'ও আর-সকলকে বাঁচাতে পারে, নিজেকে বাঁচাতে পারে না। কত তো আস্ফালন আমি ইহুদিদের রাজা, তাই আমরা অনুনয় করছি, রাজামশাই, নেমে আসুন, আপনার ক্ষমতা দেখান। সত্যি বলছি, ও যদি ক্রুশ থেকে নেমে আসে, আমরা ওকে বিশ্বাস করব, ওর শিষ্য হব।'

এমনকি কেউ নেই যে বলে উনি নেমে আসবেন না বলেই আমি ওঁকে বিশ্বাস করব, ওঁর অনুগত হব?

'খুব তো বলে বেড়াত আমি ভগবানের পুত্র, এখন পিতাকে বলুক আমাকে রক্ষা করো। ও যদি ভগবানের পুত্র হত, ভগবান তাহলে ওকে নিশ্চয়ই ভালোবাসতেন, আসতেন সাহায্য করতে। তার মানেই বুঝতে পারছ ও কে?'

'ও কে?' যীশু হচ্ছেন ঈশ্বরপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। যদি যীশু ক্রুশ থেকে নেমে আসতেন তাহলে কী প্রমাণ হত? প্রমাণ হত ঈশ্বরপ্রেম ক্রুশ পর্যন্তই যেতে পারে, ক্রুশকে অতিক্রম করে মৃত্যু পর্যন্ত যেতে পারে না। প্রমাণ হত যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রুশকে বহন করে আশা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্তই ঈশ্বরপ্রেম, যেই ক্রুশে বিদ্ধ করা হল, আর প্রেম নেই। যেন ঈশ্বরপ্রেমের কোথাও সীমা আছে, যেন রেখা টেনে বলে দেওয়া চলে এর বেশি সে-প্রেম আর যেতে পারে না। যেন বাঁচালেই ঈশ্বরপ্রেম, মারলে সে-প্রেমে হানি হল। পৃথিবীতে এমন কষ্ট নেই যা সে-প্রেম বহন করতে না পারে, এমন লাঞ্ছনা নেই যা সে পারেনা ক্ষমা করতে। ঈশ্বরপ্রেম অপরিসীম। মৃত্যুতেও সে অম্লান।

যীশু নেমে এলে আমরা কী পেতাম ? আর যাই পাই প্রেম যে অন্তহীন সেই পরমদৃঢ়•আশ্বাস পেতাম না ।

ক্রুশবিদ্ধ দুই দস্যুর মধ্যে একজন একই সুরে যীশুর নিন্দা করতে লাগল ।

বললে, 'তুমি খ্রীস্ট ? তুমি যদি খ্রীস্ট হও, তাহলে আর দেরি করছ কেন ? নিজে বাঁচো আর আমাদেরও বাঁচাও । নইলে খ্রীস্ট পেয়ে আমাদের লাভ কী ?'

'পিতা, তুমি এদের ক্ষমা করো, এরা জানেনা এরা কী করছে ।' যীশুর এই অমৃতবাণী বুঝি অন্য দস্যুর প্রাণে ঢুকেছে । আমি কী করেছি তা আমি জানি, তবু, তবু আমি ক্ষমার যোগ্য ? প্রেমের পক্ষে আমিও অপাত্র নই ? যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আশা আছে । আমি এখনো তাহলে আশার অতীত হয়ে যাইনি ?

দ্বিতীয় দস্যু প্রথমকে ভর্ৎসনা করে বললে, 'তোর কি একটুও ভগবানের ভয় নেই ? তুই নিজেও তো ঐ একই শাস্তি ভোগ করছিস । আমাদের শাস্তি তো কিছু অন্যায় হয়নি । কিন্তু ইনি ?' যীশুর দিকে ইঙ্গিত করল দস্যু ঃ 'ইনি তো নির্দোষ ।'

আশ্চর্য, যীশুর সংস্পর্শে থেকে দ্বিতীয় দস্যুর পরিবর্তন ঘটল । যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ । মৃত্যুর এক নিশ্বাস আগেও মানুষ ফিরতে পারে ।

এই তো অলৌকিক । দ্বিতীয় দস্যুর মধ্যে জাগল শ্রদ্ধা, অনুতাপ—জাগল বিশ্বাস-ভক্তি । যীশুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'প্রভু, আপনি যখন আপনার রাজ্যে প্রবেশ করবেন তখন দয়া করে আমার কথা একটু মনে রাখবেন কি ?'

যীশু বললেন, 'আমি কথা দিচ্ছি, আমার সঙ্গে আজকেই তুমি স্বর্গে যাবে ।'

দুপুর বারোটা থেকে তিনটের মধ্যে সারা দেশ অন্ধকারে ভরে গেল ।

এই তিন ঘণ্টা সবাই নীরব হয়ে রইল । কী হয়, কী হবে, কেউ জানেনা কী অবধারিত !

সূর্যও বুঝি মুখ ঢেকেছে, দেখতে চাইছেনা মানুষের কুকীর্তি । সইতে পারছেনা এই যন্ত্রণার দাহ ।

তিনটের সময়, ক্রুশে বিদ্ধ হবার প্রায় ছ ঘণ্টা পর যীশু সহসা আর্তনাদ করে উঠলেন ঃ 'এলি, এলি, লামা সাবাখ্থানি।' অর্থাৎ, হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, আমাকে তুমি কেন পরিত্যাগ করলে ?'

এ আর্তনাদের অর্থ কী ? এ কি তবে হতাশের কান্না ? তবে যীশু যা করেছেন যা বলেছেন সব ভুল ? যীশু তবে খ্রীস্ট নন ?

না, এ আর্তনাদের অন্য অর্থ—মহান অর্থ। এ আর্তনাদেও যীশুর মানবপ্রেম, যীশুর ঈশ্বরপ্রেম উচ্চারিত।

পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে। পাপে আমরা উপলব্ধি করি আমরা ঈশ্বর থেকে দূরে সরে এসেছি। তখন আমাদের এই কান্না, হে ভগবান, তুমি কেন আমাদের পরিত্যাগ করলে ? এই চরম মুহূর্তে যীশু, নিষ্পাপ যীশু, আমাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করলেন, সমস্ত ভার তুলে নিলেন, আর আমাদের হয়ে, আমাদেরই মত অনুভব করলেন, ঈশ্বর বুঝি তাঁকে ছেড়ে গিয়েছেন।

আর এ কথা তো ভুললে চলবেনা, যীশু ঈশ্বর হয়ে আবার মানুষও, আমাদেরই একজন। তাঁকে আঘাত করলে তাঁরও তো রক্ত ঝরে। যন্ত্রণার চরম মুহূর্তে তিনি যদি ওভাবে আর্তনাদ করে না উঠতেন তাহলে যে আমাদের কান্নায় তাঁর কাঁদা হত না। তিনি যদি নীরবে, প্রসন্ন হাসিমুখে ঐ যন্ত্রণার মধ্যে মিলিয়ে যেতেন তাহলে আমাদের মনে হত তিনি বুঝি আমাদের কেউ নন, ঈশ্বর হয়ে তিনিও আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন।

যীশু বলে উঠলেন, 'আমার তৃষ্ণা পেয়েছে।'

যীশুর কেন তৃষ্ণা পায় ? ব্যথা মন্দীভূত করবার জন্যে তাঁকে প্রথমে যে মদ দিয়েছিল তা তো তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তবে এখন তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চান কেন ? এ কি তাঁর মানবিক সত্তারই উচ্চারণ নয় ?

একজন সৈন্য ভিনিগার-এ একটা স্পঞ্জ ভেজালো। তার ইচ্ছে সেই স্পঞ্জটা বর্শার মুখে করে যীশুর মুখের কাছে তুলে ধরবে।

আরেকজন সৈন্য বাধা দিয়ে বললে, 'একটু অপেক্ষা করো। দেখা যাক, এলিয় আসে কিনা।'

সে ভাবছে যীশু বুঝি সূর্য-দেবতা 'হেলিয়'-কে ডাকছে।

কিন্তু আগের সৈন্যটি অপেক্ষা করতে রাজি হল না। সিক্ত স্পঞ্জ বর্শার ফলকে বিদ্ধ করে ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুর মুখের কাছে তুলে ধরল।

যীশু সেই পানীয় পান করলেন। বললেন, 'সমস্ত শেষ হল।'

কী শেষ হল? যুদ্ধ শেষ হল। কষ্ট শেষ হল। বিচ্ছিন্নতা শেষ হল।

শেষ হল অর্থ সম্পূর্ণ হল। জয়লাভ সম্পূর্ণ হল। দেখ দণ্ডিত দস্যু ভক্ত হয়ে গেল। যে সৈনিক আমার জন্যে জুয়ো খেলছিল সে পিপাসার্তের জন্যে পানীয় নিয়ে এল।

আমার কাজ শেষ হল। এখন সুরু হল পৃথিবীময় ভালোবাসার কাজ। মানুষকে বদলে দেবার বিপ্লব।

মুখে জয়ের হাসি, যীশু উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে বললেন, 'পিতা, তোমার হাতে আমার প্রাণ সমর্পণ করছি।'

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই যীশুর মাথা হেলে পড়ল—যীশু প্রাণত্যাগ করলেন। যেন শ্রান্ত শিশু তার পিতার বাহুর আশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

যীশুর শেষ উচ্চারণ কোনো অভিযোগ নয়, আর্তনাদ নয়, পরিপূর্ণ জয়ের তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন।

মানুষ ঈশ্বরকে হত্যা করল, ঈশ্বর মানুষকে বাঁচিয়ে দিলেন। মানুষ ঈশ্বরকে দিল নশ্বরতা, ঈশ্বর মানুষকে দিলেন অমরত্ব। ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন, এবার মানুষ ঈশ্বর হবে।

যীশুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নানা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল।

মন্দির ঢেকে যে পর্দা বিস্তৃত ছিল—চূড়া থেকে ভিত্তি পর্যন্ত—তা সহসা ছিন্ন হয়ে গেল। সুরু হল ভূমিকম্প। পাহাড়ে ফাট ধরল। কবরখানায় সমাধিগুলির ঢাকা খুলে গেল আচমকা। মৃতদেরও বুঝি ঘুম ভাঙল। কী ব্যাপার? যে সব সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল তারা ও তাদের দলপতি ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। বলতে লাগল, সন্দেহ নেই, উনি নিশ্চয় ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। যারা এসেছিল, দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তারা কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল। শুধু মেয়েরাই ফিরল না।

মন্দিরের পর্দা তো ছিঁড়ে যাবেই। সে পর্দাই তো ঈশ্বরকে আড়াল করে রেখেছিল। বোঝাতে চেয়েছিল ঈশ্বর গোপন ও অগোচর, ঈশ্বর দুরূহ-দুর্গম। কিন্তু এখন দেখ ঈশ্বর কত সন্নিহিত, কত অন্তরঙ্গ, কত স্পষ্ট ও স্পর্শসহ। যে আবরণ কঠিন বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিল যীশুর মৃত্যু সেই আবরণ সরিয়ে দিয়ে মানুষকে নিয়ে এল ঈশ্বরের উপস্থিতিতে। চেয়ে দেখ সর্বত্রই ঈশ্বরের নির্বাধ উপস্থিতি। ঈশ্বর আর লুক্কায়িত নন, পলাতক নন, ঈশ্বর একেবারে চোখের উপর, একেবারে বুকের কাছটিতে। যীশুই দেখালেন, চেনালেন ঈশ্বরকে। ঈশ্বর কে, কেমন, কোনখানে?

ঈশ্বর আমাদের জন্য বাঁচেন, আমাদের জন্য মরেন, মরে আবার বেঁচে ওঠেন, বেঁচে থাকেন। তাই সমাধিগুলির ঢাকা তো খুলে যাবেই। যীশু যে মৃত্যুকে জয় করেছেন, যীশু যে মৃত্যুরও ঈশ্বর। তাই যীশুর মধ্যে মানুষও মৃত্যুঞ্জয়।

আর রক্ষী সেনাপতি তো বন্দনা করবেই। যীশু আগেই আভাস দিয়েছিলেন ক্রুশেই তাঁর মৃত্যু হবে, আর সেই ক্রুশই মানুষকে যীশুর কাছে টেনে আনবে, টেনে আনবে অনন্ত প্রেম আর আনন্দের সাম্রাজ্যে। লোভ দিয়ে কেনা, শক্তি দিয়ে ধরে রাখা, দম্ভ দিয়ে পিষে-ফেলা সব রাজ্যই ধ্বংস হয়ে গেছে, যাচ্ছে, যাবে—কিন্তু ক্রুশে যে রাজ্যের পতাকা সেই প্রেম আর আনন্দের রাজ্যের লয়-ক্ষয় নেই। আর, প্রেমেই প্রেমের বিস্তার, আনন্দেই আনন্দের উদ্বোধন।

কিন্তু মেয়েরা নড়ল না, ভয় পেল না। তারা যে সারল্যের প্রতিমূর্তি। তাদের যে শুধু ভক্তি ও অনুরক্তির নিবেদন। যীশু যখন গ্যালিলিতে থাকতেন তখন কত ওরা তাঁর সেবা করেছে, সঙ্গে-সঙ্গে থেকেছে। সে সাহচর্য কি ফুরিয়ে যেতে পারে ? মুছে যেতে পারে কি সেই সেবা-ভক্তি ?

আগামী কাল বিশ্রামবার। তাই ইহুদিদের ইচ্ছে নয় বিদ্ধ দেহগুলি কালকেও ক্রুশে অবস্থান করে। রোমানদের আইন নিদারুণ। তা হচ্ছে ক্রুশবিদ্ধ লোককে আমৃত্যু ঝুলিয়ে রাখো। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, রোদে-জলে, শীতে-গ্রীষ্মে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার শেষ নিশ্বাস নির্গত হয়। তারপর মৃত্যু হলে মৃতদেহকে সমাধিস্থ না করে ভক্ষ্যরূপে শকুন-শৃগালকে উপহার দাও।

ইহুদি আইন এত নৃশংস নয়। এক দিনের বেশি যেন দেহ ক্রুশে না থাকে। এক দিনের বেশি যেন তার যন্ত্রণা না স্থায়ী হয়। যদি বোঝা যায় মৃত্যু বিলম্বিত হবে তবে রাতের মধ্যেই অন্যভাবে তাকে সাবাড় করে দাও। আগামী দিনের প্রভাত যেন ওকে জীবিত না দেখে। তারপরে, মৃত্যু-অন্তে দেহকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে এনে যথারীতি সমাধিস্থ করো।

ইহুদিরা পাইলেটকে বললে, 'আইন মত মৃতদেহগুলিকে তো আজকেই ক্রুশ থেকে নামিয়ে আনতে হয। তা ছাড়া কাল বিশ্রামবার। নিস্তার-পর্বের উৎসবের দিন।'

'দেহগুলি মৃত তো ?'

'যদি কেউ এখনো বেঁচে থাকে, অনুমতি করুন, সৈন্যরা তার হাত-পা ভেঙে দিয়ে মেরে ফেলবে।'

সৈন্যদের তেমনি আদেশ দেওয়া হল। দেখ তো ক্রুশবিদ্ধ দেহগুলির কী অবস্থা

দণ্ডিত ডাকাত দুটোর প্রাণ বুঝি তখনো ধুক ধুক করছে। সৈন্যরা একে-একে দু জনেরই পা আঘাত করে-করে ভেঙে ফেলল। তাদের স্পন্দনটুকুও আর অবশিষ্ট রইল না।

কিন্তু যীশু ?

সৈন্যরা এগিয়ে গিয়ে দেখল যীশু নিঃসংশয়রূপে মৃত। তাঁকে তাই আর আঘাত করার প্রয়োজন হল না।

কে জানে কী—একটা সৈন্য যীশুর পাঁজরায় একটা বর্শা বিঁধিয়ে দিল।

কী আশ্চর্য, দেখ দেখ যীশুর বুকের থেকে রক্ত ও জল ঝরছে। জল বুঝি বিনির্মল করুণা আর রক্ত বুঝি ক্ষমাময় ভালোবাসা।

শাস্ত্রবাণীও সফল করলেন যীশু। শাস্ত্রে বলা ছিল ঃ 'তাঁর একখানি হাড়ও ভেঙে দেওয়া হবে না।' আরো বলা ছিল ঃ 'যে লোককে তারা বর্শাবিদ্ধ করেছে তার দিকেই তারা আশ্রয়ের জন্যে তাকাবে।'

ক্রুশই সেই পরম আশ্রয়।

ক্রুশের উপর দেখ যীশুকে। অনুধাবন করো।

দেখ যীশুর দুঃসহ দুঃসাহস। উজ্জ্বলন্ত উৎসর্গ। যীশু জানেন তাঁর পথের পরিণাম কী আর এও জানেন ক্রুশে বিদ্ধ হবার সে কী অমানুষিক যন্ত্রণা। গ্যালিলিতে থেকে ক্রুশের কথা কে না শুনেছে, শুধু ক্রুশের কথা নয়, অনেকেই শুনেছে আবার ক্রুশবিদ্ধদের আর্তনাদ! আর যারা ঘৃণ্যতম অপরাধী তাদেরই শাস্তি ঐ ক্রুশ। রাজার চোখে বিপ্লবীরা ঘৃণ্যতম অপরাধী ছাড়া আর কী। সুতরাং যীশু প্রতি পদক্ষেপেই জানতেন তিনি সেই ভয়াবহ ক্রুশের দিকেই এগোচ্ছেন। তবু তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও থামেন নি, সুযোগ এলেও পাশ কাটান নি, পালিয়ে যান নি। যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা জেনেই আলিঙ্গন করেছেন। শুধু লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নয়, পিঠ পেতে সয়েছেন বেত্রাঘাত। চেতনাকে অসাড় করে রাখবার জন্যে তাঁকে দেওয়া হল মদিরা, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি তাঁর বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করতে চাইলেন না, সজ্ঞানে স্বচ্ছ মনে নির্মল দৃষ্টিতে তিনি মৃত্যুকে সম্ভাষণ করতে চাইলেন। এমন সাক্ষাৎকার কে আর কোথায় দেখেছে ?

যীশু তাঁর মানবসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন নন। এ যেন আমরা না ভাবি যে সমস্ত

ব্যাপারটা ঈশ্বরের ছলনা, যীশুর দেহটাই অবাস্তব। ঈশ্বর যখন মানুষের দেহ ধারণ করেন তখন মেনে নেন দেহের সমস্ত নিয়মকানুন, সমস্ত সীমাবদ্ধতা! দেখ নিজের ক্রুশ তিনি নিজে বহন করে নিয়ে চলেছেন। শ্রান্ত দেহে টানতে পারছেন না সেই ভার, টলে-টলে পড়ছেন। এ শ্রান্তি তো মানুষের শ্রান্তি, এ অসামর্থ্য তো মানুষের অসামর্থ্য। যখন আর্তনাদ করে উঠলেন, আমার তৃষ্ণা পেয়েছে, তখন সে পিপাসা তো মানুষের পিপাসা। ঈশ্বর হয়েও যীশু আবার মানুষ, পুরোপুরি মানুষ। ঈশ্বর হয়েও তিনি মানুষ হওয়াকে ভোলেন নি।

ভোলেন নি তিনি পাপী-তাপী-অধম-অধনদের সগোত্র। তাই মৃত্যুতেও দুই দস্যুর মাঝখানে তিনি জায়গা করে নিলেন। অধোগতদের তিনি ত্যাগ করলেন না। আমি তোমাদেরই একজন, তোমাদের নামের তালিকায় আমিও অন্তর্ভুক্ত। কোনো দুঃখ নেই, আমিও আছি। আমিই আছি। আমার মধ্যে তোমরাও আছ।

যীশু আরো দেখালেন সর্বাবস্থায়ই তাঁর ক্ষমা ক্ষয়হীন। ক্রুশ ছাড়া আর কে বোঝাত, কে আশ্বস্ত করত? ক্রুশের উপর চাপিয়ে তাঁর দু হাতে যারা পেরেক ঠুকছে তাদের জন্যে তিনি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন কোন সাহসে? এই সাহসে যে তিনি জানেন ঈশ্বরের ক্ষমার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। পাপের সীমা আছে, ক্ষমা অপরিমেয়। কষ্টের সীমা আছে কৃপাই পরিধিহীন। দুঃখের সীমা আছে আনন্দই অতলস্পর্শ।

ক্রুশই যীশুর নিঃস্বার্থতার প্রমাণ। কত তিনি অলৌকিক কাণ্ড করেছেন কিন্তু নিজের জন্যে কোনো শক্তি প্রয়োগ করলেন না—না, নিজের মুক্তির জন্যে দূরের কথা, সামান্যতম আরাম বা নিরাপত্তার জন্যেও নয়। ঈশ্বর, ঈশ্বর, আমাকে তুমি কেন পরিত্যাগ করলে? এ কান্না কোনো স্বার্থকামনায় নয়, এও আমাদের জন্যে, আমাদের হয়েই কাঁদা। ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি এই বোধে আমরাও যে অমনি অসহায়ের মত কাঁদি। যীশু যে আমাদেরই লোক।

আমাদেরই লোক কিন্তু আবার আমাদেরই রাজা। সর্ব অবস্থায়ই তিনি সম্ভ্রান্ত, মহত্ত্বময়। কখনো তিনি ভেঙে পড়ছেন না, সমস্ত অত্যাচার নীরবে নিঃশেষে সহ্য করছেন। পথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন, যেন রাজা চলেছেন। রিক্তভূষণ দীন-দরিদ্র সাজও তাঁর রাজকীয়তাকে আড়াল করতে পারেনি। কাঁটা দিয়ে তৈরি হলে কী হবে, মাথায় তাঁর কাঞ্চনকিরীটই শোভা পাচ্ছে।

ক্রুশবিদ্ধ দস্যুদের একজন তাঁকে ঠিকই চিনে ছিল রাজা বলে। আপনার রাজ্যে আমাকে প্রজা করে নিন বলে মিনতি করতে সে দ্বিধা করেনি। তাদের সঙ্গে এক সারে যে ক্রুশে মারা যাচ্ছে সে কোনো অপরাধী নয়, সে রাজা, সে রাজ্যেশ্বর।

তারপর ক্রুশে যীশুর মৃত্যু যেন পিতৃবক্ষে শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়া। মুখে অন্তিম প্রার্থনা ঃ পিতা, আমাকে তোমার বাহুর আশ্রয়ে ঘুমুতে দাও। এ যেন পরম শান্তিতে পরম তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়া। কোনো জ্বালা নয় হতাশা নয় অভিযোগ নয়, ক্রুশ যীশুর শান্তির প্রতীক।

ক্রুশ আবার যীশুর জয়ের পতাকা। ব্রত উদযাপন করলাম। আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করলাম, এ ঘোষণা তো জয়ঘোষণা। জয়স্তম্ভস্বরূপ ক্রুশকেই স্থাপন করলাম পৃথিবীতে। দেখ, প্রথমেই কেমন সেনাপতি বশ্যতা স্বীকার করল— হ্যাঁ, সন্দেহ কী, উনি নিশ্চয় ঈশ্বরপুত্র ছিলেন।

যীশু ক্রুশবিদ্ধ হলেন শুক্রবার। শনিবারই ইহুদিদের স্যাবাথ বা বিশ্রামবার। ইহুদিদের দিন সুরু হয় সন্ধে ছটা থেকে। তাই শুক্রবারের সন্ধে থেকেই ইহুদিদের স্যাবাথ লেগে গিয়েছে।

সন্ধ্যায় আরিমাথেয়া শহরের যোসেফ এসে উপস্থিত হল। সে ইহুদিদের মহাসভার একজন সদস্য। ধনী, ধার্মিক ও ন্যায়বান। লোকভয়ে প্রকাশ্যে কোনোদিন বলেনি কিন্তু আসলে সে যীশুর শিষ্য ছিল। ঈশ্বরের রাজ্যের একদিন প্রতিষ্ঠা হবে এ সে বিশ্বাস করত আর তারই প্রতীক্ষায় দিন গুনত। যীশুর বিরুদ্ধে মহাসভার ষড়যন্ত্রে সে অংশ নেয়নি, তাদের সিদ্ধান্তেও তার সম্মতি ছিল না। সে দূরে ছিল, গোপনে ছিল।

এখন সে এগিয়ে এল যীশুকে সমাধি দিতে। সন্ধ্যা লেগে গিয়েছে, আর কালহরণের অবকাশ নেই।

নির্ভয়ে যোসেফ পাইলেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, 'দয়া করে যীশুর দেহটি আমাকে দিন, আমি তাঁকে সমাধি দেব।'

'সে কি, এত শিগগির তাঁর প্রাণ গেছে?' পাইলেট অবাক হল।

সেনাদলের অধিনায়ককে ডাকল পাইলেট ঃ 'কী বলছে এই লোক—যীশু এরই মধ্যে প্রাণত্যাগ করেছেন?'

করেছেন।'

'তাহলে ওঁর দেহটি যোসেফকে দিয়ে দাও। সে বলছে সমাধি দেবে।'

নীরব শিষ্য, কিন্তু তাঁর পক্ষে একদিনও একটি কথা বলেনি। সিদ্ধান্ত অন্যায় জেনেও জানায় নি প্রতিবাদ। আজ মৃত্যুর পর ফুলের মালা নিয়ে এসেছে। এমনিই বুঝি হয়। জীবদ্দশায়, চতুর্দিকে যেখানে ঘৃণা আর লোকনিন্দা, আঘাত আর অপমান, তখন ভক্তের দল লুকিয়ে থাকে, তারপর মৃত্যুর পর প্রশস্তির ডালি সাজায়। তবু যে সাহস করে সমাধি দিতে মনস্থ করেছে যোসেফকে প্রশংসা করতে হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক অপরাধীর জন্যে এক অনাত্মীয় ব্যক্তি সমাধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, একেবারে খোদ পাইলেটের দরবারে, এ কম কথা নয়। তার শহরবাসী ইহুদিরা কত না-জানি তাকে বিদ্রূপ করবে! করুক! যোসেফের আর ভয় নেই।

সঙ্গে এসেছে নিকোদেমাস। সেও যোসেফেরই মত নীরব ভক্ত। তারও আজ আর কোনো কুণ্ঠা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। আজ আর ভক্তিকে লুকিয়ে রাখবার দৌর্বল্য নেই। নিকোদেমাস প্রায় পঞ্চাশ সের গন্ধ-মেশানো অগুরু নিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, দেখে যাও সকলে। নিয়ে এসেছে নববস্ত্র। গন্ধদ্রব্য মাখিয়ে কাপড় জড়িয়ে যথারীতি সমাধি দেবে। মেয়েরা যারা এসেছ তারাও দেখে যাও।

যীশুর ক্রুশের জায়গার কাছেই একটা বাগান। সেখানে পাহাড় কেটে তৈরি একটি নতুন সমাধিগৃহ। সে গৃহে এখনো পর্যন্ত কাউকে সমাধিস্থ করা হয়নি। যীশুকে যথারীতি চর্চিত ও সজ্জিত করে সেই সমাধিগৃহে রেখে দেওয়া হল। প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঁই ঠেলে-ঠেলে গড়িয়ে নিয়ে এসে এমন ভাবে রাখল যাতে সে গৃহের মুখ চাপা পড়ে গেল। যীশু সমাধিস্থ হলেন।

মেয়েরা এতক্ষণ নড়েনি। সেই ক্রুশ থেকে এই সমাধি পর্যন্ত তারা যীশুকে অনুসরণ করেছে। তাদের মধ্যে দুজন মেরী—এক মেরী ম্যাগডেলিন আর একজন যোসেফের মা! যীশু জননী মেরী বোধহয় সমাধির দৃশ্য সহ্য করতে পারবেন না, তাই আগেই চলে গিয়েছেন। তার সব মেয়েরাও সমাধিক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফিরল। বাড়ি গিয়ে যীশুর জন্যে গন্ধদ্রব্য তৈরি করি গে। কাল বিশ্রামবার, কিছু করতে পারব না। পরশু রবিবার সকালে সমাধিগৃহে গিয়ে যীশুর দেহ সুবাসিত করব।

পরদিন, শনিবার, বিশ্রামবার, ফ্যারিসিরা আর পুরোহিতেরা দল বেঁধে পাইলেটের কাছে এসে হাজির হল।

কী ব্যাপার ?

'হুজুর, আমাদের মনে পড়ছে সেই প্রতারক আমাদের বলেছিল মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে পুনরুত্থান করবে। আপনি হুকুম দিন সমাধিগৃহে পর-পর তিন দিন যেন কড়া পাহারা রাখা হয়। না হলে তার শিষ্যেরা এসে হয়তো দেহটা চুরি করে নেবে আর লোকের কাছে বলে বেড়াবে যে তিনি পুনরুত্থান করেছেন। আগের প্রতারণার চেয়ে এ প্রতারণা আরো ভয়াবহ হবে !'

পাইলেট বললে, 'তোমাদের হাতে তো পাহারাদার আছে। তাদের থেকে কাউকে নিযুক্ত করো। যেন সর্বক্ষণ খাড়া থেকে পাহারা দেয়।'

হৃষ্টমনে ফিরে গেল ইহুদিরা। সমাধিগৃহের দরজার পাথরের উপর শিলমোহর করে দিল। বসাল কড়া পাহারা। দেখি কী করে দেহ চুরি যায় !

ইহুদিরা এত বিচলিত যে বিশ্রামবারের নিয়ম লঙ্ঘন করেই তারা কর্মে লিপ্ত হয়েছে। যীশু যে মরেও তাদের শান্তি দিচ্ছেন না। যীশুকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে তারা তাদের সাধের অনুশাসনকেও নস্যাৎ করতে পরাঙ্মুখ নয়।

তারা তো যীশুর কোনো দাবিই বিশ্বাস করেনি, করেও না, তবে পুনরুত্থানের কথায় তারা চোখ কচলায় কেন ? পাহারা বসালেই কি সর্বাংশে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে ?

পাইলেটও বুঝি সেই রকমই ইঙ্গিত করল। বললে, বেশ তো পাথর চাপা দিয়ে রাখো না যীশুকে, দেখ রাখতে পারো কি না। তোমাদের মধ্যেই তো কত জাঁদরেল পাহারাওয়ালা আছে, তাদের মোতায়েন করো। কার সাধ্য তাদের চোখে ধুলো দেয়।

এ যেন পরোক্ষে বলা কার সাধ্য যীশুকে সমাধিস্তূপের মধ্যে ধরে রাখে ? কার সাধ্য তাকে বন্ধনে আবদ্ধ রাখে, নিশ্চল রাখে ? উত্থিত যীশুকে বন্দী করে রাখবার মত সমাধিগৃহ নির্মিত হয়নি।

পরদিন, বিশ্রামবারের অন্তে, ভোরবেলা মেরী ম্যাগডেলিন ও আরো দুটি নারী, জোজেসের মা আর সালোম গন্ধ দ্রব্য কিনতে গেল। তাদের ইচ্ছে যীশুর

দেহে সেই গন্ধদ্রব্য মেখে দেবে। কিন্তু তাদের মনে হল সমাধিগৃহের দরজার সেই বিশাল পাথরখানাই তাদের বুক চেপে রয়েছে। পরস্পর তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে—ঐ পাথর কে গড়িয়ে সরিয়ে দেবে? পাথর না সরলে আমরা তাঁকে দেখব কী করে? কী করে মাখাব গন্ধদ্রব্য?

ইতিমধ্যে ভগবানের দূত স্বর্গ থেকে নেমে এল। ঘটল ভূমিকম্প। স্বর্গদূত দরজার পাথরখানা গড়িয়ে সরিয়ে দিল। সরিয়ে দিয়ে বসল পাথরের উপর। দ্বাররক্ষী প্রহরীরা ভয়ে কাঁপতে লাগল। পরিধানে তুষারশুভ্র পোশাক, কে এই বিদ্যুৎবর্ণ পুরুষ? ভয়ে-ভয়ে, কাঁপতে-কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে গেল প্রহরীরা।

মেয়েরা সমাধিগৃহের দিকে এগিয়ে চলল। এ কী, গৃহদ্বারের সেই পাথর কই? কী অঘটন, কে এসে কখন সেই বিরাট পাথর সরিয়ে রেখেছে।

ভিতরে উঁকি মারল সকলে। দেখল ঘর শূন্য। যীশুর দেহ অন্তর্হিত।

কী সর্বনাশ! কী হল? কোথায় গেলেন যীশু?

উজ্জ্বল-পোশাক-পরা দুটি লোক দু পাশে এসে দাঁড়াল। বললে, 'ভয় পেয়ো না। তোমরা কাকে দেখতে এসেছ? নাজারেথের সেই যীশুকে? যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল? যাঁকে এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, তাঁকে। আমাদের যীশুকে।'

'তিনি এখানে নেই।' উত্তর করল স্বর্গদূত। বললে, 'মৃতদের মধ্যে সেই পরমজীবিত থাকেন কী করে?'

'তিনি তবে কোথায়?' ব্যাকুল হয়ে চারদিক তাকাতে লাগল মেয়েরা।

'তিনি পুনরুত্থান করেছেন। কেন, তোমাদের তিনি বলে রাখেন নি যে ক্রুশে দেবার পর তৃতীয় দিনেই তিনি পুনরুত্থান করবেন? তোমরা যাও, পিটারকে ও অন্যান্য শিষ্যদের গিয়ে বলো তাদের যাবার আগেই তিনি গ্যালিলিতে পৌঁছুচ্ছেন। সেখানেই তিনি দেখা দেবেন সকলকে।'

এ কী অগাধ বিস্ময়—মৃত্যু যীশুকে স্পর্শ করতে পারে না। এ কী অমেয় আনন্দ, যীশু চিরঞ্জীব।

মেয়েরা ছুটে গিয়ে যীশুর শিষ্যদের বললে। তাদের মধ্যে দুজন ছাড়া সকলেই মনে করল এ মেয়েদের প্রলাপোক্তি—দিবাস্বপ্ন।

সেই দুজনের মধ্যে একজন পিটার। 'পিটারকে গিয়ে বোলো।' প্রভুর কাছে পিটারের দীনতার সীমা নেই—লজ্জায় সে কবে থেকে ম্রিয়মাণ হয়ে আছে। প্রভু তাকেও পুনরুজ্জীবিত করলেন। যেন বললেন, দেখে যাও আমি কথা রেখেছি। মৃতব্যক্তিদের মধ্য থেকে করেছি পুনরুত্থান।

সঙ্গী সহ পিটার সমাধিগৃহে পৌঁছে দেখল, দ্বার উন্মোচিত। ঢুকে দেখল যীশুর গায়ের কাপড়গুলো এক পাশে পড়ে রয়েছে, মাথায় যে রুমালটি বাঁধা হয়েছিল সেটা আরেক পাশে। এবার বুঝি পুনরুত্থানের অর্থ তার কাছে স্পষ্ট হল।তিনি শুধু ছিলেন না, তিনি আছেন। তিনি স্মৃতি নন, উপস্থিতি।

'মৃতদের মধ্যে কেন জীবিতকে খুঁজছ?' যে অমর-অমৃত তাকে এখানে পাবে কোথায়?

পিটার তার সঙ্গীকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

আর সকলে গেলেও ম্যাগডেলিন গেল না। সে তো একবার গিয়ে ফের ফিরে এসেছে। সে আর ফিরবে কেন, কার জন্যে ফিরবে? সে সমাধিগৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

'মা, তুমি কাঁদছ কেন?'

সমাধিগৃহের মধ্যে লক্ষ্য করে মেরী দেখল যীশুর পরিত্যক্ত শয়নস্থানের দু-প্রান্তে দুজন শুভ্রবাস সুপুরুষ দাঁড়িয়ে আছে।

মেরী জিজ্ঞেস করলে, 'আমার প্রভু যিনি এখানে ছিলেন তাঁকে কোথায় সরিয়ে নিয়েছে?'

আরেকজন লোক মেরীর সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, 'কাকে খুঁজছ তুমি?'

মেরী ভাবল এ লোকটি নিশ্চয় বাগানের মালী। তাই সকাতরে তাকে অনুরোধ করলে, 'শুনুন, আপনিই যদি তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকেন, অনুগ্রহ করে বলুন কোথায় তাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন?'

'মেরী!' ডাকলেন সেই অলোকদর্শন।

মর্মমূল পর্যন্ত চমকে উঠল মেরী। এ কী! যীশুখ্রীস্ট!

'রাব্বোনি! গুরুদেব!' মেরী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, যীশুর পা দুখানি জড়িয়ে ধরল ব্যাকুল হয়ে।

যীশু বললেন, 'আমাকে আর জড়িয়ে রেখো না। আমার পিতার কাছে আমার এখনো যাওয়া হয়নি। আমাকে ছেড়ে দাও। আমার শিষ্যভাইদের গিয়ে বলো, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের পিতা, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের ভগবান, আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছি—কোনো ভয় নেই, কোনো বিচ্ছেদ নেই।'

যীশু অদৃশ্য হলেন।

মেরী গিয়ে শিষ্যদের জানালেন সাশ্রুচোখে।

'কী বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি আমি। যীশু বেঁচে আছেন।'

'বলো কী অসম্ভব কথা?'

'বা, আমি তাঁকে দেখেছি। স্বচক্ষে দেখেছি।' অশ্রুর আনন্দে মেরীর দুচোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

শিষ্যরা হাসল, বিশ্বাস করতে চাইল না। বললে, 'আমরা কবে দেখতে পাব?'

'পরে পাবে।'

হ্যাঁ, আর সকলে পরে দেখবে। প্রথম দর্শন মেরী ম্যাগডেলিনের। কেন এই অগ্রগণ্য অধিকার তা কি আর কাউকে ব্যাখ্যা করতে হবে? তার ভালোবাসা তার ব্যাকুলতা তার সর্বসমর্পণই সে-দর্শন অর্জন করেছে।

আর প্রথম যে সে যীশুকে চিনতে পারেনি তার কারণ তার চোখের উদ্বেলিত অশ্রু। চোখের জলই তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। চোখের জল দেখতে দেয় না, আবার চোখের জলে দৃষ্টি নির্মল হলেই সেই দুর্লভদর্শনের দেখা মেলে।

আর সকলে চলে যায়। মেরী ম্যাগডেলিন চলে গেলেও ফিরে আসে। দাঁড়িয়ে থাকে।

যীশুর মাথায় যে রুমাল ছিল আর গায়ে যে বস্ত্র—যেমনটি ছিল তেমনিই নিটুট পড়ে আছে। দেখলেই মনে হয় আচ্ছাদন পরিপাটি ফেলে রেখে যীশু অন্তর্হিত হয়েছিলেন। এ মনে হয় না কেউ এসে তাঁর মৃতদেহ চুরি করে নিয়ে গেছে। চুরি হলে বেশবাসগুলি যে যার জায়গায় অমন পরিচ্ছন্ন ভাবে আলাদা-আলাদা পড়ে থাকত না, চুরির তাড়ায় সব এলোমেলো হয়ে যেত।

তবু, প্রহরীরা যখন শহরে গিয়ে প্রধান পুরোহিতদের কাছে ঘটনার বিবরণ দিলে তখন সবাই মিলে পরামর্শ করে চুরির গল্প ফাঁদাটাই সহজ মনে করল। এ ছাড়া এ রহস্যের নিরসন কী!

এখন এ কথা উপরওয়ালার কাছে পেশ করা কি সহজ ব্যাপার?

তখন পুরোহিতেরা প্রচুর টাকার ঘুষ দিয়ে প্রহরীদের বশীভূত করলে। চুরির গল্প ছাড়া কারু বাঁচবার উপায় নেই। সটান গিয়ে বলো, আমরা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সেই ফাঁকে যীশুর শিষ্যরা এসে তার দেহ চুরি করে নিয়ে গেছে। শাসনকর্তাকে আমরা সবাই বুঝিয়ে বলব যাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি না হয়। তোমরা কিছু ভেবো না। তোমরা রটিয়ে দাও দেহ চুরি গেছে।

তাই রটিয়ে দেওয়া হল।

ইহুদিদের মধ্যে আজো এই গল্পই প্রচলিত যে শিষ্যরা যীশুকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

জেরুজালেমের সাত মাইল পশ্চিমে এম্মাউস গ্রাম। দুজন শিষ্য এগিয়ে

যাচ্ছিল গ্রামের দিকে। কী সব ঘটেছে পথে যেতে-যেতে বলাবলি করছিল দুজনে। কিছুটা বা তর্কাতর্কিও করছিল। কোত্থেকে যীশু হঠাৎ এসে তাদের সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন।

কে তুমি—আগন্তুককে চিনতে পারল না শিষ্যেরা। কী করে পারবে? তারা যে সূর্যাস্তের দিকে চলেছে।

তখন পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে লাল হয়ে আর সেই আলোই বুঝি শিষ্যদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। কে তাদের সঙ্গের সঙ্গী চিনতে পারল না। তারা বোধহয় ভুলে গেছে যে ঈশ্বরের রাজ্য সূর্যাস্তের দিকে নয়, চিরন্তন সূর্যোদয়ের দিকে।

'তোমাদের মুখ এত শোকার্ত কেন?' যীশু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নিয়ে তোমরা এত আলোচনা করছ?'

দুজনের মধ্যে একজনের নাম ক্লেওপাস—সে বিস্মিত হয়ে বললে, 'সে কী, গত কদিন জেরুসালেমে কত কী ঘটনা ঘটে গেল আপনি জানেন না কিছুই?'

'কী ঘটনা? কাকে নিয়ে?'

'নাজারেথের যীশুকে নিয়ে।'

যীশু চুপ করে রইলেন।

ক্লেওপাস বলে চলল, 'কথায় ও কাজে যীশু ছিলেন ঈশ্বরের এক শক্তিশালী প্রতিভূ—জনসাধারণ তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত। কিন্তু পুরোতের দল আর সমাজপতিরা তাঁকে সহ্য করতে পারত না। তারা শেষ পর্যন্ত তাঁকে এমন এক অভিযোগে ধরিয়ে দিল যাতে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। হলও সেই মৃত্যুদণ্ড। তাঁকে ক্রুশে দিল।' হতাশের মত মুখ করল ক্লেওপাস। বললে, 'আমরা কিন্তু আশা করেছিলাম তিনি ইস্রায়েলদের মুক্তি দেবেন—'

যীশু পায়ে-পায়ে চললেন নিঃশব্দে। যে হতাশ যে নিষ্প্রাণ তিনি যে তারও সঙ্গী। তিনি যে তাকেও নিয়ে যাবেন আশার রাজ্যে, আলোকের রাজ্যে, চিরন্তন আনন্দের সংসারে।

'কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ঐ সব ঘটনার পরও তিন দিন দিব্যি কেটে গেল—'

'ঘটনাটা কী কিছু বলছ না তো?'

'আমাদের দলের কয়েকজন স্ত্রীলোক আমাদের একেবারে অবাক করে দিল।' বললে ক্লেওপাস, 'তারা ভোরবেলা সমাধিগৃহে গিয়ে দেখতে পেল যীশুর দেহ সেখানে নেই। শুধু তাই নয়, তারা দুজন স্বর্গদূতের দেখা পেল, তাঁরা তাদের বললেন যীশু বেঁচে আছেন।'

'শুনে তোমরা কী করলে?'

'আমরা কেউ-কেউ গেলাম সমাধিগৃহে। মেয়েরা যা বলেছিল তা সত্যি—সমাধিগৃহে যীশুর দেহ নেই। কিন্তু যীশু কোথায়? তাঁকে তো কই কেউ দেখতে পাচ্ছি না।'

যীশু মুখ খুললেন। বললেন, 'তোমরা এই সামান্য জিনিসটা বুঝতে পারছ না? মহর্ষিরা অতীতে যে সব ভবিষ্যৎ-বাণী করে গেছেন সে সব মেনে নিতে এখনো তোমাদের দ্বিধা হচ্ছে? চরম দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে খ্রীস্ট এই ভাবে আপন মহিমা অর্জন করবেন তাই কি সঙ্গত নয়? যথার্থ নয়?'

মোজেস থেকে সুরু করে সমস্ত মহর্ষি-কথিত শাস্ত্রে খ্রীস্ট সম্পর্কে যে উক্তি আছে যীশু তার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

চলতে চলতে কখন সবাই গ্রামের প্রান্তে এসে পড়েছে খেয়াল করেনি। ক্লেওপাস ও তার বন্ধু তো এই গ্রামেই ঢুকে পড়বে। কিন্তু আগন্তুক—আগন্তুক যাবে কোথায়?

যীশু এমন ভাব করলেন যেন তিনি আরো এগিয়ে যাবেন—আরো দূরে—আরো সামনে।

ঈশ্বর বুঝি গায়ে পড়ে কাউকে বিব্রত করেন না। তুমি যদি ডাকো তবেই তিনি ফেরেন, না-ডাকো তিনি চলে যান আপন মনে। সব চেয়ে দামী জিনিস মানুষকে ঈশ্বর যা দিয়েছেন তা হচ্ছে স্বাধীন ইচ্ছে—ইচ্ছের স্বাধীনতা। তোমার যদি ইচ্ছে করে তো তাঁকে ডাকো, তোমার ঘরে নিমন্ত্রণ করে আনো, না ইচ্ছে করে তো মুখ ফিরিয়ে নাও, তাঁকে যেতে দাও অন্য ঘরে।

কী মনে হল কে জানে ক্লেওপাস ও তার বন্ধু হঠাৎ বলে উঠল, 'কোথায় যাবেন! আমাদের সঙ্গেই থাকুন। বেলা আর নেই, সন্ধে হয়ে এল—'

নিমন্ত্রণ এসে গেল। যীশু বললেন, 'চলো।'

ওদের সঙ্গে যীশুও গ্রামে প্রবেশ করলেন। চলে এলেন একেবারে খাবার টেবিলে। ওদের সঙ্গে খেতে বসলেন। তারপর যখন আশীর্বাদ করে রুটি ভেঙে-ভেঙে ওদের দিলেন তখন সহসা ওদের চোখ খুলে গেল। এ যে সেই দুখানি হাত। এই দুখানি হাতেই তো রুটি ভেঙে-ভেঙে তিনি একদিন পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছিলেন। চোখ তুলে তাকিয়ে চিনতে আর তাদের দেরি হল না। এই তো সেই পরম করুণাময় যীশু।

কিন্তু পরমুহূর্তেই যীশু আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সে কী, এক্ষুনিই তো এখানে ছিলেন—কোথায় যাবেন, এখানেই আছেন কোথাও।

এখানেই তো থাকবেন। ঈশ্বর তো শুধু মন্দিরের বেদীতে নন, ঈশ্বর প্রতি গৃহস্থের খাবার টেবিলে।

ওঠো, চলো, জেরুজালেমে ফিরে যাই। সকলকে গিয়ে বলি এই আনন্দের বার্তা। প্রভু পুনরুত্থান করেছেন। প্রত্যক্ষীভূত হয়েছেন।

এই আনন্দ শুধু দুজনের মধ্যে ধরে রাখবার মত নয়। অনেকে মিলে সম্ভোগ করবার মত। তাই অন্ধকারে ক্লেওপাস ও তার বন্ধু সাত মাইল পথ হেঁটে জেরুজালেমে ফিরে চলল।

'রাস্তায় আমাদের সঙ্গে কত তিনি কথা বললেন, কত শাস্ত্রব্যাখ্যা করলেন, অথচ কী আশ্চর্য, আমরা তখন তাঁকে চিনতে পারলাম না।' ক্লেওপাস বললে বন্ধুকে।

'কিন্তু যখন তিনি পরিষ্কার করে শাস্ত্রের কথা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন,' বন্ধু বললে, 'তখনই অনুভব করছিলাম বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে।'

'কিন্তু এমন যাঁর কথা তাঁকে তখন চিনতে পারলাম না কেন ?'

'তিনি যখন চেনাবেন তখনই তো চিনব।'

জেরুজালেমে ফিরে এসে দেখল যীশুর এগারো জন দূত-শিষ্য ও তাদের সঙ্গীরা একত্র হয়ে আনন্দে বলাবলি করছে, প্রভু পুনরুত্থান করেছেন, প্রভু পুনরুত্থান করেছেন।

সমস্ত পার্থিব সুখ একা-একা ভোগ করা চলে, কিন্তু সাধ্য কী ঈশ্বর-আনন্দ

তুমি একা ভোগ করো। এ আনন্দ শুধু বুকে ধরে না, ঘরে ধরে না, একে বিশ্বময় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করে দিতে হয়।

'সন্দেহ নেই, তিনি পুনরুত্থান করেছেন।' ক্লেওপাস ও বন্ধু তাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিল : 'কত পথ হেঁটেছেন আমাদের সঙ্গে, কত শাস্ত্রব্যাখ্যা করেছেন, তারপর খাবার টেবিলে যখন তিনি রুটি ভাঙছেন, তখনই তাঁকে চিনতে পারলাম।'

'সত্যি ?' সবাই আনন্দে কোলাহল করে উঠল।

'শুধু তাই নয়,' শিষ্যদের মধ্য থেকে কে বললে, 'তিনি পিটারকেও দেখা দিয়েছেন।'

কোথায় এবং কখন ঠিক দেখা দিয়েছেন কেউ কিছু বললে না কিন্তু দেখা যে দিয়েছেন তাতে কারু সংশয় নেই। যে তাঁকে অস্বীকার করেছিল তাকেই যীশু প্রথম দর্শন দেবেন তা আর বিচিত্র কী। পিটার তো তার প্রত্যাখ্যানেব জন্যে পরে অনুতাপ করেছিল। অনুতপ্তই তো ক্ষমাসুন্দরের দর্শনের অধিকার পায়। ফিরে পায় তার বিশ্বাসের মর্যাদা।

যে ঘরে শেষ নৈশ ভোজ হয়েছিল সেই দোতলার ঘরেই শিষ্যেরা জমায়েত হয়েছে। ইহুদিদের ভয়ে তারা সন্ত্রস্ত—ঘরের সমস্ত দরজা তাই খিল-চাপানো। যারা যীশুর মৃত্যু ঘটিয়েছে তারা তাঁর শিষ্যদের ছেড়ে দেবে এমন ভরসা কম। রুদ্ধদ্বার ঘরও কিছু নিরাপদ নয়, এই বুঝি সিঁড়িতে তাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল, এই বুঝি বন্ধ দরজায় পড়ল করাঘাত! এই বুঝি ধরে নিয়ে গেল, দিয়ে দিল চরম দণ্ড!

সহসা ঘরের মধ্যে যীশু এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক।'

এক ভয় ছেড়ে এ দেখি আরেক ভয়! শিষ্যেরা ভাবল তারা বুঝি ভূত দেখছে।

'কি, তোমরা ভয় পাচ্ছ ? ভয়ের চিন্তা তোমাদের মনে কোত্থেকে আসছে ? দেখ এ আমিই।' যীশু এগিয়ে এলেন, বললেন, 'আমার হাত আর পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ। আমাকে স্পর্শ কর। ভূতের গায়ে কখনো এমন রক্ত-মাংস থাকে না।' যীশু নিজেই তাঁর হাত-পা দেখালেন : 'বলো এই কি আমার সেই হাত-পা নয় ?'

শিষ্যরা আনন্দ করে উঠল তবু তাদের সন্দেহের ঘোর বুঝি সম্পূর্ণ দূর হয়নি।

যীশু জিজ্ঞেস্ করলেন, 'তোমাদের এখানে খাবার কিছু আছে ?'

'আছে।'

'আমাকে দাও।'

একটা ভাজা মাছের টুকরো ও একটা ভাঙা মৌচাক যীশুকে দেওয়া হল। যীশু সবার সামনে বসে তাই খেতে লাগলেন।

বললেল, 'তোমাদের শান্তি হোক। পিতা আমাকে যেমন পাঠিয়েছেন, 'তোমাদেরও আমি তেমনি পাঠাচ্ছি।' যীশু শিষ্যদের গায়ে ফুঁ দিলেন। বললেন, 'তোমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার আবির্ভাব হোক। তোমরা যদি কারো পাপ মার্জনা করো সে-পাপের তখুনি মার্জন হবে। আর যদি কারো পাপ আটকে রাখতে চাও তার আর তবে মোচন হবে কী করে ?'

যাও, বেরিয়ে পড়ো। ঈশ্বরের বাধ্য বিনীত অন্তরঙ্গ বার্তাবহ হও। তাঁর দয়ার কথা ক্ষমার কথা অনন্ত ভালোবাসার কথা জনে-জনে পথে-পথে দিকে-দিকে বলে বেড়াও। তোমরা তাঁকে গভীর ভাবে ভালোবাসো বলেই তো তাঁর ভালোবাসার কথা বলতে পারবে। বলতে পারবে, যে আন্তরিক অনুতপ্ত তার নিমেষেই পাপমোচন হবে কিন্তু যে পাপী অনুতপ্ত নয় সে ইচ্ছে করেই ঈশ্বরের ক্ষমা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখছে। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, অনুতাপও তেমনি টেনে আনে ক্ষমাকে।

পবিত্র আত্মার আবির্ভাবে শিষ্যদের জীবন নবীনীকৃত হল। যীশু অন্তর্হিত হলেও এই পবিত্র আত্মাই শিষ্যদের চিরসহায় হয়ে থাকবে।

শিষ্যদের মধ্যে একজন টমাস বা থোমা, অন্য নামাদিদুমাস। সে এ সমাবেশে উপস্থিত ছিল না। সে যখন এল তখন আর-সবাই তাকে বললে, 'জানো আমরা প্রভুকে দেখেছি।'

'বাজে কথা।' অবিশ্বাসী টমাস এক কথায় উড়িয়ে দিতে চাইল।

'না, না, সত্যি তিনি এখানে এসেছিলেন, আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।'

'অশরীরী কোনো ছায়া না কী দেখেছ তার ঠিক নেই।'

'না, না, ছায়া নয়, জীবন্ত মানুষ। কত কথা বললেন, মাছ খেলেন, মধু খেলেন—'

'বিশ্বাস করি না।' টমাস বললে জোরালো গলায়।

'বিশ্বাস করো না?'

'না। যতক্ষণ না তাঁর হাতের উপর পেরেকের দাগ দেখব—শুধু চোখের দেখা নয়—যতক্ষণ না সেই পেরেকের দাগের উপর আমার আঙুল দিয়ে দেখব, ততক্ষণ আমি বিশ্বাস করব না।' টমাস আরো বললে, 'শুধু তাই নয়, তাঁর কুক্ষিদেশেও হাত দিয়ে দেখতে হবে সেখানেও সেই ঘা-টা আছে কিনা।'

অবিশ্বাসী টমাস। অথচ টমাসই একদিন যীশুর জন্যে মরতে চেয়েছিল।

সেই মৃত ল্যাজারাসকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্য যীশু যখন জেরুজালেমে যাচ্ছিলেন। মৃতকে পুনর্জীবিত করে ঈশ্বরের মহিমা দেখানো হবে বটে কিন্তু তাতে করে কে জানে প্রভু হয়তো স্থানীয় বিচারে রাজদ্রোহে দণ্ডিত হবেন আর সেই রাজরোষে হয়তো তাঁর নিজেরই প্রাণ যাবে। এ অবস্থায় শিষ্যেরা বোধহয় দ্বিধা করছিল প্রভুকে অনুসরণ করে কি না-করে। তখন এই টমাসই বলেছিল বীরের মত, চলো আমরাও যাই, আমরাও তার সঙ্গে মরি।

নির্মমভাবে আন্তরিক এই টমাস। তুমি বলেছ বলেই বিশ্বাস করব না, নিজের চোখে দেখে, স্পষ্ট পরখ করে তবে বিশ্বাস করব। যা বুঝি না তা বুঝেছি বলে গাম্ভীর্যের দম্ভ করতে রাজি নই। তারপর যদি সত্যি দেখি, যদি পরীক্ষায় তৃপ্ত হই, তখন তোমরাও দেখো।

মুখস্থ বিশ্বাসের চেয়ে জ্বলন্ত সন্দেহে ঢের বেশি সততা।

আট দিন পরে শিষ্যেরা আবার সেই দোতলার ঘরে সমবেত হয়েছে। টমাস এবার রয়েছে দলের মধ্যে। দরজাগুলি আগের মতই বন্ধ করা।

'তোমাদের শান্তি হোক।' যীশু সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ করলেন।

টমাসকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এই আমার দু হাত দেখ। তোমার আঙুল দিয়ে স্পর্শ করো। হাত বাড়াও। হাত বাড়িয়ে রাখো আমার পাঁজরার নিচে, কুক্ষিদেশে। দেখ সেই বর্শার দাগ আছে কিনা।'

প্রত্যুত্তরে টমাস কী করল?

টমাস উল্লাস করে উঠল। ভক্তিতে ও বিশ্বাসে কানায়-কানায় ভরে গেল। বলে উঠল: 'আমার প্রভু! আমার ভগবান!'

টমাসের সন্দেহের জন্যে সন্দেহ নয়, সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে সন্দেহ। আর যেই মুহূর্তে সন্দেহের নিরসন হল সেই মুহূর্তে আত্মনিবেদনে তার আর দ্বিধা নেই দৈন্য নেই কাতরতা নেই। একেবারে নীরন্ধ্র শরণাগতি। নিরঙ্কুশ আত্মোৎসর্গ।

গ্যালিলিতে টাইবেরিয়াস সমুদ্রের ধারে যীশু আবার দেখা দিলেন।

গ্যালিলির কানা-নগরের অধিবাসী নাথানায়েল, জেবেদের ছেলেরা আরো দুজন শিষ্যসহ পিটার আর টমাস সমুদ্রতীরে উপস্থিত ছিল। পিটার বললে, 'আমি মাছ ধরতে যাব।'

রাতে মাছ ধরা, আলো ফেলে মাছ ধরা—সে বুঝি এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। সমবেত আর সকলেও ধুয়ো ধরল—আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।

বেশ, চলো—একটা নৌকো ধরে উঠে পড়ল সকলে। কালো জলে মাছ ঝিলিক দিয়ে উঠবে তাই দেখে ত্বরিতে জাল ফেলবে নয়তো বর্শা ছুঁড়ে মারবে—সে এক দুঃসহ উত্তেজনা। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনা, ভগবান সাহায্য না করলে, বিশাল ক্লান্তিতে পর্যবসিত হবে—একটি মাছও ধরা যাবে না। যতই জাল ফেল বা বর্শা ছোঁড়ো, কাছের মাছও দৃষ্টির আগোচর থাকবে। কে বলে দেবে মাছ কোথায়, জলের কোন গভীরে।

এক্ষেত্রেও তাই হল। সারা রাত নৌকোয় টহল দিয়ে বেড়াল, একটি চুনোপুঁটিও ধরতে পারল না।

শুধু বৃথা ভ্রমণ, শুধু স্তূপীকৃত পণ্ডশ্রমের ক্লান্তি।

রাত্রি ভোর হলে যীশু সমুদ্রের পারে এসে দাঁড়ালেন। ধূসর আলোয় শিষ্যেরা কেউ তাঁকে চিনতে পারল না।

'কি, মাছ পেলে?' জিজ্ঞেস করলেন যীশু।

'না। কই পেলাম!'

'নৌকোর ডান দিকে জাল ফেল, অঢেল ধরতে পারবে।'

জেলেরা কথা শুনল, যথাদিষ্ট জাল ফেলল। দেখ কত মাছ—মাছের ভারে জালটা যেন টেনে তুলতে পারছি না উপরে। কী আশ্চর্য বলো তো।

একজন শিষ্য চিনতে পেয়েছে আশ্চর্যতমকে। পিটারকে বললে, 'তাকিয়ে দেখ! উনি প্রভু।'

সত্যিই তো। খালি গায়ে খালি হাতে-পায়ে কাজ করছিল পিটার, এখন জালের ভার অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে, বিহিত পোশাক পরে নিয়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। প্রভুকে সর্বাগ্রে সে অভিনন্দন করবে তাই নৌকোতে অপেক্ষা না করে সে নিজের দুই বাহুতে জল ঠেলে এগোতে চাইল। নৌকোর হাল-দাঁড়ের চেয়ে তার দুই বাহু বেশি দ্রুত, বেশি ব্যাকুল।

কিন্তু অভিনন্দন জানানো ইহুদিদের মতে ধর্মীয় আচরণ, আর সেই আচরণে সমীচীন পোশাক পরে নেওয়াটা অবশ্য কর্তব্য।

পিটার কিছু ভুল করল না। ব্যাকুল হতে গিয়ে বিধিকে সে লঙ্ঘন করল না।

নৌকোতে করে মাছ-বোঝাই জাল টানতে-টানতে অন্য শিষ্যরাও পারে ভিড়ল। কিন্তু প্রভু কোথায়?

ঐ তো কাছেই, দুশো হাতের মধ্যেই রয়েছেন তিনি। দিব্যি কাঠকয়লার আগুন করেছেন ও তাতে রুটি আর মাছ সেঁকছেন। পিটারকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'তোমরা এই মাত্র যে মাছ ধরেছ তার থেকে কয়েকটা নিয়ে এস।'

পিটার নৌকোতে গিয়ে জালটা ডাঙায় এনে নামাল। দেখল একশো তেপ্পান্নটা মাছ পাওয়া গিয়েছে! বড়-বড় মাছ অথচ সেই বিপুল ভারেও জাল ছিঁড়ে পড়েনি।

তারা যে নির্দেশমত জাল ফেলেছে, ফেলেছে বিশ্বাস করে, স্থান-কালের বিচার না করে, কেননা যে মাছ তারা দেখেনি তারা জানে তা যীশু দেখেছেন।

'এস খাবে এস।' প্রাতরাশে নিমন্ত্রণ করলেন যীশু।

প্রাণের গভীরে সবাই চিনতে পেরেছে প্রভুকে কিন্তু সাহস করে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারছে না, আপনি কে?

'নাও, রুটি খাও।' যীশু সবাইকে রুটি বিতরণ করলেন। 'আর নাও এই মাছ।' মাছও দিলেন সবাইকে ভাগ করে।

পুনরুত্থানের পর বার-বার তিন বার—এই তৃতীয় বার—যীশু দেখা দিলেন শিষ্যদের।

এই তৃতীয় দর্শনদানের তাৎপর্য কী? কী দরকার ছিল এই তৃতীয় আবির্ভাবের? দরকার ছিল—প্রভু তাঁর পুনরুত্থানের সত্যকে সাধারণ বাস্তবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি অশরীরী উপস্থিতি নন, নন কোনো স্বপ্ন বা বিভ্রান্তি। নন কারো কল্পনাবিকার। তিনি যে যীশু সেই যীশু—একেবারে পরিচিত প্রাত্যহিকতার ভূমিতে দাঁড়িয়ে। তিনি অ-মৃত পুরুষ, বাস্তব পুরুষ। দেখনি তাঁর পাঁজরার নিচে বর্শার খোঁচার দাগ, দুই হাতে দুই পেরেকের গর্ত? শুধু ঐটুকুই নয়, এই তৃতীয়বার তিনি একেবারে সংসারের মাঝখানে। কোথায় মাছ পাওয়া যাবে তার তিনি সন্ধান দিলেন। নিজে আগুন করে তিনি রুটি সেঁকলেন, মাছ ভাজলেন, আদর্শ গৃহস্থের মত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্তদের তা খেতে দিলেন। তিনি নিজেও খেলেন তাদের সঙ্গে।

সেই রক্ত-মাংসের যীশু। যিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। জয় করে চলে যাননি, জয় করে ফিরে এসেছেন।

কিন্তু মাছের সংখ্যা একশো তেপ্পান্ন কেন? তার মধ্যে কি কোনো প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে?

হয়তো আছে।

সমুদ্রে একশো তেপ্পান্ন রকমেরই মাছ আছে। কিংবা, বলা যাক, যত আলাদা রকম মাছ আছে তাদের যোগসংখ্যা একশো তেপ্পান্ন। অর্থাৎ বিরাট বিশ্বে যত রকম মানুষ আছে সব যীশুর প্রেমের জালে ধরা পড়বে। সব রকম মাছ ধরা পড়লেও জাল যেমন ছিঁড়ে পড়েনি তেমনি সব মানুষ ধরা পড়ার পরেও যীশুর প্রেমে উদ্বৃত্ত থাকবে। তাঁর মানবমমতা যে অফুরন্ত।

আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর ! এই অভিনন্দনই যীশুতে সার্বিক আত্মসমর্পণ। ক্ষতচিহ্নগুলি দেখে বিশ্বাসে দৃঢ়ীভূত হল টমাস, যীশুতে ষোল আনা আত্মদান করে বসল।

যীশু বললেন, 'তুমি আমাকে দেখছ বলে বিশ্বাস করলে। যারা না দেখেও বিশ্বাস করে তারাই ধন্য।'

চর্মচক্ষুতেই যত বিভ্রান্তি, স্থির বিশ্বাসের চক্ষুই দিব্যচক্ষু।

পরবর্তীকালে এই টমাসের কী হল ? কাহিনীটি কী ?

যীশুর স্বর্গারোহণের পর শিষ্যেরা দিকে-দিকে প্রচারে বেরিয়ে পড়বে ঠিক হল। কে কোন দেশে যাবে তৈরি হল তার তালিকা। টমাসের ভাগ্যে পড়ল ভারতবর্ষ।

প্রথমে, টমাসের যা স্বভাব, সে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ঐ অচেনা দূর দেশে যাবার মত আমার শারীরিক সামর্থ্য নেই। তা ছাড়া আমি ইহুদি, বিদেশী ভারতীয়দের মধ্যে আমি কী প্রচার করব ?

রাতে যীশু টমাসের কাছে আবির্ভূত হলেন। বললেন, 'ভয় পেয়ো না। আমি বলছি, ভারতবর্ষে যাও, সেখানে গিয়ে আমার বাণী প্রচার করো। কোনো ভয় নেই, আমার আশীর্বাদ তোমার সঙ্গে থাকবে।'

টমাস তবু নত হল না। বললে, 'আপনি আমাকে অন্যত্র যেখানে খুশি পাঠান আমি যাব, কিন্তু ভারতবর্ষে নয়।'

সুদক্ষ কাঠের মিস্ত্রির খোঁজে ভারতবর্ষ থেকে এক বণিক এসেছে জেরুজালেমে।

বণিকের নাম এবানিস। এসেছে দক্ষিণ অঞ্চলের রাজা গন্ধফোরাস-এর নির্দেশে। ' জেরুজালেমে ভালো কারিগর পাওয়া যায়, বাছাই করে একজনকে নিয়ে এস।

জেরুজালেমের বাজার অঞ্চলে ঘুরছে এবানিস, যীশু তার সামনে এসে বললেন, 'আপনি একজন কাঠের মিস্ত্রি খুঁজছেন?'

'হ্যাঁ, খুঁজছি।' এনাবিস জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কাছে কেউ জানাশোনা?'

'আছে। তার নাম টমাস। ঐ যে ঐ যাচ্ছে—'

ব্যজারে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল টমাস, তাকে যীশু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

টমাস একজন মিস্ত্রি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এবানিসের কথায় সে যাবে কেন? এবানিস দ্বিধাগ্রস্তের মত প্রশ্ন করল: 'সে যাবে ভারতবর্ষে?'

'কেন যাবে না?' যীশু বললেন, 'সে আমার দাস। তাকে আমি আপনার কাছে বেচে দেব। কিনবেন আপনি?'

'নিশ্চয়ই কিনব।'

দর-দাম ঠিক হল, বিক্রি হয়ে গেল টমাস। অঙ্গীকারপত্রে লেখা হল: 'সূত্রধার যোসেফের পুত্র, আমি যীশু, ভারতীয়দের রাজা গন্ধফোরাসের বণিক এবানিসের কাছে আমার দাস টমাসকে বিক্রয় করে দিলাম।'

টমাসকে ধরে এবানিসের কাছে নিয়ে এলেন যীশু।

যীশুর দিকে ইঙ্গিত করে এবানিস টমাসকে জিজ্ঞেস করলে, 'ইনিই আপনার প্রভু?'

'নিশ্চয়ই।' টমাস বললে দৃঢ়স্বরে।

এবানিস বললে, 'আমি তাঁর কাছ থেকে আপনাকে কিনে নিয়েছি।'

টমাস আর কথা বলল না, বিস্ময় মানল না, যীশুর আদেশ শিরোধার্য করল।

পরদিন প্রত্যুষে উঠে টমাস প্রার্থনা শেষে যীশুকে বললে, 'প্রভু যীশু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানে যাব।'

ভারতবর্ষে এলে রাজা গন্ধফোরাস টমাসকে জিজ্ঞেস করলে, 'আমাকে আপনি একটা প্রাসাদ বানিয়ে দিতে পারবেন ?'

'পারব ।' টমাস স্বীকার করল ।

যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করবার জন্যে টমাসের হাতে প্রচুর টাকা দিল রাজা । টমাস সে-টাকা গরিবদের বিলিয়ে দিল ।

'প্রাসাদ কতদূর তৈরি হল ?' রাজা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে টমাসকে আর টমাস বলে, উঠেছে মহারাজ, ক্রমশই উঁচু হচ্ছে ।'

রাজার সন্দেহ হল । প্রশ্ন করলে, 'কবে শেষ হবে ?'

'বেশি দেরি নেই ।'

আরো কদিন গেল । রাজা আবার টমাসকে তলব করল ।

'কি, প্রাসাদ তৈরি শেষ হল ?'

'হয়েছে ।' টমাস বললে তৃপ্ত মুখে ।

'কোথায় চলো দেখি গে ।'

টমাস বললে, 'এখন দেখতে পাবেন না ।'

'এখন দেখতে পাব না মানে ?' রাজা নিদারুণ ক্রুদ্ধ হল, বললে, 'তবে কবে দেখতে পাব ?'

'যখন আপনি ইহজীবন ত্যাগ করে চলে যাবেন তখন দেখতে পাবেন ।'

রাজার রোষে টমাসের জীবননাশের সম্ভাবনা দেখা দিল । যীশু এসে বাঁচালেন টমাসকে । বাঁচালেন রাজাকে তাঁর অনুরক্ত ভক্ত করে নিয়ে ।

সেই সূত্রে ভারতবর্ষে খ্রীস্টধর্মের প্রথম অবতারণা হল ।

কিন্তু পিটার—পিটারের হল কী ?

যীশু জিজ্ঞেস করলেন, পিটার, তুমি কি আর-সকলের চেয়ে আমাকে বেশি ভালোবাসো ?'

পিটার বললে, 'আপনি ভালো করেই জানেন যে আমি আপনাকে ভালোবাসি'।'

দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন যীশু, 'আমাকে তুমি ভালবাসো ?'

'বাসি।'

আবার, তৃতীয়বার যীশু ঐ একই প্রশ্ন করলেন: 'বলো, ভালোবাসো আমাকে ?'

তিন-তিন বার একই প্রশ্নে এবার বুঝি দুঃখিত হল পিটার। বললে, 'প্রভু, আপনি সব কিছুই জানেন। আর এও জানেন আমি আপনাকে ভালোবাসি।'

তিন-তিনবার পিটার একদিন যীশুকে অস্বীকার করেনি ? তাই তিন-তিনবার যীশু পিটারের স্বীকৃতি আদায় করে নিলেন। তুমিই আমার প্রভু, আমার প্রিয়, তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমার করুণা আর আমার ভুল হবে না কোনোদিন।

'বেশ, তবে আমার মেষ ও মেষশাবকদের পালন করো।'

যদি আমাকে সত্যি ভালোবাসো তবে আমার অনুগামীদেরও ভালোবাসো।

যীশুকে ভালোবাসার অর্থই তো প্রতিবেশীকে ভালোবাসা। অপরকে ভালো না বসলে যে পরমকে ভালোবাসা হয় না।

'শোনো।' পিটারকে আরো বললেন যীশু, 'ছেলেবেলায় নিজেই নিজের কোমর বেঁধে যেখানে খুশি যেতে পারতে। কিন্তু যখন তোমার বয়স হবে তখন তুমি তোমার হাতদুটি প্রসারিত করে দেবে, অন্য একজন এসে তোমার কোমর বেঁধে দেবে আর তোমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাবে যা তোমার নিজের নির্বাচন নয়।'

যীশু স্পষ্ট ইঙ্গিত করলেন ক্রুশেই পিটারের জীবনাবসান হবে। ঐ মৃত্যুতেই প্রকাশ করবে সে ভগবানের মহিমা।

পিটার স্তব্ধ হয়ে রইল।

যীশু বললেন, 'আমাকে অনুসরণ করো।'

যে শিষ্যকে যীশু বিশেষ ভালোবাসতেন—পিটার দেখল সেই জন-ও সঙ্গে আসছে। পিটার জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু, এর কী হবে ?'

'আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে যদি আমি বসিয়ে রাখি, তাতে তোমার কী ? তোমার কিসের কৌতূহল ? তোমার যা করবার তুমি তাই করো। আমাকে অনুসরণ করো।'

জনের নির্ধারিত কাজ জন করবে, তোমার নির্ধারিত কাজ তুমি করো। জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হয়ে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করবে, তুমি আমার মেষপালক হও। জন মরবে শান্তিতে, তুমি মরবে যন্ত্রণায়, ক্রুশে। ভক্তের মৃত্যুমাত্রই ঈশ্বরের মহিমা।

ক্রুশেই সত্যি-সত্যি পিটার প্রাণ দিল। রোমে যখন তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে তখন সে বললে, আমি প্রভুর মত মৃত্যুর উপযুক্ত নই, আমার মাথা তাই নীচুতে রেখে উলটো করে আমাকে ক্রুশে দাও।

এগারোজন শিষ্য গ্যালিলির পর্বতের দিকে এগিয়ে চলল। এখানেই যীশু তাদের দেখা দেবেন বলেছিলেন। এখনো বুঝি কারো কারো মনে সন্দেহ আছে। দেখা যাক ব্যাপারটা কী।

যীশু যখন সত্যি এসে দাঁড়ালেন সামনে তখন আর কারো বাষ্পমাত্র দ্বিধা রইলনা। সবাই লুটিয়ে পড়ে প্রভুকে প্রণাম করল।

যীশু বললেন, 'স্বর্গ-মর্তের সমগ্র অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীর সর্বত্র গিয়ে মঙ্গলসমাচার প্রচার করো। সর্বজাতির মানুষকে আমার শিষ্য করো, পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নান করাও। আর তোমাদের যে সব আদেশ দিয়েছি তাদেরও তা পালন করতে শেখাও। যে বিশ্বাস করে দীক্ষস্নাত হবে সেই মুক্তি পাবে। যে বিশ্বাস করবে না সেই দণ্ডিত হবে। যারা বিশ্বাস করবে তারা অনেক শক্তির অধিকারী হবে। তারা আমার নামে শয়তানকে বিতাড়িত করতে পারবে। বিষাক্ত সাপ মাটি থেকে তুলে নিতে পারবে হাতে করে, এমনকি বিষাক্ত দ্রব্য পান করলেও তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। বহু ভাষায় তারা কথা বলতে পারবে, আর রুগীকে স্পর্শ করেই করতে পারবে নিরাময়। জেনে রাখো,

জেনে নিশ্চিন্ত হও, পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত আমি তাদের—তোমাদের সঙ্গে-সঙ্গে থাকব।'

আরো বললেন, আবার বললেন যীশু, 'যখন আমি তোমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম তখনই তোমাদের বলেছি শাস্ত্রে ও স্তোত্রাবলীতে আমার সম্বন্ধে যা লেখা আছে সব ঠিক-ঠিক ফলবে, নড়চড় হবে না। লেখা ছিল খ্রীস্টকে অনেক ক্লেশ-কষ্ট সইতে হবে, তারপর মৃত্যুর তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে করতে হবে পুনরুত্থান। আর জেরুজালেম থেকে সুরু করে পৃথিবীর সমস্ত জাতির মানুষের কাছে প্রচার করতে হবে যে তার নামে অনুতাপের অর্থই পাপের থেকে মুক্তি। দেখ—সমস্ত অবিকল ফলেছে কিনা। আর এও জেনে রাখো, পিতা তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার ফল আমি তোমাদের পাঠিয়ে দেব। দীক্ষাগুরু জনের দীক্ষা হয়েছিল জল দিয়ে, তোমাদের দীক্ষা হবে পবিত্র আত্মায়। যতক্ষণ না উধ্বলোকের সেই শক্তি নেমে এসে তোমাদের সক্ষম করে তুলছে ততক্ষণ তোমরা জেরুজালেমেই অপেক্ষা করো। পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হয়ে থেকো।'

যীশু শিষ্যদের বেথানিয়া পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি দুহাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করলেন। আশীর্বাদ করতে-করতে, শিষ্যেরা দেখতে পেল, তিনি উপরে উঠে যাচ্ছেন। এক টুকুরো মেঘ এসে তাঁকে তাদের চোখের আড়াল করে দিল।

শিষ্যেরা আকাশের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল। তিনি কি আর দেখা দেবেন না?

শাদা-পোশাক-পরা দুজন লোক হঠাৎ তাদের পাশে এসে দাঁড়াল। বললে, 'গ্যালিলিবাসী, এখনো তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছ কেন? যেমন করে যীশু স্বর্গে গেলেন দেখলে, তেমনি করেই আবার তিনি ফিরে আসবেন দেখো।'

ঊর্ধ্বারোহণ করবার জন্যেই তো তাঁর অবতরণ। তিনি আবার যাবেন কোথায়? তিনি তো বলেছেন তিনি আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই আছেন। যাতে তাঁর হাত ধরে আমরাও ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে পারি।

শিষ্যেরা নত হয়ে যীশুর উদ্দেশে প্রণাম করল। আনন্দিতচিত্তে ফিরে গেল জেরুজালেমে। সেখানে মন্দিরে গিয়ে ঈশ্বরের স্তব করতে লাগল। প্রার্থনা করতে লাগল।

ঈশ্বর সম্পর্কে সুসংবাদই মঙ্গলসমাচার। আর মঙ্গলসমাচারের শেষ কথাটিই আনন্দ।

কী করে প্রার্থনা করতে হয় শিখিয়ে দিয়েছেন যীশু। নিজে প্রার্থনা করে শিখিয়ে দিয়েছেন। এই প্রার্থনায় সমস্ত জীবনকে নিয়ে গিয়েছেন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে কিংবা সমগ্র ঈশ্বরকে নিয়ে এসেছেন জীবনের মাঝখানে।

উদয়াচলে প্রার্থনা, অস্তাচলে প্রার্থনা। সমস্ত পথই প্রার্থনার পথ। প্রার্থনাই জীবনের জল-বায়ু, নিশ্বাস-প্রশ্বাস। প্রার্থনা আর কিছু নয়, শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন।

সাতটি প্রার্থনা। সাত রঙে রাঙা আনন্দের চিরন্তন রামধনু।

প্রথম প্রার্থনা ঃ হে আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা, তোমার নাম নিরন্তর পূজিত হোক, বন্দিত হোক, অভিনন্দিত হোক।

ঈশ্বর আমাদের পিতা। যে মুহূর্তে আমি তাঁকে পিতা বলে ডাকলাম সেই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে আমার একটি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হল। তিনি আর প্রথার জিনিস নন, একেবারে প্রাণের জিনিস হয়ে উঠলেন। আমি একেবারে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, একান্ত করে তাঁর সন্নিহিত হলাম। সমস্ত ভয় দূরে গেল, অনিশ্চয়তার লেশমাত্র রইল না।

ঈশ্বর আমাদের পিতা। এই স্বীকৃতিতেই আমাদের পরম আশ্রয়, পরম আরাম। আমাদের সমগ্র অপূর্ণতার মার্জনা। পিতৃত্ব অর্থই প্রেম, পিতৃত্ব অর্থই করুণা। পিতা সন্তানকে শাসন যদি বা করেন সে তার মঙ্গলের জন্যে। পিতাই সন্তানের চিরন্তন কল্যাণনিলয়।

ঈশ্বর আমাদের পিতা। কে আর তবে আমাদের তাঁর প্রেম ও করুণা থেকে বিচ্যুত করে, তাঁর আবাস-আশ্রয় থেকে কে আর আমাদের বাইরে রাখে? তাঁর স্নেহ ও শাসনের মধ্যে থেকে কোথায় আমাদের অমঙ্গল?

বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর। আর এই ঈশ্বর যখন আমাদের পিতা তখন সমগ্র বসুন্ধরাই আমাদের বান্ধবের সংসার।

শুধু আমার পিতা নয়, আমাদের পিতা। ঈশ্বর কারু একলার নন, ঈশ্বর সকলের—আপামর সর্বসাধারণের। ঈশ্বরকে ভালোবাসলেই তবে মানুষকে

ভালোবাসা যায়। আর, মানুষকে না ভালোবেসে ঈশ্বরকে ভালোবাসা, এ একেবারে অবাস্তব। সোনার পাথর বাটি।

ঈশ্বর ছাড়া মানুষ নেই, মানুষ ছাড়া ঈশ্বর কোথায় ?

ঈশ্বরকে আমরা শুধু ভালোবাসি না, তাঁকে আমরা পূজা করি, বন্দনা করি। তিনি গুরোর্গরীয়ান, মহতো মহীয়ান। পবিত্র, প্রতাপবান, সর্বশক্তিমান। তাঁর কৃপাশক্তিও পরিধিহীন। তিনি পিতা বলে ভাবালুতায় তাঁকে যেন খেলো করে না ফেলি। তাঁকে যেন যথাযোগ্য সম্মান দিই। হৃদয়ের সিংহাসনে এনে বসাই। তাঁকে সম্মান দিলেই আমরা সম্মানিত। আমরা তখন রাজপুত্র, অমৃতপুত্র।

কার কাছে আমরা প্রার্থনা করছি ? আর কাব কাছে! আমাদের পিতার কাছে। আমরা কারা ? আমরা পুত্র—আমরা শৃঙ্খলিত দাস নই, কারারুদ্ধ অপরাধী নই, নই আমরা অকিঞ্চিৎ বা সর্বস্বান্ত। আমরা স্বাধীন, আমরা ভালোবাসার ধনে বিত্তবান, আমাদের ভবিষ্যৎ আছে। আর ঈশ্বরই আমাদের ভবিষ্যৎ।

কিন্তু আমাদের পিতা থাকেন কোথায় ? 'স্বর্গনিবাসী পিতা'—সে কোথায়, কত দূরে, কোন মেঘলোকে ? সেই স্বর্গের ঠিকানা কী ?

'স্বর্গনিবাসী !' ঈশ্বর স্বর্গে থাকেন—তার অর্থ, ঈশ্বর যেখানে থাকেন সেখানেই স্বর্গ। যাঁকে পিতা বলে ডাকতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন, দাঁড়ালেন মর্তলোকে, তখন আমাদের এই মর্তলোকই স্বর্গ। যদি সম্পর্ক না রেখে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিই, স্বর্গও তখন ঠিকানাহীন দূরস্থান হয়ে গেল। যেই তাঁকে নিবিড় আত্মীয়তায় ঘরে নিয়ে এলাম, নিয়ে এলাম লোকব্যবহারে, তখন আমাদের গৃহ, আমাদের সমগ্র নরলোকই স্বর্গ হয়ে উঠল।

মর্তে স্বর্গরচনা—এই তো এবার ঈশ্বরের নতুন সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কারিগর শুধু পিতা নন, আমরা—পুত্রেরাও।

হে ঈশ্বর, তোমার নামের জয়জয়কার হোক।

নাম আর নামী অভিন্ন। নামের কথনকীর্তনও যা, নামীর গুণগানও তাই। ঈশ্বর আর বেনামী নন, ঈশ্বর এখন বিশিষ্ট ব্যক্তি—আমাদের গৃহপতি, আমাদের পিতা, আমাদের আত্মীয়ের আত্মীয়।

আর উদয় নয়, এবার উপস্থিতি। অকপট বাস্তবতা। চিরায়ত অস্তিত্ব।

ঈশ্বর যদি মানুষ হয়েছেন, মানুষেরও তবে ঈশ্বর হতে হবে।

যীশুর দ্বিতীয় প্রার্থনা : 'তোমার রাজ্য আবির্ভূত হোক। বিস্তীর্ণ হোক তোমার আধিপত্য।'

সে রাজ্য কোথায়? আমাদের ব্যক্তিক জীবনে, দৈনন্দিন সংসারে। 'রাজ্য আসুক।' যীশুর প্রার্থনা কি অপূর্ণ থাকতে পারে? রাজ্য এসে গিয়েছে, দিনে-দিনে ধীরে-ধীরে তাঁর রাজ্য আরো প্রসারিত হচ্ছে। আমি-তুমি—যে কেউ আমরা আমাদের রাজাকে মানব সেই সে-রাজ্যের প্রজা হয়ে যাব। গত্যন্তর নেই। আমাদের এই রাজার রাজত্বে আমাদের সকলকেই যে রাজা হয়ে যেতে হবে। প্রজা না হলে রাজা হব কী করে?

সেই প্রজাতন্ত্রের এক সংবিধান। সেই সংবিধান শুধু প্রেম। রাজাকে ভালোবাসো, তারপর একে-ওকে-সকলকে ভালোবাসতে-বাসতে ভালোবাসার রাজা হয়ে ওঠো।

যীশুর তৃতীয় প্রার্থনা : 'স্বর্গেও যেমন মর্তেও তেমনি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'

স্বর্গ আর মর্ত মিলিয়ে বিশ্ব আর সেই বিশ্বের অধিপুরুষ ঈশ্বর। তাঁর ইচ্ছাই অপ্রতিরোধ্য। একটি তৃণখণ্ডও নড়ে না ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া। ঐ যে ছোট্ট একটা পাখি মাটিতে ছোট্ট একটু ছায়া ফেলে উড়ে গেল তাও তাঁর ইচ্ছায়। জগতে যা কিছু বিধ্বংসী কাণ্ড ঘটছে, যা কিছু ক্ষয়-বিলয়, তাঁর ইচ্ছাই সমস্ত কিছুর প্রণেতা। আবার যেখানে শান্তির শ্যামল মাঠ, সৌহার্দ্যের স্রোতস্বিনী, সেখানেও তাঁর ইচ্ছাই প্রসারিত। শুভঙ্কর ও ভয়ঙ্কর—সর্বত্র। 'যখনই করছ যাহা তোমাতে সাজছে তাহা।' সমস্ত কিছুর একমাত্র ব্যাখ্যা, একমাত্র সূত্রার্থ ঈশ্বর-ইচ্ছা।

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

এ কোনো হতাশের কান্না নয়, নয় কোনো পরাজিতের আর্তনাদ। 'যা থাকে অদৃষ্টে—অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে'—নয় কোনো বা অজ্ঞেয়বাদীর নির্বেদ।

কিছু করবার নেই, কিছু বলবার নেই, এমনি এক অসহায়েরও আক্রোশ নয়, নয় কোনো হৃত-চ্যুত অহঙ্কারীর আস্ফালন। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক এ এক গভীর বিশ্বাসের নিঃশেষ আত্মসমর্পণ।

যারা ঈশ্বরকে মানছে না, ঈশ্বরের শত্রুতা করছে, তারাও ঈশ্বরেরই ইচ্ছাধীন। আর যারা শত স্খলনে-পতনেও ঈশ্বর থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছে না, শত দুঃখে-কষ্টে আঘাতে-অপমানেও ঈশ্বরে শুধু লগ্ন নয়, মগ্ন হয়ে আছে, সমস্ত প্রহারকেই ঈশ্বরের উপহার বলে বরণ করছে, তারাও ঈশ্বর-ইচ্ছারই অনুবর্তী।

সরল বিশ্বাসে অকপট আত্মনিবেদনের মন্ত্র: তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

যে বিশ্বাসী সে-ই নিশ্চিন্ত। সে সর্বত্র মঙ্গলকে দেখছে, আস্বাদ করছে প্রেমামৃত। যে-নিরুদ্দেশেই সে যাত্রা করুক, ঈশ্বরের চোখের আড়াল সে হবার নয়, সর্বক্ষণ আছে সে তাঁর স্নেহের বেষ্টনীতে। আর তবে ভয় কী, হতাশা কোথায়? ঈশ্বরের হাতে অনন্ত সময়, কী করে কোথা দিয়ে কোন অঙ্কে তিনি হিসেব মেলাবেন তিনিই জানেন। আমরাও তাঁর হাতে পড়েছি, আমাদেরও তাই হিসেব মিলবে। যা ভেবেছিলাম ক্ষতি, তাই দেখব পূরণ, যা দেখেছিলাম বিচ্ছেদ তাই দেখব অপরিচ্ছিন্ন। যা ভয়াবহ তাই জয়াবহ।

যীশুর চতুর্থ প্রার্থনা: আমাদের প্রাত্যহিক রুটি আজকেও মিলিয়ে দাও।

এ রুটি কি শুধু আধ্যাত্মিক? যেহেতু যীশুই জীবনের রুটি সেই হেতু এ প্রার্থনা কি শুধু যীশুকে উপলব্ধি করার প্রার্থনা? যেন প্রতিদিন আমরা এই জীবন্ত রুটির আস্বাদে উজ্জীবিত হই।

এ প্রার্থনায় এই অপার্থিব আবেদন তো আছেই, আছে আবার একটি পার্থিব মিনতি। সরল, বাস্তব, স্থূল অনুরোধ। রোজকার মত আজকেও আমাদের খাদ্য জুটিয়ে দাও। খাদ্য না পেলে শরীর-মনের পুষ্টি হবে কী করে? কী করে মিলবে আত্মার পরিতোষ? দেহ-মন-আত্মা যদি তুষ্ট-পুষ্ট না হয় তবে তোমার কাজ করব কী করে, তোমার জন্যে বাঁচব কী করে? তোমার জন্যে আমাদের বাঁচিয়ে রাখো।

এ প্রার্থনা শুধু আমার জন্যে নয়, আমাদের সকলের জন্যে। শুধু আমাকে নয়, সকলকে খাদ্য দাও—আজ দাও, কাল দাও, প্রত্যহ দাও। এ স্বার্থ-

বাদের প্রার্থনা নয়, এ সাম্যবাদের প্রার্থনা। সকলে না বাঁচলে আমি বাঁচি কী করে? আমিও তো সকলেরই মধ্যে। তাই, প্রভু, সকলকে খাইয়ে-পরিয়ে রাখো, তোমার রাজ্যে কেউ যেন না অভুক্ত থাকে, কেউ যেন না শুকনো মুখে ফিরে যায় দুয়ার থেকে।

আসলে ঈশ্বরের রাজ্যে খাদ্যের কোনো অভাব নেই, যা আছে তা শুধু বণ্টনের অসাম্য। কোথাও প্রচুর, কোথাও মুষ্টিমেয়। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে মানুষ এত শক্তিশালী হয়েও কেন বণ্টন-ব্যবস্থাটা সমানভিত্তিক করে নিতে পারে না? অথচ সমস্ত দেশের সমস্ত নেতাই তো মানবহিতের উদ্গাতা। তারা সবাই মিলে পরামর্শ করে এক জায়গার প্রাচুর্য দিয়ে আরেক জায়গার অনটনকে আচ্ছাদন করে দিক। সমস্ত পৃথিবীকে একটা গোটা দেশ, গোটা রাজ্য, এক ঈশ্বরের উপনিবেশ বলে মেনে নিয়ে কাজ করলেই তো চলে যায়। তা হলেই তো এক জনের উপচয়ের পাশে আরেকজনকে উপবাস করতে হয় না।

হে ঈশ্বর, মানুষকে শুভবুদ্ধি দাও। তোমার রাজ্যে আবার কিসের বেড়া, কিসের দেশসীমা? এক মানুষ এক ক্ষুধা এক ক্ষুন্নিবৃত্তি। সবাই এক পরিবারের লোক, এক বংশোদ্ভূত। যেমন আমাদের পাঠিয়েছ তেমনি আমাদের খাদ্যও পাঠিয়ে দাও। তোমার সংসারে এসে তোমারই সন্তান হয়ে কেউ যেন না অনাহারে দিন কাটায়।

তুমি ছাড়া আর কে দেবে? আর কার সাধ্য ফুল ফোটায়, ফল ফলায়, স্বাদে-গন্ধে মধুময় করে তোলে? মানুষ যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্পর্ধা করুক, ক্ষুদ্র একটি বীজকণাও সে সৃষ্টি করতে পারে না, যার থেকে জন্ম নেবে শ্যামশস্য, জন্ম নেবে মহীরুহ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে জল সে তৈরি করতে পারে কিন্তু কে দেবে তাতে তৃষ্ণা-নিবারণের মাধুর্য? অথচ শুধু প্রার্থনা করলেই আহার্য মিলবে না, প্রার্থনার সঙ্গে মেলাতে হবে পরিশ্রম, পদে-পদে বহুতর পরিশ্রম। মাঠে ধান ফলানো থেকে রান্নাঘরে ভাত ফোটানো—শাঁস থেকে গ্রাস—বিস্তীর্ণ ক্লান্তির পথ। আর ক্লান্তিতেই ঈশ্বরকৃপা।

বর্ষণ দিয়ে কী হবে যদি আমি কর্ষণ করে না রাখি?

যীশুর পঞ্চম প্রার্থনা: আমাদের ঋণ ক্ষমা করো যেহেতু আমরা আমাদের অধমর্ণদের মার্জনা করেছি।

আমরা যদি অন্যের ত্রুটি মার্জনা করতে না পারি তা হলে কোন মুখে ঈশ্বরকে বলব যে আমাদের দোষ মার্জনা করো। পরস্পর এই মার্জনার মধ্য দিয়েই মানবমৈত্রী। আর এই মার্জনার জনয়িতা ঈশ্বরবিশ্বাস। যে যত বেশি ঈশ্বরপরায়ণ সে তত বেশি ক্ষমাশীল। ঈশ্বরের ইচ্ছাই তো পূর্ণ হয়েছে, তবে আর আমার ক্ষোভ কেন, আক্রোশ কেন? অসূয়া কেন? আমি যদি ঈশ্বরকে ভালোবেসে থাকি, তবে তো আমি তাঁর প্রতিনিধি মানুষকেও ভালোবেসেছি, তবে আর আমার ক্ষমা করতে কার্পণ্য কেন? স্মৃতি ভালো, বিস্মৃতি আরো ভালো। কে কবে কী অন্যায় করেছিল, অপকার করেছিল, কিছু মনে নেই, সব ভুলে গিয়েছি, চিত্তের এ নির্মলতার মত মুক্তি আর কী আছে? মালিন্য থেকে মুক্তি, সংকীর্ণতা থেকে মুক্তিই তো আসল পাপস্খালন। যে ঈশ্বরপ্রেমে ভরপুর তার মনে মালিন্যস্পর্শ আসবে কী করে? সে কী করে পরের প্রতি রোষ বা অসূয়া পোষণ করতে পারে? নিজে অনুদার হয়ে কী করে সে ঈশ্বরকে বলতে পারে আমার প্রতি অজস্র হও, নিজে নিষ্ঠুর থেকে কী করে বলা চলে আমার প্রতি করুণায় উথলে ওঠো? পরের দোষ মার্জনা করবার পরেই ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়ে বলা সাজে, এবার আমার অপরাধও তুমি মার্জনা করো।

যীশুর ষষ্ঠ প্রার্থনা: আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিও না।

প্রলোভন! প্রলোভনও তো ঈশ্বরের, তবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আর কোন ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা? প্রলোভন তো পরীক্ষা, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দেখানো আমরা তাকে জয় করেছি, প্রতিষ্ঠিত করেছি আমাদের মনুষ্যত্বের মহিমা—এক ঈশ্বর থেকে পালিয়ে আরেক ঈশ্বরে গিয়ে তাই আশ্রয় নেওয়া, বলা, লুব্ধক হয়ে এস না, উদ্ধারক হয়ে এস। যে বস্তু ঈশ্বরকে আড়াল করে রাখে, ঈশ্বরের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায়, তারই নাম প্রলোভন। সেই প্রলোভনে আমাদের ঠেলে দিও না। যদি আমাদের শক্তি যাচাই করে নিতে চাও তবে প্রলোভনকে পরাভূত করার মত শক্তি দাও। যাতে আমরা তোমার সমর্থ সন্তান এই পরিচয়ে তোমার আনন্দচক্ষুর আশীর্বাদ লাভ করি।

যীশুর সপ্তম প্রার্থনা: পাপের থেকে আমাদের ত্রাণ করো।

প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রামে যদি পরাস্তও হই, তবু তুমি আমাদের পরিত্যাগ কোরো না, আমাদের দিও না ভেসে যেতে। মহীরুহ যদি অঙ্গারও হয়ে যায় তুমি সেই অঙ্গারকে আবার হীরক করে তোলো। চরম দুর্দিনেও যেন মনে না করি আমরা পরিত্যক্ত, আমাদের কেউ নেই। যার কেউ নেই তারও ঈশ্বর আছে। দুর্ভেদ্য অন্ধকারেও তিনি পথ দেখাবেন, পিচ্ছিলতম পথেও তিনি এসে হাত ধরবেন, হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইলেও তিনি ছেড়ে দেবেন না। আমরা আর সব কিছুতে মরলেও ঈশ্বরে বাঁচব, তিনি আমাদের ত্রাণ করবেন, আমাদের ব্যর্থ হয়ে যেতে দেবেন না। আমাদের ত্রাণ না করলে তাঁর মহিমার পরাকাষ্ঠা কোথায়? আমরা না হলে তাঁর কৃপাপাত্র হবে কে? আমরা যদি পাত্র না হই তা হলে অত কৃপা তিনি ঢালবেন কোথায়?

পাপের থেকে মুক্তি অর্থ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি। মুক্তির পরে আশ্রয় কোথায়? আশ্রয় বিশ্বাসে, ভক্তিতে। ঈশ্বরের পান্থশালায়। সেখানে কে আমাদের আক্রমণ করবে, কে বা আকর্ষণ করবে। সেখানে আমরা ঈশ্বর-তন্ময়।

শেষ প্রার্থনায় একটি উদাত্ত স্বীকৃতি: হে ঈশ্বর, অনন্তকাল ধরে তোমারই রাজ্য, তোমারই শক্তি, তোমারই গৌরব। আর আমরা? আমরা তোমারই রাজ্যের, তোমারই অমৃতলোকের বাসিন্দে, তোমার শক্তিতেই আমরা শক্তিমান, তোমার গৌরবেই আমরা মহিমোজ্জ্বল। আমাদের সমস্ত জীবনই একটি প্রার্থনা। শুধু তোমাকেই সম্ভাষণ। আমাদের কাঁদতে দাও, ডাকতে দাও, বুঝতে দাও। বুঝতে দাও আমরা তোমার, তুমি আমাদের। বুঝতে দাও আমরাও অন্তহীন, মৃত্যুহীন ঈশ্বরসত্তা।

'আমেন!' তাই হোক।

রোহণের সাত দিন পর অর্থাৎ পুনরুত্থানের পঞ্চাশ দিন পর পবিত্র

ত সমবেত হয়ে প্রার্থনা করছিল, সহসা মহাশব্দে
রা দেখল তাদের মাথার উপর তীব্র একটা
তার থেকে বিচ্ছিন্ন রশ্মিরেখা বেরিয়ে

।শ্মোর ' তাব অর্থ তারা বুঝল। তার
করুক, প্রতিদিন তার নিজের ক্রুশ তুলে ।নক
আসুক।'

সেই অনুগমনেই নিত্যজীবন।

ক্রুশেই ত্রাণ, ক্রুশেই শক্তি, ক্রুশেই সান্ত্বনা। ক্রুশেই চিরন্তন মঙ্গল।

তুমি দুঃখ সহ্য করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকো, তাই পরম প্রাপ্তি বলে মনে করো। যীশু বলেছেন, বর্তমান দুঃখ আগামী গৌরবের তুলনায় অকিঞ্চিৎ।

কখনো বিষন্ন ও নিরাশ হয়ো না। ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশীভূত হও জীবনে যাই ঘটুক না কেন তা যীশুর মহিমায় নীরবে সহ্য করো। কেননা মনে রেখো, শীতের পর বসন্ত, রাতের পর দিন আর ঝড়ের পর শান্তি অবধারিত।

• সমাপ্ত •